শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও অনুবাদিত।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড।

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible]

১।	বেদ-সংহিতা,	সঙ্কলনকারী	শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।
২।	ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ,	„	ঐ ঐ
৩।	শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র,	„	ঐ ঐ
৪।	ধর্ম্মশাস্ত্র,	„	শ্রী[illegible]কমল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন।
৫।	ষড়্দর্শন,	„	শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

কলিকাতা,

২৯ নম্বর, বীডন ষ্ট্রীট, এল্ম্ প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০২ সাল।

প্রথম ভাগের ভূমিকা।

এই ভাগে চারি বেদের সংহিতার যে বিবরণ সঙ্কলিত হইয়া
কার্য্যে বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়
সাহায্য দান করিয়াছেন। ঋগ্বেদের সূক্ত গুলির যে অনুবাদ দেওয়া হ
তাহা আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত ঋগ্বেদানুবাদ হইতে সংগৃহীত, এবং স
সংশোধিত। অন্যান্য বেদের কোন ২ অংশের যে অনুবাদ দেওয়া হ
সে অনুবাদ গুলি উক্ত সামশ্রমী মহাশয়ের লেখনী নিঃসৃত।

শ্রীরমেশচন্দ্র

উৎসর্গ।

স্নেহময়ী ভগিনী

চমৎকার মোহিনী ও অপরাসুন্দরী,

হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করাই তোমাদের পরম আনন্দ, হিন্দুধর্ম্ম পালন করাই তোমাদের জীবনের ব্রত। তোমাদের স্নেহ, তোমাদের ভালবাসা, তোমাদের যত্ন, আমি এ জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি না; তবে এ পুস্তকখানি হাতে করিয়া তোমরা আনন্দ লাভ করিবে, শাস্ত্র কথাগুলি পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিবে, কেবল এই ভরসায় আমার এই কার্য্য-ফল তোমাদিগকেই উৎসর্গ করিলাম।

যে ভগিনীকে এ জীবনে হারাইয়াছি, অদ্য তাঁহারও নাম স্মরণ করিয়া এই উৎসর্গ করিলাম।

তোমাদের স্নেহের মেজদাদা

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

R. C. Dutt

ভূমিকা।

আজ তিন বৎসর হইল, একদিন প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ...ৎ করিতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিপুল হিন্দুশাস্ত্র সমূহের সার সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তকরূপে প্রকাশ করা সম্ভব কি না? আবালবৃদ্ধ হিন্দুমাত্রেই যেখানি হইতে হিন্দুনীতি শিক্ষা করিতে পারেন, এরূপ একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করা সম্ভব কি না? সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ব্যবহারোপযোগী যেরূপ এক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, হিন্দু শাস্ত্র সমূহের সার সঙ্কলন করিয়া হিন্দুদিগের প্রাত্যহিক ব্যবহারোপযোগী সেইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব কি না?

বঙ্কিমচন্দ্র উদারমনা, উৎসাহশীল, স্বদেশহিতৈষী লোক ছিলেন, অন্যে যে প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইত, তিনি সেরূপ প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দিত হইলেন; অন্যে যে কার্য্যে ভীত হইত, তিনি সে কার্য্যে উৎসাহিত হইলেন। আহ্লাদের সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং কয়েকজন স্বধর্ম্মপ্রিয় বন্ধুর মত লইবার প্রস্তাব করিলেন।

কয়েকদিন পর তাঁহার গৃহে ঐরূপ কয়েকজন পণ্ডিত সমবেত হইলেন। প্রস্তাবিত কার্য্যে সকলেই মত দিলেন। স্থির হইল যে যিনি যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী তিনিই তাহার সার সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবেন। বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বেদ অংশের সঙ্কলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং আমি তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলাম। উৎসাহী বঙ্কিমচন্দ্র নিজে মহাভারত ও ভগবদ্গীতা অংশের সঙ্কলনের ভার লইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উজ্জ্বল প্রতিভা সাহিত্যের যে ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রই উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ হইয়াছে! তাঁহার সঙ্গীতপূর্ণ স্বর সাহিত্যের যে প্রদেশে ধ্বনিত হইয়াছে, সেই প্রদেশই সঙ্গীতপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ হইয়াছে! অদ্য যদি বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই পুস্তক বঙ্গদেশে গৌরবালোকে আলোকিত হইয়া প্রকাশিত হইত। অকালে তাঁহার ন্যায় সুহৃদ্ ও সহযোগীকে হারাইয়া, আমার নিজের যতটুকু ক্ষমতা, তদ্দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হইয়াছি।

বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বেদ অংশে তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় আমার শিক্ষাগুরু এবং অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র অংশ সঙ্কলন করিয়াছেন এবং ভাটপাড়ার খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় এই অংশের অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ষড়্‌দর্শন সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁদিগের নাম ও হিন্দুশাস্ত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা সমগ্র বঙ্গদেশে বিদিত আছে; ইহাঁদিগের সম্পাদিত এই হিন্দুশাস্ত্রের প্রথম খণ্ড বঙ্গদেশে আদরণীয় হইবে-এইরূপ আমার ভরসা।

এই খণ্ডের প্রথম ভাগে ঋগ্বেদ হইতে চল্লিশটী সূক্ত সানুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য বেদ হইতেও কোন কোন অংশ অনুদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন ছয়খানি উপনিষদের মূল ও অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং অপর ছয়খানি প্রাচীন উপনিষদের সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে প্রাচীন শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র হইতে হিন্দুদিগের পালনীয় সংস্কার সমূহ এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিধানগুলি উদ্ধৃত ও অনুদিত হইয়াছে। চতুর্থ ভাগে মনুসংহিতা হইতে হিন্দু আচার ও হিন্দু নীতি সম্বন্ধে তিন শতের অধিক শ্লোক সংগৃহীত ও অনুদিত হইয়াছে, এবং বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, দক্ষ ও ব্যাস হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চম ভাগে হিন্দু ষড়্‌দর্শনের সারধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে রামায়ণ মহাভারতাদি শাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, শীঘ্রই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

যাঁহারা অল্প আয়তনের মধ্যে বিপুল শাস্ত্র সমূহের সারমর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা বালক বালিকাদিগকে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে হিন্দুনীতি শিক্ষা দিতে অভিলাষ করেন, যাঁহারা প্রত্যহ শাস্ত্রীয় কথা পাঠ করিতে এবং শাস্ত্রীয় নীতি ও নিয়ম পালন করিতে বাঞ্ছা করেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদিগের ব্যবহারোপযোগী হইবে, এইরূপ আমার ভরসা।

কটক,
আশ্বিন, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

হিন্দুশাস্ত্র।

প্রথম ভাগ। বেদ সংহিতা।

ভূমিকা।

হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থের সারাংশ একখানি পুস্তকের আকারে সংগ্রহ করা এ
গ্রন্থের উদ্দেশ্য। যে গ্রন্থ খানি হাতে লইয়া হিন্দু পিতা শিশুকে স্বধর্ম্মে শিক্ষ
দিতে পারিবেন, যে খানি পাঠ করিয়া হিন্দু বালক স্বধর্ম্মে জ্ঞান লাভ করিতে
পারিবেন, যেখানি অবলম্বন করিয়া হিন্দু আচার্য্য ও অধ্যাপক নগরে নগ
ও গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারিবেন, এইরূপ একখানি গ্রন্থ সংগ্র
করা সঙ্কলনকারীদিগের উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থ আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ভিন্ন ভি
লেখকের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

প্রথম ভাগে—চারি বেদের সংহিতার বিবরণ, ঋগ্বেদ সংহি
হইতে ৪০টী সূক্ত (মূল ও অনুবাদ), এবং অন্যান্য বেদের সংহিতা হই
কোন কোন অংশ (মূল ও অনুবাদ) প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্র
ও শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত এই ভাগের সানুবাদ সঙ্কলন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ভাগে—বেদের ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদের বিবর
এবং প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি (মূল ও অনুবাদ) প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত সত্যব্র
সামশ্রমী ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এই ভাগের সানুবাদ সঙ্কলনের ভা
লইয়াছেন।

তৃতীয় ভাগে—শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্ম-সূত্রের বিবরণ এবং ঐ ঐ সূ
হইতে বিশেষ জ্ঞাতব্য কোন কোন অংশ (মূল ও অনুবাদ) প্রকাশিত হইবে
শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এই ভাগের সানুবা
সঙ্কলনের ভার লইয়াছেন।

চতুর্থ ভাগে—মনু আদি ধর্ম্ম সংহিতার বিবরণ এবং ঐ ঐ সংহিতা
সারাংশ (মূল ও অনুবাদ) প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কমল ভট্টাচা
এই ভাগের সানুবাদ সঙ্কলনের ভার লইয়াছেন।

পঞ্চম ভাগে—হিন্দু ষড়্‌দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বেদান্ত দর্শনের বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের বিশেষ আবশ্যক সূত্রগুলি এবং বেদান্তসার সম্পূর্ণ (মূল ও অনুবাদ) প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ এই ভাগের সানুবাদ সঙ্কলনের ভার লইয়াছেন।

ষষ্ঠ ভাগে—রামায়ণের কথা, এবং রামায়ণের সারগর্ভ ও ধর্ম্মশিক্ষা-প্রদ অংশগুলি (মূল ও অনুবাদ) প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই ভাগের সানুবাদ সঙ্কলনের ভার লইয়াছেন।

সপ্তম ভাগে—মহাভারতের কথা, এবং সম্পূর্ণ ভগবদ্গীতা (মূল ও অনুবাদ), এবং অন্যান্য ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদ অংশ (মূল ও অনুবাদ) প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ভাগের সানুবাদ সঙ্কলনের ভার লইয়াছেন।

অষ্টম ভাগে—পুরাণগুলির বিবরণ এবং ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদ পৌরাণিক উপাখ্যান গুলি (মূল ও অনুবাদ) প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই ভাগের সানুবাদ সঙ্কলনের ভার লইয়াছেন।

এই কার্য্য বোধ হয় এক বৎসর, সম্ভবতঃ দুই বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। পুস্তক খানি যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হইবে, এবং যাহাতে ইহা, কি অধ্যাপক, কি গৃহস্থ, কি পুরুষ, কি নারী, সকল হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদ, এবং প্রাত্যহিক ব্যবহারোপযোগী হয়, এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি সাধক হয়, সঙ্কলনকারীদিগের তাহাই উদ্দেশ্য।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ

বেদসংহিতা।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন মন্ত্র বা ঋক্ গুলির সমষ্টিকে ঋগ্বেদ সংহিতা কহে। ঋক্ গুলি বহু কালের দ্রব্য, এবং বহুকালাবধি ইহাদ্বারা প্রাচীন হিন্দুগণ যাগ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋষি বংশীয়েরা বংশানুক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ঋক্‌সমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন। অবশেষে যখন ঋক্ গুলি "সংহিতা" রূপে সঙ্কলিত হইল তখন এক একটী ঋষি বংশের ঋক্ গুলি এক এক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট হইল। কেবল প্রথম ও শেষ মণ্ডলে অনেক ঋষির মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এক একটী শ্লোকের নাম ঋক্। কয়েকটী ঋক্ দ্বারা কোন দেবের যে একটী স্তুতি রচিত হয়, সেই স্তুতিটীকে সূক্ত কহে। অনেক গুলি সূক্ত এক এক মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়াছে। এবং দশটী মণ্ডলে ঋগ্বেদ সংহিতা সম্পূর্ণ।

ইহার মধ্যে প্রথম মণ্ডলে ১৯১টী সূক্ত আছে, এবং সে গুলি অনেক ঋষি দ্বারা রচিত বা দৃষ্ট। ইহার মধ্যে দীর্ঘতমা ও তৎপুত্রের ৩৬টী, অঙ্গিরা বংশীয়দিগের ৩২টী, কণ্ববংশীয়দিগের ২৭টী, অগস্ত্যের ২৭টী, গোতম ও তৎপুত্রের ২৭টী, দিবোদাস পুত্র পরুচ্ছেপের ১৩টী, বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দার ১১টী, শক্তিপুত্র পরাশরের ৯টী, অজীগর্ত্ত পুত্র শুনঃশেপের ৭টী, মরীচি পুত্র কশ্যপের একটী, এবং অন্য কয়েক জন ঋষিদিগের একটী,—সর্ব্বশুদ্ধ ১৯১টী সূক্ত।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩টী সূক্ত, ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি। তৃতীয় মণ্ডলে ৬২টী সূক্ত, বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি চতুর্থ মণ্ডলে ৫৮টী সূক্ত, বামদেব ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি। পঞ্চমমণ্ডলে

৮৭টী সূক্ত, অত্রি ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি। ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টী সূক্ত, ঋষি ভরদ্বাজ ও তদ্বংশীয়গণ।

বসিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়গণ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি, এবং ইহাতে ১০৪টী সূক্ত আছে। কণ্ব ও তদ্বংশীয়গণ অষ্টম মণ্ডলের ঋষি, এবং ইহাতে ১০৩টী সূক্ত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে ১১টীকে বালখিল্য সূক্ত কহে। এই ১১টী অন্য সূক্তের ন্যায় প্রাচীন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, এবং পণ্ডিতবর সায়ণাচার্য্য সমস্ত ঋগ্বেদের টীকা লিখিয়াছেন, কিন্তু এই ১১টী সূক্তের টীকা লিখেন নাই। নবম মণ্ডলটী অন্যান্য মণ্ডলের ন্যায় নহে। অন্যান্য মণ্ডলে ভিন্ন২ সূক্তে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন২ দেব আহূত হইয়াছেন, নবম মণ্ডলে ১১৪টী সূক্ত, সকল গুলিরই দেবতা সোম। ফলতঃ ঋগ্বেদ সংহিতার এই নবম মণ্ডলের সহিত সামবেদ সংহিতার অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়।

দশম মণ্ডলে প্রথম মণ্ডলের ন্যায় অনেক ঋষির সূক্ত আছে, এবং সর্ব্বশুদ্ধ ১৯১টী সূক্ত। কিন্তু এই দশম মণ্ডলের সকল সূক্তের ঋষি দিগের প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না, দেবতাদিগকে সূক্তের ঋষি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দশম মণ্ডলের অনেক গুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত অধুনিক বলিয়া বোধ হয়, এবং ইহার সহিত অথর্ব্ববেদ সংহিতার অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়।

যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্ত কণ্ঠস্থ করিয়া পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত হিন্দু জগৎ কতদূর পর্য্যন্ত ঋণী! তাঁহাদের যত্ন, তাঁহাদের অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যবসায় ও তাঁহাদিগের প্রগাঢ় ধর্ম্মভক্তি বশতঃ অদ্য আমরা এই জগতে অতুল্য রত্নের অধিকারী, আর্য্য জগতের প্রথম গ্রন্থ, প্রথম ধর্ম্মশিক্ষা, প্রথম সভ্যতার রত্নময় ফল আমাদিগের পৈতৃক ধন!

প্রাচীন গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বহু শতাব্দি অবধি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন।

কালক্রমে গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিত; অর্থাৎ এক প্রদেশে প্রচলিত গ্রন্থের সহিত অন্য প্রদেশে প্রচলিত সেই গ্রন্থ তুলনা করিলে, শব্দে বা অক্ষরে সামান্য বিভিন্নতা লক্ষিত হইত। এইরূপে প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থগুলির ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু প্রায়ই সেই শাখা সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা অতি সামান্য।

যে ঋগ্বেদ খানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শাকলদিগের শাখা। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদিগের সূক্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলরূপ যে সঙ্কলিত হইয়াছে সে আজ কালের কথা নহে। জনশ্রুতি আছে যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ান বেদব্যাস বেদগুলি ঐরূপে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ফলতঃ যে কালে কুরু ও পাণ্ডব, পঞ্চাল ও যাদব প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত জাতিগণ গঙ্গা ও যমুনার উপকূলে নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া বাস করিতেন, সেই প্রাচীনকালেই ঋগ্বেদের সঙ্কলন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল এরূপ অনুমিত হইতে পারে। ঐতরেয় আরণ্যক নামক প্রাচীন গ্রন্থে ঋগ্বেদের মণ্ডল ও ঋষিগুলির নাম যথাক্রমে লিখিত আছে। এবং আশ্বলায়ন এবং শাঙ্খায়নের প্রাচীন গৃহ্য সূত্রে ও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্বের আর একটি কথা বলি। শৌনকের নাম সকলেই জানেন। জনমেজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন দ্বারা যে মহাভারত কথিত হইয়াছিল, বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতি দ্বারা সেই মহাভারত নৈমিষারণ্যে শৌনকের মহাযজ্ঞে পুনরায় কথিত হইয়াছিল। সেই শৌনক বা তদ্বংশীয় কোন ঋষি ঋগ্বেদের একখানি অনুক্রমণী লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক সূক্তের ছন্দঃ, দেবতা এবং ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে। এবং এই প্রাচীনকালেই ঋগ্বেদ সংহিতার প্রত্যেক শ্লোক, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক অক্ষর গণনা করিয়া স্থির করা হইয়াছিল। শব্দের সংখ্যা ১৫৩,৮২৬; অক্ষরের সংখ্যা ৪৩২,০০০ তবে যদি এই প্রাচীন কালেই গঙ্গা ও যমুনা তীরে ঋগ্বেদের সঙ্কলন

কার্য্য শেষ হইয়া থাকে, তবে তাহার ও কত পূর্ব্বে কত শতাব্দিতে সিন্ধু ও সরস্বতী তীরে ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্তগুলি একে একে রচিত হইয়াছিল তাহা বলা দুঃসাধ্য। প্রথম আর্য্যগণ সিন্ধু ও সরস্বতী তীরে আকাশ ও সূর্য্য ও অন্তরীক্ষের দিকে চাহিয়া যে ধর্ম্মজ্ঞান, যে ঈশ্বরজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মজ্ঞান, সেই ঈশ্বরজ্ঞানই অদ্যাবধি হিন্দু ধর্ম্মের মূলস্বরূপ। সে ঈশ্বরজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপ তাহা পাঠকগণ ঋগ্বেদের সূক্তগুলি ভক্তি ও যত্নের সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল হইতে ৪০টী সূক্ত, (মূল ও অনুবাদ), এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম। পাঠক মাত্রেই ঐ প্রাচীন সূক্তগুলি পাঠ করিয়া নিজে নিজেই প্রাচীন ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন; সুতরাং বেদের ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে প্রাচীন হিন্দুগণ ঐশ কার্য্য ও ঐশ ক্ষমতার ভিন্ন২ বিকাশ গুলিকে ভিন্ন২ নাম দিয়া আহ্বান করিতে ভাল বাসিতেন। কিন্তু সেই ঐশ কার্য্য পরম্পরার নিয়ন্তা ও প্রভু যে এক ও অদ্বিতীয়,—এ মহৎ কথা প্রাচীন হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল না। দশম মণ্ডলে, ৮২ সূক্তের তৃতীয় ঋক্‌টী উদাহরণ স্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

> "যিনি আমাদের পিতা ও জন্মদাতা, যিনি বিধাতা,
> "যিনি বিশ্ব জগতের সকল ধাম অবগত আছেন।
> "যিনি অনেক দেবের নাম ধারণ করিলেও এক ও অদ্বিতীয়,
> "এই বিশ্ব ভুবন তাঁহাকেই জানিতে উৎসুক।"

ঋগ্বেদ, ১০।৮২।৩

বিশ্বজগদ্ব্যাপী এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে বিশ্বাস হিন্দু ধর্ম্মের মুল স্বরূপ,—সেই মহৎ বিশ্বাসের মুল ও উৎপত্তি এই ঋগ্বেদের সূক্ত গুলিতে লক্ষিত হইবে।

সামবেদ সংহিতা।

প্রাচীন রীতি অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কোন কোন ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হইয়া গীত হইত। এই গীত ঋক্ গুলির সমষ্টিকে সামবেদ সংহিতা কহে। ঋক্ গুলি নূতন নহে, সামবেদ সংহিতার প্রায় সমস্ত ঋক্ গুলিই ঋগ্বেদ সংহিতায় পাওয়া যায়। সুতরাং ঋগ্বেদ হইতে যে রূপ কয়েকটী সূক্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সামবেদ হইতে কোনও সূক্ত উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। সামবেদের বিশেষত্ব কেবল এই যে গীত ঋক্ গুলি পৃথক করিয়া সঙ্কলিত হইয়া একটী সংহিতাবদ্ধ হইয়াছে।

সামগাচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সামবেদের ত্রয়োদশটী মাত্র শাখার নাম অবগত হওয়া যায়। অধ্যাপক ভেদে ও দেশ কাল ভেদে গ্রন্থের পাঠ ভেদ ও উচ্চারণ ভেদ জন্মে, এবং ইহাই ঐরূপ শাখাভেদের একমাত্র কারণ। প্রায় সকল শাখাতে একই মন্ত্র আছে, কোন কোন শাখায় মন্ত্রসংখ্যার কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য ও আছে।

সামবেদের ত্রয়োদশ শাখার মধ্যে কৌথুমী শাখা কাশী, কান্যকুব্জ, গুর্জ্জর ও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, এবং পণ্ডিতবর সায়ণাচার্য্য এই শাখারই টীকা করিয়া গিয়াছেন। রাণায়ণী শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত আছে; ও অন্যান্য একাদশটী শাখা এক্ষণে দেখা যায় না।

সামবেদের কৌথুমী শাখার সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত। ঋক্গুলিকে "আর্চ্চিক" বলে, এবং সেই ঋক্মূলক গীত গুলিকে "গান" বলে।

আর্চ্চিক তিনটী। "ছন্দঃ" আর্চ্চিকে যে ঋক্ গুলি আছে, "গেয়" গানে সেই ঋক্মূলক গীত গুলি আছে। ফলতঃ ছন্দঃ আর্চ্চিকে যে ঋক্টীর পর যে ঋক্টী আছে, গেয় গানে সেই ঋক্মূলক গানের পর সেই ঋক্মূলক গানটী আছে।

"আরণ্যক" আর্চ্চিকে যে ঋক্ গুলি আছে, তন্মূলক গান

গুলি "অরণ্য" গানে আছে, তবে ক্রমান্বয়ে সাজান নাই। এব অরণ্য গানে কতকগুলি গান আছে যাহার মূল ঋক্ আরণ্য আর্চ্চিকে নাই।

এইরূপে "উত্তরা" আর্চ্চিকে যে ঋক্ গুলি আছে, তন্মূলব গান গুলি "উহ ও উহ্য" গানে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলিও ঋকে ক্রমানুসারে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা।

ভিন্ন ২ যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ মন্ত্রগুলি আবশ্যক হয় ও যে নিয়ম পালন করিতে হয় তাহারই সমষ্টিকে যজুর্ব্বেদ সংহিতা বলে। ঋগ্বেদ পদ্য গ্রন্থ [illegible] কিছু [illegible] গ্রন্থ। যজুর্ব্বেদে যজ্ঞ সম্পাদনের [illegible] , যজুর্ব্বেদ [illegible]
তবে [illegible]
বিধান গুলি, অর্থাৎ কোন্ মন্ত্রের সহিত কোন্ ক্রিয়াটির পর কোন্ ক্রিয়াটি সম্পাদন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহারই বিধান দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ যে স্তুতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়া ঋগ্বেদ সংহিতা দশ মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের বিভাগ গুলি কেবল ক্রিয়া মূলক; ইহার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্র ও বিধান সংগৃহীত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদের অনেক শাখা, তাহার মধ্যে ছয়টী কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, ও অবশিষ্ট শুক্লযজুর্ব্বেদ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সংহিতাকে তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলে, এবং কোন কোন তৈত্তিরীয় সংহিতায় ধৃতরাষ্ট্র ও পঞ্চালগণ ও কৌন্তেয়গণের কথার উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন কুরু ও পঞ্চালও পাণ্ডবদিগের মধ্যে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদই প্রচলিত ছিল, এবং মিথিলাতে শুক্ল যজুর্ব্বেদের প্রচলন হয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে মন্ত্রগুলি, এবং সেই মন্ত্র সম্বন্ধীয় অর্থ মীমাংসা অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ" গুলি, অতিশয় বিমিশ্রভাবে সন্নিবিষ্ট

আছে। কথিত আছে যে মিথিলা দেশের জনকরাজার রাজপুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয় সেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিজড়িত যজুর্ব্বেদের পুনঃ সঙ্কলন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রগুলিকে পৃথক্ করিয়া শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা রূপে সঙ্কলিত করিলেন, এবং "ব্রাহ্মণ" গুলি ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া "শতপথ ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থ হইল। এই বৃহৎ কার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য একাকী সম্পাদন করেন নাই। ফলতঃ তাঁহার সপ্তদশ শিষ্যের অধ্যাপন ভেদে শুক্ল যজুর্ব্বেদের সপ্তদশ শাখা হইয়াছে, সে সকল গুলিকেই বাজসনেয়ী সংহিতা কহে।

বাজসনেয়ী সংহিতার শাখা গুলির মধ্যে মাধ্যন্দিনী শাখাই বিশেষ প্রচলিত, এবং মহীধর প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা এই শাখারই টীকা লিখিয়াছেন। এই শাখার সংহিতা সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটা কথা বলিলেই পাঠক যজুর্ব্বেদ কি, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

মাধ্যন্দিনী শাখা ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে দর্শপূর্ণমাস অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে সম্পাদনীয় দর্শযাগের কথা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের কথা আছে। বৈদিক যজ্ঞ সমূহের মধ্যে কেবল এইটী হিন্দুদিগের মধ্যে এখনও সাধারণতঃ প্রচলিত আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র অর্থাৎ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সম্পাদনীয় হোমের কথা আছে, এবং এই অগ্নিহোত্রের বিবরণেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০) সন্নিবিষ্ট আছে। এই অধ্যায়ে চাতুর্মাস্য যজ্ঞেরও বিবরণ আছে।

চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোমের বিধান আছে। নবম অধ্যায়ে রাজসূয়, দশম অধ্যায়ে সৌত্রামণী, এবং একাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অগ্নি চয়নের কথা আছে। এই অগ্নিচয়ন ক্রিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের জীবনের একটী প্রধান ঘটনা ছিল। যুবকগণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া এবং উদ্বাহ করিয়া যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবে

করিতেন তখন যে অগ্নি আধান করিতেন, সেই অগ্নি চিরকাল প্রজ্বলিত থাকিত এবং তাহাতেই গৃহস্থদিগের সম্পাদনীয় যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইত।

কোন২ পণ্ডিতগণের মতে, শুক্ল যজুর্ব্বেদের পূর্ব্বোল্লিখিত অষ্টাদশ অধ্যায়ই প্রাচীনতম অংশ, এবং এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদেও পাওয়া যায়। ঊনবিংশ অধ্যায় হইতে 'পরিশিষ্ট' আরম্ভ হইয়াছে। দ্বাবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধান আছে। ষড়বিংশ হইতে চত্বারিংশ অধ্যায় গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং এগুলিকে 'খিল' অংশ কহে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাদির পরিশিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়, এবং পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ এবং পিতৃমেধের বিবরণ পাওয়া যায়।

পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন যে নানাবিধ যজ্ঞই প্রাচীন হিন্দুগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। এবং হিন্দুগণ নানা শাস্ত্রে যে ক্রমশঃ উন্নতি ও জ্ঞান লাভ করেন তাহাও যজ্ঞানুষ্ঠান মূলক। যজ্ঞসম্পাদনার্থ সূর্য্য চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি দর্শন করিয়া তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। যজ্ঞে বিশুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে নিয়ম গুলির আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাহা হইতে 'দেব বিদ্যা,' 'ব্রহ্ম বিদ্যা' এবং ব্যাকরণের উৎপত্তি। এবং যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে চিতি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইত তাহারই নিয়ম সমূহ হইতে জগতে জ্যামিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি।

নানা দেবের যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিয়াও হিন্দুগণ সেই দেব সমূহের একত্ব বিস্মৃত হয়েন নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের চত্বারিংশ অধ্যায়টী উপনিষদ্, ইহাকে ঈশা উপনিষদ্ কহে। এইরূপ উপনিষদান্তর্গত আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব হইতে প্রাচীন হিন্দুগণ ক্রমশঃ দর্শন শাস্ত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

অথর্ব্ববেদ সংহিতা।

ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ হইতে অথর্ব্ববেদ কতকটা স্বতন্ত্র। যে সকল যাগ যজ্ঞাদিতে ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্র আবশ্যক হয় তাহাতে অথর্ব্ববেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে। পক্ষান্তরে অথর্ব্ব-বেদীয় যাগানুষ্ঠানে অথর্ব্বেরই মন্ত্রের আবশ্যক, ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে। প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রী সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাধারণ যাগ যজ্ঞের মন্ত্রগুলি মহর্ষি আদি—বেদব্যাস কর্ত্তৃক ঋক্ সাম ও যজুঃ এই তিন ভাগে সঙ্কলিত হইয়াছে; এবং অবশিষ্ট, যাহাতে ঐহিকফলপ্রদ শত্রুমারণাদির উপযোগী যজ্ঞাদির মন্ত্রগুলি আছে, উহা সোম যজ্ঞাদিতে অব্যবহার্য্য হেতুক 'অথর্ব্ব' নাম পাইয়াছে; অথবা অঙ্গিরোবংশীয় অথর্ব্বা ঋষিই বেদ মন্ত্র সমূহের এই শ্রেণী বিভাগ কার্য্য দ্বারা 'ব্যাস' পদবী লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্রগুলি তাঁহার স্বনামেই অর্থাৎ 'অথর্ব্ব' নামেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

কোন কোন পণ্ডিতদিগের মতে অথর্ব্ববেদ সংহিতা অন্য তিনটী সংহিতা হইতে আধুনিক সময়ে সংকলিত। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে * কেবল ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের উল্লেখ আছে, বেদের মধ্যে অথর্ব্বগ্রন্থের উল্লেখ নাই, বরং ইতিহাস পুরাণের সহিত তাহার উল্লেখ আছে। এবং প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র সমূহ ও মনু সংহিতা † প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক স্থলে কেবল তিন বেদের নাম ও উল্লেখ দেখা যায়।

---

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।৩২
শতপথ ব্রাহ্মণ ৪।৬।৭।১৩
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৫।৫
ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১ এবং ৭।১
ইত্যাদি।

† গৌতম ১৬।২১
বসিষ্ঠ ১৩।৩০
বৌধায়ন ৪।৫।২৯
মনুসংহিতা ৩।১৪৫; ৪।১২৪;
১১।২৬৩; ১২।১১২ ইত্যাদি।

সামশ্রমী মহাশয়ের মতে, ঐ ঐ গ্রন্থসমূহেও অথর্ব্বের অস্তিত্ব সূচিত আছে; এবং তত্তৎ স্থানে ব্যবহৃত ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দ গুলি সংহিতা বোধক নহে; প্রত্যুত পদ্য, গদ্য ও গীতিরূপ ত্রিবিধ রচনায় রচিত মন্ত্র সমূহের বোধক।

সে যাহা হউক অথর্ব্ববেদের যজ্ঞ ও মন্ত্রগুলি অন্যবেদ হইতে ভিন্নপ্রকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শত্রুহিংসাই অনেক মন্ত্রের উদ্দেশ্য, এবং পীড়া বা হিংস্রক জন্তু বা অভিশম্পাৎ বা দুর্দ্দৈব হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই অনেক মন্ত্রের অভিপ্রায়।

অথর্ব্ববেদে ২০টী কাণ্ড আছে। প্রতি কাণ্ডে সূক্তের সংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম	কাণ্ডে	৩৫	সূক্ত।	একাদশ	কাণ্ডে	১০	সূক্ত।
দ্বিতীয়	,,	৩৬	,,	দ্বাদশ	,,	৫	,,
তৃতীয়	,,	৩১	,,	ত্রয়োদশ	,,	৪	,,
চতুর্থ	,,	৪০	,,	চতুর্দ্দশ	,,	২	,,
পঞ্চম	,,	৩১	,,	পঞ্চদশ	,,	১৮	,,
ষষ্ঠ	,,	১৪২	,,	ষোড়ষ	,,	৯	,,
সপ্তম	,,	১১৮	,,	সপ্তদশ	,,	১	,,
অষ্টম	,,	১০	,,	অষ্টাদশ	,,	৪	,,
নবম	,,	১০	,,	ঊনবিংশ	,,	৭২	,,
দশম	,,	১০	,,	বিংশ	,,	১৪৩	,,

ইহার মধ্যে ঊনবিংশ কাণ্ডটী অন্যান্য কাণ্ডের পরিশিষ্ট স্বরূপ; এবং বিংশ কাণ্ড প্রায়ই ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত সূক্তে পরিপূর্ণ।

অথর্ব্ববেদের অল্প অংশ গদ্য, অধিকাংশই পদ্য। ঋগ্বেদের যে যে সূক্ত অথর্ব্ববেদে দেখা যায় তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূক্ত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ব্ববেদের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং।

॥ ১ ॥

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥
অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎপোষমেব দিবেদিবে। যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩ ॥
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥
অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরা গমৎ ॥ ৫ ॥

---

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত (১) এবং দীপ্তিমান্; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূতরত্ন ধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।

২। অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। অগ্নিদ্বারা লোকে ধনলাভ করেন, সে ধন দিন ২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, ও তদ্দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত হয়েন।

৪। হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাক, সে যজ্ঞ কেহ হিংসা করিতে পারে না, এবং সে যজ্ঞ নিঃসন্দেহই দেবগণের নিকটে গমন করে।

৫। অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, সিদ্ধকর্ম্মা, সত্যপরায়ণ, ও প্রভূত ও বিবিধ কীর্ত্তিযুক্ত; সেই দেব দেবগণের সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন।

---

(১) অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না, এই জন্য ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে। "যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথা অগ্নিরপি যজ্ঞস্য অপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগে আহবনীয় রূপেন অবস্থিতং।" সায়ণ।

যদংগ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎসত্যমংগিরঃ॥ ৬॥
উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং। নমো ভরংত এমসি॥ ৭॥
রাজংতমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং। বর্ধমানং স্বে দমে॥ ৮॥
স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে॥ ৯॥

॥ ১৮ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্বঃ॥ ১—৩ ব্রহ্মণস্পতিঃ। ৪ ব্রহ্মণস্পতিরিংদ্রশ্চ সোমশ্চ। ৫ ব্রহ্মণস্পতির্দক্ষিণা চ। ৬—৮ সদসস্পতিঃ। ৯ সদসস্পতির্নরাশংসো বা॥ গায়ত্রী॥

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবংতং য ঔশিজঃ॥ ১॥
যো রেবান্যো অমীবহা বসুবিৎপুষ্টিবর্ধনঃ। স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ॥ ২॥
মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্যস্য। রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে॥ ৩॥

৬। হে অগ্নি! তুমি হব্যদাতা যজমানের যে কল্যাণ সাধন করিবে, হে অঙ্গিরা! সে কল্যাণ প্রকৃত তোমারই।

৭। হে অগ্নি! আমরা দিনে ২ দিবারাত্র মনের সহিত নমস্কার সম্পাদন করতঃ তোমার সমীপে আসিতেছি।

৮। তুমি দীপ্যমান্, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞের অতিশয় দীপ্তিকারক, এবং যজ্ঞশালায় বর্দ্ধনশীল।

৯। পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি। তুমি আমাদিগের নিকট সেইরূপ হও; মঙ্গলার্থ আমাদিগের নিকটে বাস কর।

---

১৮ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। হে ব্রহ্মণস্পতি (১)! সোমরসদাতাকে উশিজপুত্র কক্ষীবানের ন্যায় দেবগণের নিকট প্রসিদ্ধ কর।

২। যিনি ধনবান্, রোগহন্তা, ধন দাতা, পুষ্টিবর্দ্ধক, ও শীঘ্রফলপ্রদ, সেই ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।

৩। উপদ্রবকারী মনুষ্যের হিংসাযুক্ত নিন্দা আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে, হে ব্রহ্মণস্পতি! আমাদিগকে রক্ষা কর।

---

(১) সায়নাচার্য "ব্রহ্ম" অর্থে স্তুতি করিয়াছেন, এবং এই অর্থে বেদে অনেক স্থলে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "ব্রহ্মণস্পতি" অর্থে স্তুতির দেবতা।

স ঘা বীরো ন রিষ্যতি যমিংদ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ। সোমো হিনোতি মর্ত্ত্যং॥ ৪॥
ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইংদ্রশ্চ মর্ত্যং। দক্ষিণা পাত্বংহসঃ॥ ৫॥
সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিংদ্রস্য কাম্যং। সনিং মেধামযাসিষং॥ ৬॥
যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন। স ধীনাং যোগমিন্বতি॥ ৭॥
আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাংচং কৃণোত্যধ্বরং। হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি॥ ৮॥
নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং। দিবো ন সদ্মমখসং॥ ৯॥

॥ ২২ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্বঃ॥ ১—৪ অশ্বিনৌ। ৫—৮ সবিতা। ৯—১০ অগ্নিঃ।
১১ দেব্যঃ। ১২ ইংদ্রাণীবরুণান্যগ্নায্যঃ। ১৩, ১৪ দ্যাবাপৃথিব্যৌ।
১৫ পৃথিবী। ১৬ বিষ্ণুর্দেবা বা। ১৭—২১ বিষ্ণুঃ॥ গায়ত্রী॥

প্রাতর্যুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাং। অস্য সোমস্য পীতয়ে॥ ১॥

৪। যে মনুষ্যকে ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি ও সোম বর্দ্ধন করেন সে বীর বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

৫। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি ও সোম ও ইন্দ্র ও দক্ষিণা সেই মনুষ্যকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

৬। বিস্ময়কর, ইন্দ্রপ্রিয়, কমনীয় ও ধনদাতা সদসস্পতির নিকট মেধা-শক্তি যাচ্ঞা করিয়াছি।

৭। যাঁহার প্রসাদ ব্যতীত জ্ঞানবানেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না, সেই সদ-সস্পতি আমাদিগের মানসিক প্রবৃত্তি সমূহ ব্যাপিয়া আছেন।

৮। পরে তিনি হব্যসম্পাদক যজমানকে বর্দ্ধন করেন, যজ্ঞ সম্যকরূপে সমাপন করেন, তাঁহার প্রসাদে আমাদিগের স্তুতি দেবগণকে প্রাপ্ত হয়।

৯। বিক্রমশালী সুবিখ্যাত ও আকাশের ন্যায় প্রাপ্ততেজা নরাশংসকে আমি দেখিয়াছি।

---

২২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। প্রাতঃকালে সংযুক্ত অশ্বিদ্বয়কে (১) জাগরিত কর, তাঁহারা সোম-পানার্থ এই যজ্ঞে আইসুন।

---

(১) ঐশ ক্ষমতার কোন্ বিকাশকে প্রাচীন হিন্দুগণ অশ্বিদ্বয় বলিয়া সম্বোধন করিতেন? অর্দ্ধ রাত্রের পর এবং প্রাতঃকালের পূর্ব্বের সময় অশ্বিদ্বয়ের কাল, যাস্ক এই

যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা। অশ্বিনা তা হবামহে॥ ২॥
যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতং॥ ৩॥
নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ। অশ্বিনা সোমিনো গৃহং॥ ৪॥
হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদং॥ ৫॥
অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি। তস্য ব্রতান্যুশ্মসি॥ ৬॥
বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসং॥ ৭॥
সখায় আ নি ষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ। দাতা রাধাংসি শুংভতি॥ ৮॥
অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরুপ। ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে॥ ৯॥
আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং। বরূত্রীং ধিষণাং বহ॥ ১০॥
অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ। অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচংতাং॥ ১১॥

২। যে দেব অশ্বিদ্বয় শোভনীয় রথ যুক্ত, রথীশ্রেষ্ঠ ও স্বর্গবাসী, তাঁহাদিগকে আহ্বান করি।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের যে অশ্বস্বেদযুক্ত ও সুধ্বনিযুক্ত কশা আছে তাহার সহিত আসিয়া এ যজ্ঞ সিক্ত কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! সোমদাতার যে গৃহের দিকে রথে গমন করিতেছ, সে গৃহ দূরে নহে।

৫। হিরণ্যপাণি সবিতাকে আমি রক্ষণার্থ আহ্বান করি, সেই দেব পরম পদ জানাইয়া দিবেন।

৬। জল শোষক সবিতাকে রক্ষণার্থ স্তুতি কর; আমরা তাঁহার যজ্ঞ কামনা করি।

৭। নিবাসহেতুভূত, বহুবিধ ধনের বিভক্তা, ও মনুষ্যদিগের প্রকাশকারী সবিতাকে আমরা আহ্বান করি।

৮। হে সখাগণ! চারি দিকে উপবেশন কর, সবিতাকে আমাদের শীঘ্র স্তুতি করিতে হইবে, ধনদাতা সবিতা শোভা পাইতেছেন।

৯। হে অগ্নি! দেবগণের আকাঙ্ক্ষিনী পত্নীদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর, ত্বষ্টাকে সোম পানার্থ সমীপে আনয়ন কর।

১০। হে অগ্নি! আমাদিগের রক্ষার্থে দেবপত্নীদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর। হে যুবক! হোত্রা, ভারতী, ও বরণীয়া ধিষণাকে আনয়ন কর।

১১। অচ্ছিন্নপক্ষা মনুষ্যপালয়িত্রী দেবীগণ রক্ষণ ও মহৎ সুখদান দ্বারা আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন।

রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই কালে অন্ধকার ও আলোকচ্ছটার বিমিশ্রণকেই প্রাচীন হিন্দুগণ অশ্বিদ্বয় বলিয়া ডাকিতেন।

ইহেংদ্রাণীমুপ হ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে। অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে॥ ১২॥
মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাং। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ॥ ১৩।
তয়োরিদ্ধৃতবৎপয়ো বিপ্রা রিহংতি ধীতিভিঃ। গংধর্ব্বস্য ধ্রুবে পদে॥ ১৪॥
স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ॥ ১৫॥
অতো দেবা অবংতু নো যতো বিষ্ণু র্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ॥ ১৬॥
ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূলহমস্য পাংসুরে॥ ১৭॥

১২। আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ও সোম পানার্থ ইন্দ্রানী বরুণানী ও অগ্নায়ীকে আহ্বান করি।

১৩। মহৎ দ্যু (২) ও পৃথিবী আমাদিগের এই যজ্ঞ রসে সিক্ত করুন, এবং পুষ্টি দ্বারা আমাদিগকে পূর্ণ করুন।

১৪। মেধাবীগণ নিজ কর্ম্মগুণে সেই দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে গন্ধর্ব্বের নিবাস স্থানে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে ঘৃতবৎ জল লেহন করেন।

১৫। হে পৃথিবী! বিস্তীর্ণা, কণ্টকরহিতা, ও নিবাসভূতা হও; আমাদিগকে প্রচুর সুখ দাও।

১৬। বিষ্ণু (৩) সপ্তকিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

১৭। বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।

---

(২) "দ্যু" অর্থে আকাশ।

(৩) এই স্থানে হইতে ক্রমান্বয়ে ৬ ঋকে বিষ্ণুর উপাসনা আছে। ঐশ বলের কোন্ বিকাশকে প্রাচীন হিন্দুগণ বিষ্ণু বলিয়া পূজা করিতেন? সূর্য্যকেই প্রাচীন হিন্দুগণ বিষ্ণু নামে উপাসনা করিতেন তাহা বৈদিক পণ্ডিত দিগের নিম্নে উদ্ধৃত মত হইতে প্রতীয়মান হইবে।

যাস্ক বলেন, "যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণু পদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণবাভঃ" নিরুক্ত ১২। ১৯

নিরুক্তের এই অংশের উপর দুর্গাচার্য্য এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা "বিষ্ণুবাদিতাঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধেপদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক্কতৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপুণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদ তধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা যদুক্তং তমু অক্রিণ্ন ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয় [illegible]রৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণু পদে মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।"

দুর্গাচার্য্যের 'সমারোহণে=উদয়গিরৌ' ইহার বিরুদ্ধে সামশ্রমী মহাশয় স্বকৃতটীপ্পনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন। "সমারোহণাদিপদানামুদয়গির্য্যাদিব্যাখ্যানং ন বৈদিকানামভিমতম্; বেদেষু বেদাঙ্গাদিষু বা কচিদপি তথানুপলব্ধেঃ।" কিন্তু বিষ্ণু শব্দে সূর্য্য, এ অংশে তাঁহার মতান্তর নাই।

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ ১৮॥
বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইংদ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥ ১৯॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং॥ ২০॥
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥ ২১॥

॥ ২৪ ॥

শুনঃশেপ আজীগর্তিঃ (কৃত্রিমো বৈশ্বামিত্রো দেবরাতঃ)॥ ১ প্রজাপতিঃ।
২ অগ্নিঃ। ৩—৫ সবিতা ভগো বা। ৬—১৫ বরুণঃ॥ ১, ২, ৬—১৫
ত্রিষ্টুপ্। ৩—৫ গায়ত্রী॥

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনদাত্পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ॥ ১॥
অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎপিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ॥ ২॥

১৮। বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না, তিনি ধর্ম্ম সমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।

১৯। বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে যজমান ব্রত সমুদয় অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্ম সকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।

২০। আকাশে সর্ব্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন।

২১। স্তুতিবাদক ও সদা জাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন।

---

২৪ সূক্ত।

অগ্নি প্রভৃতি দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

১। দেবগণের মধ্যে কোন শ্রেণির কোন্ দেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব? কে আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে আবার ছাড়িয়া দিবেন? যে আমি পিতা ও মাতাকে দর্শন করিতে পারি?।

২। দেবগণের মধ্যে প্রথম অগ্নিদেবের চারুনাম উচ্চারণ করি; তিনি আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিন, যেন আমি পিতাকে ও মাতাকে দর্শন করিতে পারি।

অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্যাণাং। সদাবন্‌ভাগমীমহে॥ ৩॥
হস্তশ্চিদ্ধি ত ইত্থা ভগঃ শশমানঃ পুরা নিদঃ। অদ্বেষো হস্তয়োর্দধে॥ ৪॥
ভগভক্তস্য তে বয়মুদশেম তবাবসা। মূর্দ্ধানং রায় আরভে॥ ৫॥
নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।
নেমা আপো অনিমিষং চরংতীর্ন যে বাতস্য প্রমিনংত্যভ্বং॥ ৬॥
অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্দ্ধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অংতর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ॥ ৭॥
উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পংথামন্বেতবা উ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিত্॥ ৮॥
শতং তে রাজন্‌ভিষজঃ সহস্রমুর্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু।
বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মত্॥ ৯॥
অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ।
অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চংদ্রমা নক্তমেতি॥ ১০॥

৩। হে সদারক্ষণশীল সবিতা! তুমি বরণীয় ধনের ঈশ্বর, তোমার নিকট সম্ভোগযোগ্য ধন যাচ্ঞা করি।

৪। যে প্রশংসিত, অনিন্দিত, দ্বেষ রহিত, ও সম্ভোগযোগ্য ধন তুমি হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছ।

৫। হে সবিতা! তুমি ধনযুক্ত, তোমার রক্ষণ দ্বারা সেই ধনের উৎকর্ষ লাভ করিতে ব্যাপৃত থাকি।

৬। হে বরুণ! (১) এই উড্ডীয়মান পক্ষীগণ তোমার ন্যায় বল, তোমার ন্যায় পরাক্রম, তোমার ন্যায় ক্রোধ প্রাপ্ত হয় নাই; এই অনিমিষ বিচারী জল ও বায়ুর গতি তোমার বেগ অতিক্রম করে না।

৭। বিশুদ্ধবল রাজা বরুণ মূল রহিত অন্তরীক্ষে থাকিয়া বননীয় তেজঃ পুঞ্জ ঊর্দ্ধে ধারণ করেন; সে রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ কিন্তু তাহাদিগের মূল ঊর্দ্ধে; যেন আমাদিগের মধ্যে প্রাণ নিহিত থাকে।

৮। রাজা বরুণ সূর্য্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন; পদরহিত অন্তরীক্ষে সূর্য্যের পদবিক্ষেপের জন্য পথ করিয়াছেন; তিনি আমার হৃদয়বিদ্ধকারী শত্রুকে তিরস্কার করুন।

৯। হে বরুণ রাজ! তোমার শত ও সহস্র ঔষধি আছে, তোমার সুমতি বিস্তীর্ণ ও গভীর হউক; নির্ঋতিকে পরাঙ্মুখ করিয়া দূরে রাখ, আমাদিগের কৃত পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর।

১০। ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং রাত্রি-

---

(১) যে ঐশ বল আকাশে বিকাশ পাইতেছে তাহাকে প্রাচীন হিন্দুগণ বরুণ বলিয়া আরাধনা করিতেন। বরুণকে উপলক্ষ্য করিয়া ঋষি ঐশ বলেরই স্তুতি করিতেছেন।

তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বংদমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।
অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ১১ ॥
তদিন্নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে।
শুনঃশেপো যমহ্বদ্গৃভীতঃ সো অস্মান্‌রাজা বরুণো মুমোক্তু ॥ ১২ ॥
শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো বি মুমোক্তু পাশান্ ॥ ১৩ ॥
অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ।
ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ ১৪ ॥
উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ১৫ ॥

যোগে দৃষ্ট হয়, দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায়? বরুণের কর্ম্মসমূহ অপ্রতিহত, তাঁহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়।

১১। আমি স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়া তোমার নিকট যাজ্ঞা করি, যজমান হব্যদ্বারা তাহাই প্রার্থনা করে। হে বরুণ! তুমি এবিষয়ে অনাদর না করিয়া মনোযোগ কর, তুমি বহুলোকের স্তুতিভাজন, আমার আয়ু লইও না।

১২। রাত্রিতে ও দিবাযোগে লোকে আমাকে ইহাই কহিয়াছে, আমার হৃদয়স্থ জ্ঞানও এইরূপ প্রকাশ করিতেছে, আবদ্ধ হইয়া শুনঃশেপ যে বরুণকে আহ্বান করিয়াছে সেই রাজা আমাদিগকে মুক্তি দান করুন।

১৩। শুনঃশেপ ধৃত হইয়া ও ত্রিপদ কাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া অদিতির পুত্র বরুণকে আহ্বান করিয়াছিল; অতএব বিদ্বান্ ও অহিংসিত বরুণ তাহাকে মুক্তি দিন, তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।

১৪। হে বরুণ! নমস্কার করিয়া তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞের হব্যদান করিয়া তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি। হে অসুর (২)! হে প্রচেতঃ! হে রাজন্! আমাদিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর।

১৫। হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, আমার নীচের পাশ নীচে দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া শিথিল করিয়া দাও। তৎপরে হে অদিতি পুত্র! আমরা তোমার ব্রত খণ্ডন না করিয়া পাপ রহিত হইয়া থাকিব।

---

(২) ঋগ্বেদে দেবগণকে স্থানেং পুরাতন "অসুর" নাম দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; অর্থ বলশালী

॥ ২৫ ॥

শুনঃশেপ আজীগর্তিঃ ॥ বরুণঃ ॥ গায়ত্রী ॥

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ব্রতং। মিনীমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥
মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানস্য রীরধঃ। মা হৃণানস্য মন্যবে ॥ ২ ॥
বি মৃলীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সংদিতং। গীর্ভির্বরুণ সীমহি ॥ ৩ ॥
পরা হি মে বিমন্যবঃ পতংতি বস্যইষ্টয়ে। বয়ো ন বসতীরুপ ॥ ৪ ॥
কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে। মৃলীকায়োরুচক্ষসং ॥ ৫ ॥
তদিৎসমানমাশাতে বেনংতা ন প্র যুচ্ছতঃ। ধৃতব্রতায় দাশুষে ॥ ৬ ॥
বেদা যো বীনাং পদমংতরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥
বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে ॥ ৮ ॥

২৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

১। যেমন লোকে ভ্রম করে, সেইরূপ আমরাও দিনে২ তোমার ব্রত সাধনে ভ্রম করিয়া থাকি।

২। হে বরুণ! অনাদর করিয়া, হননকারী হইয়া, তুমি আমাদিগকে বধ করিও না, ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিও না।

৩। হে বরুণ! রথস্বামী যেরূপ শ্রান্ত অশ্বকে পরিতৃপ্ত করে, আমরা সুখের জন্য সেইরূপ স্তুতিদ্বারা তোমার মন প্রসন্ন করি।

৪। পক্ষীগণ যেরূপ নিবাস স্থানের দিকে ধাবমান হয়, আমার ক্রোধ রহিত চিন্তা সমূহ সেইরূপ ধন প্রাপ্তির জন্য ধাবিত হইতেছে।

৫। বরুণ বলবান্, নেতা ও বহু লোককে দর্শন করেন, কবে আমরা সুখের জন্য তাঁহাকে এই যজ্ঞে আনিতে পারিব?

৬। যজ্ঞানুষ্ঠাতা হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মিত্র ও বরুণ এই সাধারণ হব্য গ্রহণ করিতেছেন, অগ্রাহ্য করেন না।

৭। যিনি অন্তরীক্ষগামী পক্ষীদিগের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা সমূহের পথ জানেন।

৮। যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন, এবং অপর যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয় (১) তাহাও জানেন।

(১) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর গতিদ্বারা যে বৎসর গণনা করা যায়, দ্বাদশ অমাবস্যা গণনা করিলে তাহা অপেক্ষা কয়েকদিন কম হইয়া পড়ে; এই জন্য, সৌরবৎসর ও চান্দ্র-বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করিবার জন্য, চান্দ্রবৎসরের প্রতি পঞ্চম বৎসরে একটী অধিক মাস (মলিম্লুচ বা মলমাস), ধরিতে হয়। এ ঋক্ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে

বেদ বাতস্য বর্তনিমুরোর্ঋষস্ত.বৃহতঃ। বেদা যে অধ্যাসতে॥ ৯॥
নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা। সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ॥ ১০॥
অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভি পশ্যতি। কৃতানি যা চ কর্ত্বা॥ ১১॥
স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ। প্র ণ আয়ুংষি তারিষত্॥ ১২॥
বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজং। পরি স্পশো নি ষেদিরে॥ ১৩॥
ন যং দিপ্সংতি দিপ্সবো ন দ্রুহ্বাণো জনানাং। ন দেবমভিমাতয়ঃ॥ ১৪॥
উত যো মানুষেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা। অস্মাকমুদরেষ্বা॥ ১৫॥
পরা মে যংতি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীরনু। ইচ্ছংতীরুরুচক্ষসং॥ ১৬॥
সং নু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভৃতং। হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ং॥ ১৭॥
দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি। এতা জুষত মে গিরঃ॥ ১৮॥

৯। যিনি বিস্তীর্ণ, কমনীয়, ও মহৎ বায়ুর পথ জানেন, উপরে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদেরও জানেন।

১০। সেই ধৃতব্রত ও শোভনকর্ম্মা বরুণ স্বর্গীয় সন্ততিদিগের মধ্যে সাম্রাজ্য সিদ্ধির জন্য উপবেশন করিয়াছেন।

১১। জ্ঞানবান্ লোকে তাঁহার প্রসাদে সকল অদ্ভুত ঘটনা, যাহা সম্পাদিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই দেখিতে পান।

১২। সেই শোভনকর্ম্মা অদিতিপুত্র আমাদিগকে সকল দিনই সুপথগামী করুন, আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধন করুন।

১৩। বরুণ সুবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপন পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন, হিরণ্যস্পর্শী রশ্মি চারিদিকে বিস্তৃত হয়।

১৪। বৈরগণ যাঁহার প্রতি বৈরতা করিতে পারে না, মনুষ্য পীড়কগণ যাঁহাকে পীড়া দিতে পারে না, পাপীগণ যে দেবের প্রতি পাপাচরণ করিতে পারে না।

১৫। যিনি মনুষ্যদিগের জন্য, বিশেষতঃ আমাদিগের জন্য, যথেষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন।

১৬। সেই বরুণ বহুলোক দ্বারা দৃষ্ট; গাভী যেরূপ গোষ্ঠের দিকে যায়, আমার চিন্তা নিবৃত্তি রহিত হইয়া তাঁহার দিকে যাইতেছে।

১৭। হে বরুণ! আমার মধুর হব্য প্রস্তুত হইয়াছে, হোতার ন্যায় তুমি সেই প্রিয় হব্য ভক্ষণ কর; পরে আমরা উভয়ে আলাপ করিব।

১৮। সকলের দর্শনীয় বরুণকে আমি দৃষ্টি করিয়াছি, ভূমিতে তাঁহার রথ বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি, আমার স্তুতি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাচীন বৈদিক হিন্দুগণ উভয় বৎসরের গণনা জানিতেন, এবং উভয় বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করিতেন।

ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃলয়। ত্বামবস্যুরা চকে ॥ ১৯ ॥
ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি। স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥ ২০ ॥
উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত। অবাধমানি জীবসে ॥ ২১ ॥

॥ ৩২ ॥

হিরণ্যস্তূপ আংগিরসঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥
ইংদ্রস্য নু বীর্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনত্পর্বতানাং ॥ ১ ॥
অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যংদমানা অংজঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥ ২ ॥

১৯। হে বরুণ! আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর, অদ্য আমাকে সুখী কর, তোমার রক্ষণাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমি ডাকিতেছি।

২০। হে মেধাবী বরুণ! তুমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান রহিয়াছ, আমাদিগের ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা শ্রবণান্তর তুমি উত্তর দান কর।

২১। আমাদিগের উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া দাও, নীচের পাশ খুলিয়া দাও, যেন আমরা জীবিত থাকি।

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

১। বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহার সেই কর্ম্ম সমূহ বর্ণনা করি। তিনি অহিকে, অর্থাৎ মেঘকে হনন করিয়াছিলেন; পর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন; বহনশীল পর্ব্বতীয় নদী সমূহের পথ ভেদ করিয়া দিয়া ছিলেন (১)।

২। ইন্দ্র পর্ব্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন; ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তৎপর যেরূপ গাভী সবেগে বৎসের দিকে যায়, ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল।

(১) পুরাণে যে বৃত্র নামক অসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আখ্যান আছে তাহার উৎপত্তি আমরা এই সূক্তে পাই। মেঘের নাম বৃত্র বা অহি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন। আকাশ হইতে বৃষ্টি দান স্বরূপ ঐশ কার্য্যকেই প্রাচীন হিন্দুগণ ইন্দ্র নাম দিয়া স্তুতি করিতেন। ইন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া ঋষি বৃষ্টিরূপ ঐশ কার্য্যেই বর্ণনা করিতেছেন।
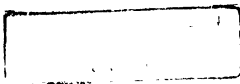
বৃষায়মাণোঽবৃণীত সোমং ত্রিকক্রকেষ্বপিবত্সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং॥ ৩॥
যদিংদ্রাহন্প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আত্সূর্যং জনয়ন্দ্যামুষাসং তাদীত্না শত্রুং ন কিলা বিবিত্সে॥ ৪॥
অহন্বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিংদ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কংধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্পৃথিব্যাঃ॥ ৫॥
অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষং।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সং রুজানাঃ পিপিষ ইংদ্রশত্রুঃ॥ ৬॥
অপাদহস্তো অপৃতন্যদিংদ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বভূষন্পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ॥ ৭॥
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতি যংত্যাপঃ।
যাশ্চিদ্বৃত্রো মহিনা পর্যতিষ্ঠত্তাসামহিঃ পত্সুতঃশীর্বভূব॥ ৮॥

৩। ইন্দ্র বৃষের ন্যায় বেগের সহিত সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিন প্রকার যজ্ঞে অভিযুত সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন; মঘবান্ সায়ক বজ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; ও তদ্দ্বারা অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিয়াছিলেন।

৪। যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে, তখন তুমি মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে; পর সূর্য্য ও ঊষাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া আর শত্রু রাখিলে না।

৫। জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করিলেন; কুঠাবছিন্ন বৃক্ষস্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে।

৬। দর্পযুক্ত বৃত্র আপনার সমতুল যোদ্ধা নাই মনে করিয়া মহাবীর ও বহু বিনাশী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রের বিনাশকার্য্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র নদীতে পতিত হইয়া নদী সমুদয় পিষিয়া ফেলিল।

৭। হস্ত পদ শূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, ইন্দ্র তাহার সানু তুল্য প্রৌঢ় স্কন্ধে বজ্র আঘাত করিলেন; যেরূপ অপুরুষ ব্যক্তি পৌরুষ লাভে বৃথা যত্ন করে, বৃত্রও সেইরূপ বৃথা যত্ন করিল; বহুস্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল।

৮। ভগ্ন কূলকে অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায়, মনোহর জল সেইরূপ পতিত বৃত্র দেহকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমাদ্বারা যে জলকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন করিল।

নীচাবয়া অভবদ্বৃত্রপুত্রেংদ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীদ্দানুঃ শয়ে সহবত্সা ন ধেনুঃ॥ ৯॥
অতিষ্ঠংতীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং।
বৃত্রস্য নিণ্যং বি চরংত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিংদ্রশত্রুঃ॥ ১০॥
দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্ববার॥ ১১॥
অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিংদ্র সৃকে যত্বা প্রত্যহন্দেব একঃ।
অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সর্তবে সপ্ত সিংধূন্॥ ১২॥
নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরদ্ধ্রাদুনিং চ।
ইংদ্রশ্চ যদ্যুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যে॥ ১৩॥
অহের্যাতারং কমপশ্য ইংদ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছত্।
নব চ যন্নবতিং চ স্রবংতীঃ শ্যেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি॥ ১৪॥

৯। বৃত্রের মাতা তির্য্যক্‌ভাবে রহিল, তখন ইন্দ্র তাহার উপর অস্ত্রাঘাত করিলেন; তখন মাতা উপরে ও পুত্র নীচে রহিল, তৎপর বৎসের সহিত ধেনুর ন্যায় বৃত্রের মাতা দনু শুইয়া পড়িল।

১০। স্থিতি রহিতও বিশ্রাম রহিত জলের মধ্যে নিহিত, নাম শূন্য শরীরের উপর দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে; ইন্দ্রশত্রু দীর্ঘ নিদ্রায পতিত রহিযাছে।

১১। পণিদ্বারা গাভী সকল যেরূপ গুপ্ত ছিল, বৃত্রপত্নী সমূহ অহি দ্বারা রক্ষিত হইয়া সেইরূপ নিরুদ্ধ হইয়াছিল; জলের বহন দ্বার রুদ্ধ ছিল, বৃত্রকে হনন করিয়া ইন্দ্র সে দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন।

১২। হে ইন্দ্র! যখন সেই এক দেব বৃত্র তোমার বজ্রের প্রত্যাঘাত করিয়াছিল, তখন তুমি অশ্ব পুচ্ছের ন্যায় হইয়া আঘাত নিবারণ করিয়াছিলে; তুমি পণি রক্ষিত গাভী জয় করিয়াছ, (২) সোমরস জয় করিয়াছ, এবং সপ্ত সিন্ধু প্রবাহরূপে ছাড়িয়া দিয়াছ।

১৩। ইন্দ্র ও অহি যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন অহি যে বিদ্যুৎ বা মেঘ গর্জ্জন বা জলবর্ষণ বা বজ্র ইন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল না; এবং ইন্দ্র অন্যান্য মায়াও জয় করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্র! অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল, তখন তুমি অহির অন্য কোন্ হন্তার জন্য প্রতিক্ষা করিয়াছিলে, যে ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নবনবতি নদী ও জল পার হইয়া গিয়াছিলে?

---

(২) প্রাতঃকালের আলোককে গাভীর সহিত তুলনা করা হয়। পণি অর্থাৎ অন্ধকার দ্বারা সে গাভী হৃত হয়, আবার প্রাতঃকালের আকাশরূপ ইন্দ্র সে গাভী উদ্ধৃত করেন।

ইংদ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃংগিনো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূব॥ ১৫ ॥

॥ ৪২ ॥

কণ্বো ঘোরঃ ॥ পূষা ॥ গায়ত্রী ॥

সং পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাত্। সক্ষ্বা দেব প্র ণস্পুরঃ ॥ ১ ॥
যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি। অপ স্ম তং পথো জহি ॥ ২ ॥
অপ ত্যং পরিপংথিনং মুষীবাণং হুরশ্চিতং। দূরমধি স্রুতেরজ ॥ ৩ ॥
ত্বং তস্য দ্বয়াবিনোঽঘশংসস্য কস্য চিত্। পদাভি তিষ্ঠ তপুষিং ॥ ৪ ॥
আ তত্তে দস্র মংতুমঃ পূষন্নবো বৃণীমহে। যেন পিতৄনচোদয়ঃ ॥ ৫ ॥
অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাশীমত্তম। ধনানি সুষণা কৃধি ॥ ৬ ॥

১৫। বজ্রবাহু ইন্দ্র স্থাবর ও জঙ্গমদিগের এবং শান্তপশু ও শৃঙ্গী-পশুদিগের রাজা। তিনি মনুষ্যদিগের রাজা হইয়া নিবাস করিতেছেন; এবং যেরূপ চক্রের নেমি মধ্যস্থ কাষ্ঠ সমূহকে ধারণ করে, সেইরূপ ইন্দ্র সকলকে আপনার মধ্যে ধারণ করিতেছেন।

৪২ সূক্ত।

পূষা দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

১। হে পূষা! (১) পথ পার করাইয়া দাও, পাপ বিনাশ কর, হে মেঘ-পুত্র দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও।

২। হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেহ আমা-দিগকে বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও।

৩। সেই মার্গপ্রতিবন্ধক, তস্কর, কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও।

৪। যে কেহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই হরণ করে, এবং অনিষ্টসাধন ইচ্ছা করে, হে পূষা! তাহার পরসন্তাপক দেহ তোমার পদের দ্বারা দলিত কর।

৫। হে শত্রুবিনাশী ও জ্ঞানবান্ পূষা! যেরূপ রক্ষণাদ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলে, তোমার সেই রক্ষণা প্রার্থনা করিতেছি।

৬। হে সর্ব্ব ধনসম্পন্ন, অনেক সুবর্ণাযুধযুক্ত, লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা! তুমি অনন্তর ধনসমূহ দানে পরিণত কর।

---

(১) পূষা কাহাকে বলে? যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন "সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা আদিত্যঃ।" অর্থাৎ পূষা সূর্য্য।

অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৭ ॥
অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৮ ॥
শগ্ধি পূর্ধি প্র যংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরং। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৯ ॥
ন পূষণং মেথামসি সূক্তৈরভি গৃণীমসি। বসূনি দস্মমীমহে ॥ ১০ ॥

॥ ৪৩ ॥

কণ্বো ঘৌরঃ ॥ ১, ২, ৪—৬ রুদ্র। ৩ মিত্রাবরুনৌ। ৭—৯ সোমঃ ॥
১—৮ গায়ত্রী ৯ অনুষ্টুপ্।

কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীড়্হুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শংতমং হৃদে ॥ ১ ॥

৭। বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদিগকে লইয়া যাও, হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

৮। শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়। হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

৯। আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সক্ষম হও, আমাদিগের গৃহ পরিপূর্ণ কর, অভীষ্টবস্তু দান কর, আমাদিগকে তীক্ষ্ণতেজা কর, আমাদিগের উদর পূরণ কর, হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

১০। আমরা পূষাকে নিন্দা করি না, সূক্তদ্বারা স্তুতি করি, আমরা দর্শনীয় পূষার নিকট ধন যাচ্ঞা করি।

---

৪৩ সূক্ত।

রুদ্র প্রভৃতি দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

১। প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত, অভীষ্টবর্ষণকারী ও অতিশয় মহৎ রুদ্র (১) আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন; কবে তাঁহার উদ্দেশে সুখকর স্তোত্র পাঠ করিব?

---

(১) ঐশ কার্য্যের কোন্ বিকাশকে প্রাচীন হিন্দুগণ রুদ্র বলিয়া উপাসনা করিতেন? ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে রুদ্রকে অগ্নির রূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই ঋক সম্বন্ধে যাস্ক নিরুক্তে বলেন "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।" সায়ণ বলেন "রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে।" ৩৯ সূক্তের ৪ ঋকে মরুৎগণকে "রুদ্রাসঃ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সায়ণ "রুদ্রাসঃ" অর্থে রুদ্রপুত্রা মরুতঃ" করিয়াছেন। অতএব রুদ্র মরুৎগণের পিতা, অগ্নিরূপী, এবং রোদনকারী বা গর্জ্জনকারী দেব। সংহার কারী বজ্ররূপ ঐশ শক্তিকেই প্রাচীন হিন্দুগণ রুদ্র বলিয়া স্তুতি করিতেন।

যথা নো অদিতিঃ করত্পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে। যথা তোকায় রুদ্রিয়ং ॥ ২ ॥
যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকেততি। যথা বিশ্বে সজোষসঃ ॥ ৩ ॥
গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং। তচ্ছংযোঃ সুম্নমীমহে ॥ ৪ ॥
যঃ শুক্র ইব সূর্যো হিরণ্যমিব রোচতে। শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ ॥ ৫ ॥
শং নঃ করত্যর্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে। নৃভ্যো নারিভ্যো গবে ॥ ৬ ॥
অস্মে সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতস্য নৃণাং। মহি শ্রবস্তুবিনৃম্ণং ॥ ৭ ॥
মা নঃ সোম পরিবাধো মারাতয়ো জুহুরংত। আ ন ইংদো বাজেভজ ॥ ৮ ॥
যাস্তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ধামন্নৃতস্য।
মূর্ধা নাভা সোম বেন আভূষংতীঃ সোম বেদঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৪৮ ॥

প্রস্কণ্বঃ কাণ্বঃ ॥ উষাঃ ॥ প্রাগাথং বার্হতং ॥

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দাস্বতী ॥ ১ ॥

২। যদ্দ্বারা অদিতি আমাদিগের জন্য, পশুর জন্য, মনুষ্যের জন্য, গাভীর জন্য, এবং আমাদিগের অপত্যের জন্য রুদ্রীয় ঔষধি প্রদান করেন।

৩। যদ্দ্বারা মিত্র ও বরুণ ও রুদ্র ও সমান প্রীতিযুক্ত সকল দেবগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন।

৪। সেই রুদ্র স্তুতিপালক, যজ্ঞপালক, এবং উদকরূপ ঔষধিযুক্ত; তাঁহার নিকট আমরা শংযুর ন্যায় সুখ যাজ্ঞা করি।

৫। যে রুদ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ ও হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল, যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ও নিবাসের হেতু।

৬। তিনি আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ, স্ত্রী, ও গোজাতিকে সুগম্য সুখ প্রদান করেন।

৭। হে সোম! আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে শত মনুষ্যের ধন দান কর; এবং মহৎ ও প্রভূত বলযুক্ত অন্ন দান কর।

৮। সোমপ্রতিবন্ধকেরা ও শত্রুগণ আমাদিগকে যেন হিংসা না করে। হে সোম! আমাদিগকে অন্ন দান কর।

৯। হে সোম! তুমি অমর ও উত্তম স্থান প্রাপ্ত, তুমি শিরঃস্থানীয়; যজ্ঞ গৃহে তোমার প্রজাদিগকে কামনা কর; সে প্রজাগণ তোমাকে বিভূষিত করে, তুমি তাহাদিগকে জান।

৪৮ সূক্ত।

উষা দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। হে দেবদুহিতা উষা! আমাদিগকে ধন দান করিয়া প্রভাত কর;

অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবংত বস্তবে।
উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাং ॥ ২ ॥
উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ॥ ৩ ॥
উষো যে তে প্র যামেষু যুংজতে মনো দানায় সূরয়ঃ।
অত্রাহ তৎকণ্ব এষাং কণ্বতমো নাম গৃণাতি নৃণাং ॥ ৪ ॥
আ ঘা যোষেব সূনর্যুষা যাতি প্রভুংজতী।
জরয়ংতী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ ॥ ৫ ॥
বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং ন বেত্যোদতী।
বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে ব্যুষ্টৌ বাজিনীবতি ॥ ৬ ॥
এষা যুক্ত পরাবতঃ সূর্যস্যোদয়নাদধি।
শতংরথেভিঃ সুভগোষা ইয়ং বি যাত্যভি মানুষান ॥ ৭ ॥

হে বিভাবরী! প্রভূত অন্ন দান করিয়া প্রভাত কর; হে দেবি! দানশীল হইয়া ধনদান করিয়া প্রভাত কর।

২। উষা অশ্বযুক্তা গোসম্পন্না এবং সকল ধনপ্রদাত্রী; প্রজাদিগের নিবাসের জন্য তাঁহার অনেক সম্পত্তি আছে; হে উষা! আমাকে সুনৃত বাক্য বল, এবং ধনবানদিগের ধন দাও।

৩। উষা পুরাকালে বাস করিতেন, অদ্যও প্রভাত করিতেছেন ধনলুব্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে, (১) উষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন।

৪। হে উষা! তোমার আগমন হইলে বিদ্বান্ লোকে দানে মনোনিবেশ করে, এবং অতিশয় মেধাবী কণ্বঋষি দানশীল মনুষ্যদিগের প্রসিদ্ধ নাম উষাকালেই উচ্চারণ করেন।

৫। উষা গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন; তিনি দিন দিন জঙ্গম প্রাণীদিগের পরমায়ু হ্রাস করেন, পদযুক্ত প্রাণীদিগকে গমন করান, এবং পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দেন।

৬। তুমি সমীচীন চেষ্টাবান্ পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ কর, তুমি ভিক্ষুকদিগকেও প্রেরণ কর, তুমি নীহারবর্ষী এবং অধিকক্ষণ অবস্থান কর না; হে অন্নযুক্ত যজ্ঞসম্পন্না উষা! তুমি প্রভাত হইলে উড্ডীয়মান পক্ষীগণ আর কুলায়ে অবস্থান করে না।

৭। তিনি রথ যোজিত করিয়াছেন; সৌভাগ্যবতী উষা দূর হইতে,

---

(১) ঋগ্বেদে কোন ২ স্থানে সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কণোতি সূনরী।
অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ স্রিধঃ॥ ৮॥
উষ আ ভাহি ভানুনা চংদ্রেণ দুহিতর্দিবঃ।
আবহংতী ভূর্য্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছংতী দিবিষ্টিষু॥ ৯॥
বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি যদুচ্ছসি সূনরি।
সা নো রথেন বৃহতা বিভাববি শ্রুধি চিত্রামঘে হবং॥ ১০॥
উষো বাজং হি বংস্ব যশ্চিত্রো মানুষে জনে।
তেনা বহ সুকৃতো অধ্বরাঁ উপ যে ত্বা গৃণংতি বহ্নয়ঃ॥ ১১॥
বিশ্বান্দেবাঁ আ বহ সোমপীতয়েহংতরিক্ষাদুষস্তং।
সাস্মাসু ধা গোমদশ্বাবদুক্থ্যমুষো বাজং সুবীর্য্যং॥ ১২॥
যস্যা রুশংতো অর্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত।
সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুষা দদাতু সুগ্ম্যং॥ ১৩॥

সূর্য্যের উদয় স্থানের উপরস্থ দিব্যলোক হইতে, শত রথ যোজিত করিয়া মনুষ্যগণের নিকট আসিতেছেন।

৮। তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে; কেন না সেই নেত্রী জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন, এবং সেই ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদিগকে এবং শোষণকারীদিগকে দূর করেন।

৯। হে স্বর্গদুহিতা! আহ্লাদকর জ্যোতির সহিত প্রকাশিত হও, দিবসে দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও, এবং অন্ধকার দূর কর।

১০। হে নেত্রী উষা! সমস্ত প্রাণীর চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে, কেন না তুমি অন্ধকার দূর কর। হে বিভাবরী! তুমি বৃহৎ রথে আইস; হে বিচিত্র ধনযুক্তা! আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

১১। হে উষা! মনুষ্যের যে বিচিত্র অন্ন আছে তাহা তুমি গ্রহণ কর; এবং যে যজ্ঞনির্ব্বাহকেরা তোমাকে স্তুত করে, সেই শুভকর্ম্মাদিগকে হিংসারহিত যজ্ঞে আনয়ন কর।

১২। হে উষা! তুমি অন্তরীক্ষ হইতে সকল দেবগণকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন
... হে উষা! তুমি আমাদিগকে অশ্বগোযুক্ত এবং প্রশংসনীয় ও বীর্য্যসম্পন্ন অন্ন প্রদান কর।

১৩। যে উষার জ্যোতিঃ শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া কল্যাণরূপে দৃষ্ট হয়, তিনি আমাদিগকে সকলের বরণীয়, সুরূপ এবং সুখগম্য ধন প্রদান করুন।

যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব্ব উতয়ে জুহূরেঽবসে মহি।
সা নঃ স্তোমাঁ অভি গৃণীহি রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥ ১৪ ॥
উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ।
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু ছর্দিঃ প্র দেবী গোমতীরিষঃ ॥ ১৫ ॥
সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষ্বা সমিলাভিরা।
সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং বাজৈর্বাজিনীবতি ॥ ১৬ ॥

॥ ১৮৫ ॥

অগস্ত্যঃ ॥ দ্যাবাপৃথিব্যৌ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

কতরা পূর্বা কতরাপরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বি বর্ত্তেতে অহনী চক্রিয়েব ॥ ১ ॥
ভূরিং দ্বে অচরংতী চরংতং পদ্বংতং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ২ ॥

১৪। হে পূজনীয় উষা! তোমাকে পূর্ব্ব ঋষিগণ রক্ষণ এবং অন্নের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তুমি ধন ও দীপ্তিযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া আমাদিগের স্তুতিতে তুষ্ট হও।

১৫। হে উষা! তুমি অদ্য জ্যোতিঃ দ্বারা আকাশের দ্বারদ্বয় খুলিয়া দিয়াছ, অতএব আমাদিগকে হিংসক রহিত ও বিস্তীর্ণ গৃহ দান কর, এবং গোযুক্ত অন্ন দান কর।

১৬। হে উষা! আমাদিগকে প্রভূত ও বহুবিধ রূপযুক্ত ধন দান কর এবং গাভী দান কর। হে পূজনীয় উষা! আমাদিগকে সর্ব্বশত্রুনাশক যশ দান কর। হে অন্নযুক্ত ক্রিয়াসম্পন্ন উষা! আমাদিগকে অন্ন দান কর।

---

১৮৫ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। দ্যু (১) ও পৃথিবী ইহাদিগের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন, কে পরে উৎপন্ন হইয়াছেন, কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, হে কবিগণ! একথা কে জানে? উহারা অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, এবং দিবা ও রাত্রির ন্যায় চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছেন।

২। পাদরহিতা, অবিচলা দ্যাবাপৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত

---

(১) "দ্যু" অর্থ আকাশ।

অনেহো দাত্রমদিতেরনর্বং হুবে স্বর্বদবধং নমস্বৎ।
তদ্রোদসী জনয়তং জরিত্রে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৩ ॥
অতপ্যমানে অবসাবংতী অনু ষ্যাম রোদসী দেবপুত্রে।
উভে দেবানামুভয়েভিরহ্নাং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৪ ॥
সংগচ্ছমানে যুবতী সমংতে স্বসারা জামী পিত্রোরুপস্থে।
অভিজিঘ্রংতী ভুবনস্য নাভিং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৫ ॥
উর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী।
দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৬ ॥
উর্বী পৃথ্বী বহুলে দূরেঅংতে উপ ব্রুবে নমসা যজ্ঞে অস্মিন্।
দধাতে যে সুভগে সুপ্রতূর্তী দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৭ ॥

প্রাণীসমূহকে পিতামাতার ক্রোড়স্থ পুত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর। (২)

৩। আমি অদিতির নিকট পাপরহিত, অক্ষীণ, হিংসারহিত, অন্নবিশিষ্ট, স্বর্গতুল্য ধন প্রার্থনা করি। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা, স্তবকারী যজমানের জন্য সেই ধন উৎপাদন কর। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর। ২০.৩৫1

৪। আমরা দ্যোতমান দিবা ও রাত্রি সম্বন্ধীয় উভয় বিধ ধনের জন্য দুঃখ রহিতা ও অন্নের দ্বারা তৃপ্তকারী দ্যাবাপৃথিবীর যেন অনুগত হইতে পারি; সমস্ত দেবগণ তাঁহাদিগের পুত্র। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৫। পরস্পরসংসক্ত, সদাতরুণ, সমানসীমাবিশিষ্ট, ভগিনীভূত, বন্ধুসদৃশ দ্যাবাপৃথিবী, পিতামাতার ক্রোড়স্থিত সর্ব্বভূতকে পালন করতঃ আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন।

৬। আমি দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত বিস্তীর্ণ নিবাসভূত ও মহানুভাব ও শস্যাদি সমুৎপাদক দ্যাবাপৃথিবীকে যজ্ঞের জন্য আহ্বান করি। ইহাদিগের রূপ আশ্চর্য্য, ইহারা জলধারণ করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৭। মহৎ, পৃথু, বহুআকার বিশিষ্ট, ও অনন্ত দ্যাবাপৃথিবীকে আমি যজ্ঞস্থলে নমস্কার দ্বারা স্তব করি। হে সৌভাগ্যবতী উদ্ধারকুশলা দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা বিশ্বধারণ কর, এবং আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

---

(২) ঋষি আকাশ পৃথিবীকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপাপ হইতে রক্ষার জন্য পাপহারীর নিকট বার ২ প্রার্থনা করিতেছেন।

দেবান্বা যচ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ সখায়ং বা সদমিজ্জাস্পতিং বা।
ইয়ং ধীর্ভূয়া অবযানমেষাং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥ ৮॥
উভা শংসা নর্যা মামবিষ্টামুভে মামূতী অবসা সচেতাং।
ভূরি চিদর্যঃ সুদাস্তরায়েষা মদংত ইষয়েম দেবাঃ॥ ৯॥
ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ॥ ১০॥
ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্যদিহোপব্রুবে বাং।
ভূতং দেবানামবমে অবোভির্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুং॥ ১১॥

৮। আমরা দেবতাগণের নিকট সর্ব্বদাই যে সকল অপরাধ করিয়া থাকি, বন্ধু ও কুটুম্বের প্রতি যে সকল অপরাধ করিয়া থাকি, আমাদিগের এই যজ্ঞ সেই সকল পাপ অপনোদন করিতে সমর্থ হউক।

৯। স্তুতিযোগ্য ও মনুষ্যদিগের হিতকর দ্যাবাপৃথিবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। আশ্রয়দাতা দ্যাবাপৃথিবী আশ্রয় দিবার জন্য আমার সহিত মিলিত হউন। হে দেবগণ! আমরা তোমাদিগের স্তোতা; অন্নদ্বারা তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন করতঃ প্রচুর দানার্থ প্রচুর অন্ন ইচ্ছা করি।

১০। আমি প্রজ্ঞাবান, আমি দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে চারিদিকে প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্র করিয়াছি। পিতা মাতা নিন্দনীয় পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া তৃপ্তিকর বস্তুদ্বারা পালন করুন।

১১। হে পিতঃ! হে মাতঃ! এই যজ্ঞে তোমাদিগের উদ্দেশে যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি, হে দ্যাবাপৃথিবী! তাহা সার্থক হউক। আশ্রয়দান দ্বারা তোমরা স্তোতৃগণের সমীপবর্ত্তী হও; যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

দ্বিতীয়ং মণ্ডলং।

॥ ১২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্দেবো দেবান্‌ক্রতুনা পর্য্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১ ॥
যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ।
যো অংতরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভ্নাৎস জনাস ইংদ্রঃ ॥ ২ ॥
যো হত্বাহিমরিণাৎসপ্ত সিংধূন্যো গা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরংতরগ্নিং জজান সংবৃক্‌সমৎসু স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৩ ॥
যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যো জিগীবাং লক্ষমাদদর্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৪ ॥
যং স্মা পৃচ্ছংতি কুহ সেতি ঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনং।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবামিনাতি শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৫ ॥

---

১২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে মনুষ্যগণ! যিনি দ্যোতমান, যিনি জন্মগ্রহণ মাত্রই দেবগণের প্রধান ও মনুষ্যগণের অগ্রগণ্য হইয়া বীরকর্ম্মদ্বারা সমস্ত দেবগণকে ভূষিত করিয়াছিলেন, যাঁহার শরীরবলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়াছিল, যিনি মহতী সেনার নায়ক, তিনিই ইন্দ্র।

২। হে মনুষ্যগণ! যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি প্রকুপিত পর্ব্বতসমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, যিনি প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তিনিই ইন্দ্র। (১)

৩। হে মনুষ্যগণ! যিনি মেঘরূপ অহিকে বিনাশ করিয়া সপ্ত সংখ্যক নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি বল কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ আলোক রূপ গো-সমূহকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি মেঘদ্বয়ের মধ্যে বজ্ররূপ অগ্নি উৎপাদন করেন এবং যুদ্ধকালে শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তিনিই ইন্দ্র।

৪। হে মনুষ্যগণ! যিনি এই সমস্ত নশ্বর বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি দাসবর্ণকে গূঢ়স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি লক্ষ্য জয় করিয়া ব্যাধের ন্যায় শত্রুর সমস্ত ধন গ্রহণ করেন, তিনিই ইন্দ্র।

৫। হে মনুষ্যগণ! যে ভয়ঙ্কর দেব সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে,

---

(১) ইন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া ঋষি অসীম ঐশ ক্ষমতার স্তুতি করিতেছেন।

যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ।
যুক্তগ্রাব্ণো যোঽবিতা সুশিপ্রঃ সুতসোমস্য স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৬ ॥
যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ।
যঃ সূর্য্যং য উষসং জজান যো অপাং নেতা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৭ ॥
যং ক্রংদসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৮ ॥
যস্মান্ন ঋতে বিজয়ংতে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবংতে।
যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎস জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৯ ॥
যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানানমন্যমানাঞ্ছর্বা জঘান।
যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং যো দস্যোর্হংতা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১০ ॥
যঃ শংবরং র্বতেষু ক্ষিয়ংতং চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিংদৎ।
ওজায়মানং যো অহিং জঘান দানুং শয়ানং স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১১ ॥

তিনি কোথায়? এবং যাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলে যে তিনি নাই, যিনি শাস্তিদাতার ন্যায় শত্রুগণের সমস্ত ধন বিনাশ করেন, তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র।

৬। হে মনুষ্যগণ! যিনি সমৃদ্ধ ধন প্রদান করেন, যিনি দরিদ্রকে এবং যাচক ও স্তুতিকারী ঋত্বিক্‌কে ধন প্রদান করেন, যিনি শোভন শিপ্রবিশিষ্ট, যিনি সোমাভিষবকারী ও হস্তে প্রস্তরবিশিষ্ট যজমানের রক্ষক, তিনিই ইন্দ্র।

৭। হে মনুষ্যগণ! অশ্বসমূহ, গোসমূহ, গ্রামসমূহ এবং রথসমূহ যাঁহার আজ্ঞাধীন, যিনি সূর্য্য এবং উষা উৎপাদিত করিয়াছেন, যিনি জল প্রেরণ করেন, তিনিই ইন্দ্র।

৮। হে মনুষ্যগণ! প্রতিদ্বন্দী দুই সেনা দলে উভয়েই যাঁহাকে আহ্বান করে, উত্তম ও অধম উভয়বিধ শত্রুগণ যাঁহাকে আহ্বান করে, একবিধ রথারূঢ় দুইজনই যাঁহাকে নানা প্রকারে আহ্বান করে, তিনিই ইন্দ্র।

৯। হে মনুষ্যগণ! যিনি না হইলে লোকে জয়লাভ করিতে পারে না, যুদ্ধকালে লোকে রক্ষার জন্য যাঁহাকে আহ্বান করে, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিনিধি, যিনি ক্ষয় রহিত পর্ব্বতাদিও ক্ষয় করেন, তিনিই ইন্দ্র।

১০। হে মনুষ্যগণ! যিনি বজ্রদ্বারা বহুসংখ্যক মহাপাপী অপূজককে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি গর্ব্বকারী মনুষ্যকে সিদ্ধি প্রদান করেন না, যিনি দস্যুগণের হন্তা, তিনিই ইন্দ্র।

১১। হে মনুষ্যগণ! যিনি পর্ব্বতে লুক্কায়িত শম্বরকে ৪০ বৎসর অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি অহিনামক বলবান্ শয়ান দানবকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র।

যঃ সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মানবাসৃজৎসর্তবে সপ্ত সিংধূন্।
যো রৌহিণমস্ফুরদ্বজ্রবাহুর্দ্যামারোহংতং স জনাস ইংদ্রঃ॥ ১২॥
দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ংতে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইংদ্রঃ॥ ১৩॥
যঃ সুন্বংতমবতি যঃ পচংতং যঃ শংসংতং যঃ শশমানমূতী।
যস্য ব্রহ্ম বর্ধনং যস্য সোমো যস্যেদং রাধঃ স জনাস ইংদ্রঃ॥ ১৪॥
যঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আ চিদ্বাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্যঃ।
বয়ং ত ইংদ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম॥ ১৫॥

॥ ২৮॥

কূর্মো গার্ৎসমদো গৃৎসমদো বা॥ বরুণঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

ইদং কবেরাদিত্যস্য স্বরাজো বিশ্বানি সাংত্যভ্যস্তু মহ্না।
অতি যো মংদ্রো যজথায় দেবঃ সুকীর্তিং ভিক্ষে বরুণস্য ভূরেঃ॥ ১॥

১২। হে মনুষ্যগণ! যিনি সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট (২), অভীষ্টবর্ষী ও বলবান্, যিনি সাতটী নদীকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, যিনি বজ্রবাহু হইয়া স্বর্গারোহণোদ্যত রৌহিনকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র।

১৩। হে মনুষ্যগণ! দ্যাবাপৃথিবী তাঁহাকে নমস্কার করে, পর্ব্বতগণ তাঁহার বলে ভীত হয়। যিনি সোমপা, দৃঢ়াঙ্গ, বজ্রবাহু, ও বজ্রযুক্ত, তিনিই ইন্দ্র।

১৪। হে মনুষ্যগণ! যিনি সোমাভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করেন, যিনি পুরোডাশাদি পাককারী ও স্তুতিপাঠকারী এবং স্তোত্রকারী যজমানকে রক্ষা করেন, স্তোত্র যাঁহার বৃদ্ধিকর, সোম যাঁহার বৃদ্ধিকর, এবং আমাদিগের অন্ন যাঁহার বৃদ্ধিকর, তিনিই ইন্দ্র।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সোমাভিষবকারী পাককারী যজমানকে অন্ন প্রদান কর, অতএব তুমিই সত্য। আমরা প্রিয় ও বীরপুত্র পৌত্রাদিবিশিষ্ট হইয়া চিরকাল তোমার স্তোত্র পাঠ করিব।

---

২৮ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। কূর্ম্ম বা গৃৎসমদ ঋষি।

১। কবি এবং স্বয়ং শোভমান আদিত্য বরুণের জন্য এই হব্য। তিনি

(২) আমরা বেদে অনেক স্থানে সূর্য্যের বা ইন্দ্রের বা অগ্নির সপ্ত অশ্ব বা সপ্তরশ্মির কথা দেখিতে পাই? রামধনুতে যে সাতটী বর্ণ দেখা যায় তাহা হইতেই কি বৈদিক সপ্তরশ্মির অনুভব উৎপন্ন হইয়াছিল? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ জানেন, যে সূর্য্যের আলোকে সেই সপ্তবর্ণ নিহিত আছে।

তব ব্রতে সুভগাসঃ স্যাম স্বাধ্যো বরুণ তুষ্টুবাংসঃ।
উপায়ন উষসাং গোমতীনামগ্নয়ো ন জরমাণা অনুদ্যূন্॥ ২॥
তব স্যাম পুরুবীরস্য শর্মন্নুরুশংসস্য বরুণ প্রণেতঃ।
যূয়ং নঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধা অভি ক্ষমধ্বং যুজ্যায় দেবাঃ॥ ৩॥
প্র সীমাদিত্যো অসৃজদ্বিধর্তা ঋতং সিংধবো বরুণস্য যংতি।
ন শ্রাম্যংতি ন বি মুচংত্যেতে বয়ো ন পপ্তূ রঘুয়া পরিজ্মন্॥ ৪॥
বি মচ্ছ্রথায় রশনামিবাগ ঋধ্যাম তে বরুণ খামৃতস্য।
মা তংতুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা শার্যপসঃ পুর ঋতোঃ॥ ৫॥
অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রালৃতাবোঽনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্ধ্যংহো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে॥ ৬॥

স্বীয় মহিমাদ্বারা সমস্ত ভূতকে অভিভব করেন। দ্যুতিমান্ স্বামী বরুণ যজমানের হর্ষ উৎপন্ন করেন, আমি তাঁহার স্তুতি যাচ্ঞা করি।

২। হে বরুণ! আমরা যেন উত্তমরূপে তোমার ধ্যান, স্তুতি, এবং পরিচর্য্যা করতঃ সৌভাগ্যশালী হইতে পারি। কিরণবিশিষ্টা উষা আগমন করিলে অগ্নির ন্যায় আমরা যেন প্রতিদিন তোমার স্তুতি করতঃ দীপ্তিমান্ হই।

৩। হে জগতের নায়ক বরুণ! তুমি অনেক বীরবিশিষ্ট, বহুলোকে তোমার স্তুতি করে, আমরা যেন তোমার গৃহে বাস করিতে পারি। হে হিংসারহিত দীপ্তিমান্ অদিতিপুত্রগণ। তোমরা আমাদের সখ্যের নিমিত্ত আমাদের অপরাধ মার্জনা কর।

৪। জগতের ধারক অদিতির পুত্র বরুণ প্রকৃষ্টরূপে জল সৃষ্টি করিয়াছেন। বরুণের মহিমায় নদী সকল প্রবাহিত হয়, উহারা বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না। উহারা পক্ষীদিগের ন্যায় বেগে ভূমিতে গমন করে।

৫। হে বরুণ! আমার পাপ আমাকে রজ্জুর ন্যায় বাঁধিয়াছে, তাহা মোচন কর (১)। আমরা যেন তোমার জলপূর্ণ নদী প্রাপ্ত হই। যজ্ঞ বয়ন কালে আমাদের তন্তু যেন ছিন্ন না হয়, যজ্ঞের মাত্রা অসময়ে যেন বিকল না হয়।

৬। হে বরুণ! আমার নিকট হইতে ভয় দূর করিয়া দাও, হে সম্রাট ও সত্যবান্! আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। গো বৎস হইতে বন্ধন রজ্জুর ন্যায় আমা হইতে পাপরজ্জু মোচন কর, কারণ তোমা হইতে পৃথক হইয়া কেহ এক নিমিষের জন্যও আধিপত্য করিতে পারে না।

---

(১) বরুণকে উপলক্ষ্য করিয়া ঋষি পাপহারীকে পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

মা নো বধৈর্ব্বরুণ যে ত ইষ্টাবেনঃ কৃণ্বংতমসুর ভ্রীণংতি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম বি ষূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ॥ ৭॥
নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনমুতাপরং তুবিজাত ব্রবাম।
ত্বে হি কং পর্বতে ন শ্রিতান্যপ্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি॥ ৮॥
পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজং।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস আ নো জীবান্বরুণ তাসু শাধি॥ ৯॥
যো মে রাজন্যুজ্যো বা সখা বা স্বপ্নে ভয়ং ভীরবে মহ্যমাহ।
স্তেনো বা যো দিপ্সতি নো বৃকো বা ত্বং তস্মাদ্বরুণ পাহ্যস্মান্॥ ১০॥
মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ।
মা রায়ো রাজন্ত্সুয়মাদব স্থাং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ১১॥

৭। হে অসুর বরুণ! তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে যে আয়ুধ সকল হিংসা করে, আমাদিগকে যেন সে আয়ুধ হিংসা না করে। আমরা যেন আলোক হইতে নির্ব্বাসিত না হই, হিংসককে বিশ্লিষ্ট কর যেন আমাদের জীবন রক্ষা পায়।

৮। হে বহুস্থানোৎপন্ন বরুণ! আমরা অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে তোমার উদ্দেশে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিব, যেহেতু হে অহিংসনীয় বরুণ! পর্ব্বতের ন্যায় তোমাতে অচ্যুত কর্ম্মসকল আশ্রয় করিয়া থাকে।

৯। হে বরুণ! পূর্ব্ব পুরুষেরা যে ঋণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ কর, এবং সম্প্রতি আমিও যে ঋণ করিতেছি, তাহাও পরিশোধ কর। হে বরুণ! আমাকে যেন অন্যের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করিতে না হয়। অনেক উষা যেন উদিতই হয় নাই, হে বরুণ! আমরা যেন সেই সকল উষায় জীবিত থাকিতে পারি এরূপ আজ্ঞা কর (২)।

১০। হে রাজা বরুণ! আমি ভীরু, আমাকে বন্ধু অথবা জ্ঞাতি, স্বপ্নদৃষ্ট যে ভয়ঙ্কর কথা বলে তাহা হইতে রক্ষা কর। তস্কর বা বৃক আমাকে বধ করিতে চাহে, তাহাদিগের চেষ্টা হইতে আমাকে রক্ষা করুন।

১১। হে বরুণ! আমাকে যেন কোন ধনী ও প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলিতে না হয়। হে রাজা! আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

(২) ঋণ থাকিলে তাহার পক্ষে উষা উদয় ও অনুদয় প্রায়ই এক, অতএব ঋষি বলিয়াছেন অনেক উষা উদিতই হয় নাই। সায়ণ।

তৃতীয়ং মণ্ডলং।

॥ ৫৫ ॥

প্রজাপতির্বৈশ্বামিত্রো বাচ্যো বা ॥ বিশ্বে দেবাঃ। ১ উষাঃ। ২—১০ অগ্নিঃ।
১১ অহোরাত্রৌ। ১২—১৪ রোদসী। ১৫ রোদসী দ্যুনিশৌ বা।
১৬ দিশঃ। ১৭—২২ ইংদ্রঃ পর্জন্যাত্মা ত্বষ্টা বাগ্নিশ্চ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

উষসঃ পূর্বা অধ যদ্ব্যূষুর্মহদ্বি যজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ।
ব্রতা দেবানামুপ নু প্রভূষন্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১ ॥
মো ষূ ণো অত্র জুহুরংত দেবা মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ।
পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুরংতর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ২ ॥
বি মে পুরুত্রা পতয়ংতি কামাঃ শম্যচ্ছা দীদ্যে পূর্ব্যাণি।
সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিদ্বদেম মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৩ ॥
সমানো রাজা বিভৃতঃ পুরুত্রা শয়ে শয়াসু প্রযুতো বনানু।
অন্যা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৪ ॥
আক্ষিৎপূর্বাস্বপরা অনূরুৎসদ্যো জাতাসু তরুণীষ্বংতঃ।
অংতর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৫ ॥

---

৫৫ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। প্রজাপতি ঋষি।

১। উষা যখন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েন, তখন অবিনাশী, মহান্ সূর্য্য নভো দেশে উৎপন্ন হয়েন, যজমান দেবগণের সমীপে শীঘ্র ব্রত সকল উপস্থিত করেন। দেবগণের মহৎ বল একই। (১)

২। হে অগ্নি! এক্ষণে দেবগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন, দেবপদভোগী পূর্ব্বপুরুষগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন, সূর্য্য পুরাতন দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে উদিত হইতেছেন। দেবগণের মহৎবল একই।

৩। আমার বিবিধ অভিলাষ বিবিধ দিকে গমন করিতেছে, আমি যজ্ঞের উদ্দেশে পুরাতন স্তোত্র সকল প্রদীপ্ত করিতেছি, অগ্নি সমিদ্ধ হইলে আমরা ঋত উচ্চারণ করিব; দেবগণের মহৎ বল একই।

৪। সর্ব্বসাধারণের রাজা অগ্নি বহু প্রদেশে স্থাপিত হয়েন, তিনি বেদিতে শয়ন করেন, বনমধ্যে বিভক্ত হন। স্বর্গলোক অগ্নিকে বৎসের ন্যায় পোষণ করেন, মাতা পৃথিবী অগ্নিকে ধারণ করেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

৫। অগ্নি জীর্ণ বৃক্ষ সকলের মধ্যে বর্ত্তমান থাকেন, নব্য বৃক্ষ সকলের মধ্যে অবস্থিতি করেন, তরুণ বৃক্ষ সকলের মধ্যে বাস করেন। অজাতগর্ভ বৃক্ষগণ গর্ভধারণ করিয়া ফল প্রসব করে। দেবগণের মহৎ বল একই।

---

(১) এই সূক্তের প্রত্যেক ঋকের শেষে এই কথা গুলি আছে, "মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং।"

শয়ুঃ পরস্তাদধ নু দ্বিমাতাবংধনশ্চরতি বৎস একঃ।
মিত্রস্য তা বরুণস্য ব্রতানি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৬ ॥
দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রালন্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধ্নঃ।
প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরংতে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৭ ॥
শূরস্যেব যুধ্যতো অংতমস্য প্রতীচীনং দদৃশে বিশ্বমায়ৎ।
অংতর্মতিশ্চরতি নিষ্‌ষিধং গোর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৮ ॥
নি বেবেতি পলিতো দূত আস্বংতর্মহাংশ্চরতি রোচনেন।
বপূংষি বিভ্রদভি নো বি চষ্টে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৯ ॥
বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১০ ॥
নানা চক্রাতে যম্যা বপূংষি তয়োরন্যদ্রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ।
শ্যাবী চ যদরুষী চ স্বসারৌ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১১ ॥

৬। দ্যুলোক ও পৃথিবীর অপত্য সূর্য্য পশ্চিমদিকে শয়ন করেন, কিন্তু উদয় কালে সেই বৎস সূর্য্য অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে বিচরণ করেন। এই সকল মিত্র ও বরুণের কর্ম্ম। দেবগণের মহৎ বল একই।

৭। অগ্নি দ্বিমাতা এবং যজ্ঞের হোতা ও সম্রাট্; তিনি অগ্রে আকাশে সূর্য্যরূপে বিচরণ করেন। তিনি সকলের মূলভূত হইয়া ভূমিতে বাস করেন। রমণীয় বাক্যযুক্ত স্তোতাগণ রমণীয় স্তোত্র করিতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

৮। যুদ্ধকারী শূরব্যক্তির অভিমুখে আগমনকারী শত্রুসৈন্যকে যেরূপ পরাঙ্মুখ হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সমীপবর্ত্তী অগ্নির অভিমুখে আগমনকারী ভূতজাতকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখা যায়। অগ্নির মধ্যে জলের বিনাশক দীপ্তি আছে। দেবগণের মহৎ বল একই।

৯। পালয়িতা দূত অগ্নি ঐ সকল বৃক্ষ মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি মহান্, তিনি সূর্য্যের সহিত দ্যাবাপৃথিবীব মধ্যে বিচরণ করেন। তিনি নানাবিধ রূপ ধারণ করতঃ আমাদিগকে দর্শন করেন। দেবগনের মহৎ বল একই।

১০। বিষ্ণুই রক্ষক; তিনি প্রিয় ও অক্ষয় তেজঃ ধারণ করতঃ পরম স্থান রক্ষা করেন। অগ্নি সমস্ত ভূতজাতকে জানেন। দেবগণের মহৎবল একই।

১১। মিথুনভূত অহোরাত্রি নানাবিধরূপ ধারণ করেন। শ্যামবর্ণা ও রক্তবর্ণা যে ভগিনীদ্বয়, তাঁহাদের একজন দীপ্তিশালী ও অন্য জন কৃষ্ণ। দেবগণের মহৎ বল একই।

মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনূ সবর্দুঘে ধাপয়েতে সমীচী।
ঋতস্য তে সদসীলে অংতর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১২ ॥
অন্যস্যা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরূধঃ।
ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেলা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১৩ ॥
পদ্যা বস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্ধ্বা তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা।
ঋতস্য সদ্ম বিচরামি বিদ্বান্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১৪ ॥
পদে ইব নিহিতে দস্মে অংতস্তয়োরন্যদ্গুহ্যমাবিরন্যৎ।
সধ্রীচীনা পথ্যাসা বিষূচী মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১৫ ॥
আ ধেনবো ধুনয়ংতামশিশ্বীঃ সবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ।
নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবংতীর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১৬ ॥
যদন্যাসু বৃষভো রোরবীতি সো অন্যস্মিন্যূথে নি দধাতি রেতঃ।
স হি ক্ষপাবান্ত্স ভগঃ স রাজা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১৭ ॥

১২। মাতা পৃথিবী ও দুহিতা দ্যুলোক ক্ষীরদায়িনী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় যে অন্তরীক্ষে পরস্পর সঙ্গত হইয়া পরস্পরকে রস পান করাইতেছেন, জলের স্থানভূত সেই অন্তরীক্ষের মধ্যস্থিত দ্যাবাপৃথিবীকে আমি স্তব করিতেছি। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৩। দ্যুলোক পৃথিবীর বৎস অগ্নিকে লেহন করতঃ ধ্বনি করেন। দ্যুরূপা ধেনু পৃথিবীকে জলশূন্য করিয়া স্বীয় উধঃপ্রদেশ পূর্ণ করেন, সেই পৃথিবী পুনরায় আদিত্যের জলদ্বারা সিক্ত হয়েন। দেবগণের মহৎবল একই।

১৪। পৃথিবী নানাবিধ রূপ পরিধান করেন, তিনি উন্নত হইয়া ত্রিলোক ব্যাপক সূর্য্যকে লেহন করতঃ অবস্থান করেন। আমি সূর্য্যের স্থান জানিয়া পরিচর্য্যা করিতেছি। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৫। পদদ্বয়ের ন্যায় দর্শনীয় অহোরাত্রি, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে স্থাপিত আছে। ইহাদের মধ্যে একজন গূঢ় আর একজন আবির্ভূত। ইহাদের পরস্পর মিলন পথ পুণ্যকারী ও অপুণ্যকারী উভয়কেই প্রাপ্ত হয়। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৬। শিশুরহিতা, নভঃপ্রদেশে শয়ানা, রসপূর্ণা, ক্ষীরদায়িনী, যুবতী, ও সর্ব্বদা নূতনা, ধেনুরূপা মেঘসমূহ কম্পিত হউক। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৭। অভিষ্টবর্ষী ইন্দ্র কোন কোন দিকে অত্যন্ত মেঘের শব্দ করেন, অন্যান্য দিকে সমূহ জল বর্ষণ করেন। তিনি জলবর্ষী, তিনি সকলের ভজনীয়, তিনি রাজা। দেবগণের মহৎ বল একই।

বীরস্য নু স্বশ্ব্যং জনাসঃ প্র নু বোচাম বিদুরস্য দেবাঃ।
ষোড়্‌হা যুক্তাঃ পংচপংচা বহংতি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১৮॥
দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১৯॥
মহী সমৈরচ্চম্বা সমীচী উভে তে অস্য বসুনা ন্যৃষ্টে।
শৃণ্বে বীরো বিংদমানো বসূনি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ২০॥
ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা।
পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ২১॥
নিষ্‌ষিধ্বরীস্ত ওষধীরুতাপো রয়িং ত ইংদ্র পৃথিবী বিভর্তি।
সখায়স্তে বামভাজঃ স্যাম মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ২২॥

১৮। হে জন সকল! আমরা শূর ইন্দ্রের সুন্দর অশ্বসমূহের কথা বলিতেছি। দেবগণ উহা জানেন। তাহারা ছয়টী অথবা পাঁচটী করিয়া যোজিত হইয়া তাঁহাকে বহন করে। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৯। সকলের প্রেরক ও নানাবিধ রূপবিশিষ্ট ত্বষ্টৃদেব বহু প্রকার প্রজা উৎপাদন করেন ও পালন করেন। এই সমস্ত ভুবন তাঁহার। দেবগণের মহৎ বল একই।

২০। তিনি মহতী ও পরস্পর সঙ্গত দ্যাবাপৃথিবীকে পশুপক্ষী যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে ইন্দ্রের তেজঃ দ্বারা ব্যাপ্ত। তিনি বীর, তিনি শত্রুর ধন গ্রহণে বিখ্যাত। দেবগণের মহৎ বল একই।

২১। বিশ্বধাতা আমাদের রাজা ইন্দ্র এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সমীপে হিতকারী মিত্রের ন্যায় বাস করেন। বীর মরুৎগণ ইন্দ্রের অগ্রে ২ যুদ্ধে গমন করেন, এবং তাঁহার গৃহে বাস করেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

২২। হে ইন্দ্র! বৃক্ষ শস্য তোমা কর্ত্তৃক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জল তোমা হইতে নির্গত হয়। পৃথিবী তোমার জন্য ধন ধারণ করে। আমরা তোমার সখা। আমরা যেন তোমার ধনের ভাগী হইতে পারি। দেবগণের মহৎ বল একই (২)।

---

(২) এই সূক্তে ঋষি প্রকৃতির কার্য্য পরম্পরার মধ্যে ঐক্য বুঝিতে পারিয়া দেবগণের কার্য্যের ঐক্য ও ঐশ্বরিক বলের একতা বর্ণনা করিতেছেন। অগ্নি বেদিতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্বলিত হয়েন, আকাশে উৎপন্ন হয়েন, পৃথিবীতে বিকাশিত হয়েন, (৪ঋক); তিনি উত্তাপরূপে শস্য উৎপাদন করেন, (৫ঋক); সূর্য্যরূপে পাশ্চমদিকে অস্ত গিয়া পূর্ব্বদিকে উদয় হয়েন, (৬ঋক); আকাশে বিচরণ করেন, ভূমিতে বাস করেন, (৭ঋক); দিবা ও রাত্রি পরস্পরে সঙ্গত হইয়া আসিতেছে ও যাইতেছে, (১১ ঋক); আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্পরূপে রস দান করিতেছে, (১২ ঋক্); যে নৈসর্গিক নিয়মে একদিকে বজ্র হইতেছে,

॥ ৬২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ। ১৬—১৮ বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বা ॥ ১—৩ ইংদ্রাবরুণৌ। ৪—৬ বৃহস্পতিঃ। ৭—৯ পূষা। ১০—১২ সবিতা। ১৩—১৫ সোমঃ। ১৬—১৮ মিত্রাবরুণৌ ॥ ১—৩ ত্রিষ্টুপ্। ৪—১৮ গায়ত্রী ॥

ইমা উ বাং ভৃময়ো মন্যমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্।
কত্যদিংদ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ ॥ ১ ॥
অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীয়ঞ্ছশ্বত্তমমবসে জোহবীতি।
সজোষাবিংদ্রাবরুণা মরুদ্ভির্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবংমে ॥ ২ ॥
অস্মে তদিংদ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মে রয়ির্মরুতঃ সর্ববীরঃ।
অস্মান্বরূত্রীঃ শরণৈরবংত্বস্মান্হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ॥ ৩ ॥

---

৬২ সূক্ত।

এই সূক্তের ১৮টী ঋক আছে।

তন্মধ্যে ১ম	তিনটী	ঋকের	ইন্দ্রাবরুণ	দেবতা।
তৎপরবর্ত্তী	,,	,,	বৃহস্পতি	,,
,,	,,	,,	পূষা	,,
,,	,,	,,	সবিতা	,,
,,	,,	,,	সোম	,,
শেষ	,,	,,	মিত্র ও বরুণ	,,

বিশ্বামিত্র ঋষি, কেবল শেষ তিনটী ঋকের কাহার কাহার মতে জমদগ্নি ঋষি।

১। হে ইন্দ্রাবরুণ! অভিমন্যমান ও ভ্রমনশীল তোমাদিগের এই প্রজাগণ যেন তরুণবয়স্ক শত্রুকর্ত্তৃক হিংসিত না হয়। তোমরা যে যশোদ্বারা আমাদিগের জন্য অন্ন সম্পাদন করিয়াছ,তোমাদিগের তাদৃশ যশ আর কোথায় আছে?

২। হে ইন্দ্রাবরুণ! ধনলাভের অভিলাষে এই মহান্ যজমান আশ্রয় লাভের জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। তোমরা দ্যুলোক পৃথিবী এবং মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। হে ইন্দ্রাবরুণ! সেই ধন আমাদিগের হউক, হে মরুৎগণ! সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্থ ধনী আমাদের হউক। সকলের ভজনীয়া দেবপত্নীগণ শরণ দ্বারা

সেই নিয়মে অন্তরিক্ষে বৃষ্টি হইতেছে, (১৭ ঋক); একই নির্ম্মাণ কর্ত্তা মনুষ্য ও পশু পক্ষীকে সৃষ্ট করিয়াছেন, (১৯, ২০ ঋক); তিনিই শস্য উৎপাদন করেন, বৃষ্টিদান করেন, ও ধন ধান্য উৎপন্ন করেন, (২২ ঋক্)। প্রকৃতির ভিন্ন ২ কার্য্য পরম্পরাকেই ভিন্ন ২ দেবের নামে স্তুতি করা হয়, সেই কার্য্য পরম্পরার একতা দেখিয়া ঋষি বলিতেছেন, দেবগণের কার্য্য সমূহ ভিন্ন নহে, তাঁহাদিগের দৈব ক্ষমতা, ঐশ্বরিক বল একই। প্রাচীন হিন্দুদিগের হৃদয়ে এইরূপেই প্রকৃতির এক নিয়ন্তা, এক ঈশ্বরের অনুভব চিরকাল জাগরিত ছিল।

বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য। রাস্ব রত্নানি দাশুষে॥ ৪॥
শুচিমর্কৈর্বৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত। অনাম্যোজ আ চকে॥ ৫॥
বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং। বৃহস্পতিং বরেণ্যং॥ ৬॥
ইয়ং তে পূষন্নাঘৃণে সুষ্টুতির্দেব নব্যসী। অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে॥ ৭॥
তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবাধিয়ং। বধূয়ুরিব যোষণাং॥ ৮॥
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা স চ পশ্যতি। সনঃ পূষাবিতা ভুবৎ॥ ৯॥
তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ১০॥
দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরংধ্যা। ভগস্য রাতিমীমহে॥ ১১॥
দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ। নমস্যংতি ধিয়েষিতাঃ॥ ১২॥

আমাদিগকে পালন করুন। হোত্রাভারতী দক্ষিণা দ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

৪। হে সকল দেবগণের হিতকর বৃহস্পতি! আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর। হব্যপ্রদায়ীকে উত্তম ধন প্রদান কর।

৫। হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা যজ্ঞ সমূহে স্তোত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বৃহস্পতির পরিচর্য্যা কর। আমি তাঁহার অনভিভবনীয় বল প্রার্থনা করি।

৬। মনুষ্যগণের অভীষ্টবর্ষী, বিশ্বরূপ, বরণীয় বৃহস্পতির নিকট অভিমত ফল কামনা করি।

৭। হে দীপ্তিমান্ পূষা! এই নূতন স্তুতি তোমারই জন্য। এই স্তুতি আমরা তোমার জন্য উচ্চারণ করিতেছি।

৮। হে পূষা! আমার সেই স্তুতি গ্রহণ কর। মনুষ্য যেরূপ সস্নেহে স্ত্রীর অভিমুখে আগমন করে, সেই রূপ তুমি হর্ষকারিণী এই স্তুতির অভিমুখে সস্নেহে আগমন কর।

৯। যে পূষা বিশ্ব জগৎ বিশেষরূপে দর্শন করেন, সেই পূষা আমাদের রক্ষক হউন।

১০। যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি। (১)

১১। আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া স্তুতি করতঃ সবিতাদেবের ও ভগদেবের নিকট ধন দান যাচ্ঞা করিতেছি।

১২। কর্ম্মনেতা মেধাবীগণ বুদ্ধিদ্বারা প্রেরিত হইয়া যজ্ঞ ও সুন্দর স্তোত্র দ্বারা সবিতা দেবকে পূজা করেন।

---

(১) এই ঋকটী ব্রাহ্মণদিগের উচ্চার্য্য প্রসিদ্ধ গায়ত্রী।
সায়ণ সবিতা শব্দের পরমেশ্বর এবং সূর্য্য এই দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন।
এই ঋকটী শুক্ল যজুর্ব্বেদেও আছে (৩।৩৫।) এবং সাম বেদেও আছে (২।৮।১২।)

সোমা জিগাতি গাতুবিদ্দেবানামেতি নিষ্কৃতং। ঋতস্য যোনিমাসদং ॥ ১৩ ॥
সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে। অনমীবা ইষস্করৎ ॥ ১৪ ॥
অস্মাকমায়ুর্বর্ধয়ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ। সোমঃ সধস্থমাসদৎ ॥ ১৫ ॥
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু ॥ ১৬ ॥
উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ। দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥ ১৭ ॥
গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতং। পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৮ ॥

১৩। পথজ্ঞ সোম গমন করিতেছেন। উপবেশনকারী দেবগণের জন্য সংস্কৃত যজ্ঞস্থানে গমন করিতেছেন।

১৪। সোম আমাদিগের জন্য এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশুদিগের জন্য রোগ শূন্য অন্ন প্রদান করুন।

১৫। সোম আমাদিগের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করতঃ এবং শত্রুগণকে অভিভূত করতঃ যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন।

১৬। হে শোভনকর্ম্মকারী মিত্রাবরুণ! আমাদিগের গোষ্ঠ দুগ্ধপূর্ণ কর; আমাদের আবাসস্থান মধুর রসপূর্ণ কর।

১৭। হে শুচিব্রত! তোমরা অনেকের স্তুতিভাজন এবং উপাসনা দ্বারা বর্দ্ধমান। তোমরা দীর্ঘ স্তুতিযুক্ত হইয়া বলমাহাত্ম্যে বিরাজ কর।

১৮। তোমরা জমদগ্নি(২) কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞ স্থানে উপবেশন কর। তোমরাই যজ্ঞ বর্দ্ধয়িতা; তোমরা সোম পান কর।

---

(২) মূলে "জমদগ্নিনা" আছে। "এতন্নামকেন মহর্ষিণা যদ্বা. প্রজ্বলিতাগ্নিনা বিশ্বামিত্রেণ।" সায়ণ।

চতুর্থং মণ্ডলং।

॥ ৪০ ॥

বামদেবঃ ॥ ১—৪ দধিক্রাঃ। ৫ সূর্য্যঃ। ১ ত্রিষ্টুপ্। ২—৫ জগতী ॥

দধিক্রাব্ণ ইদু নু চর্কিরাম বিশ্বা ইন্মামুষসঃ সূদয়ংতু।
অপামগ্নেরুষসঃ সূর্যস্য বৃহস্পতেরাংগিরসস্য জিষ্ণোঃ ॥ ১ ॥
সত্বা ভরিষো গবিষো দুবন্যসচ্ছ্রবস্যাদিষ উষসস্তুরণ্যসৎ।
সত্যো দ্রবো দ্রবরঃ পতংগরো দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনৎ ॥ ২ ॥
উত স্মাস্য দ্রবতস্তুরণ্যতঃ পর্ণং ন বেরনু বাতি প্রগর্ধিনঃ।
শ্যেনস্যেব ধ্রজতো অংকসং পরি দধিক্রাব্ণঃ সহোর্জা তরিত্রতঃ ॥ ৩ ॥
উত স্য বাজী ক্ষিপণিং তুরণ্যতি গ্রীবায়াং বদ্ধো অপিকক্ষ আসনি।
ক্রতুং দধিক্রা অনু সংতবীত্বৎপথামংকাংস্যন্বাপনীফণৎ ॥ ৪ ॥
হংসঃ শুচিষদ্বসুরংতরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং ॥ ৫ ॥

---

৪০ সূক্ত।

দধিক্রা দেবতা। ৫ ঋকের সূর্য্য দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা বারম্বার দিধিক্রাবার (১) স্তুতি করিব। উষাসমূহ আমাকে প্রেরণ করুন। আমি জল, অগ্নি, উষা, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন জিষ্ণুর স্তুতি করিব।

২। দধিক্রাবা গমনশীল, পোষক, গাভী প্রেরক, এবং পরিচারকগণের সহিত নিবাসকারী; তিনি অভিলষণীয় উষাকালে অন্ন ইচ্ছা করুন। দধিক্রাবা শীঘ্রগামী, সত্যগামী, বেগগামী, এবং লম্ফগামী; তিনি অন্ন, বল ও স্বর্গ প্রদান করুন।

৩। পক্ষিগণ যেরূপ পক্ষীর গতি অনুসরণ করে, সেই রূপ সকলে গমনশীল, ত্বরাযুক্ত ও আকাঙ্ক্ষাবান দধিক্রাবার গতি অনুসরণ করিতেছে। দধিক্রাবা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগামী এবং ত্রাণকারী; তাঁহার বক্ষ প্রদেশের চতুর্দ্দিকে সকলে একত্র হইয়া গমন করে।

৪। সেই অশ্ব, গ্রীবাদেশে, কক্ষপ্রদেশে বদ্ধ হইয়া, পাদবিক্ষেপানুসারে ত্বরাপূর্ব্বক গমন করিতেছেন। দধিক্রাবা অধিকতর বলশালী হইয়া যজ্ঞাভিমুখে পথের বক্রপ্রদেশসমূহ অনুসরণ করতঃ সর্ব্বদা গমন করেন।

৫। তিনি হংস অর্থাৎ সূর্য্যরূপে আকাশে অবস্থিতি করেন, বসুরূপে

---

(১) অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা। সায়ণ।

॥ ৫৭ ॥

বামদেবঃ ॥ ১—৩ ক্ষেত্রপতিঃ। ৪ শুনঃ। ৫,৮ শুনাসীরৌ।
৬, ৭ সীতা ॥ ১,৪,৬, ৭ অনুষ্টুপ্। ২,৩,৮
ত্রিষ্টুপ্। ৫ পুরউষ্ণিক্ ॥

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতনেব জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্ন্বা স নো মৃলাতীদৃশে ॥ ১ ॥
ক্ষেত্রস্য পতে মধুমংতমূর্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।
মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃলয়ংতু ॥ ২ ॥

অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করেন, হোতারূপে বেদিস্থলে অবস্থিতি করেন, অতিথি রূপে গৃহে অবস্থিতি করেন। তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করেন, বরণীয় স্থানে অবস্থান করেন, যজ্ঞ স্থলে অবস্থান করেন, অন্তরীক্ষ স্থলে অবস্থান করেন, জলে জন্মিয়াছেন, কিরণে জন্মিয়াছেন, সত্যে জন্মিয়াছেন এবং পর্ব্বতে জন্মিয়াছেন, তিনিই সত্য। (২)

---

৫৭ সূক্ত।

প্রথম তিনটী ঋকের ক্ষেত্রপতি দেবতা, চতুর্থের শুন দেবতা, পঞ্চম ও অষ্টমের শুনাসীর দেবতা, ষষ্ঠ ও সপ্তমের সীতা দেবতা।

বামদেব ঋষি।

১। আমরা, বন্ধু সদৃশ ক্ষেতপতির (১) সহিত ক্ষেত্র জয় করিব, তিনি আমাদিগকে গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।

২। হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃত তুল্য, মাধুর্য্যোপেত, ও প্রভূত জল দান কর। যজ্ঞের স্বামীগণ আমাদিগকে সুখী করুন।

---

(২) এই প্রসিদ্ধ ঋকটীকে হংসবতী ঋক্ কহে। সায়ণ বলেন আদিত্য মধ্যে হিরন্ময় পুরুষ স্বরূপ যে মণ্ডলাভিমানী দেবতা আছেন, সর্ব্ব প্রাণীর চিত্তরূপে অবস্থিত যে পরমাত্মা আছেন, এবং সমস্ত উপাধিশূন্য যে পরব্রহ্ম আছেন, তাঁহাদের তিন জনের একতা এই সৌরী ঋকের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ফলতঃ বিশ্ব জগতে ঐশ শক্তি ও ঐশ কার্য্য-পরম্পরার একতা প্রতিপাদন করা হইতেছে।

শুক্লযজুর্ব্বেদে এই ঋকটী দুই স্থানে আছে। (১০। ২৪ ও ১২। ১৪) এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠ উপনিষদের এক স্থানে (৫।২) এই ঋক্‌টী আছে।

(১) অর্থাৎ কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাতা দেব। এ সূক্তটী সমুদয় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয়। গৃহ্য সূত্রে লিখিত আছে, যে লাঙ্গল দিয়া চাষ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহার প্রত্যেক ঋক্ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।

সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্যক্ষি স্বধ্বর। ত্বং হি হব্যবালসি ॥ ৫ ॥
আ জুহোতা দুবস্যতাগ্নিং প্রয়ত্যধ্বরে। বৃণীধ্বং হব্যবাহনং ॥ ৬ ॥

॥ ৮৫ ॥

অত্রিঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র সম্রাজে বৃহদর্চা গভীরং ব্রহ্ম প্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায়।
বি যো জঘান শমিতেব চর্ম্মোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্যায় ॥ ১ ॥
বনেষু ব্যংতরিক্ষং ততান বাজমর্বৎসু পয় উস্রিয়াসু।
হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্স্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাৎসোমমদ্রৌ ॥ ২ ॥
নীচীনবারং বরুণঃ কবংধং প্র সসর্জ রোদসী অংতরিক্ষং।
তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম ॥ ৩ ॥
উনত্তি ভূমিং পৃথিবীমুত দ্যাং যদা দুগ্ধং বরুণো বষ্ট্যাদিৎ।
সমভ্রেণ বসত পর্বতাসস্তবিষীয়ংতঃ শ্রথয়ংত বীরাঃ ॥ ৪ ॥

৫। হে অগ্নি! যজমানগণ তোমাকে প্রজ্বালিত ও আহ্বান করিতেছেন, তুমি যজ্ঞস্থলে দেবগণের পূজা কর, কারণ তুমি হব্যদাতা।

৬। আরব্ধ যজ্ঞে হব্যবাহক অগ্নিতে হোম কর, অগ্নির সেবা কর, এবং দেবগণের নিকট হব্য বহনার্থ তাঁহাকে বরণ কর।

---

৮৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। প্রসিদ্ধ ও সম্যক্ দীপ্তিশালী বরুণের প্রিয়, সুমহৎ ও গভীর স্তোত্র উচ্চারণ কর। পশুহন্তা যেরূপ নিহত পশুর চর্ম্ম বিস্তৃত করে, তদ্রূপ তিনি সূর্য্যের আস্তরণার্থ অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়াছেন।

২। তিনি বৃক্ষ সকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষ বিস্তারিত করিয়াছেন, অশ্বগণকে বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ, ও হৃদয়ে সঙ্কল্প প্রদান করিয়াছেন। তিনি জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য্য, ও পর্ব্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।

৩। তিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের হিতার্থ মেঘের নিম্নভাগ সচ্ছিদ্র করিয়া দিয়াছেন। বৃষ্টি যেরূপে যব শস্য সিক্ত করে, তদ্রূপ অখিল ভুবনের অধিপতি বরুণ সমগ্র ভূমিকে আর্দ্র করেন।

৪। যৎকালে তিনি বৃষ্টিরূপ দুগ্ধ দান করেন, তৎকালে তিনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করেন। পরক্ষণেই বারিদগণদ্বারা পর্ব্বত শিখর সকল আবৃত হয়, এবং বীর মরুৎগণ নিজবলে উল্লাসিত হইয়া মেঘ বৃন্দকে শিথিল করিয়া দেয়।

ইমামূ ষ্বাসুরস্য শ্রুতস্য মহীং মায়াং বরুণস্য প্র বোচং।
মানেনেব তস্থিবাঁ অংতরিক্ষে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ ॥ ৫ ॥
ইমামূ নু কবিতমস্য মায়াং মহীং দেবস্য নকিরা দধর্ষ।
একং যদুদ্না ন পৃণংত্যেনীরাসিংচংতীরবনয়ঃ সমুদ্রং ॥ ৬ ॥
অর্যম্যং বরুণ মিত্র্যং বা সখায়ং বা সদমিদ্‌ভ্রাতরং বা।
বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎসীমাগশ্চকৃমা শিশ্রথস্তৎ ॥ ৭ ॥
কিতবাসো যদ্রিরিপুর্ন দীবি যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম।
সর্বা তা বি ষ্য শিথিরেব দেবাধা তে স্যাম বরুণ প্রিয়াসঃ ॥ ৮ ॥

৫। আমি প্রসিদ্ধ অসুর বরুণের এই মহতী প্রজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি, যে তিনি মানদণ্ডের ন্যায় সূর্য্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ করিয়াছেন।

৬। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন দেব বরুণের মহতী প্রজ্ঞা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। সেই প্রজ্ঞাবশতঃ শুভ্র ও বারি প্রবাহিনী নদীসমূহ বারিদ্বারা একমাত্র সমুদ্রকে পূরণ করিতে পারে না (১)।

৭। হে বরুণ! যদি আমরা কখন কোন দাতা, মিত্র, বয়স্য, ভ্রাতা, প্রতিবেশী বা মূকের প্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা নষ্ট কর।

৮। হে দেব বরুণ! প্রবঞ্চনাকারী পাশক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞান বশতঃ অপরাধ করি, তাহা হইলে তুমি শিথিল বন্ধনের ন্যায় তৎসমুদয় হইতে মুক্ত কর। তাহা হইলে আমরা তোমার স্নেহ ভাজন হইব।

---

(১) সায়ণ বলেন পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল ঈশ্বরের কার্য্য। ফলতঃ ঋষিগণ প্রকৃতির ভিন্ন ২ কার্য্য দেখিয়া ভিন্ন ২ দেবের নাম দিয়াছেন, কিন্তু সেই কার্য্যসমূহের নিয়ন্তা যে এক, তাহাও তাঁহারা অবগত আছেন। যিনি সূর্য্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫ ঋক), তিনিই নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন, অথচ সে মহাসমুদ্র কখনও পরিপূর্ণ হয় না (৬ ঋক)। তিনিই মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ডন করেন (৭ ও ৮ ঋক), এইরূপ চিন্তা করিয়া বরুণের স্তুতি পরায়ণ ঋষি ঈশ্বরের অনুভব করিয়াছেন।

ষষ্ঠং মণ্ডলং।

॥ ৪৬ ॥

শংযুর্বার্হস্পত্যঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ প্রাগাথং ॥

ত্বামিদ্ধিহবামহে সাতা বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেম্বিংদ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥ ১ ॥
স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো অদ্রিবঃ।
গামশ্বং রথ্যমিংদ্র সং কিব সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে ॥ ২ ॥
যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিংদ্রং তং হূমহে বয়ং।
সহস্রমুষ্ক তুবিনৃম্ণ সৎপতে ভবা সমৎসু নো বৃধে ॥৩ ॥
বাধসে জনান্বৃষভেব মন্যুনা ঘৃষৌ মীড়্হ ঋচীষম।
অস্মাকং বোধ্যবিতা মহাধনে তনূষপ্সু সূর্যে ॥ ৪ ॥
ইংদ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভরঁ ওজিষ্ঠং পপুরি শ্রবঃ।
যেনেমে চিত্র বজ্রহস্ত রোদসী ওভে সুশিপ্র প্রাঃ ॥ ৫ ॥

---

৪৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমরা স্তবকারী, আমরা অন্নলাভার্থ তোমাকে আহ্বান করি। মানবগণ শত্রুজয়ার্থ এবং অশ্বসঙ্কুল সংগ্রামে তোমাকেই আহ্বান করে, কেন না তুমি সাধুগণের রক্ষাকারী।

২। হে বিচিত্র বজ্রপাণি বজ্রী! তুমি সংগ্রামে বিজয়ী পুরুষকে যেরূপ প্রচুর অন্ন প্রদান কর, তদ্রূপ তুমি আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে যথেষ্ট গো ও রথ ও বহনপটু অশ্ব প্রদান কর; তুমি শত্রু নিহন্তা ও পরাক্রমশালী।

৩। যিনি প্রবল শত্রুগণের নিধনকারী ও সর্ব্বদর্শী, আমরা সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। হে সহস্র শক্তিমান্, অতুল ধনসম্পন্ন, সৎপালক ইন্দ্র! তুমি রণস্থলে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর।

৪। হে ইন্দ্র! ঋকে যে প্রকার বর্ণিত আছে, তুমি সেই প্রকার রূপ সম্পন্ন। তুমি তুমুল সংগ্রামে নিরতিশয় ক্রোধ সহকারে আমাদিগের শত্রুগণকে আক্রমণ কর। যাহাতে আমরা সন্ততি, জল ও সূর্য্য সন্দর্শন করিতে পারি, তজ্জন্য তুমি রণস্থলে আমাদিগের রক্ষক হও।

৫। হে শোভন শিপ্রযুক্ত অদ্ভুত বজ্রপাণি! তুমি যে অন্নদ্বারা এই স্বর্গ ও পৃথিবীকে পোষণ করিতেছ, আমাদিগের নিকট সেই প্রকৃষ্টতম, নিরতিশয় বলকর ও পুষ্টিকর অন্ন আনয়ন কর।

ত্বামুগ্রমবসে চর্ষণীসহং রাজন্দেবেষু হূমহে।
বিশ্বা সু নো বিথুরা পিব্দনা বসোঽমিত্রান্ত্সুষহান্কৃধি॥ ৬॥
যদিংদ্র নাহুষীষ্বাঁ ওজো নৃম্ণং চ কৃষ্টিষু।
যদ্বা পংচ ক্ষিতীনাং দ্যুম্নমা ভর সত্রা বিশ্বানি পৌংস্যা॥ ৭॥
যদ্বা তৃক্ষৌ মঘবন্দ্রুহ্যাবা জনে যৎপূরৌ কচ্চ বৃষ্ণ্যং।
অস্মভ্যং তদ্রিরীহি সং নৃষাহ্যেঽমিত্রান্পৃৎসু তুর্বণে॥ ৮॥
ইংদ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তিমৎ।
ছর্দির্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ॥ ৯॥
যে গব্যতা মনসা শত্রুমাদভুরভিপ্রঘ্নংতি ধৃষ্ণুয়া।
অধ স্মা নো মঘবন্নিংদ্র গির্বণস্তনূপা অংতমো ভব॥ ১০॥

৬। হে দীপ্তিশালী ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিবে বলিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি; তুমি দেবগণের মধ্যে বলিষ্ঠ ও শত্রুবিজয়ী। হে গৃহদাতা! তুমি অখিল রাক্ষসগণকে দূরীভূত কর এবং আমাদিগের শত্রুগণকে সুজেয় কর।

৭। হে ইন্দ্র! মানবগণের মধ্যে যে কিছু বল ও ধন আছে এবং পঞ্চ ক্ষিতিতে(১) যে কিছু অন্ন আছে, মহৎ বলসহকারে তৎসমুদয় আমাদিগকে প্রদান কর।

৮। হে ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র! শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যাহাতে আমরা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিতে পারি, তজ্জন্য তুমি আমাদিগকে তৃক্ষু দ্রুহ্য ও পুরুর সমগ্র বল প্রদান কর।

৯। হে ইন্দ্র! হব্যরূপ ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ও আমাকে এরূপ গৃহ প্রদান কর, যাহা ত্রিধাতু ও ত্রিনিবারক,(২) সমৃদ্ধ ও আচ্ছাদক, এবং তাহাদিগের নিকট হইতে দীপ্তিসম্পন্ন শত্রু প্রেরিত আয়ুধ সকল দূরীকৃত কর।

১০। হে ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র! যাহারা আমাদিগের ধেনুসকল হরণ করিবার মানসে শত্রুবৎ আমাদিগকে আক্রমণ করে, অথবা যাহারা ধৃষ্টতা-সহকারে আমাদিগকে উৎপীড়ন করে, তুমি আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন

---

(১) মূলে "পঞ্চক্ষিতীনাং" আছে। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে পঞ্চক্ষিতি, পঞ্চজন, পঞ্চকৃষ্টি, প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আছে। বোধ হয় সিন্ধুর পঞ্চশাখা কূলে যে পঞ্চ প্রদেশ ও পঞ্চজাতি ছিল, তাহাদেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) মূলে "ত্রিধাতু" ও "ত্রিবরূথং" আছে। "ত্রিধাতু" অর্থে সায়ণ "ত্রিভূমিকাং" করিয়াছেন। কাষ্ঠ, ইষ্টক ও প্রস্তর হইতে পারে। "ত্রিবরূথং" অর্থে সায়ণ শীত, তাপ ও গ্রীষ্মের নিবারক করিয়াছেন।

অধ স্মা নো বৃধে ভবেংদ্র নায়মবা যুধি।
যদংতরিক্ষে পতয়ংতি পর্ণিনো দিদ্যবস্তিগ্মমূর্ধানঃ॥ ১১॥
যত্র শূরাসস্তন্বো বিতন্বতে প্রিয়া শর্ম পিতৄণাং।
অধ স্মা যচ্ছ তন্বেতনে চ ছর্দিরচিত্তং যাবয় দ্বেষঃ॥ ১২॥
যদিংদ্র সর্গে অর্বতশ্চোদয়াসে মহাধনে।
অসমনে অধ্বনি বৃজিনে পথি শ্যেনাঁ ইব শ্রবস্যতঃ॥ ১৩॥
সিংধূঁরিব প্রবণ আশুয়া যতো যদি ক্লোশমনু ষ্বণি।
আ যে বয়ো ন বর্বৃতত্যামিষি গৃভীতা বাহ্বোর্গবি॥ ১৪॥

হইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের সন্নিহিত হও।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি এই যুদ্ধে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধানে অনুকূল হও। যৎকালে পক্ষবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্র, দীপ্ত শক্রপক্ষীয় বাণ সকল আকাশ হইতে পতিত হয়, তৎকালে যিনি আমাদিগের নেতা, রণস্থলে তাঁহাকে তুমি রক্ষা করিও।

১২। যৎকালে বীরগণ শক্রসমক্ষে নিজদেহ প্রদর্শন করে, ও সুখদায়ক পৈতৃক স্থান সকল পরিত্যাগ করে, তৎকালে তুমি আমাদিগের নিজের ও সন্ততিগণের দেহ রক্ষার নিমিত্ত অজ্ঞাতভাবে কবচ প্রদান করিও, এবং শক্রগণকে দূরীভূত করিও।

১৩। মহাসংগ্রামের উদ্যোগ হইলে, তুমি বিষম মার্গের উপর দিয়া আমাদিগের অশ্বগণকে, কুটিল প্রদেশগামী দ্রুতগতি আমিষার্থী শ্যেন পক্ষীর ন্যায়, প্রেরিত কর।

১৪। যদিও অশ্বগণ ভীতিবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রব করে, তথাপি নিম্নগামী নদীসমূহের ন্যায় সেই বেগগামী দৃঢ়সংযত অশ্বগণ, আমিষার্থী পক্ষিগণের ন্যায়, বেনুলাভের নিমিত্ত সংগ্রামে পুনঃপুনঃ প্রধাবিত হয়(৩)।

---

(৩) যুদ্ধে অশ্বের যেরূপ ব্যবহার হইত এই ১৩ ও ১৪ সূক্তে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়।

॥ ৭৫ ॥

পায়ুর্ভারদ্বাজঃ ॥ ১ বর্ম। ২ ধনুঃ। ৩ জ্যা। ৪ আর্ত্নী। ৫ ইষুধিঃ। ৬ সারথিঃ।
৬ রশ্ময়ঃ। ৭ অশ্বাঃ। ৮ রথঃ। ৯ রথগোপাঃ। ১০ লিংগোক্তদেবতাঃ।
১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষবঃ। ১৩ প্রতোদঃ। ১৪ হস্তঘ্নঃ। ১৭—১৯ লিং-
গোক্তদেবতাঃ সংগ্রামাশিষঃ (১৭ যুদ্ধভূমির্ব্রহ্মণস্পতিরদিতিশ্চ।
১৮ কবচসোমবরুণাঃ। ১৯ দেবা ব্রহ্ম চ) ॥ ১—৫, ৭—৯,
১১, ১৪, ১৮ ত্রিষ্টুপ্। ৬, ১০ জগতী। ১২, ১৩, ১৫,
১৬, ১৯ অনুষ্টুপ্। ১৭ পংক্তি ॥

জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্মী যাতি সমদামুপস্থে।
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপর্তু ॥ ১ ॥
ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ২ ॥
বক্ষ্যংতীবেদা গনীগংতি কর্ণং প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা।
যোষেব শিংক্তে বিততাধি ধন্বঞ্জ্যা ইয়ং সমনে পারয়ংতী ॥ ৩ ॥

---

৭৫ সূক্ত।

প্রথম মন্ত্রের বর্ম্ম দেবতা; দ্বিতীয়ের ধনুঃ; তৃতীয়ের জ্যা; চতুর্থের আর্ত্নী; পঞ্চমের ইষুধি; ষষ্ঠের পূর্ব্বার্দ্ধের সারথি; ষষ্ঠের উত্তরার্দ্ধের রশ্মি; সপ্তমের অশ্ব; অষ্টমের রথ; নবমের রথগোপগণ; দশমের স্তোতা, পিতা, সোম্য, দ্যাবাপৃথিবী ও পূষা দেবতা; একাদশ ও দ্বাদশের ইষু দেবতা; ত্রয়োদশের প্রতোদ; চতুর্দ্দশের হস্তঘ্ন; পঞ্চদশ ও ষোড়শের ইষুদেবতা; সপ্তদশের যুদ্ধভূমি, ব্রহ্মণস্পতি এবং অদিতি দেবতা; অষ্টাদশের কবচ, সোম ও বরুণ দেবতা; ঊনবিংশের দেবগণ ও ব্রহ্মদেবতা। ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি।

১। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যখন যোদ্ধা বর্ম্ম পরিধাণ করিয়া গমন করেন, তখন তাঁহার জীমূতের ন্যায় রূপ হয়। হে যোদ্ধা! তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয়লাভ কর; বর্ম্মের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক(১)।

২। আমরা ধনুর্দ্বারা গাভী জয় করিব; ধনুর্দ্বারা যুদ্ধ জয় করিব; ধনুর্দ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত শত্রুসেনা বধ করিব। ধনু শত্রুর কামনা নষ্ট করুক, ধনুর্দ্বারা সর্ব্বদিক জয় করিব।

৩। এই ধনুসংলগ্ন জ্যা সংগ্রামকালে যুদ্ধের পারে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া, যেন প্রিয়বাক্য বলিবার জন্যই ধনুর্দ্ধারীর কর্ণের নিকট আগমন করে।

---

(১) এই সূক্ত হইতে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র ও আয়োজন দ্রব্যসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়।

তে আচরংতী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভৃতামুপস্থে।
অপ শত্রূন্বিধ্যতাং সংবিদানে অর্ত্নী ইমে বিষ্ফুরংতী অমিত্রান্॥ ৪॥
বহ্বীনাং পিতা বহুরস্য পুত্রশ্চিশ্চা কৃণোতি সমনাবগত্য।
ইষুধিঃ সংকাঃ পৃতনাশ্চ সর্বাঃ পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ॥ ৫॥
রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্রযত্র কাময়তে সুষারথিঃ।
অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছংতি রশ্ময়ঃ॥ ৬॥
তীব্রান্ঘোষান্কৃণ্বতে বৃষপাণয়োঽশ্বা রথেভিঃ সহ বাজয়ংতঃ।
অবক্রামংতঃ প্রপদৈরমিত্রান্ ক্ষিণংতি শত্রূঁরনপব্যয়ংতঃ॥ ৭॥
রথবাহনং হবিরস্য নাম যত্রায়ুধং নিহিতমস্য বর্ম।
তত্রা রথমুপ শগ্মং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সুমনস্যমানাঃ॥ ৮॥
স্বাদুষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছ্রেশ্রিতঃ শক্তীবংতো গভীরাঃ।
চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধ্রাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ॥ ৯॥

স্ত্রী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে, জ্যা সেইরূপ বানকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করে।

৪। সেই ধনুষ্কোটিদ্বয় অনন্যমনস্কা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় মাতৃভাবে পুত্রতুল্য যোদ্ধাকে রক্ষা করুক। স্বকার্য্য অবগত হইয়া গমনপূর্ব্বক এই রাজার শত্রুদিগকে হিংসা করিয়া বিদ্ধ করুক।

৫। এই তূণীর বহুতর বাণের পিতা; অনেকগুলি বাণ ইহার পুত্র। বাণ তুলিবার সময় এই তূণীর চিশ্চা শব্দ করে, এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে নিবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধকালে বাণ প্রসবপূর্ব্বক সমস্ত সেনাজয় করে।

৬। সুসারথি রথে অবস্থান করিয়া পুরস্থিত অশ্বগণকে যেখানে ২ লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেই খানেই লইয়া যায়। রশ্মিসমূহ অশ্বের পশ্চাতে থাকিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত করে, তাহাদিগের মহিমা স্তব কর।

৭। অশ্ব সকল খুর দিয়া ধূলি উড়াইয়া রথের সহিত বেগে গমন করতঃ শব্দ করিতে থাকে। পলায়ন না করিয়া হিংস্র শত্রুগণকে পদাঘাতে তাড়ন করে।

৮। হব্য যেমন অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ এই রাজার রথবাহিত ধন ইঁহাকে বর্দ্ধিত করুক। রথে ইঁহার অস্ত্র, কবচ প্রভৃতি নিহিত থাকে, আমরা সর্ব্বদা প্রসন্নমনে সেই সুখকর রথের সমীপে গমন করি।

৯। রথের রক্ষকগণ বিপক্ষদিগের সুস্বাদু অন্ন নষ্ট করিয়া স্বপক্ষীয়দিগকে অন্ন দান করে। বিপৎকালে ইহাদিগের আশ্রয় লওয়া যায়। ইহারা

ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো দ্যাবাপৃথিবী অনেহসা।
পূষা নঃ পাতু দুরিতাদৃতাবৃধো রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত ॥ ১০ ॥
সুপর্ণং বস্তে মৃগো অস্যা দংতো গোভিঃ সংনদ্ধা পততি প্রসূতা।
যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবংতি তত্রাস্মভ্যমিষবঃ শর্ম যংসন্ ॥ ১১ ॥
ঋজীতে পরি বৃঙ্‌ধি নোঽশ্মা ভবতু নস্তনূঃ।
সোমো অধি ব্রবীতু নোঽদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু ॥ ১২ ॥
আ জংঘংতি সান্বেষাং জঘনাঁ উপ জিঘ্নতে।
অশ্বাজনি প্রচেতসোঽশ্বান্ত্সমৎসু চোদয় ॥ ১৩ ॥
অহিরিব ভোগৈঃ পর্যেতি বাহুং জ্যায়া হেতিং পরিবাধমানঃ।
হস্তঘ্নো বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্পুমান্পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

শক্তিমান্, গম্ভীর, বিচিত্র সেনাযুক্ত, বাণ বলবিশিষ্ট, অহিংস্য, বীর, মহান্ এবং বহুতর শত্রুকে জয় করিতে সক্ষম।

১০। হে স্তোতাগণ! হে পিতৃগণ! হে যজ্ঞবর্দ্ধক সোম্যগণ! তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগের মঙ্গলকর হও। পূষা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন; আমাদিগের পাপশংসী শত্রু যেন প্রভুত্ব না করিতে পারে।

১১। বাণ সুপর্ণ ধারণ করে; মৃগ উহার দন্ত। উহা গাভী কর্ত্তৃক(২) সম্যক্‌রূপে বদ্ধ ও প্রেরিত হইয়া পতিত হয়। যেখানে নেতাগণ একত্রে ও পৃথকরূপে বিচরণ করেন, বাণসমূহ আমাদিগকে সেই স্থানে সুখ দান করুন।

১২। হে বাণ! আমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত কর; আমাদের শরীর পাষাণের ন্যায় হউক। সোম আমাদের হইয়া বলুন; অদিতি সুখ দান করুন।

১৩। হে কশা! প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট সারথিগণ তোমার দ্বারা অশ্বগণের সক্‌থিতে আঘাত করে, জঘন প্রদেশে আঘাত করে; তুমি সংগ্রামে অশ্বগণকে প্রেরণ কর।

১৪। হস্তঘ্ন(৩) জ্যার আঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের ন্যায় প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে। এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া পৌরুষশালী হইয়া পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে।

---

(২) গাভীর স্নায়ু দ্বারা ধনুর জ্যা প্রস্তুত হয়। মৃগশৃঙ্গদ্বারা বাণের শিরোভাগ প্রস্তুত হয়।

(৩) ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন, তাহার নাম হস্তঘ্ন।

আলাক্তা যা রুরুশীর্ষ্ণ্যথো যস্যা অয়ো মুখং।
ইদং পর্জন্যরেতস ইষ্বৈ দেব্যৈ বৃহন্নমঃ ॥ ১৫ ॥

অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে।
গচ্ছামিত্রান্প্র পদ্যস্ব মামীষাং কং চনোচ্ছিষঃ ॥ ১৬ ॥

যত্র বাণাঃ সংপতংতি কুমারা বিশিখা ইব।
তত্রা নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহা শর্ম যচ্ছতু ॥ ১৭ ॥

মর্মাণি তে বর্মণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাং।
উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ংতং ত্বানু দেবা মদংতু ॥ ১৮ ॥

যো নঃ স্বো অরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাংসতি।
দেবাস্তং সর্বে ধূর্বংতু ব্রহ্ম বর্ম মমাংতরং ॥ ১৯ ॥

১৫। যাহা বিষাক্ত, যাহার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যাহার মুখ লৌহময়, সেই পর্জ্জন্য কার্য্যভূত(৪) বৃহৎ ইষু দেবতাকে নমস্কার।

১৬। মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত, হিংসাকুশল ইষু! তুমি বিসৃষ্ট হইয়া পতিত হও, গমন কর, এবং শত্রুদিগকে প্রাপ্ত হও। তুমি শত্রুগণের মধ্যে কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিও না।

১৭। মুণ্ডিত কুমারগণের ন্যায় বাণসমূহ যে যুদ্ধ ভূমিতে সম্পতিত হয়, তথায় ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগকে সর্ব্বদা সুখ দান করুন, অদিতি সুখদান করুন।

১৮। তোমার মর্ম্মস্থান সমূহ বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিব; অনন্তর সোমরাজা তোমাকে অমৃতদ্বারা অচ্ছাদন করুন। বরুণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ সুখদান করুন; তুমি জয়ী হইলে দেবগণ হৃষ্ট হউন।

১৯। যে আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট নহে, যে দূরে থাকিয়া আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা করুন, মন্ত্রই আমার শর নিবারক বর্ম্ম।

---

(৪) পর্জ্জন্য অর্থাৎ বর্ষাদেবের সাহায্যতায় যে শর গাছ জন্মে, তাহা হইতেই বাণ প্রস্তুত হয়।

সপ্তমং মণ্ডলং।

॥ ৩৬ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র ব্রহ্মৈতু সদনাদৃতস্য বি রশ্মিভিঃ সসৃজে সূর্যো গাঃ।
বি সানুনা পৃথিবী সস্র উর্বী পৃথু প্রতীকমধ্যেধে অগ্নিঃ ॥ ১ ॥
ইমাং বাং মিত্রাবরুণা সুবৃক্তিমিষং ন কৃণ্বে অসুরা নবীয়ঃ।
ইনো বামন্যঃ পদবীরদব্ধো জনং চ মিত্রো যততি ব্রুবাণঃ ॥ ২ ॥
আ বাতস্য ধ্রজতো রংত ইত্যা অপীপয়ংত ধেনবো ন সূদাঃ।
মহো দিবঃ সদনে জায়মানোঽচিক্রদদ্বৃষভঃ সস্মিন্নূধন্ ॥ ৩ ॥
গিরা য এতা যুনজদ্ধরী ত ইংদ্র প্রিয়া সুরথা শূর ধায়ূ।
প্র যো মন্যুং রিরিক্ষতো মিনাত্যা সুক্রতুমর্যমণং ববৃত্যাং ॥ ৪ ॥

---

৩৬ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। (১) বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যজ্ঞের সদন হইতে স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে গমন করুক। সূর্য্য কিরণসমূহদ্বারা বৃষ্টির জল সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী সানুসমূহ বিস্তীর্ণ করিয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি পৃথিবীর বিস্তৃত অবয়বের উপর জ্বলিতেছেন।

২। হে অসুর মিত্র ও বরুণ! তোমাদের উদ্দেশে অন্নের ন্যায় নূতন স্তুতি করিতেছি। তোমাদের মধ্যে অন্যতর প্রভু বরুণ, স্থানের জনয়িতা। মিত্র স্তূয়মাণ হইয়া প্রাণিজাতকে প্রবর্ত্তিত করেন।

৩। গমনশীল বায়ুর গতি চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ক্ষীরদায়ী ধেনু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মহান্ ও দ্যোতমান আদিত্যের স্থানে উৎপন্ন বর্ষণশীল পর্জ্জন্য সেই অন্তরীক্ষে শব্দ করিতেছেন।

৪। হে শূর ইন্দ্র! তোমার প্রিয় ও সুন্দরগতিবিশিষ্ট ও ধারক এই অশ্বদ্বয় লোকে স্তুতিদ্বারা রথে যোজিত করে। অর্য্যমা হিংসাকরণেচ্ছু কোপ বিনষ্ট করেন, সেই শোভন কর্ম্মবিশিষ্ট অর্য্যমাকে আবর্ত্তিত করি।

---

(১) ঐশ শক্তি ও কার্য্যপরম্পরাকে একত্রে বিশ্বদেব বলিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ স্তুতি করিতেন, আবার সেই কার্য্য সমূহকে ভিন্ন ২ নাম দিয়া আহ্বান করিতেন। সূর্য্য কিরণদান করে ও বৃষ্টির সৃষ্টি করে, পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া সকলকে ধারণ করে, অগ্নি মনুষ্যের হিত করে, মিত্র অর্থে দিবা বা সূর্য্য, বরুণ অর্থে আকাশ। বায়ু সঞ্চরণ করিতেছে, পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ শব্দ করে, ইন্দ্র অর্থাৎ বৃষ্টি দাতা বৃষ্টি দান করে, নদীসকল মনুষ্যের হিত করে, মরুৎগণ বৃষ্টি দানে সহায়তা করে, পূষা ও ভগ ও অর্য্যমা আদিত্যের ভিন্ন ২ নাম। এই সকল ঐশ কার্য্য দেখিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের মনে ঐশ কার্য্যনিয়ন্তার অনুভব উদয় হয়।

যজংতে অস্য সখ্যং বয়শ্চ নমস্বিনঃ স্ব ঋতস্য ধামন্।
বি পৃক্ষো বাবধে নৃভিঃ স্তবান ইদং নমো রুদ্রায় প্রেষ্ঠং ॥ ৫ ॥
আ যৎসাকং যশসো বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তথী সিংধুমাতা।
যাঃ সুষ্বয়ংত সুদুঘাঃ সুধারা অভি স্বেন পয়সা পীপ্যানাঃ ॥ ৬ ॥
উত ত্যে নো মরুতো মংদসানা ধিয়ং তোকং চ বাজিনোঽবংতু।
মা নঃ পরি খ্যদক্ষরা চরংত্যবীবৃধন্যুজ্যং তে রয়িং নঃ ॥ ৭ ॥
প্র বো মহীমরমতিং কৃণুধ্বং প্র পূষণং বিদথ্যং ন বীরং।
ভগং ধিয়োঽবিতারং নো অস্যাঃ সাতৌ বাজং রাতিষাচং পুরংধিং ॥ ৮ ॥
অচ্ছায়ং বো মরুতঃ শ্লোক এত্বচ্ছা বিষ্ণুং নিষিক্তপামবোভিঃ।
উত প্রজায়ৈ গৃণতে বয়ো ধুর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯ ॥

৫। যজ্ঞপরায়ণগণ অন্নবিশিষ্ট হইয়া ও যজ্ঞস্থানে অবস্থান করতঃ তাঁহার সখ্য কামনা করিতেছেন। নেতাগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া রুদ্র অন্ন দান করিতেছেন। আমি রুদ্রের প্রিয় নমস্কার করিতেছি।

৬। যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধু মাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া (২), সেই কামদুঘা সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হইতেছে। স্বীয় জলে বর্দ্ধমান ও অন্ন-বিশিষ্ট ও কাময়মান নদীসকল যুগপৎ আগমন করুন।

৭। হৃষ্ট ও বেগবান্ মরুৎগণ আমাদের যজ্ঞকর্ম্ম ও আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। ব্যাপ্ত ও বিচরণশীল বাগ্দেবতা আমাদের ত্যাগ করিয়া যেন অন্যকে না দেখেন। মরুৎ ও বাক্ আমাদের নিয়ত ধন বর্দ্ধিত করুন।

৮। তোমরা শেষরহিতা মহতী ভূমিকে আহ্বান কর। যজ্ঞার্হবীর পূষাকে আহ্বান কর। আমাদের কর্ম্মরক্ষক ভগকে আহ্বান কর। দানদক্ষ পুরাণ ঋতুগণের অন্যতম বাজদেবকে যজ্ঞে আহ্বান কর।

৯। হে মরুৎগণ! আমাদিগের এই শ্লোক ত্বদভিমুখে গমন করুক। আশ্রয়দাতা গর্ভপালক বিষ্ণুর নিকট গমন করুক। স্তুতিকারীকে পুত্র ও অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

(২) ইহার পূর্ব্বে অনেক স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ পাইয়াছি। এখানে সিন্ধুকে তাহাদিগের মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তমস্থানীয়া বলা হইয়াছে। অতএব সিন্ধু ও তাহার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী এই সাতটীকে সপ্তনদী বলিত এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। সরস্বতী তীরে যাগযজ্ঞ সম্পাদিত হইত, অতএব সরস্বতীকে প্রাচীন হিন্দুগণ কখন নদী কখন বাগ্দেবী বলিয়া স্তব করিতেন।

॥ ৮৩ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ ইংদ্রাবরুণৌ ॥ জগতী ॥

যুবাং নরা পশ্যমানাস আপ্যং প্রাচা গব্যংতঃ পৃথুপর্শবো যযুঃ।
দাসা চ বৃত্রা হতমার্যাণি চ সুদাসমিংদ্রাবরুণাবসাবতং ॥ ১ ॥
যত্রা নরঃ সময়ংতে কৃতধ্বজো যস্মিন্নাজা ভবতি কিং চন প্রিয়ং।
যত্রা ভয়ংতে ভুবনা স্বর্দৃশস্তত্রা ন ইংদ্রাবরুণাধি বোচতং ॥ ২ ॥
সং ভূম্যা অংতা ধ্বসিরা অদৃক্ষতেংদ্রাবরুণা দিবি ঘোষ আরুহৎ।
অস্থুর্জনানামুপ মামরাতয়োঽর্বাগবসা হবনশ্রুতা গতং ॥ ৩ ॥
ইংদ্রাবরুণা বধনাভিরপ্রতি ভেদং বন্বংতা প্র সুদাসমাবতং।
ব্রহ্মাণ্যেষাং শৃণুতং হবীমনি সত্যা তৃৎসূনামভবৎপুরোহিতিঃ ॥ ৪ ॥
ইংদ্রাবরুণাবভ্যা তপংতি মাঘান্যর্যো বনুষামরাতয়ঃ।
যুবং হি বস্ব উভয়স্য রাজথোঽধ স্মা নোঽবতং পার্যে দিবি ॥ ৫ ॥

---

৮৩ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের সহায়তায় নির্ভর করিয়া গো লাভের ইচ্ছায় পৃথুপশু বিশিষ্ট যোদ্ধাগণ পূর্ব্বদিক্‌ভাগে গমন করিলেন। তোমরা দাস ও আর্য্যগণকে সংহার কর। তোমরা সুদাস রাজার রক্ষার জন্য আগমন কর।

২। যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন করতঃ মিলিত হয়, যে যুদ্ধে কিছুই অনুকূল হয় না, যাহাতে দূতগণ স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয়, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ভূমির অন্ত সকল যেন ধ্বংস প্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, কোলাহল দ্যুলোকে আরোহণ করিতেছে। সৈন্যের শত্রু সকল নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হে হবনশ্রবণকারী ইন্দ্র ও বরুণ! রক্ষার জন্য আমাদের নিকট আগমন কর।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আয়ুধদ্বারা অপ্রাপ্ত ভেদকে হিংসা করতঃ তোমরা সুদাসকে রক্ষা করিয়াছ। তৃৎসুদিগের স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছ। যুদ্ধকালে তৃৎসুদিগের পৌরহিত্য সফল হইয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! শত্রুর আয়ুধ সকল আমাকে চারিদিক হইতে বাধা দিতেছে, হিংসকদিগের মধ্যে শত্রুরা বাধা দিতেছে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর, অতএব যুদ্ধদিনে আমাদিগকে রক্ষা কর।

যুবাং হবংত উভয়াস আজিম্বিংদ্রং চ বস্বো বরুণং চ সাতয়ে।
যত্র রাজভির্দশভির্নিবাধিতং প্র সুদাসমাবতং তৃৎসুভিঃ সহ ॥ ৬ ॥
দশ রাজানঃ সমিতা অযজ্যবঃ সুদাসমিংদ্রাবরুণা ন যুযুধুঃ।
সত্যা নৃণামদ্মসদামুপস্তুতির্দেবা এষামভবন্দেবহূতিষু ॥ ৭ ॥
দাশরাজ্ঞে পরিযত্তায় বিশ্বতঃ সুদাস ইংদ্রাবরুণাবশিক্ষতং।
শ্বিত্যংচো যত্র নমসা কপর্দিনো ধিয়া ধীবংতো অসপংত তৃৎসবঃ ॥ ৮ ॥
বৃত্রাণ্যন্যঃ সমিথেষু জিঘ্নতে ব্রতান্যন্যো অভি রক্ষতে সদা।
হবামহে বাং বৃষণা সুবৃক্তিভিরস্মে ইংদ্রাবরুণা শর্ম যচ্ছতং ॥ ৯ ॥
অস্মে ইংদ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দ্যুম্নং যচ্ছংতু মহি শর্ম সপ্রথঃ।
অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঋর্তাবৃধো দেবস্য শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥ ১০ ॥

৬। যুদ্ধকালে উভয় পক্ষের লোকই ইন্দ্র ও বরুণকে ধন লাভার্থ আহ্বান করে। এই যুদ্ধে দশজন রাজাকর্ত্তৃক প্রপীড়িত সুদাসকে তৃৎসুগণের সহিত তোমরা রক্ষা করিয়াছিলে।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! দশজন যজ্ঞরহিত রাজা মিলিত হইয়াও সুদাস রাজাকে প্রহার করিতে শক্ত হইল না। হব্যযুক্ত যজ্ঞে নেতাগণের স্তোত্র সফল হইয়াছিল। ইহাদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

৮। যেখানে নির্ম্মল পরিধান বিশিষ্ট ও জটাধারী ও কর্ম্মযুক্ত তৃৎসুগণ (১) অন্ন এবং স্তুতির সহিত পরিচর্য্যা করে, সেই দেশে হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা দশজন রাজাকর্ত্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত সুদাসকে বল প্রদান করিয়াছিলে।

৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের একজন যুদ্ধে শক্রগণকে হনন করেন, অপর একজন ব্রত রক্ষা করেন। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! তোমাদিগকে সুপ্রবৃত্ত স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। তোমরা আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, ও অর্য্যমা আমাদিগকে দ্যোতমান ধন এবং মহান্ বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্দ্ধিকা অদিতির তেজঃ আমাদের অহিংসক হউক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করিব।

---

(১) তৃৎসুগণ অর্থাৎ বসিষ্ঠগণ। তাঁহারা সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন।

॥ ৮৬ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ধীরা ত্বস্য মহিনা জনুংষি বি যস্তস্তংভ রোদসী চিদুর্বী।
প্র নাকমৃষ্বং নুনুদে বৃহংতং দ্বিতা নক্ষত্রং পপ্রথচ্চ ভূম ॥ ১ ॥
উত স্বয়া তন্বাসং বদে তৎকদা ন্বংতর্বরুণে ভুবানি।
কিং মে হব্যমহৃণানো জুষেত কদা মৃলীকং সুমনা অভি খ্যং ॥ ২ ॥
পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষূপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছং।
সমানমিন্মে কবয়শ্চিদাহুরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হৃণীতে ॥ ৩ ॥
কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ং।
প্র তন্মে বোচো দূলভ স্বধাবোঽব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াং ॥ ৪ ॥
অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোঽব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ।
অব রাজন্পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠং ॥ ৫ ॥

---

৮৬ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। বরুণের জন্ম মহিমাবলে স্থির হইয়াছে। তিনি বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তিনি বৃহৎ আকাশ ও দর্শনীয় নক্ষত্রকে দ্বিধা প্রেরণ করেন। তিনি ভূমিকেও বিস্তীর্ণ করিয়াছেন।

২। আমি স্বীয় শরীরে কখন্ বরুণের স্তুতি করিব? কখন্ বরুণ দেবের সন্নিকট থাকিব? বরুণ কি ক্রোধরহিত হইয়া আমার হব্য সেবা করিবেন? আমি সুমনা হইয়া কখন্ সুখপ্রদ বরুণকে দেখিতে পাইব?।

৩। হে বরুণ! আমি দিদৃক্ষু হইয়া সেই পাপের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি বিবিধ প্রশ্নের সহিত বিদ্বান্ লোকের নিকট গিয়াছি। কবিরা সকলেই আমাকে একরূপ বলিয়াছেন যে বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

৪। হে বরুণ! আমি এমন কি করিয়াছি, যে তুমি মিত্রভূত স্তোতাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর। হে দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বিন্, আমাকে বল, যে আমি ত্বর-মান্ হইয়া নমস্কারের সহিত তোমার নিকট গমন করি।

৫। হে বরুণ! আমাদিগের পিতৃক্রমাগত পাপ বিশ্লিষ্ট কর। আমরা নিজ শরীর দ্বারা যাহা করিয়াছি, তাহাও বিশ্লিষ্ট কর। হে রাজা! পশু-খাদক চোরের ন্যায়, রজ্জুবদ্ধ গো বৎসের ন্যায়, আমাকে পাপ হইতে বিশ্লিষ্ট কর।

ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ।
অস্তি জ্যায়ান্‌কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্চনেদনৃতস্য প্রয়োতা॥ ৬॥
অরং দাসো ন মীড়্‌হুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েঽনাগাঃ।
অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি॥ ৭॥
অয়ং সু তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ্চিদস্তু।
শং নঃ ক্ষেমে শমু যোগে নো অস্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৮॥

॥ ৮৭ ॥

বসিষ্ঠঃ॥ বরুণঃ॥ ত্রিষ্টুপ্‌॥

রদৎপথো বরুণঃ সূর্য্যায় প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাং।
সর্গো ন সৃষ্টো অর্বতীর্ঋতায়ঞ্চকার মহীরবনীরহভ্যঃ॥ ১॥
আত্মা তে বাতো রজ আ নবীনোৎপশুর্ন ভূর্ণির্যবসে সসবান্‌।
অংতর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়াণি॥ ২॥

৬। হে বরুণ! সেই পাপ নিজের দোষে নহে। ইহা ভ্রম, বা সুরা, বা মন্যু, বা দ্যূতক্রীড়া, বা অবিবেক বশতঃ ঘটিয়াছে। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠও বিপথে লইয়া যায়, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয়।

৭। অভীষ্টবর্ষী, পোষক বরুণের উদ্দেশে পাপরহিত হইয়া আমি দাসের ন্যায় পর্য্যাপ্তরূপে পরিচর্য্যা করিব। আমরা অজ্ঞান, আর্য্যদেব আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন। প্রাজ্ঞতরদেব স্তোতাকে ধনার্থ প্রেরণ করুন।

৮। হে অন্নবান্‌ বরুণ! তোমার উদ্দেশে রচিত এই স্তোত্র তোমার হৃদয়ে সুনিহিত হউক। লাভ আমাদের মঙ্গল হউক, ক্ষেম আমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর (১)।

৮৭ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। এই বরুণদেব সূর্য্যের জন্য পথ প্রদান করিয়াছেন, নদী সকলকে অন্তরীক্ষভব জল প্রদান করিয়াছেন। অশ্ব যেরূপ বড়বার প্রতি ধাবমান্‌ হয়, সেইরূপ শীঘ্রগামী হইয়া তিনি মহতী রজনীসমূহকে দিবস হইতে পৃথক করিয়াছেন।

২। হে বরুণ! তোমার আত্মা বায়ুতে; তুমি জলকে চারিদিকে প্রেরণ কর। ঘাস প্রদত্ত হইলে পশু যেরূপ অন্নবান্‌ হয়, জগতের ভর্ত্তা তুমি ও সেই-

(১) বসিষ্ঠরচিত এই সপ্তম মণ্ডলে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে সূক্তগুলি অতিশয় পবিত্র। এবং এই গুলিতে পাপের অনুশোচনা ও পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপ লক্ষিত হয়।

পরি স্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা উভে পশ্যংতি রোদসী সুমেকে।
ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ংত মন্ম ॥ ৩ ॥
উবাচ মে বরুণো মেধিরায় ত্রিঃ সপ্ত নামাঘ্ন্যা বিভর্তি।
বিদ্বান্‌পদস্য গুহ্যা ন বোচদ্যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্ ॥ ৪ ॥
তিস্রো দ্যাবো নিহিতা অংতরস্মিন্তিস্রো ভূমীরুপরাঃ ষড়্বিধানাঃ।
গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেংখং হিরণ্যয়ং শুভে কং ॥ ৫ ॥
অব সিংধুং বরুণো দ্যৌরিব স্থাদ্‌দ্রপ্সো ন শ্বেতো মৃগস্তুবিষ্মান্।
গংভীরশংসো রজসো বিমানঃ সুপারক্ষত্রঃ সতো অস্য রাজা ॥ ৬ ॥
যো মৃলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং স্যাম বরুণে অনাগাঃ।
অনু ব্রতান্যদিতেঋর্ধংতো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

রূপ অন্নবান্। মহৎ বৃহৎ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে তোমার স্থান অতি প্রিয়।

৩। বরুণের চর সকলের গতি প্রশস্ত, তাহারা সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবা-পৃথিবী সন্দর্শন করে এবং কর্ম্মবান্, যজ্ঞধীর, প্রাজ্ঞ কবিগণ যে স্তোত্র প্রেরণ করেন, তাহাও চতুর্দ্দিকে দর্শন করে।

৪। আমি মেধাবী, বরুণ আমাকে বলিয়াছেন, যে পৃথিবী একুশটী নাম ধারণ করে। বিদ্বান্ ও মেধাবী বরুণ উপযুক্ত অন্তেবাসিকে উপদেশ দিয়া উৎকৃষ্ট স্থানে এই সকল গুহ্য কথাও বলিয়াছেন।

৫। এই বরুণের মধ্যেই তিন দ্যুলোকে নিহিত আছে, তিন ভূলোক ও ছয় ঋতু তাঁহাতেই অন্তর্ভূত আছে। স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরীক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় সূর্য্যকে দীপ্তির জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৬। সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত বরুণ সমুদ্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান্, ও গভীর স্তোত্রবিশিষ্ট। তিনি উদকের নির্ম্মাতা, পারক্ষম বলযুক্ত, এবং সমস্ত পদার্থের রাজা।

৭। অপরাধ করিলেও যে বরুণ দয়া করেন, সেই অদীন বরুণের ব্রত সকল যথাক্রমে সমৃদ্ধ করতঃ আমরা যেন তাঁহার নিকট অনপরাধী হই। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

॥ ৮৮ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র শুংধ্যুবং বরুণায় প্রেষ্ঠাং মতিং বসিষ্ঠ মীড়্হুষে ভরস্ব।
য ঈমর্বাঞ্চং করতে যজত্রং সহস্রামঘং বৃষণং বৃহংতং ॥ ১ ॥
অধা ন্বস্য সংদৃশং জগন্বানগ্নেরনীকং বরুণস্য মংসি।
স্বর্যদশ্মন্নধিপা উ অংধোঽভি মা বপুর্দৃশয়ে নিনীয়াৎ ॥ ২ ॥
আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যং।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহৈ শুভে কং ॥ ৩ ॥
বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্ততনন্যাদুষাসঃ ॥ ৪ ॥
ক্বত্যানি নৌ সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদবৃকং পুরা চিৎ।
বৃহংতং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে ॥ ৫ ॥

---

৮৮ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বসিষ্ঠ! তুমি অভীষ্টবর্ষী বরুণের উদ্দেশে স্বতঃশুদ্ধ প্রিয়তম স্তুতি কর। ইনি যজনীয়, সহস্র ধনবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বৃহৎ। এই দেবতাকে আমাদের অভিমুখ কর।

২। শীঘ্র বরুণের সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আমি বরুণের জলন্ত মহিমার স্তব করি। যখন বরুণ সুখকর পাষাণে অবস্থিত এই সোম গ্রহণ করেন, তখন প্রশস্তরূপ ধারণ করেন।

৩। যখন বরুণের সঙ্গে আমি নৌকার আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের (১) মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন সেই শোভনীয় নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।

৪। মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করতঃ দিনসমূহের মধ্যে সুদিনে বসিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাকে রক্ষাদ্বারা সুকর্ম্মা করিয়াছিলেন।

৫। হে বরুণ! আমাদের সেই সখ্য কোথায় হইয়াছিল? পূর্ব্বকালে যে হিংসারহিত সখ্য ছিল তাহাই সেবা করিতেছি। হে অন্নবান্ বরুণ! তোমার মহান্ সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহে গমন করিব (২)।

---

(১) মূলে "সমুদ্রং" আছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার পরিচয় বেদে কোন ২ স্থানে পাওয়া যায়।

(২) বরুণের সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ স্বর্গ।

য আপির্নিত্যো বরুণ প্রিয়ঃ সন্ত্বামাগাংসি কৃণবৎসখা তে।
মা ত এনস্বংতো যক্ষিন্‌ভুজেম যংধি ষ্মা বিপ্রঃ স্তুবতে বরূথং॥ ৬॥
ধ্রুবাসু ত্বাসু ক্ষিতিষু ক্ষিয়ংতো ব্যস্মৎপাশং বরুণো মুমোচৎ।
অবো বন্বানা অদিতেরুপস্থাদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৭॥

॥ ৮৯॥

বসিষ্ঠঃ॥ বরুণঃ॥ ১—৪ গায়ত্রী। ৫ জগতী॥

মো ষু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়॥ ১॥
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়॥ ২॥
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়॥ ৩॥
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয়॥ ৪॥
যৎকিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুযোপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ॥ ৫॥

৬। হে বরুণ! যে বসিষ্ঠ নিত্যবন্ধু, যে তোমার প্রিয় হইয়াও তোমার প্রতি অপরাধ করিয়াছিল, সে তোমার সখা হউক। হে যজনীয় বরুণ! আমরা তোমার আত্মীয়, আমরা পাপযুক্ত হইয়া যেন পাপফল ভোগ না করি। তুমি মেধাবী, তুমি স্তুতিকারিকে বরণীয় দ্রব্য প্রদান কর।

৭। এই সকল নিত্যভূমিতে বাস করতঃ আমরা তোমারই স্তব করি। বরুণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা যেন অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপস্থান হইতে বরুণের রক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারি।

৮৯ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে রাজা বরুণ! মৃন্ময় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

২। হে আয়ুধবান্ বরুণ! আমি কম্পান্বিত কলেবরে, বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় গমন করিতেছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

৩। হে ধনবান্, নির্ম্মল বরুণ. অশক্তি প্রযুক্ত কর্ম্মের প্রাতিকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

৪। জলমধ্যে বাস করিয়াও তোমার স্তোতা তৃষার্ত হইয়াছিল। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

৫। হে বরুণ! আমরা মনুষ্য, দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু

অষ্টমং মণ্ডলং।

॥ ৩০ ॥

মনুর্বৈবস্বতঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১ গায়ত্রী। ২ পুরউষ্ণিক্‌।
৩ বৃহতী। ৪ অনুষ্টুপ্‌ ॥

নহি বো অস্ত্যর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ। বিশ্বে সতোমহাংত ইৎ ॥ ১ ॥
ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ।
মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ২ ॥
তে নস্ত্রাধ্বং তেঽবত ত উ নো অধি বোচত।
মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্মানবাদধি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ ॥ ৩ ॥
যে দেবাস ইহ স্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত।
অস্মভ্যং শর্ম সপ্রথো গবেঽশ্বায় যচ্ছত ॥ ৪ ॥

বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, অজ্ঞানবশতঃ তোমার যে কর্ম্মে অনবধানতা করিয়াছি, সেই সকল পাপহেতু আমাদিগকে হিংসা করিও না।

---

৩০ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি।

১। হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ শিশু নাই, কেহ কুমার নাই, তোমরা সকলেই মহান্‌।

২। হে শত্রুহন্তা, মনুর যজ্ঞার্হ দেবগণ! তোমরা ত্রয়স্ত্রিংশৎ (১), তোমরা এই প্রকারে স্তুত হইয়াছ।

৩। তোমরা আমাদিগকে ত্রাণ কর, তোমরা রক্ষা কর, তোমরা আমাদিগকে মিষ্ট কথা বল। হে দেবগণ! পিতা মনু হইতে প্রবর্ত্তিত পথ হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিও না, দূরবর্ত্তী মার্গ হইতেও ভ্রষ্ট করিও না।

৪। হে দেবগণ! হে যজ্ঞভব অগ্নি! তোমরা সকলে এই খানে আছ, তোমরা সকলে এইখানে অবস্থিতি কর। পরে আমাদিগকে প্রথিত সুখ এবং গো ও অশ্ব দান কর।

---

(১) ৩৩ জন দেবের উল্লেখ। অর্থাৎ ভিন্ন ২ ঐশ কার্য্য লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনগণ ঐশী শক্তির ৩৩টী নাম দিয়াছিলেন। পৌরাণিক ৩৩ কোটী দেবের কল্পনা ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

॥ ৫৮ ॥

মেধ্যঃ কাণ্বঃ ॥ ১ বিশ্বে দেবা ঋত্বিজো বা। ২, ৩ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥
যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ংতঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহংতি।
যো অনূচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকা স্বিত্তত্র যজমানস্য সংবিৎ ॥ ১ ॥
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বং ॥ ২ ॥
জ্যোতিষ্মংতং কেতুমংতং ত্রিচক্রং সুখং রথং সুষদং ভূরিবারং।
চিত্রামঘা যস্য যোগেঽধিজজ্ঞে তং বাং হুবে অতি রিক্তং পিবধ্যৈ ॥ ৩ ॥

---

৫৮ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। কাণ্ব মেধ্য ঋষি।

১। সহৃদয় ঋত্বিক্‌গণ যাঁহাকে বহু প্রকারে কল্পনা করতঃ এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন, যিনি বাক্য উচ্চারণ না করিলেও স্তোতারূপে নিযুক্ত আছেন, সেই অগ্নি সম্বন্ধে যজমানের কি জ্ঞান আছে ?।

২। এক অগ্নি বহু প্রকারে সমিদ্ধ হইয়াছেন, এক সূর্য্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হইয়াছেন, এক উষা এই সমস্তকে প্রকাশিত করিতেছেন। সেই একই সর্ব্বপ্রকার হইয়াছেন (১)।

৩। অগ্নি জ্যোতিষ্মান্, কেতুমান্, চক্রত্রয়বিশিষ্ট, সুখকর রথস্বরূপ, ও উপবেশনযোগ্য। প্রচুর পানার্থ অগ্নিকে এই যজ্ঞে আহ্বান করি, তাঁহার সহিত মিলন হইলে বিচিত্র ধন লাভ হয়।

---

(১) "একং বৈ ইদং বি বভূব সর্ব্বং।" মূলে এই আছে। ঐশ বলের একতা প্রাচীন হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল না।

॥ ১১০ ॥

ত্র্যরুণত্রসদস্যূ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১—৩ অনুষ্টুপ্পিপীলিকমধ্যা।
৪—৯ ঊর্ধ্ববৃহতী। ১০—১২ বিরাট্ ॥

পর্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ।
দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈয়সে ॥ ১ ॥
অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে।
বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে ॥ ২ ॥
অজীজনো হি পবমান সূর্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ।
গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরংধ্যা ॥ ৩ ॥
অজীজনো অমৃত মর্ত্যেষ্বাঁ ঋতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ।
সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ ॥ ৪ ॥
অভ্যভি হি শ্রবসা ততর্দিথোৎসং ন কং চিজ্জনপানমক্ষিতং।
শর্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ ॥ ৫ ॥

---

১১০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্যু নামক দুই ঋষি।

১। হে অবিচলিত পরাক্রমশালী সোম! অন্নদানের জন্য তুমি শত্রুদিগের অভিমুখে গমন কর। তোমার সাহায্যে আমরা ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করি। শত্রু সংহার করিবার জন্য তুমি যাইতেছ।

২। হে সোম! তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, এই লোকাকীর্ণ রাজ্য মধ্যে আমরা তোমার স্তব করিতেছি। হে ক্ষরণশীল! তুমি বিবিধ অন্নের জন্য চলিতেছ।

৩। হে সোম! তুমি জলের আশ্রয়স্থানস্বরূপ আকাশে সূর্য্যকে নিজ বলে সংস্থাপন করিয়াছ। তোমার জ্ঞান অতি মহৎ, তাহাতে তুমি অতি সত্বর গোধন আহরণ করিয়া থাক।

৪। হে অমৃত তুল্য সোম! অমৃত তুল্য চমৎকার বৃষ্টিবারির আধারভূত আকাশের উপর মনুষ্যদিগের উপকারের নিমিত্ত তুমি সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছ, (১) অন্ন দানার্থ তুমি সর্ব্বদাই যুদ্ধে গমন কর।

৫। যেরূপ কোন ব্যক্তি লোকদিগের জল পানের নিমিত্ত অক্ষয় জলপূর্ণ জলাশয় খনন করে, কিম্বা যেমন কেহ দুই হস্তের অঞ্জলিদ্বারা জল ভরিতে থাকে, তদ্রূপ তুমি অন্ন দিবার নিমিত্ত পবিত্র ভেদ করিয়া গমন কর।

---

(১) ঋষি সোমদেবের নাম উপলক্ষ্য করিয়া ঐশকার্য্যের স্তুতি করিতেছেন।

আদীং কে চিৎপশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত।
বারং ন দেবঃ সবিতা ব্যূর্ণুতে ॥ ৬ ॥
ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ।
স ত্বং নো বীর বীর্য্যায় চোদয় ॥ ৭ ॥
দিবঃ পীয়ূষং পূর্ব্যং যদুক্থ্যং মহো গাহাদ্দিব আ নিরধুক্ষত।
ইংদ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্ ॥ ৮ ॥
অধ যদিমে পবমান রোদসী ইমা চ বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনা।
যূথে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে ॥ ৯ ॥
সোমঃ পুনানো অব্যয়ে বারে শিশুর্ন ক্রীড়ৎপবমানো অক্ষাঃ।
সহস্রধারঃ শতবাজ ইংদুঃ ॥ ১০ ॥
এষ পুনানো মধুমাঁ ঋতাবেংদ্রায়েংদুঃ পবতে স্বাদুরূর্ম্মিঃ।
বাজসনির্বরিবোবিদ্বয়োধাঃ ॥ ১১ ॥

৬। যখনই সূর্য্যদেব অন্ধকার অপনয়ন করিলেন, তখনই বসুরুচ্ নামক দিব্য লোকবাসিগণ এই পরমাত্মীয় সোমকে দর্শন করিতে করিতে স্তব করিতে লাগিলেন।

৭। হে সোম! তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথম কুশচ্ছেদনপূর্ব্বক প্রচুর অন্ন ও বল লাভের জন্য তোমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি আমাদিগকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ কর।

৮। প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদিগের পেয় বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা হইয়াছিল (২)। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন তাহাকে স্তব করিতে লাগিল।

৯। হে ক্ষরণশীল! এই যে দ্যুলোক ও ভূলোক, এই যে সমস্ত প্রাণীবর্গ,—তুমি নিজ বলে সকলের উপর আধিপত্য কর। যেমন যূথের উপর বৃষ আধিপত্য করে, তদ্রূপ তুমি করিয়া থাক।

১০। সোমের সহস্রধারা, তাঁহার সাতিশয় বেগ, তিনি শোধিত হইবার সময় বালকের ন্যায় মেষলোমের উপর ক্রীড়া করেন; এইরূপে তিনি ক্ষরিত হইলেন।

১১। এই যে সোম, যিনি শোধিত হইয়া মধু তুল্য হয়েন, যিনি যজ্ঞের স্বামী, উজ্জ্বল ও সুরস, যিনি অন্ন দান করেন, কাম্যবস্তু দিতে জানেন, এবং পরমায়ু বৃদ্ধি করেন, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

---

(২) স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে সোমকে দোহন করা হইয়াছে, ইত্যাদি, বৈদিক বর্ণনা হইতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে।

স পবস্ব সহমানঃ পৃতন্যূন্ত্সেধন্রক্ষাংস্যপ দুর্গহাণি।
স্বায়ুধঃ সাসহ্বান্ত্সোম শত্রূন্ ॥ ১২ ॥

॥ ১১৩ ॥

কশ্যপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ পংক্তিঃ ॥

শর্যণাবতি সোমমিংদ্রঃ পিবতু বৃত্রহা।
বলং দধান আত্মনি করিষ্যন্বীর্যং মহদিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১ ॥
আ পবস্ব দিশাং পত আর্জীকাৎসোম মীঢ্বঃ।
ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা সুত ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ২ ॥
পর্জন্যবৃদ্ধং মহিষং তং সূর্যস্য দুহিতাভরৎ।
তং গংধর্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্তং সোমে রসমাদধুরিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৩ ॥
ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্যং বদন্ত্সত্যকর্মন্।
শ্রদ্ধাং বদন্ত্সোম রাজন্ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৪ ॥

১২। হে সোম! তুমি প্রতিযোদ্ধাদিগকে পরাভব কর, দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগকে দূরীভূত কর, উত্তম অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে সংহার করিয়া থাক; এতাদৃশ তুমি ক্ষরিত হও।

---

১১৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি।

১। শর্য্যনাবৎ নামক সরোবর মধ্যে যে সোম আছেন, তাহা বৃত্র-সংহারকারী ইন্দ্র পান করুন। তাহাতে তাঁহার বলাধান হইবে, তিনি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিবেন। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

২। হে রসসেচনকারী সোম! হে সকল দিকের অধীশ্বর! আর্জীক নামক দেশ হইতে আসিয়া ক্ষরিত হও। পবিত্র ও নত্য বচনসহকারে এবং শ্রদ্ধা ও পুণ্যকর্ম্মের সহিত তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৩। সোম পর্জ্জন্যদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সূর্য্যের দুহিতা সোমকে স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়াছে, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে রস আধান করিলেন। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের দন্য ক্ষরিত হও।

৪। হে অভিষূয়মান সোম! তোমার যশ প্রকৃত, তোমার কর্ম্ম প্রকৃত, তুমি সূক্ষ্মরস স্বরূপ। অতএব আমাদের যশ প্রকাশ করতঃ, কর্ম্ম ফলপ্রদ করতঃ এবং শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতঃ এবং পরিষ্কৃত হওতঃ ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ সং স্রবংতি সংস্রবাঃ।
সং যংতি রসিনো রসাঃ পুনানো ব্রহ্মণা হর ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৫ ॥
যত্র ব্রহ্মা পবমান ছংদস্যাং বাচং বদন্।
গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানংদং জনয়ন্নিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৬ ॥
যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোঁকে স্বর্হিতং।
তস্মিন্মাং ধেহি পবনানামৃতে লোকে অক্ষিত ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৭ ॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৮ ॥
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মংতস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৯ ॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপং।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১০ ॥

৫। হে সোম! তোমার বল যথার্থ, তুমিই মহৎ; তোমার ধারাগুলি ক্ষরিতেছে। তুমি রসশালী; তোমার রসসমস্ত যাইতেছে। হে হরিতবর্ণধারী! মন্ত্রের দ্বারা পূত হইয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৬। হে ক্ষরণশীল! যে স্থানে ব্রহ্মা নামক পুরোহিত ছন্দোময়বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তরের দ্বারা সোম প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা আনন্দ উৎপাদন করেন এবং সকলের নিকট পূজিত হয়েন, সেই স্থানে তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৭। যে ভুবনে (১) সর্ব্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে, হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৮। যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে প্রকাণ্ড নদী সমুদয় আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৯। সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের ঊর্দ্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্ব্বদা আলোকময়, তথায় লইয়া আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

১০। যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্ন দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে লইয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

---

(১) এই স্থান হইতে পাঁচটী ঋকে স্বর্গধামের বর্ণনা আছে। সোমনামক দেবের নাম উপলক্ষ্য করিয়া ঋষি স্বর্গদাতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১১ ॥

১১। যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে লইয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

দশমং মণ্ডলং ।

॥ ১৪ ॥

যমঃ ॥ ১—৫, ১৩—১৬ যমঃ । ৬ লিংগোক্তদেবতাঃ । ৭—৯ লিংগোক্তদেবতাঃ
পিতরো বা । ১০—১২ শ্বানৌ ॥ ১—১২ ত্রিষ্টুপ্‌।
১৩, ১৪, ১৬ অনুষ্টুপ্‌। ১৫ বৃহতী ॥

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পংথামনুপস্পশানং ।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ॥ ১ ॥
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ২ ॥
মাতলী কব্যৈর্যমো অংগিরোভির্বৃহস্পতির্ঋক্বভির্বাবৃধানঃ ।
যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবান্ত্স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদংতি ॥ ৩ ॥
ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাংগিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ ।
আ ত্বা মংত্রাঃ কবিশস্তা বহংত্বেনারাজন্‌হবিষামাদয়স্ব ॥ ৪ ॥

---

১৪ সূক্ত । (১)

পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি দেবতা । যম ঋষি।

১। হে অন্তঃকরণ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সংকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার নিকটই সকল লোকে গমন করে।

২। আমরা কোন্‌ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে সেই পথে যাইবেন।

৩। কব্য নামক পিতৃলোকদিগের সাহায্যে মাতলী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। অঙ্গিরাদিগের সাহায্যে যম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। এবং ঋক নামক ব্যক্তিদের সাহায্যে বৃহস্পতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। যাহারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধনা করে এবং যাহাদিগকে দেবতারা সংবর্দ্ধনা করেন, সকলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। কেহ স্বাহা দ্বারা আনন্দিত হয়েন, কেহ বা স্বধাদ্বারা।

৪। হে যম! এই আরব্ধ যজ্ঞে আসিয়া উপবেশন কর, তুমি এই

---

(১) এই সূক্তে ধার্ম্মিক লোকদিগের পরকালে স্বর্গলাভের বিবরণ আছে। সেই স্বর্গের সুখবিধান কর্ত্তাকে যম নাম দিয়া স্তুতি করা হইত।

অংগিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।
বিবস্বংতং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্‌যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্য ॥ ৫ ॥
অংগিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৬ ॥
প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং ॥ ৭ ॥
সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্‌।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ৮ ॥
অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্‌।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯ ॥

যজ্ঞ জান, তোমার সঙ্গে অঙ্গিরানামক পিতৃলোকদিগকে লইয়া আইস। তোমার উদ্দেশে কবিদিগের মুখোচ্চারিত মন্ত্র সকল চলিতে থাকুক। হে রাজা! এই হোমের দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক আমোদ কর।

৫। হে যম! নানা মূর্ত্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোক দিগের সহিত আইস, এই স্থানে আমোদ কর। তোমার যে পিতা বিবস্বৎ, তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। এই যজ্ঞে কুশের উপর আসিয়া উপবেশন কর।

৬। অঙ্গিরা নামক, অথর্ব্বা নামক এবং ভৃগু নামক, আমাদিগের পিতৃলোকগণ এই মাত্র আসিয়াছেন, তাঁহারা সোমরস পাইবার অধিকারী। সেই যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকগণ যেন আমাদিগের শুভানুধ্যান করেন, যেন আমরা তাঁহাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিয়া কল্যাণভাগী হই।

৭। (মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি)—আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে পথ দিয়া, যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই যে দুই রাজা, যম আর বরুণ, যাঁহারা স্বধা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর।

৮। সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সহিত ও তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক অস্ত গৃহে প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর।

৯। (শ্মশানে দাহ কালে উক্তি)—হে ভূত প্রেতগণ! দূর হও, চলিয়া যাও, সরিয়া যাও, সরিয়া যাও, পিতৃলোকেরা তাঁহার জন্য সেই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই স্থান দিবাদ্বারা, জলদ্বারা ও আলোকদ্বারা শোভিত; যম সেই স্থান মৃতব্যক্তিকে দিয়া থাকেন।

অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অথা পিতৄন্ত্সুবিদত্রাঁ উপেহিযমেন যে সধমাদং মদংতি ॥ ১০ ॥
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্ত্স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১ ॥
উরূণসাবসুতৃপা উদুংবলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্যায় পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রং ॥ ১২ ॥
যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ।
যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥ ১৩ ॥
যমায় ঘৃতবদ্ধবির্জুহোত প্র চ তিষ্ঠত।
স নো দেবেষ্বা যমদ্দীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪ ॥
যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ১৫ ॥

১০। (যমদ্বারবর্ত্তী দুই কুক্কুরের বিষয়ে উক্তি)—হে মৃত! এই যে দুই কুক্কুর, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ ও বর্ণ বিচিত্র; ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপর যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন কর।

১১। হে যম! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ, যাহারা পথ রক্ষা করে, এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়; তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজা! ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর।

১২। সেই যে দুই যমদূত, যাহাদিগের বৃহৎ নাসিকা, যাহারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না, এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ যাইয়া থাকে, তাহারা যেন আমাদিগকে অদ্য এই স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে, যেন আমরা সূর্য্যের দর্শন পাই।

১৩। যমের জন্য সোম প্রস্তুত কর, যমের জন্য হোমের দ্রব্য হোম কর। এই যে যজ্ঞ, অগ্নি যাহার দূত হইয়াছেন, এবং যাহাকে নানা সজ্জায় সুশোভিত করা হইয়াছে, এই যজ্ঞ যমের দিকেই গমন করে।

১৪। যমের সেবা কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্য তাঁহার জন্য হোম কর। দেবতাদিগের মধ্যে যম যেন আমাদিগকে দীর্ঘপরমায়ু প্রদান করেন, যেন আমরা বহুকাল জীবিত থাকি।

১৫। যমরাজের উদ্দেশে অতি মিষ্ট হোমের দ্রব্য হোম কর। যে সকল

ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষলুর্বীরেকমিদ্বৃহৎ।
ত্রিষ্টুব্‌গায়ত্রী ছংদাংসি সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬ ॥

॥ ১৫ ॥

শংখো যামায়নঃ ॥ পিতরঃ ॥ ১—১০, ১২—১৪ ত্রিষ্টুপ্‌। ১১ জগতী ॥
উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবংতু পিতরো হবেষু ॥ ১ ॥
ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু ॥ ২ ॥
আহং পিতৄন্ত্সুবিদত্রাঁ অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ।
বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজংত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বকালের ঋষি আমাদিগের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি।

১৬। যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পাইয়া থাকেন, তিনি ছয় স্থানে এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্টুপ্‌ গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দই যমের প্রতি প্রয়োগ করা হয়।

১৫ সূক্ত। (১)

পিতৃলোক দেবতা। শঙ্খ ঋষি।

১। অধম, উত্তম ও মধ্যম তিন শ্রেণীর পিতৃলোকগণ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহযুক্ত হইয়া হোমের দ্রব্য গ্রহণ করুন। যাঁহারা হিংসাবিহীন হইয়া আমাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা যজ্ঞের সময় আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২। যে সকল পিতৃলোক অগ্রে কিংবা পশ্চাৎগত হইয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীলোকে আছেন, অথবা যাঁহারা ভাগ্যবান্‌ লোকদিগের মধ্যে আছেন, তাঁহাদিগের সকলকে অদ্য এই নমস্কার করিতেছি।

৩। পিতৃলোকগণ আমাদিগের পরিচিত, আমি তাঁহাদিগকে পাইয়াছি, এই যজ্ঞের সুসম্পাদনের উপায়ও আমি পাইয়াছি। যে সকল পিতৃলোক

(১) এই পিতৃলোক সম্বন্ধে সূক্তটীও বিশেষ জ্ঞাতব্য। পুণ্যাত্মা পিতৃলোকে দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বাস করেন, দেবদিগের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন, মনুষ্যের হিত সাধন করেন, ইত্যাদি বিশ্বাস এই সূক্তে লক্ষিত হয়।

বর্হিষদঃ পিতর উত্য র্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বং।
ত আ গতাবসা শংতমেনাথা নঃ শং যোররপো দধাত॥ ৪॥
উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু।
ত আ গমংতু ত ইহ শ্রুবংত্বধি ব্রুবংতু তেঽবংত্বস্মান্॥ ৫॥
আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেমং যজ্ঞমভি গৃণীত বিশ্বে।
মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম॥ ৬॥
আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাশুষে মর্ত্যায়।
পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্য বস্বঃ প্র যচ্ছত ত ইহোর্জং দধাত॥ ৭॥
যে নঃ পূর্বে পিতর সোম্যাসোঽনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ।
তেভির্যমঃ সংররাণো হবীষ্যুশন্নুশদ্ভিঃপ্রতিকামমত্তু॥ ৮॥

কুশে উপবেশন করিয়া হব্যের সহিত সোমরস গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলে আগত হইয়াছেন।

৪। হে কুশে উপবেশনকারী পিতৃলোকগণ! এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দাও। তোমাদের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি, ভোগ কর। এক্ষণে আইস, আমাদিগকে রক্ষা কর ও আমাদিগেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বিধান কর। আমাদিগকে কল্যাণভাগী, অকল্যাণবর্জ্জিত, ও পাপরহিত কর।

৫। কুশের উপর এই সমস্ত মনোহর দ্রব্য সংস্থাপন করা হইয়াছে, পিতৃলোকগণ সোমরস গ্রহণের জন্য এবং ঐ সকল দ্রব্য ভোগ করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। তাঁহারা আগমন করুন, আমাদিগের মন্ত্রপাঠ শ্রবণ করুন, আহ্লাদ প্রকাশ করুন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৬। হে পিতৃগণ! তোমরা দক্ষিণ দিকে ভূমিনিহিতজানু হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক এই যজ্ঞকে প্রশংসা কর। আমরা মনুষ্য, সুতরাং কোন কিছু অপরাধ করা আমাদিগের সম্ভব; কিন্তু সেই নিমিত্ত যেন আমাদিগকে হিংসা করিও না।

৭। এই সকল লোহিতবর্ণ অগ্নিশিখার নিকটে বসিয়া দাতালোককে ধন দান কর। হে পিতৃগণ! তাহার পুত্রদিগকে ধন দান কর, তাহাদিগকে এই যজ্ঞে উৎসাহযুক্ত কর।

৮। সোমপানকারী যে পূর্ব্বতন পিতৃলোক বসিষ্ঠগণ যথা নিয়মে সোম পান সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও হোমের দ্রব্য কামনা করেন। যম ও কামনা করেন, যম তাঁহাদিগের সহিত একত্রে সুখী হইয়া যথা ইচ্ছা এই সকল হোমের দ্রব্য গ্রহণ করুন।

যে তাতৃষুর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ।
আগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্বাঙ্ সত্যৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ৯ ॥
যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইংদ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ।
আগ্নে যাহি সহস্রং দেববংদৈঃ পরৈঃ পূর্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ১০ ॥
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ।
অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ববীরং দধাতন ॥ ১১ ॥
ত্বমগ্ন ঈলিতো জাতবেদোঽবাড্ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বী।
প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি ॥ ১২ ॥
যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যাংশ্চ বিদ্ম যাঁ উ চ ন প্রবিদ্ম।
ত্বং বেত্থ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্যজ্ঞং সুকৃতং জুষস্ব ॥ ১৩ ॥

৯। হে অগ্নি! যে সকল পিতৃলোক হোম করিতেন, এবং বিবিধ ঋক্ রচনাপূর্ব্বক স্তব প্রস্তুত করিতেন, যাঁহারা নিজ সৎকর্ম্ম প্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ পরিচিত। তাঁহারা যজ্ঞে উপবেশন করেন, সেই পিতৃলোকদিগের জন্য এই সকল উৎকৃষ্ট আহুতি দ্রব্য রহিয়াছে।

১০। যে সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেবতাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আরোহণ করেন, হে অগ্নি! এই সমস্ত দেবারাধনাকারী, যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত আইস।

১১। হে অগ্নিস্বত্ত সুগতি প্রাপ্ত পিতৃগণ! তোমরা এই স্থানে আগমন কর, এক এক আসনে প্রত্যেকে উপবেশন কর। এস্থানে কুশের উপর হোমের দ্রব্য সমস্ত প্রসারিত আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন এবং পুত্রপৌত্রাদি দান কর।

১২। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা। তোমাকে স্তব করা হইয়াছে, তুমি হোমের দ্রব্য সমস্ত সুগন্ধযুক্ত করিয়া দেবতাদিগের নিকট বহন করিয়াছ। তুমি পিতৃলোকদিগকে তাহা দিয়াছ। তাঁহারা 'স্বধা' 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করুন। হে দেব! এই সমস্ত প্রসারিত হোমের দ্রব্য তুমি ভোজন কর।

১৩। এই স্থানে যে সকল পিতৃলোক আসিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা আসেন নাই, যাঁহাদিগকে আমরা জানি, কিংবা যাঁহাদিগকে আমরা না জানি, হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি জান, তাঁহারা কে কে। হে পিতৃলোকগণ! 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক এই সুসপন্ন যজ্ঞ ভোগ কর।

যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে।
তেভিঃ স্বরালসুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব ॥ ১৪ ॥

॥ ১৬ ॥

দমনো যামায়নঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১—১০ ত্রিষ্টুপ্। ১১—১৪ অনুষ্টুপ্ ॥
মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরং।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমেনং প্র হিণুতাৎপিতৃভ্যঃ ॥ ১ ॥
শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথেমেনং পরি দত্তাৎপিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ২ ॥
সূর্যাং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৩ ॥

১৪। হে স্বরাট্ যম! যে সকল পিতৃলোক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছেন, কিংবা যাঁহারা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়েন নাই, যাঁহারা স্বর্গ মধ্যে স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি আমাদিগের এই সজীব দেহকে তোমার ও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর।

১৬ সূক্ত। (১)

অগ্নি দেবতা। দমন ঋষি।

১। হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না (২), ইহাকে ক্লেশ দিও না; ইহার চর্ম্ম বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয়, তখনই ইঁহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইয়া দেও।

২। হে অগ্নি! যখন ইহার শরীর উত্তম রূপে পক্ক করিবে, তখনই পিতৃলোকদিগের নিকট ইঁহাকে দিবে। যখন ইনি পুনর্ব্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন।

৩। হে মৃত! তোমার চক্ষুঃ সূর্য্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে যাইলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়ব-গুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করুক।

(১) এ সূক্তটীও অতিশয় জ্ঞাতব্য। মৃত্যুর পর পরলোকে গমনের কথা ইহাতে আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এই সূক্তেরও কয়েকটি ঋক উচ্চার্য্য।

(২) অগ্নিদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল তাহা এতদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকং ॥ ৪ ॥
অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ।
আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥ ৫ ॥
যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥ ৬ ॥
অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ।
নেত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্বিধক্ষ্যৎপর্যংখয়াতে ॥ ৭ ॥
ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাং।
এষ যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ংতে ॥ ৮ ॥

৪। এই মৃতব্যক্তির যে অংশ জন্মরহিত, চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য, ও তোমার শিখা সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তী আছে, তাহা দ্বারা এই মৃতব্যক্তিকে পুণ্যবান্ লোকদিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও (৩)।

৫। হে অগ্নি! যে তোমার আহুতিস্বরূপ হইয়া যজ্ঞের দ্রব্য ভোজন করিয়া আসিতেছে, সেই মৃতকে পিতৃলোকদিগের নিকট প্রেরণ কর। ইহার যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা জীবনপ্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক ; হে জাতবেদা! সে পুনর্ব্বার শরীর লাভ করুক।

৬। হে মৃত! কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী, অর্থাৎ কাক, তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা দিয়াছে, কিংবা পিপীলিকা, বা সর্প, বা হিংস্র জন্তু যে অংশে ব্যথা দিয়াছে, এই সর্ব্বভক্ষণকারী অগ্নি তাহা নীরোগ করুন। যে সোম স্তোতাদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিও তাহা নীরোগ করুন।

৭। হে মৃত! তুমি গোচর্ম্মের সহিত অগ্নি শিখাস্বরূপ কবচ ধারণ কর, তোমার প্রচুর মেদ দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত হও, তাহা হইলে এই যে দুর্দ্ধর্ষ অগ্নি, যিনি বলপূর্ব্বক ও অহঙ্কারের সহিত তোমাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি একেবারে তোমার সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইতে পারিবেন না।

৮। হে অগ্নি! এই চমসকে বিচলিত করিও না, ইহা সোমপানকারী

---

(৩) ৩ ও ৪ ঋক, মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করা আবশ্যক। মৃত্যুর পর চক্ষু, নিশ্বাস ও ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সূর্য্য, বা বায়ু, বা মৃত্তিকা, বা জল, বা উদ্ভিজ্জে যায়, কিন্তু মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে গমন করে, এইরূপ বিশ্বাস প্রতীয়মান হইতেছে।

ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥ ৯॥
যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎপ্রবিবেশ বো গৃহমিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসং।
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং স ঘর্মমিন্বাৎপরমে সধস্থে॥ ১০॥
যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৃন্যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ॥ ১১॥
উশংতস্ত্বা নি ধীমহ্যুশংতঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্হবিষে অত্তবে॥ ১২॥
যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
কিয়াংব্বত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল্কশা॥ ১৩॥

দেবতাদিগের প্রীতি উৎপাদন করে। এই যে দেবতাদিগের পান করিবার জন্য চমস রহিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া মৃত্যুরহিত দেবতাগণ আহ্লাদিত হয়েন।

৯। মাংস ভোজনকারী এই অগ্নিকে আমি দূরে অপসারিত করি। ইহা অশুদ্ধবস্তু বহন করিতেছে, যম যাহাদিগের রাজা, এই অগ্নি তাহাদিগের নিকট গমন করুক। আর এই স্থানেই আর এক অগ্নি রহিয়াছেন, ইনিই বিবেচনাপূর্ব্বক দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন করুন।

১০। এই যে মাংস ভোজনকারী অগ্নি, অর্থাৎ চিতার অগ্নি, তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে আমি অপসারিত করি। আর এই দ্বিতীয় জাতবেদা অগ্নিকে আমি পিতৃলোকের উদ্দেশে যজ্ঞ দিবার জন্য গ্রহণ করিতেছি। ইনিই পরমধামে যজ্ঞ লইয়া গমন করুন।

১১। যে অগ্নি শ্রাদ্ধের দ্রব্য বহন করেন এবং যজ্ঞের উন্নতি সাধন করেন, তিনি দেবতাদিগকে এবং পিতৃলোকদিগকে আরাধনা করেন, তিনি দেবতাদিগের ও পিতৃলোকদিগের নিকট হোমের দ্রব্য নিবেদন করিয়া দেন।

১২। হে অগ্নি! যত্নপূর্ব্বক তোমাকে সংস্থাপন করিতেছি, যত্নপূর্ব্বক তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছি। যজ্ঞকামনাকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকদিগের নিকট তুমি যত্নপূর্ব্বক হোমের দ্রব্য তাঁহারা ভোজন করিবেন বলিয়া বহন কর।

১৩। হে অগ্নি! তুমি যাহাকে দাহ করিলে, পুনর্ব্বার তাহাকে নির্ব্বাপিত কর। কিঞ্চিৎ জল এই স্থানে উপস্থিত হউক এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত পরিণত দূর্ব্বা এই স্থানে উৎপন্ন হউক।

শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মংডূক্যা স্ব সং গম ইমং স্বগ্নিং হর্ষয়॥ ১৪॥

॥ ১৮ ॥

সংকুসুকো যামায়নঃ॥ ১—৪ মৃত্যুঃ। ৫ ধাতা। ৬ ত্বষ্টা। ৯—১৩ পিতৃমেধঃ। ১৪ পিতৃমেধঃ প্রজাপতির্বা॥ ১—১০, ১২ ত্রিষ্টুপ্। ১১ প্রস্তারপংক্তিঃ। ১৩ জগতী। ১৪ অনুষ্টুপ্॥

পরং মৃত্যো অনু পরেহি পংথাং যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্॥ ১॥
মৃত্যোঃ পদং যোপয়ংতো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ॥ ২॥
ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্নভূদ্ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাংচো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ॥ ৩॥

১৪। হে পৃথিবী! তুমি শীতল, তোমাতে অনেক শীতল উদ্ভিজ্জ আছে। তুমি আহ্লাদকারিণী, তোমাতে অনেক আহ্লাদকারী উদ্ভিজ্জ আছে। ভেকী যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেই বৃষ্টি আনয়ন কর, আর এই অগ্নিকে সন্তুষ্ট কর।

---

১৮ সূক্ত।

মৃত্যু, ধাতা, ত্বষ্টা, অগ্নিসংস্কার ইহারা দেবতা। সংকুসুক ঋষি।

১। হে মৃত্যু! তুমি আর এক পথে ফিরিয়া যাও, দেবলোকে যাইবার যে পথ, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাও। তোমার চক্ষুঃ আছে, তুমি শুনিতেও পাও, সেই নিমিত্ত তোমাকে কহিতেছি। আমাদিগের সন্তান-সন্ততি বা লোকজনকে হিংসা করিও না।

২। তোমরা মৃত্যুর পথ ছাড়িয়া যাও, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ও অতি দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইবে; তোমাদিগের গৃহ, সন্তানসন্ততি ও ধনে পরিপূর্ণ হইবে; তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হও।

৩। এই সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, ইহারা মৃতদিগের নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে, আমাদিগের যজ্ঞ অদ্য কল্যাণকর হইয়াছে। আমরা প্রকৃষ্টরূপে নৃত্য ও হাস্য করিতে থাকি, আমরা উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতং।
শতং জীবংতু শরদঃ পুরূচীরংতর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন॥ ৪॥
যথাহান্যনুপূর্বং ভবংতি যথ ঋতব ঋতুভির্যংতি সাধু।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ুংষি কল্পয়ৈষাং॥ ৫॥
আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বং যতমানা যতি ষ্ঠ।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ॥ ৬॥
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সং বিশংতু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে॥ ৭॥
উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ॥ ৮॥

৪। যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে এই বেষ্টন দিতেছি, ইহাতে মৃত্যুকে রোধ করা হইবে। ইহাদিগের মধ্যে আর কেহ যেন এই অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়। ইহারা শত বৎসর জীবিত থাকুক। মৃত্যু যেন এই পর্ব্বতের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া নিকটে না আসিতে পারে।

৫। যেরূপ দিন সকল পরে পরে যায়, যেরূপ ঋতুর পর ঋতু অবাধে চলিয়া যায়, সেইরূপ, যে শেষে আসিয়াছে, সে অগ্রে না মরে, হে বিধাতঃ! ইহাদিগের আয়ুর ব্যবস্থা এইরূপ কর।

৬। (মৃতের জ্ঞাতিদিগের প্রতি উক্তি) তোমরা বার্দ্ধক্য ও দীর্ঘ পরমায়ু লাভ কর। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে তোমরা অনুপূর্ব্ব গমন কর। এইস্থানে সুজন্মা ত্বষ্টাদেব তোমাদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমাদিগের আয়ুঃ দীর্ঘ করিয়া দিতেছেন, তাহা হইলেই তোমরা জীবিত থাকিবে।

৭। (মৃতের জ্ঞাতিনীদিগের সম্বন্ধে উক্তি) এই সকল নারী বিধবা নহেন, ইঁহাদিগের মনোমত পতি আছে, ইঁহারা অঞ্জন ও ঘৃত লেপন করিয়া গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, শোকে কাতর না হইয়া, উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন (১)।

৮। (মৃতব্যক্তির বিধবার প্রতি উক্তি) হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া আইস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ

---

(১) মূলে এই ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে, "আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে।" ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নাই, আধুনিক কালে ঐ কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। ঐ কুপ্রথা ঋগ্বেদ সম্মত এইটী প্রমাণ করিবার জন্য এই "অগ্রে" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া "অগ্নেঃ" করিয়া এই ঋকের সতীদাহ বিষয়ক একটী অদ্ভুত অর্থ করা হইয়াছিল। আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থে প্রাচীনশাস্ত্রের যে অযথা ও মিথ্যা অর্থ করা হয়, তাহার মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর।

ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম॥ ৯॥
উপ সর্প মাতরং ভুমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাং।
উর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতেরুপস্থাৎ॥ ১০॥
উচ্ছ্বংচস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সুপায়নাস্মৈ ভব সুপবংচনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম উর্ণুহি॥ ১১॥
উচ্ছ্বংচমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ংতাং।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবংতু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সংত্বত্র॥ ১২॥

করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল তাহা সম্পাদন করিয়াছ। (২)

৯। মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম, ইহাতে আমাদিগের তেজঃ ও বল লাভ হইবে। হে মৃত! তুমি এই স্থানেই অর্থাৎ শ্মশানে থাক, আমরা অনেক বীরপুরুষের সহিত একত্র হইয়া যাবতীয় স্পর্দ্ধাকারী শত্রুকে যেন জয় করিতে পারি।

১০। হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর, ইনি সর্ব্বব্যাপিনী, ইঁহার আকৃতি সুন্দর। ইনি স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশীকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শা হয়েন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ, ইনি যেন নির্ঋতি হইতে তোমাকে রক্ষা করেন।

১১। হে পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইঁহাকে পীড়া দিও না। ইঁহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রূপ তুমি ইঁহাকে আচ্ছাদন কর।

১২। পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্রধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক, প্রতিদিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্থানস্বরূপ হউক (৩)।

---

(২) এই ঋকের শেষ ভাগে "দিধিষু" শব্দ আছে। ঐ শব্দের সাধারণ অর্থ "নারীর দ্বিতীয় পতি"। সুতরাং পণ্ডিতবর রাজেন্দ্র লাল মিত্র এই ভাগের এইরূপ অর্থ করেন,— "যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় পতি হইতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে তাঁহার পত্নী হইয়া পত্নীর কর্ত্তব্য সাধন কর"। উক্ত পণ্ডিতবরের মতে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা এই ঋক্ দ্বারা প্রমান হইতেছে।

(৩) সায়ণের মতে, যখন মৃতব্যক্তিকে দাহ করিয়া তাহার অস্থি সঞ্চয় করা হয়, তখন ১০, ১১, ১২ এই ঋক্ কয়েকটি পাঠ করা হয়।

উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎপরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষং।
এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ংতু তেঽত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু ॥ ১৩ ॥
প্রতীচীনে মামহনীষ্বাঃ পর্ণমিবা দধুঃ।
প্রতীচীং জগ্রভা বাচমশ্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪ ॥

॥ ৭৫ ॥

সিংধুক্ষিৎপ্রৈয়মেধঃ ॥ নদ্যঃ ॥ জগতী ॥

প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ।
প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ প্র সৃত্বরীণামতি সিংধুরোজসা ॥ ১ ॥
প্র তেঽরদদ্বরুণো যাতবে পথঃ সিংধো যদ্বাজাঁ অভ্যদ্রবস্তং।
ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা যদেষামগ্রং জগতামিরজ্যসি ॥ ২ ॥

১৩। তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিতেছি; তোমার উপরে এই একটী লোষ্ট্র অর্পণ করিতেছি, তাহাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থূনা অর্থাৎ খুঁটীকে পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন।

১৪। যেমন বাণের উপর পর্ণ অর্থাৎ পালক বক্রভাবে সংস্থাপন করে, তদ্রূপ আমি এই বক্র অর্থাৎ ক্লেশকর দিবসে অর্পিত হইলাম। যেরূপ ঘোটককে রশ্মিদ্বারা রুদ্ধ করে, তদ্রূপ আমি দুঃখের বাক্য রোধ করিয়া রাখিলাম।

---

৭৫ সূক্ত।

নদীগণ দেবতা। সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি।

১। হে জলগণ! যজমানের গৃহে কবি তোমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহারা সাত সাত করিয়া তিন শ্রেণীতে চলিল, সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ।

২। হে সিন্ধু নদি! যখন তুমি অন্নশালী, অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে, তখন বরুণদেব তোমার যাইবার নানা পথ কাটিয়া দলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়া গমন কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ কর।

দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপর্য্যনংতং শুষ্মমুদিয়র্ত্তি ভানুনা।
অভ্রাদিব প্র স্তনয়ংতি বৃষ্টয়ঃ সিংধুর্যদেতি বৃষভো ন রোরুবৎ॥ ৩॥
অভি ত্বা সিংধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষংতি পয়সেব ধেনবঃ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি॥ ৪॥
ইমং মে গংগে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া॥ ৫॥
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।
ত্বং সিংধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎন্বা সরথং যাভিরীয়সে॥ ৬॥

৩। পৃথিবী হইতে সিন্ধুর শব্দ উঠিয়া আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিতেছে। মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ইনি চলিয়াছেন। ইঁহার শব্দ শ্রবণ করিলে জ্ঞান হয়, যেন মেঘ হইতে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়িতেছে। সিন্ধু আসিতেছেন, যেন বৃষ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছে।

৪। হে সিন্ধু! যেমন শিশু বৎসের নিকট তাহাদিগের জননী গাভীগণ দুগ্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ আর আর নদী শব্দ করিতে করিতে জল লইয়া তোমার চতুর্দ্দিকে আসিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার সময় রাজা সৈন্য লইয়া যান, তদ্রূপ তোমার সহগামিনী এই দুইটি নদী শ্রেণীকে লইয়া তুমি অগ্রে অগ্রে চলিতেছ।

৫। হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতি ও শুতুদ্রি ও পরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী-সংগতা মরুৎবৃধা নদী! হে বিতস্তা ও সুষোমা-সংগতা আর্জীকীয়া নদী! তোমরা শ্রবণ কর (১)।

৬। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে, পরে সুসর্ত্তু ও রসা ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রুমু ও গোমতীকে, কুভা ও মেহৎনুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে যাইয়া থাক (২)।

---

(১) শুতুদ্রি অর্থে শতদ্রু নদী। পরুষ্ণী অর্থে ইরাবতী বা রাবী নদী। অসিক্নী অর্থে চিনাব নদী। ঐ নদী বিতস্তা বা ঝীলম নদীর সহিত সংযুক্তা হইলে মরুৎবৃধা নাম ধরে।

বিতস্তা অর্থে ঝীলম।

আর্জীকীয়া অর্থে বিপাশা বা বেয়াস নদী। সুষোমা অর্থে সিন্ধু। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে সিন্ধু নদী ও উহার শাখা গুলির উল্লেখ আছে, গঙ্গার প্রায় উল্লেখ নাই। হিন্দুগণ তখন পঞ্জাব প্রদেশেই বাস করিতেন।

(২) ৫ ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্ব্বদিকের (অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ৬ ঋকে পশ্চিম দিকের (অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়।

কুভা অর্থে কাবুলনদী, গোমতী অর্থে গোমাল নদী, ইত্যাদি।

ঋজীত্যেনী রুশতী মহিত্বা পরি জ্রয়াংসি ভরতে রজাংসি।
অদব্ধা সিংধুরপসামপস্তমাশ্বা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা ॥ ৭ ॥
স্বশ্বা সিংধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যয়ী সুকৃতা বাজিনীবতী।
উর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধং ॥ ৮ ॥
সুখং রথং যুযুজে সিংধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদস্মিন্নাজৌ।
মহান্‌হ্যস্য মহিমা পনস্যতেঽদব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্‌শিনঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৮২ ॥

বিশ্বকর্মা ভৌবনঃ ॥ বিশ্বকর্মা ॥ ত্রিষ্টুপ্‌ ॥

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে।
যদেদংতা অদদৃহংত পূর্ব আদিদ্দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাং ॥ ১ ॥

৭। এই দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে যাইতেছেন, তাঁহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, তিনি অতি মহৎ, তাঁহার জল সকল মহাবেগে যাইয়া চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। যত গতিশালী আছে, ইঁহার তুল্য গতিশালী কেহ নাই। ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত, ইনি স্থূলকায়া রমণীর ন্যায় সৌষ্ঠব দর্শনা।

৮। সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী; ইঁহার উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ, এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছেন। ইহার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, ইঁহার তীরে সীলমা তৃণ আছে। ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত।

৯। সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা এই যজ্ঞে অন্ন আনিয়া দিয়াছেন। ইঁহার মহিমা অতি মহৎ বলিয়া স্তব করে। ইনি দুর্দ্ধর্ষ, আপনার যশে যশস্বী এবং মহতী।

---

৮২ সূক্ত।(১)

বিশ্বকর্ম্মা ঋষি ও দেবতা।

১। সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আলোচনা করিয়া, জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশঃ দূর হইয়া উঠিল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক্‌ হইয়া গেল।

---

(১) এই সূক্তে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্।
তেষামিষ্টানি সমিষা মদংতি যত্রা সপ্তঋষীন্‌পর একমাহুঃ॥ ২॥
যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যংত্যন্যা॥ ৩॥
ত আয়জংত দ্রবিণং সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্বে জরিতারো ন ভূনা।
অসূর্তে সূর্তে রজসি নিষত্তে যে ভূতানি সমকৃণ্বন্নিমানি॥ ৪॥
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যংত বিশ্বে॥ ৫॥
তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছংত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥ ৬॥

২। সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা বৃহন্মনা ও বৃহৎ, তিনি সৃষ্টি করেন ও ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল অবলোকন করতঃ সপ্তঋষি হইতে উন্নত স্থানে অবস্থিতি করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, বিদ্বান্‌গণ এই রূপ কহেন; সেই বিদ্বান্‌দিগের অভিলাষ সকল পরিপূর্ণ হয়।

৩। যিনি আমাদিগের পিতা ও জন্মদাতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি অনেক দেবের নাম ধারণ করেন (২) কিন্তু এক ও অদ্বিতীয়, ভুবনের লোকে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে।

৪। স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ এই বিশ্বভুবন গঠন হইলে পর, যে সকল ঋষি এই সমস্ত জীবকে সুশোভিত করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ঋষিগণ প্রভূত স্তব করিতে করিতে তাঁহারই উদ্দেশে যজ্ঞ করে।

৫। যাহা দ্যুলোক অতিক্রম করিয়া আছে, যাহা এই পৃথিবী অতিক্রম করিয়া আছে, যাহা অসুর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান্ আছে, জলগণ এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করিযাছিলে, যাহার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থাকিয়া পরস্পরকে মিলিত দেখিতেছেন?। (৩)

৬। সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত ছিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ছিল। জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ তাহাই ধারণ করিয়াছিল, এবং দেবতারা ইহার মধ্যে পরস্পরকে মিলিত দেখিয়াছিলেন।

---

(২) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ কেবল এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, তাহা এই ঋকের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে।

(৩) সমস্ত দৈব কার্য্যের ও দৈব ক্ষমতার এক উন্নত উৎপত্তি স্থান, ঋষি তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমংতরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উকৃথশাসশ্চরংতি ॥ ৭ ॥

॥ ৮৫ ॥

সূর্যা সাবিত্রী ॥ ১—৫ সোমঃ। ৬—১৬ সূর্যাবিবাহঃ। ১৭ দেবাঃ। ১৮ সোমার্কৌ।
১৯ চংদ্রমাঃ। ২০—২৮ নৃণাং বিবাহমংত্রা আশীঃপ্রায়াঃ। ২৯, ৩০
বধূবাসঃসংস্পর্শনিংদা। ৩১ যক্ষ্মনাশিনী দংপত্যোঃ। ৩২—৪৭
সূর্যা ॥ ১—১৩, ১৫—১৭, ২২, ২৫, ২৮—৩৩, ৩৫,
৩৮—৪২, ৪৫—৪৭, অনুষ্টুপ্। ১৪, ১৯—২১, ২৩,
২৪, ২৬, ৩৬, ৩৭, ৪৪ ত্রিষ্টুপ্ ১৮, ২৭, ৪৩
জগতী। ৩৪ উরোবৃহতী ॥

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠংতি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥ ১ ॥
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২ ॥

৭। যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ অন্য প্রকার হইয়াছে। কুজ্ঝটিকাতে আছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে (৪), তাহারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে, এবং স্তব স্তুতি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করে।

---

৮৫ সূক্ত।

সোম, প্রভৃতি দেবতা। সূর্য্যা ঋষি।

১। সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, সূর্য্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, ঋতপ্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, উহারই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় করিয়া আছেন।

২। সোমের প্রভাবে আদিত্যগণ বলবান্ হয়েন, সোমের প্রভাবে পৃথিবী প্রকাণ্ড হইয়াছে, অপিচ, এই সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

---

(৪) সৃষ্টির ও সৃষ্টিকর্ত্তার কথা আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি বহু পূর্ব্বে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, অদ্য সভ্য জগতের ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ সেই কথাই বলিতেছেন,— মনুষ্যেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে না, কুজ্ঝটিকাতে আছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে।

সোমং মন্যতে পপিবান্যৎসংপিংষন্ত্যোষধিং।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন ॥ ৩॥
আচ্ছদ্বিধানৈগু র্পিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাব্ণামিচ্ছৃণ্বন্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৪॥
যত্বা দেব প্রপিবংতি তত আ প্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৫॥
রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসী ন্যোচনী।
সূর্যায়া ভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতং ॥ ৬॥
চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যংজনং।
দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্যদয়াৎসূর্যা পতিং ॥ ৭॥
স্তোমা আসন্প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছংদ ওপশঃ।
সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎপুরোগবঃ ॥ ৮॥

৩। যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোমকে নিষ্পীড়ন করে, তখন লোকে ভাবে, তাহার সোমপান করা হইল। কিন্তু স্তোতাগণ যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহই পান করিতে পায় না।

৪। হে সোম! স্তোতাগণ গোপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া তোমাকে গোপন করিয়া রাখেন। তুমি পাষাণের শব্দ শুনিতে থাক, পৃথিবীর কেহই তোমাকে পান করিতে পায় না।

৫। হে দেব! তোমাকে যে পান করা হয়, তাহাতে তোমার ক্ষয় না হইয়া আবার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। যে রূপ সংবৎসরকে মাসগুলি রক্ষা করে, সেইরূপ বায়ু সোমকে রক্ষা করেন, উভয়ের আকৃতি, অর্থাৎ স্বরূপ এক।

৬। সূর্য্যার বিবাহকালে (১) রৈভী নাম্নী ঋক্‌গুলি ঐ সূর্য্যার সহচরী হইয়াছিল, নরাশংসী নামক ঋক্‌গুলি তাঁহার দাসী হইল। সূর্য্যার অতি সুন্দর বস্ত্র গাথা (অর্থাৎ সামগান) দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল।

৭। যখন সূর্য্যা পতিগৃহে গমন করিলেন, তখন চৈতন্য স্বরূপ উপঢৌকন সঙ্গে চলিল, চক্ষুই তাঁহার অভ্যঞ্জন, (অর্থাৎ তৈল, হরিদ্রা, ইত্যাদি দ্বারা শরীরের বিমলীকরণ ক্রিয়া)। দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁহার কোশস্বরূপ হইয়াছিল।

৮। স্তবসমূহ তাঁহার রথের প্রতিধি, অর্থাৎ চক্রাশয় ছিল; কুরীর নামক ছন্দঃ রথের অভ্যন্তরভাগ হইল। অশ্বিদ্বয় সূর্য্যার বর হইলেন, অগ্নি অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন।

---

(১) এই স্থান হইতে দশটী ঋকে সবিতৃদুহিতা সূর্য্যার বিবাহের কথা বর্ণিত আছে।

সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা।
সূর্যাং যৎপত্যে শংসংতীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯ ॥
মনো অস্যা অন আসীদ্দ্যৌরাসীদুত ছদিঃ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎসূর্যা গৃহং ॥ ১০ ॥
ঋক্‌সামাভ্যামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবিতঃ।
শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পংথাশ্চরাচরঃ ॥ ১১ ॥
শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনো মনস্ময়ং সূর্যারোহৎপ্রয়তী পতিং ॥ ১২ ॥
সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎসবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যংতে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে ॥ ১৩ ॥
যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবয়াতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়াঃ।
বিশ্বে দেবা অনু তদ্বামজানন্‌পুত্রঃ পিতরাববৃণীত পূষা ॥ ১৪ ॥

৯। সূর্য্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করাতে তাঁহার পিতা সবিতা যখন সূর্য্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাঁহার বিবাহর্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার বরস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

১০। মনই তাঁহার শকট হইল, আকাশই উর্দ্ধাচ্ছাদন হইল। দুই শুক্র, (অর্থাৎ দুটি শুকতারা) তাঁহার শকটবাহী হইল; এইরূপে সূর্য্যা পতির গৃহে গমন করিলেন।

১১। ঋক্ ও সামদ্বারা বর্ণিত দুই বৃষ তাঁহার শকট, এই স্থান হইতে বহিয়া লইয়া গেল। হে সূর্য্যা! দুই কর্ণ তোমার রথচক্র হইল, আর সেই রথের পথ আকাশে, ঐ পথে সর্ব্বদা গতায়াত হইয়া থাকে।

১২। যাইবার সময় তোমার দুই রথচক্র অতি উজ্জ্বল হইল, সেই রথে বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছিল। সূর্য্যা পতিগৃহে যাইতে উদ্যত হইয়া মনঃ স্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন।

১৩। পতিগৃহে গমনকালে সবিতা সূর্য্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রে অগ্রে চলিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, অর্জ্জুনী, অর্থাৎ ফাল্‌গুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয় কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক

সবিতা অর্থে অনুদিত সূর্য্য। সূর্য্যা অর্থে সূর্য্য। অশ্বিদ্বয় অর্থে প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল। সুতরাং এই বিবাহ কথাটী কেবল আকাশে সূর্য্যালোকের খেলা সম্বন্ধে একটী উপমা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই উপমা ঘটিত দেব বিবাহের সুন্দর উপাখ্যানটী বলিয়া পরে ঋষি মনুষ্যের বিবাহের বিবরণ দিয়াছেন। সুতরাং এই সূক্তটী বিশেষ জ্ঞাতব্য।

যদযাতং শুভস্পতী বরেযং সূর্যামুপ।
ক্কৈকং চক্রং বামাসীৎক্ক দেষ্ট্রায় তস্থথুঃ॥ ১৫॥
দ্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্‌গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিদুঃ॥ ১৬॥
সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ।
যে ভূতস্য প্রচেতস ইদং তেভ্যোঽকরং নমঃ॥ ১৭॥
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীড়ংতৌ পরি যাতো অধ্বরং।
বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ॥ ১৮॥
নবোনবো ভবতি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেত্যগ্রং।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্ প্র চংদ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ॥ ১৯॥
সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রং।
আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ॥ ২০॥

প্রার্থনা করতঃ সূর্য্যাকে গ্রহণ করিলে, তখন বিশ্বদেবগণ তোমাদের সেই গ্রহনকার্য্য অনুমোদন করিলেন। পূষা তোমাদিগের পুত্র হইয়া তোমাদিগকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বর হইয়া সূর্য্যাকে বরণ করিতে নিকটে গমন করিলে, তখন তোমাদিগের একখানি চক্র কোথায় ছিল, তোমরা পথ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কোথায় দাঁড়াইয়া ছিলে?

১৬। হে সূর্য্যে! কালে কালে অগ্রসর হইয়া থাকে, এরূপ তোমার দুইখানি চক্র আছে, স্তোতাগণ তাহা জানেন। আর অতি গোপনীয় একখানি যে চক্র আছে, (২) তাহা বিদ্বানেরা জানেন।

১৭। সূর্য্যা ও দেবগণ এবং মিত্র ও বরুণ, ইঁহারা প্রাণিবর্গের শুভচিন্তা করেন, ইঁহাদিগকে নমস্কার করিলাম।

১৮। এই দুইটী শিশু ক্ষমতাবলে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিচরণ করেন, ইঁহারা ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞে যান। একজন, (অর্থাৎ চন্দ্র) ভুবনে ঋতু ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয়, (অর্থাৎ সূর্য্য) ঋতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯। সেই সূর্য্য দিনের পতাকা, অর্থাৎ জ্ঞাপনকর্ত্তা, প্রত্যহ নুতন, ন হইয়া প্রভাতের অগ্রে আসিয়া থাকেন। তিনি দেবতাদিগকে নামক ‌াগ দিবার ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র দীর্ঘ আয়ুঃ বিতরণ করেন।

অগ্রগামী হে সূর্য্যে! তোমার পতিগৃহেতে যাইবার রথে সুন্দর পলাশ শাল্‌মলীবৃক্ষ আছে, ইহার মুর্ত্তি উৎকৃষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় প্রভা।

---

(১) এই স্থান চন্দ্র সূর্য্য। এক চক্র, সম্বৎসর।

উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি॥ ২১॥
উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ॥ ২২॥
অনৃক্ষরা ঋজবঃ সংতু পংথা যেভিঃ সখায়ো যংতি নো বরেয়ং।
সমর্যমা সং ভগো নো নিনীয়াৎসং জাস্পত্যং সুয়মমস্তু দেবাঃ॥ ২৩॥
প্র ত্বা মুংচামি বরুণস্য পাশাদ্যেন ত্বাবধ্নাৎসবিতা সুশেবঃ।
ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকেঽরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি॥ ২৪॥

উহা উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, উহার সুন্দর চক্র, উহা সুখের আবাস স্থান। তোমার পতিগৃহে অতি প্রচুর উপঢৌকন লইয়া যাও।

২১। হে বিশ্বাবসু! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নমস্কার ও স্তব দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃ গৃহে বিবাহ লক্ষণ যুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকটে গমন কর; সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হও।

২২। হে বিশ্বাবসু! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কারদ্বারা তোমাকে পূজা করি। পূর্ণাবয়বা অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামি সংসর্গিণী করিয়া দাও (৩)।

২৩। যে সকল পথ দিয়া আমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয়, অর্য্যমা এবং ভগ আমাদিগকে উত্তমরূপে লইয়া চলুন। হে দেবগণ! পতি পত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয়।

২৪। হে কন্যা! সুন্দরমূর্ত্তিধারী সূর্য্যদেব যে বন্ধন দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বরুণের বন্ধন হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এইরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি। (৪)

---

(৩) বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাতা। কন্যা বিবাহলক্ষণপ্রাপ্তা হইলে পর তাহার বিবাহ দেওয়া বিধেয়, এই মত ২১ ও ২২ ঋকে প্রতীয়মান হইতেছে। এই স্থান হইতে সূক্তের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায়। কন্যাদিগের বিবাহের বিবরণ দিবার আগে সূর্য্যার বিবাহের উপাখ্যানটী যেন ভূমিকা স্বরূপ ঋষি বিবরণ করিলেন।

(৪) কন্যাগণ দেখিয়া শুনিয়া পতি বরণ করিতেন, তাহা এই মণ্ডলের ২৭ সূক্ত, ১২ ঋক হইতে কতকটা দেখা যায়। "কত রমণী অর্থে প্রীত হইয়া নারীপ্রিয় পুরুষের অনুরক্ত হয়। কিন্তু সুগঠনা ও ভদ্রা কন্যা অনেক পুরুষের মধ্যে আপন প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করেন।"

প্রেতো মুংচামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করং।
যথেয়মিংদ্র মীঢ়ঃ সুপুত্রা সুভগাসতি ॥ ২৫ ॥
পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহানগচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি ॥ ২৬ ॥
ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিনগৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা জিব্রী বিদথমা বদাথঃ ॥ ২৭ ॥
নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তির্ব্যজ্যতে।
এধংতে অস্যা জ্ঞাতয়ঃ পতির্বংধেষু বধ্যতে ॥ ২৮ ॥
পরা দেহি শামুল্যং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসু।
কৃত্যৈষা পদ্বতী ভূৎব্যা জায়া বিশতে পতিং ॥ ২৯ ॥
অশ্রীরা তনূর্ভবতি রুশতী পাপয়ামুয়া।
পতির্যদ্বধ্বোবাসসা স্বমংগমভিধিৎসতে ॥ ৩০ ॥

২৫। এই নারীকে এই স্থান হইতে (পিতৃকুল হইতে) মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে (স্বামীকুল) নহে। অপর স্থানের সহিত ইহাকে উত্তমরূপ গ্রথিত করিয়া দিলাম। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি যেন সৌভাগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হয়েন।

২৬। (কন্যার প্রতি উক্তি) পূষা তোমাকে হস্তে ধাবণ করিয়া এস্থান হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর।

২৭। এই স্থানে সন্তানসন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর।

২৮। কন্যার শরীর নীল ও লোহিত বর্ণ হইতেছে; কৃত্যার আক্রমণ ব্যক্ত হইয়াছে। এই নারীর জ্ঞাতিগণ বৃদ্ধি পাইতেছেন, ইঁহার স্বামী নানা বন্ধনে বদ্ধ হইতেছেন।

২৯। মলিন বস্ত্র ত্যাগ কর। স্তোতাদিগকে ধন দান কর। এই কৃত্যাপাদযুক্তা হইয়াছে, অর্থাৎ চলিয়া গিয়াছে। পত্নী পতির সহিত এক হইয়া যাইতেছেন।

৩০। যদি পতি বধূর বস্ত্রদ্বারা আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই কৃত্যা স্বরূপ পাপের আক্রমণে তাঁহার উজ্জল শরীরও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়।

যে বধ্বশ্চংদ্রং বহতুং যক্ষ্মা যংতি জনাদনু।
পুনস্তান্যজ্ঞিয়া দেবা নয়ংতু যত আগতাঃ ॥ ৩১ ॥
মা বিদন্‌পরিপংথিনো য আসীদংতি দংপতী।
সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রাংত্বরাতয়ঃ ॥ ৩২ ॥
সুমংগলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্বায়াথাস্তং বি পরেতন ॥ ৩৩ ॥
তৃষ্টমেতৎকটুকমেতদপাষ্টবদ্বিষবন্নৈতদত্তবে।
সূর্যাং যো ব্রহ্মা বিদ্যাৎস ইদ্বাধূয়মর্হতি ॥ ৩৪ ॥
আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনং।
সূর্যায়াঃ পশ্য রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুংধতি ॥ ৩৫ ॥
গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৩৬ ॥
তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপংতি।
যা ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশংতঃ প্রহরাম শেপং ॥ ৩৭ ॥

৩১। যজ্ঞভাগী দেবগণ অন্য লোক হইতে আগত রোগ শোক সমুদয়,—তাহারা যথা হইতে আসিয়াছিল,—তথায় ফিরিইয়া পাঠাইয়া দিন।

৩২। যাহারা বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য এই পতি পত্নীর নিকটে আইসে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হউক। পতি পত্নী যেন সুবিধা দ্বারা অসুবিধা সমস্ত কাটাইয়া উঠেন। শত্রুগণ দূরে পলায়ন করুক।

৩৩। এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা আইস, ইঁহাকে দেখ। ইঁহাকে সৌভাগ্য অশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর।

৩৪। এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহারের যোগ্য নহে। যে, ব্রহ্মা নামা ঋত্বিক্ সূর্য্যাকে জানেন, সে বধূর বস্ত্র পাইতে পারে।(৫)

৩৫। সূর্য্যার রূপ দর্শন কর। আশসন বস্ত্র, বিশসন বস্ত্র এবং অধিবিকর্ত্তন বস্ত্র, এসকল ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ শোধন করিয়া লইতে পারেন।

৩৬। (কন্যার প্রতি বরের উক্তি।) সৌভাগ্যের জন্য তোমার হস্তধারণ করিতেছি। আমাকে পতি পাইয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও। ভগ ও অর্য্যমা ও অতি বদান্য সবিতা, এই সকল দেবতা আমার সহিত গৃহকার্য্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

৩৭। হে পূষা! কল্যাণময়ী কন্যাকে তুমি প্রেরণ কর; তিনি গর্ভে সন্ততি ধারণ করিবেন, প্রণয়ের সহিত প্রণয়ালিঙ্গন গ্রহণ করিবেন।

---

(৫) এই ঋকগুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল।

তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ত্সূর্যাং বহতুনা সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮ ॥
পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতং ॥ ৩৯ ॥
সোমঃ প্রথমো বিবিদে গংধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৪০ ॥
সোমো দদদ্গংধর্বায় গংধর্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং ॥ ৪১ ॥
ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতং।
ক্রীড়ংতৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে ॥ ৪২ ॥
আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্যমা।
অদুর্মংগলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৩ ॥
অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নোবি শিবা শশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।
বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৪ ॥

৩৮। হে অগ্নি! উপঢৌকন সমেত সূর্য্যাকে অগ্রে তোমার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তুমি বনিতাকে পতির নিকটে সমর্পণ কর; সন্ততি দান কর।

৩৯। অগ্নি আবার লাবণ্য ও পরমায়ুঃ দিয়া বনিতাকে প্রদান করিয়াছেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিবেন।

৪০। প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করেন, পরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করেন, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি।

৪১। সোম সেই নারী গন্ধর্ব্বকে দিলেন, গন্দর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি এই নারী আমাকে দিলেন, ধন ও পুত্র দিলেন।

৪২। (বরবধূর প্রতি উক্তি) হে বরবধূ! তোমরা এইস্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক্ হইও না, চিরজীবন একত্র থাক। আপন গৃহে থাকিয়া পুত্র পৌত্রদিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর।

৪৩। (বরবধূর উক্তি) প্রজাপতি আমাদিগকে সন্তানসন্ততি প্রদান করুন। অর্য্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত মিলিত করিয়া রাখুন। (বধূর প্রতি উক্তি) হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের দাসদাসী এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর।

৪৪। তোমার চক্ষু যেন ক্রোধ শূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকারিণী হও, তুমি পশুদিগের মঙ্গলকারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল, তোমার লাবণ্য যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপ্রসবিনী এবং দেবতাভক্ত হও। আমাদিগের দাস দাসী এবং আমাদের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর।

ইমাং ত্বমিংদ্র মীঢ়ঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ৪৫ ॥
সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননাংদরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥ ৪৬ ॥
সমংজংতু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ ॥ ৪৭ ॥

॥ ১২১ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ প্রাজাপত্যঃ ॥ কঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥

৪৫। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। ইঁহার গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে লইয়া গৃহে একাদশ ব্যক্তি কর।

৪৬। (কন্যার প্রতি উক্তি) তুমি শ্বশুরকে বশ কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় হও।

৪৭। (বর ও কন্যার উক্তি) বিশ্ব দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন। জলগণ ও মাতরিশ্বা ও ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন।

---

১২১ সূক্ত। (১)

প্রজাপতি দেবতা। হিরণ্যগর্ভ ঋষি।

১। সর্ব্ব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?।

২। যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করেন। যাঁহার ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার দাস। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?

---

(১) এই সুন্দর ও সারগর্ভ সূক্তে এক ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥
যস্যেমে হিমবংতো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অংতরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥
যং ক্রংদসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥
আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্‌গর্ভং দধানা জনয়ংতীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ংতীর্যজ্ঞং।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎকস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

৩। যিনি নিজ মহিমাদ্বারা যাবতীয় দর্শন সম্পন্ন ও প্রাণ সম্পন্ন জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ ও চতুষ্পদের প্রভু। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?

৪। যাঁহার মহিমাদ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে, সসরিৎ সাগর যাঁহার সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এই সকল দিক্ বিদিক্ যাঁহার বাহুস্বরূপ। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?

৫। এই সমুন্নত আকাশ ও এই দৃঢ় পৃথিবীকে যিনি স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোক ও উপরিস্থ স্বর্গলোক স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষ লোক পরিমাণ করিয়াছেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?

৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁহাকর্ত্তৃক স্তম্ভিত ও উল্লাসিত হইয়াছে, এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যাবাপৃথিবী যাঁহাকে মনে মনে মহিমান্বিত বলিয়া জানে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হয়েন। কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করিব?

৭। ভূরি পরিমাণ জল বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভ ধারণপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল। যিনি দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণ স্বরূপ, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?

৮। যখন জলগণ বল ধারণপূর্ব্বক শক্তি উৎপন্ন করিল, তখন যিনি নিজ মহিমাদ্বারা সেই জলের উপরে সর্ব্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি দেবতাদিগের উপর অদ্বিতীয় দেব হইলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চংদ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৯॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং॥ ১০॥

॥ ১২৯ ॥

প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী॥ ভাববৃত্তং॥ ত্রিষ্টুপ্॥

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥ ১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥ ২॥

৯। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁহার ধারণক্ষমতা অপ্রতিহত, যিনি আকাশের জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?

১০। হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ এই সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন অভীষ্ট সম্পত্তির অধিপতি হই।

---

১২৯ সূক্ত।

পরমাত্মা দেবতা। প্রজাপতি ঋষি (১)।

১। যাহা নাই, তাহা তখন ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, তাহা হইতে উন্নত স্থলও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক ও অদ্বিতীয়, বায়ু ব্যতিরেকে, আত্মা মাত্র অবলম্বনে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না (২)।

---

(১) এই সূক্তটী অতি প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাতব্য, কেন না সৃষ্টির আদি কারণ ও প্রণালীর কথা ইহাতে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে।

(২) সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার অনুভব।

তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যোনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং॥ ৩॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ৪॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎপ্রযতিঃ পরস্তাৎ॥ ৫॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভুব॥ ৬॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ॥ ৭॥

৩। সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্ত চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্ব ব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যা প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

৪। সর্ব্ব প্রথমে ইচ্ছার আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে মনের প্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমান্গণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন

৫। রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্দ্ধ দিকে বিস্তারিত হইল রেতোধা উদ্ভব হইল, মহিমা সকল উদ্ভব হইল। নিম্ন দিকে স্বধা রহিল, প্রয়তি ঊর্দ্ধদিকে রহিল (৩)।

৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে (৪)?

৭। এই সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমাকাশে আছেন! তিনি না জানিলে কে জানিবে?

---

(৩) সায়ণ কহেন মহিমা বলিতে পঞ্চভূত, স্বধা অর্থে অন্ন এবং প্রয়তি অর্থে ভোক্তা পুরুষ। সেই ভোক্তা উপরে অর্থাৎ প্রধান।

(৪) প্রকৃতির যে কার্য্যসমূহ ও দৃশ্য সমূহ ভিন্ন দেব নামে উপাসিত হয়, সে গুলি কার্য্য মাত্র। তবে কারণ কে? আদি কে? এই সূক্ত সেই প্রশ্নের উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নহে, ঋষিরও সাধ্য নহে, ঋষি তাহা এই ঋকে স্বীকার করিতেছেন।

॥ ১৯১ ॥

সংবননঃ ॥ ১ অগ্নিঃ। ২—৪ সংজ্ঞানং ॥ ১, ২, ৪ অনুষ্টুপ্। ৩ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ১।
সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥ ২ ॥
সমানো মংত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ৩॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৪ ॥

---

১৯১ সূক্ত। (১)

প্রথম ঋকের অগ্নি দেবতা। সংবলন ঋষি। অবশিষ্ট গুলির সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত্য দেবতা।

১। হে অগ্নি! তুমি প্রভু; হে অভিলষিত ফলদাতা! তুমি তাবৎ প্রাণীর সহিত বিশেষরূপে মিশ্রিত আছ। তুমি যজ্ঞ বেদিতে জ্বলিতেছে। আমাদিগকে ধন দান কর।

২। তোমরা সকলে একত্র মিলিত হও, একত্র কথা উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন একত্রিত ও একমত হউক। প্রাচীন দেবগণ এই রূপে একমত হইয়া যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিতেছেন।

৩। ইঁহাদিগের মন্ত্র এক হউক, সমিতি এক হউক, মন এক হউক, চিত্ত এক হউক। আমি তোমাদিগের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, এবং হবিঃ দ্বারা হোম করিতেছি।

৪। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য লাভ কর (২)।

---

(১) এই সূক্তটী ঋগ্বেদসংহিতার শেষ মণ্ডলের শেষ সূক্ত।

(২) ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক ঋগ্বেদের জ্বলন্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করিতে সাহস করিতেছেন, আমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, আমাদিগের মন এক হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করি। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।

শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা।

পিণ্ড পিতৃ যজ্ঞ।

অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা সোমায় পিতৃমতে স্বাহা।
অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ॥ ২৯ ॥
যে রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানা অসুরাঃ সন্তঃ স্বধয়া চরন্তি।
পরা পুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টান্ লোকাৎ প্রণুদাত্যস্মাৎ ॥ ৩০ ॥
অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথা ভাগমাবৃষায়ধ্বম্।
অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত ॥ ৩১ ॥

---

২৯ কণ্ডিকা।

(প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে সিদ্ধতণ্ডুলদ্বারা অগ্নিতে আহুতিদ্বয় প্রদান করিবে।)

হে অগ্নে! তুমি কব্য বহন* করিয়া থাক, অতএব পিতৃগণের উদ্দেশে এই কব্য তোমার নিকটে সমর্পিত হইতেছে, এই আহুতি স্বাহুতি হউক। ১।

হে সোম! তুমি পিতৃগণের অধিষ্ঠান, অতএব তোমার উদ্দেশে এই অগ্নিতে কব্য আহুত হইতেছে, এই আহুতি স্বাহুতি হউক। ২।

(তৃতীয় মন্ত্রে উল্লিখন)

বেদীস্থ দুর্দ্দান্ত রক্ষোগণ দূরীভূত হইল। ৩।

---

৩০ কণ্ডিকা।

(এই মন্ত্রে একখানি অঙ্গার উৎক্ষেপন করিবে)

যে সকল অসুরগণ স্বীয় স্বরূপ ত্যাগ করত পিতৃ অন্ন লোভে পিতৃরূপ ধারণ করিয়াছে, এবং যাহারা সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীর ধারণ করিয়াছে, তাহা-দিগকে এই অগ্নি এই পিতৃযজ্ঞ হইতে বিদূরিত করুন। ১।

---

৩১ কাণ্ডিকা।

(প্রথম মন্ত্রে শ্বাস রোধ করিবে)

এই পিতৃযজ্ঞে পিতৃগণ হৃষ্ট হউন, স্বীয় স্বীয় ভাগ অংশানুসারে গ্রহণ করুন। ১।

(দ্বিতীয় মন্ত্রে শ্বাস ত্যাগ করিবে)

পিতৃগণ বিলক্ষণ হৃষ্ট হইলেন, স্বীয় স্বীয় ভাগ অংশানুসারে গ্রহণ করিলেন। ২।

---

* কবি শব্দে ক্রান্তদর্শী পিতৃগণ। কবির উদ্দেশে প্রদেয় পিণ্ডাদির নাম কব্য।

নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ শোষায় নমোঃ বঃ পিতরো জীবায়
নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ নমো বঃ পিতরো ঘোরায়।
নমো বঃ পিতরো মন্যবে নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বো গৃহান্নঃ
পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরো দেষ্মৈ তদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত ॥ ৩২ ॥
আধত্ত পিতরো গর্ভস্কুমারং পুষ্কর স্রজম্। যথে হ পুরুষো সং ॥ ৩৩ ॥

---

৩২ কণ্ডিকা।

(প্রথমাদি মন্ত্র ষট্‌কে পিতৃ নমস্কার)

পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার; বসন্ত ঋতুর উদয়ে বস্তু মাত্রই যেন রসবান্ হয়! অর্থাৎ তোমাদের প্রসাদে দেশে ভালরূপ বসন্ত হউক। ১।

পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার; গ্রীষ্ম ঋতুর উদয়ে বস্তু মাত্রই যেন শুষ্ক হয়! অর্থাৎ ভালরূপ গ্রীষ্ম হউক। ২।

পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার; বর্ষা ঋতুর উদয়ে বস্তু মাত্রই যেন সজীব হয়! অর্থাৎ ভালরূপ বর্ষা হউক। ৩।

পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার; শরৎ ঋতুর প্রসাদে দেশ বহ্বন্ন হউক! অর্থাৎ ভালরূপ শরৎ হউক। ৪।

পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার; হেমন্তের উদয়ে জীব মাত্রেই যেন মত্ত হয়! অর্থাৎ হিম পতন ভালরূপ হউক। ৫।

পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার; শীত ঋতুর উদয়ে যেন সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করি! অর্থাৎ ভালরূপে শীত হউক। পিতৃগণ! তোমাদিগকে বার বার নমস্কার করি। ৬।

(সপ্তম মন্ত্রে গৃহিনীকে ঈক্ষণ করিবে)

হে পিতৃগণ! আমাদিগকে গৃহস্থ করিয়াছ; আমরাও যথাসাধ্য এই বিদ্যমান প্রদেয় উপস্থিত করিতেছি। ৭।

(অষ্টম মন্ত্রে পিতৃ পিণ্ডে দশ সূত্র, ঊর্ণা অথবা লোম প্রদান করিবে)

হে পিতৃগণ! এই তোমাদের পরিধেয় বসন, পরিধান কর। ৮।

---

৩৩ কণ্ডিকা।

(এই মন্ত্রে পুত্রকাম পত্নী মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিবে)

হে পিতৃগণ! এই ঋতুকেই যেন পুরুষের সঞ্চার হয়! তোমরা এই গর্ভে নীরোগ কুমার পোষণ কর। ১।

ঊর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্।
স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥ ৩৪॥

---

৩৪ কণ্ডিকা।

(এই মন্ত্রে পিণ্ড সিঞ্চন করিবে)

হে জলদেব! অন্ন, ঘৃত ও দুগ্ধ বাহিনী এই উদক ধারা রূপ তোমরা, পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত হইতেছ; আমার পিতৃগণ ইহাতেই পরিতপ্ত হউন। ১।

পিণ্ড পিতৃ যজ্ঞ সমাপ্ত।

অথর্ব্ববেদ সংহিতা।

নবমং কাণ্ডং।

(১)

দিবস্পৃথিব্যা অন্তরিক্ষাৎ সমুদ্রাদগ্নের্বাতান্মধুকশা হি জজ্ঞে।
তাং চায়িত্বামৃতংবসানা হৃদ্ভিঃ প্রজাঃ প্রতিনন্দন্তি সর্ব্বাঃ॥ ১॥
পশ্চন্ত্যস্যাশ্চরিতং পৃথিব্যাং পৃথঙ্ নরো বহুধা মীমাংসমানাঃ। ৩।
হিরণ্যবর্ণা মধুকশা ঘৃতাচী মহান্ গর্ভশ্চরতি মর্ত্যেষু। ৪।
কস্তং বেদ ক উ তং চিকেত * * * ব্রহ্মা সুমেধা সো অস্মিন্ মদেত। ৬।
যথা সোমঃ প্রাতঃসবনে অশ্বিনোর্ভবতি প্রিয়ঃ।
এবা মে অশ্বিনা বর্চ আত্মনি ধ্রিয়তাম্। ১১।

দ্যুলোক হইতে, পৃথিবী হইতে, অন্তরীক্ষ লোক হইতে, সমুদ্র হইতে, অগ্নি হইতে ও বায়ু হইতে অর্থাৎ এই সকলের অংশেই 'মধুকশা' নামক ওষধি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে (এতাবতা উল্লিখিত দ্যুলোকাদি বায়ু পর্য্যন্তের ষড়্‌বিধ গুণই মধুকশাতে আছে প্রকাশিত হইল।) তাদৃশী মধুকশা চয়ন করিয়া তদীয় অমৃত রস ব্যবহার করত সমস্ত প্রজাই হৃদয়ের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ১

এই মধুকশার গুণসম্বন্ধে পৃথিবীর মানবগণ পৃথক্ পৃথক্ মীমাংসা করত ব্যবহারে বহুবিধ ফল দেখাইয়া থাকেন (অর্থাৎ কেহ কোন রূপ সুফল পাইয়াছেন, কেহ কোন রূপ সুফল পাইয়াছেন, সুতরাং পরীক্ষায় ইহার বহুতর সদ্‌গুণ নির্ণিত হইয়াছে।) ৩

মধুকশা দেখিতে হিরণ্যবর্ণা এবং ইহার রস পিচ্ছিল; মনুষ্যগণের উদরে গিয়া ইহা নিশ্চয়ই গর্ভজননের হেতু হইয়া থাকে (অর্থাৎ পুংস্ত্ববর্দ্ধক)। ৪

তাদৃশী মধুকশাকে কে তত্ত্বত অবগত আছে এবং কেইবা তাহার সমস্ত গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে? যিনি চতুর্ব্বেদজ্ঞ হইয়া সর্ব্ব-ঋত্বিক্-কার্য্য-পরিদর্শকরূপে 'ব্রহ্মা' নামে মহাক্রতুসমূহে বৃত হইয়া থাকেন, সেই সুমেধা, সতত ইহাতে মোদিত থাকেন কি না? (অর্থাৎ ইহা ব্যবহার করিয়াই তিনি তাদৃশ সুন্দর মেধা পাইয়াছেন)। ৬

যজ্ঞীয় প্রাতঃসবনে অশ্বিদেবদ্বয়ের সোমরস যেমন প্রীতিপ্রদ; হে অশ্বিদ্বয়! আমার পক্ষে ইহাও সেইরূপ; তোমাদের প্রসাদে এতদীয় রসপানফলে আমাতে 'বর্চ্চঃ' সঞ্জাত হউক। ১১

যথা মক্ষা ইদং মধু ন্যঞ্জন্তি মধাবধি।
এবা মে অশ্বিনা বর্চস্তেজো বলমোজশ্চ ধ্রিয়তাম্। ১৭।
স্তনয়িত্নুস্তে বাক্ প্রজাপতে বৃষা শুষ্মং ক্ষিপসি ভূম্যাং দিবি
তাং পশব উপজীবন্তি সর্ব্বে তেনো সেষ মূর্জং পিপর্ত্তি। ২০।
যো বৈ কশায়া সপ্ত মধূনি বেদ মধুমান্ ভবতি।
ব্রাহ্মণশ্চ রাজা চ ধেনুশ্চানড্বাংশ্চ ব্রীহিশ্চ যবশ্চ মধু সপ্তমম্। ২২।

যেরূপ মধুমক্ষিকা সকল, মধুপূর্ণ মধুচক্রেও এ মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে; আমার পক্ষেও ইহা সেইরূপ সংগ্রহণীয় (এতাবতা সুস্থ শরীরেও ব্যবহার্য্য।) হে অশ্বিদ্বয়! এতদীয় রস-পান-ফলে আমাতে বর্চ্চ, তেজ, বল ও ওজ,—সমস্তই প্রবৃদ্ধ হউক। ১৭

হে প্রজাপতে! তোমার আদেশঘোষক মেঘগর্জ্জন হইলে, বর্ষদেব, এই বলকর বস্তুকে স্বর্গলোক হইতে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন (এতাবতা মধুকশা প্রায় বর্ষাকালেই জন্মায়।) সেই (বর্ষাজাতা) ওষধি সেবন করিয়া পশুরা সকলে বাঁচিয়া থাকে (অর্থাৎ ইহা পশুদের সাধারণ-ভক্ষ্য।) বর্ষাকালই অন্ন ও জলের প্রধান সৃজনকারী অতএব বর্ষাজাতা সেই মধুকশা, সেবনকারীর ভুক্ত অন্ন ও পানীয় পালন করে এবং তত্তদ্বিষয়ক অভাবাংশ পূরণ করিয়া থাকে (অর্থাৎ ইহা অন্ন ও পানীয়ের পরিপাচক অথচ অন্ন ও পানীয়ের অভাব পরিপূরক।) ২০

যে কেহ এই কশার সপ্তবিধ মধু (বীর্য্য) অবগত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই মধুমান্ হইয়া থাকেন (অর্থাৎ ইহা এমনই উৎকৃষ্ট বস্তু যে ইহার গুণাবলি অবগত হইলেই ব্যবহার করিতে স্বতই প্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং ব্যবহারকারীর শরীরে এতদীয় সপ্তগুণই প্রকাশ পায়। সেই সপ্ত গুণ এই—

১ম, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মস্তিষ্ক-নন্দন।
২য়, রাজা অর্থাৎ হৃদ্বল-নন্দন।
৩য়, ধেনু অর্থাৎ প্রণন।
৪র্থ, অনড্বান অর্থাৎ বাজীকরণ।
৫ম, ব্রীহি অর্থাৎ রক্তজনন।
৬ষ্ঠ, যব অর্থাৎ শীতল।
৭ম, মধু অর্থাৎ ওজোজনন। ২২

তস্মাৎ প্রাচীনোপবীতস্তিষ্ঠেৎ প্রজাপতেঃ মা বুধ্যস্বেতি।
অন্বেনংপ্রজা অনু প্রজাপতির্বুধ্যতে য এবং বেদ॥ ২৪।

হে বীধ্রে! প্রজাপতি দেবতা যেহেতু মেঘগর্জ্জন ব্যপদেশে ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধে আদেশ করিয়া থাকেন; সেই জন্যই ইহা প্রজাবৃন্দের উপকারার্থ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব হে 'প্রজাপতে! আমাকেও এতৎপানফলপ্রার্থী বলিয়া অবগত হও'—এইরূপ মনন করিয়া প্রাচীনাবীত হইয়া, ইহা সেবন করণার্থ উপবিষ্ট হইবে। যিনি এ সমস্ত তত্ত্ব অবগত আছেন, সেই প্রজার স্বাস্থ্যহিতের জন্য প্রজাপতি দেবতা বিশেষ মনোযোগী হয়েন। ২৪

এই মধুকশা সূক্তের কএকটি মন্ত্র ও মন্ত্রাংশ পুনরুক্তাদি হেতুতে অত্র পরিত্যক্ত হইল।

বেদের ব্রাহ্মণগুলিতে মন্ত্রের অর্থ মীমাংসা, যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ বিবরণ ও আলোচনা, এবং নানা বিষয়ের উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট আছে। ফলতঃ যজ্ঞানুষ্ঠান যেমন বাড়িতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাদি ও ক্রিয়া কলাপ ও আলোচনা বিস্তীর্ণকলেবর হইতে লাগিল, এবং এইগুলি একত্রিত হইয়া "ব্রাহ্মণ" নাম ধারণ করিল।

ঋগ্বেদের দুইটী ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ। একটী শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, অপরটী ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ৩০টী অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং ইহাতে যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে নৈমিষারণ্যে সম্পাদিত প্রসিদ্ধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে, এবং ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের বারংবার উল্লেখ দেখা যায়; সুতরাং ঐ তিনটী বেদ ভিন্ন ভিন্ন বেদরূপে সে সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কৌষীতক এই ব্রাহ্মণের প্রধান উপদেষ্টা, এবং কৌষীতকীদিগের মধ্যে এই ব্রাহ্মণ প্রচলিত ও আদৃত ছিল।

ব্রাহ্মণের যে অংশ অরণ্যে পাঠ্য তাহাকে "আরণ্যক" কহে, এবং এই আরণ্যকগুলি অনেক সময়ে গভীর তত্ত্ব ও চিন্তাপূর্ণ। কৌষীতকী আরণ্যক বা শাঙ্খায়ন আরণ্যকের যে হস্তলিপি ইদানীং পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী অধ্যায় আছে, তাহার মধ্যে তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়কে কৌষীতকী উপনিষদ্ কহে। উপনিষদ্ অংশ সারগর্ভ এবং আত্মা ও পরলোক বিষয়ক আলোচনা

পূর্ণ; এরূপ পরমাত্মা সম্বন্ধীয় গভীর আলোচনা জগতে অন্য কোন প্রাচান জাতির সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না।

কৌষীতকী উপনিষদ্ চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে চিত্র গাঙ্গায়নি নামক ক্ষত্রিয়রাজ আরুণি উদ্দালক নামক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পরলোক কথা শিক্ষা দিতেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাপ্রাণ বা পরব্রহ্মের কথা, এবং পিতাপুত্রের সস্নেহ সম্বন্ধের বিবরণ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কাশীর রাজা দিবোদাসকে ইন্দ্র প্রাণ ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে কাশীর ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশত্রু বালাকি নামক ব্রাহ্মণকে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪০টী অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রায় সমস্তই সোম যজ্ঞ বিবরণে পূর্ণ। শেষের ১০টী অধ্যায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া অনেক পণ্ডিত বিবেচনা করেন, এবং এই অংশে অনেক উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান এই অংশে পাওয়া যায়। ইক্ষাকু-বংশীয় হরিশ্চন্দ্র রাজার সন্তান না হওয়ায় তিনি বরুণদেবের নিকট স্বীকৃত হইলেন, যে সন্তান হইলে বলি দিবেন। অবশেষে রোহিত নামে এক সন্তান হওয়ায় হরিশ্চন্দ্র তাহাকে বলি দিতে অনিচ্ছুক হইলেন, তৎপরে রাজার পীড়া হওয়াতে তিনি অজীগর্ত ঋষির পুত্র শুনঃ-শেপকে ক্রয় করিয়া তাঁহাকেই বলি দিতে মনন করিলেন। সে যজ্ঞে চারিজন প্রধান পুরোহিত, অর্থাৎ বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্যু, বসিষ্ঠ ব্রহ্মা, এবং অযস্য উদ্গাতা। কিন্তু শুনঃশেপ বরুণকে স্তুতি করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন, পরন্তু হরিশ্চন্দ্রের পীড়ারও আরোগ্য হইল। শুনঃশেপ তখন তাঁহার অর্থলুব্ধ পিতাকে ত্যাগ করিলেন, এবং বিশ্বামিত্র শুনঃশেপকে পুত্র বলিয়া বরণ করিলেন। পাঠকগণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের এই বৈদিক উপাখ্যানের সহিত তাঁহার পৌরাণিক উপাখ্যানটী তুলনা করিবেন।

শেষের তিনটী অধ্যায়ে কোন কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। তখন আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমায় বিদেহ প্রভৃতি জাতিদিগের সাম্রাজ্য, দক্ষিণে ভোজরাজ্য, পশ্চিমে নীচ্য ও অপাচ্যদিগের রাজ্য, এবং উত্তরে উত্তরকুরু ও উত্তরমান্দ্রদিগের রাজ্য, এবং মধ্যদেশে কুরুপঞ্চালদিগের রাজ্যের উল্লেখ আছে। এবং পরিক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়, মনুপুত্র শার্য্যাত, উগ্রসেন পুত্র যুধাংশ্রৌষ্টি, বিজবন পুত্র সুদাস্, দুষ্মন্ত পুত্র ভরত, প্রভৃতি অনেক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঐতরেয় আরণ্যকে ৫টী ভাগ আছে, এক একটীকে একটী আরণ্যক কহে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় আরণ্যকের ৪ হইতে ৬ অধ্যায়কে ঐতরেয় উপনিষদ্ কহে।

উপনিষদ্‌ভাগের এই তিনটী অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে জগতের সৃষ্টিকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবের জন্মকথা, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পরব্রহ্মের কথা আছে।

সামবেদীয় ব্রাহ্মণাদি।

সামবেদীয় তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ নামক ব্রাহ্মণই প্রসিদ্ধ, এবং তদ্ভিন্ন ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণও প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে * যে সামবেদীয় (কৌথুমী শাখার) ব্রাহ্মণ ৪০ ভাগে বিভক্ত; তাহার মধ্যে প্রথম ২৫ ভাগকে তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ কহে, তৎপর ৫ ভাগকে ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ কহে, তৎপর দুই ভাগকে মন্ত্র ব্রাহ্মণ কহে, এবং তৎপর ৮ ভাগকে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ কহে।

সোম যজ্ঞ বিবরণেই তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণ, এবং ইহাতেও কোন কোন ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাত্যস্তোমে

---

* সামশ্রমী মহাশয়ের মন্ত্রব্রাহ্মণের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা দেখ।

ব্রাত্যদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। নৈমিষারণ্যের যজ্ঞ ও কুরু-ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, এবং কোশলরাজ পর আত্মার এবং বিদেহরাজ নমী সাপ্যের কথা দৃষ্ট হয়।

ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে অনেক প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধান, এবং দুর্দ্দৈব, পীড়া, শস্যনাশ, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিপদ খণ্ডনোপযোগী অনুষ্ঠানের কথা আছে। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে যে সকল যজ্ঞের বিবরণ আছে সে সমস্ত শ্রৌত যজ্ঞ। তাহা ভিন্ন গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় গৃহ্য-ক্রিয়ার বিবরণ মন্ত্র ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণ দুই ভাগে বিভক্ত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

তাহার পরের ৮ ভাগ প্রসিদ্ধ ছান্দোগ্য উপনিষদ্। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বা প্রপাঠকে ওঁ শব্দ ও উদ্গীথ ও সাম প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা দৃষ্ট হয়। তৃতীয় প্রপাঠকে পরব্রহ্মের কথা আছে, এবং এই প্রপাঠকে আমরা দেবকীনন্দন কৃষ্ণের নাম পাই,—তিনি ঘোর আঙ্গিরসের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এইরূপ বিবরণ আছে। চতুর্থ প্রপাঠকে সত্যকাম জাবালের প্রসিদ্ধ কথা আছে,—সেই সত্যকাম বালক প্রকৃতির কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চম প্রপাঠকে শ্বেতকেতু আরুণেয় নামক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রবাহণ জৈবলি এবং অশ্বপতি কৈকেয় নামক ক্ষত্রিয় পণ্ডিতদিগের নিকট পরব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতেছেন, তাহার বিবরণ আছে। ষষ্ঠ প্রপাঠকে সেই শ্বেতকেতু আরুণেয় তাঁহার পিতা উদ্দালক আরুণির নিকট পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছেন। সপ্তম প্রপাঠকে শনৎকুমারের নিকট শাস্ত্রজ্ঞ নারদ মনোবিজ্ঞান বিষয়ে, অর্থাৎ নাম ও বাক্য মন ও সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, ও বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, তেজ, ও আকাশ, এবং স্মরণ, আশা, ও প্রাণ, ও পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতেছেন।

অষ্টম প্রপাঠকেও পরব্রহ্ম ও প্রজাপতি সম্বন্ধে অনেক গভীর আলোচনা দৃষ্ট হয়।

সামবেদের আর একখানি উপনিষদ্ কেনউপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ, এবং এটী তলবকারদিগের মধ্যেই জ্ঞাত ছিল বলিয়া ইহাকে তলবকার উপনিষদ্ বলে। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পরব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনা। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে সেই পরব্রহ্ম দেবদিগের নিকট আবির্ভূত হইলেন, দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, অবশেষ উমা হৈমবতী তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে "ইনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ"। ব্রহ্ম এবং দেবদিগের উপাখ্যানচ্ছলে এই কথাটী প্রকটিত হইতেছে যে বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃত শক্তি কেবল ঐশ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশমাত্র।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণাদি।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের সংহিতাতেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিজড়িত আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন এই বেদের পৃথক্ ব্রাহ্মণও আছে। এই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ তিনভাগে বিভক্ত, এবং ইহার প্রত্যেক ভাগ কয়েকটী প্রপাঠকে বিভক্ত।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক দশটী প্রপাঠকে বিভক্ত। তাহার মধ্যে সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রপাঠককে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলে। দশম প্রপাঠকটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ যে তিন প্রপাঠকে বা বল্লীতে বিভক্ত তাহার প্রথম বল্লীতে ওঁ শব্দ এবং ভূ, ভুবঃ, সুবঃ, শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা আছে, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে পবিত্র সদুপদেশ আছে। দ্বিতীয় বল্লী পরব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা। তৃতীয় বল্লীতে বরুণ তাঁহার পুত্রকে সেই পরব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

আর একটী অতি পবিত্র ও সারগর্ভ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্

আছে। কঠউপনিষদ্ ছয় বল্লীতে বিভক্ত, এবং এই উপনিষদে নচিকেতার প্রসিদ্ধ উপাখ্যান আছে। নচিকেতা মৃত্যুর মন্দিরে যাইয়া মৃত্যুর নিকট পরব্রহ্মের কথা শিক্ষা করিতেছেন, এবং সেই কথাচ্ছলে পরমাত্মা ও জীবাত্মা সম্বন্ধে পবিত্র কথা প্রকটিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর নামক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় আর একটী উপনিষদ্ আছে, কিন্তু এই উপনিষদে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা দেখা যায়। সুতরাং এ উপনিষদ্‌টী প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও দার্শনিকযুগে প্রকাশিত বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণাদি।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের সংহিতার মধ্যেই ঈশা নামক উপনিষদ্‌টী সন্নিবিষ্ট আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪টী কাণ্ডে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক কাণ্ড অনেকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। সর্ব্বশুদ্ধ ১০০টী অধ্যায় আছে, এবং সেই জন্য ইহার নাম শতপথ ব্রাহ্মণ।

চতুর্দ্দশ কাণ্ডের মধ্যে প্রথম নয়টীই অতি প্রাচীন। দশমটীকে অগ্নিরহস্য কহে এবং এই কাণ্ডে ও একাদশকাণ্ডে অগ্নি চয়ন সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। দ্বাদশ কাণ্ডটী প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক। ত্রয়োদশ কাণ্ডে অশ্বমেধ এবং নরমেধের কথা আছে, এবং এই কাণ্ডে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত, ভরতদিগের রাজা সাত্রাজিত এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দী কাশীরাজ ধৃতরাষ্ট্র, এবং পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয় ও তাঁহার তিন ভ্রাতা ভীমসেন, উগ্রসেন ও শ্রুতসেন প্রভৃতি ঐতিহাসিক নরপতিদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঠকগণ বৈদিক এই বিবরণের সহিত মহাভারতীয় বিবরণের তুলনা করিবেন।

চতুর্দ্দশ কাণ্ডকে আরণ্যক কহে। এবং এই আরণ্যকে শেষের ছয়টী অধ্যায়কে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ কহে। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি-

কর্ত্তা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গার্গ্য বালাকি নামক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ কাশীর নরপতি অজাতশত্রুর নিকট পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বিদেহদিগের নরপতি জনকরাজা একটী সভা করিয়াছেন, সেই সভায় কুরু ও পঞ্চাল ও অন্যান্য জাতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, এবং জনক রাজার পুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য তর্ক বিতর্কে সকল পণ্ডিতদিগের মধ্যে জয় লাভ করিয়া রাজদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। সভায় সমবেত পণ্ডিতদিগের মধ্যে গার্গী বাচক্নবী নাম্নী নারী একজন মাননীয়া পণ্ডিত, কিন্তু তিনিও যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট তর্কে পরাস্ত হইলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে জনকরাজা ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক দৃষ্ট হয়, এবং যাজ্ঞবল্ক্য আপন পত্নী মৈত্রেয়ীকে ও পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। পঞ্চম অধ্যায় ব্রহ্ম ও প্রজাপতি, বেদত্রয় ও গায়ত্রী সম্বন্ধে নানা কথায় পূর্ণ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক আরুণি নামক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রাজ প্রবাহণ জৈবলির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে সেই জ্ঞানদান করিয়া বলিলেন, "শুষ্ক কাষ্ঠকেও এই অমৃত কথা বলিলে তাহা হইতে শাখা ও পত্র নির্গত হয়"।

অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণাদি।

অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। ইহাতে ১১টী প্রপাঠক আছে, এবং শতপথ ব্রাহ্মণে যে সকল উপাখ্যান দৃষ্ট হয় তাহার অনেকগুলি ইহাতেও দৃষ্ট হয়।

অথর্ব্ববেদের উপনিষদ্ নামে যে গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ তাহা পণ্ডিতদিগের মতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের পুস্তক।* অন্য বেদের উপনিষদ্ প্রায়ই পরব্রহ্মের আলোচনায় পরিপূর্ণ অথর্ব্ব-

* মাননীয় সামশ্রমীমহাশয় ও এইমত সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেন।

বেদের উপনিষদ্ অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক তর্কে পরিপূর্ণ, এবং ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরাবতারের মাহাত্ম্য প্রকটিত করে। প্রবাদ আছে যে অথর্ব্ববেদের ৫২টী উপনিষদ্; কিন্তু এই ৫২টী ভিন্ন ও অনেকগুলি গ্রন্থ অথর্ব্বোপনিষদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সর্ব্বশুদ্ধ এই আধুনিক উপনিষদ্ গুলির সংখ্যা ২০০ বা ততোধিক হইবে।

অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে প্রাচীন ও পরব্রহ্ম কথাপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ কেবল তিন খানি আছে। মুণ্ডক উপনিষদ্ তিন বিভাগ বা মুণ্ডকে বিভক্ত। প্রশ্ন উপনিষদে পরমাত্মা সম্বন্ধে ছয়টী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর আছে। এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদে ছয়টীমাত্র পংক্তিতে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল তাহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে বেদচতুষ্টয়ের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকগুলিতে যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মাবলি বিবৃত হইয়াছে এবং উপনিষদ্ গুলিতে পরমাত্মার কথা প্রকটিত হইয়াছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গুলিকে কর্ম্মকাণ্ড ও উপনিষদ্ গুলিকে জ্ঞানকাণ্ড কহা যায়। কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে এ স্থানে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই, কেন না প্রাচীন যজ্ঞ সমুদায় এক্ষণে প্রায়ই বিলুপ্ত বা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ দর্শিত হইবে। কিন্তু জ্ঞান কাণ্ডে কিছুমাত্র রূপান্তর নাই, প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে যে পরমাত্মার কথা প্রকটিত হইয়াছে, এক্ষণও সেই পরমাত্মা বা পরব্রহ্মে বিশ্বাস হিন্দু ধর্ম্মের মূল ভিত্তি স্বরূপ। অতএব প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি বিশেষরূপে জানা সকল হিন্দুদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইবে যে দ্বাদশটী উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পণ্ডিত প্রবর শঙ্করাচার্য্য এই দ্বাদশটী উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার বেদান্ত সূত্রের টীকায় এই দ্বাদশটী উপনিষদের বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন সে দ্বাদশটী উপনিষদ্ এই, যথা ;—

ঋগ্বেদীয়	কৌষীতকী ঐতরেয়
সামবেদীয়	ছান্দোগ্য কেন
কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়	তৈত্তিরীয় কঠ শ্বেতাশ্বতর
শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়	বৃহদারণ্যক ঈশা
অথর্ব্ববেদীয়	প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য

আমরা এই দ্বাদশ উপনিষদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছয়টী অর্থাৎ কেন, কঠ, ঈশা, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য,—মূল ও অনুবাদ,—সম্পূর্ণ-রূপে এই ভাগে সন্নিবেশিত করিলাম। অপর ছয়টীর সারাংশ,—মূল ও অনুবাদ,—দেওয়া হইল।

ঋগ্বেদীয়া কৌষীতক্যুপনিষৎ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথ হ বৈ গার্গ্যো বালাকিরনূচানঃ সংস্পষ্ট আস সোঽবসদুশীনরেষু সংবসন্মৎস্যেষু কুরুপঞ্চালেষু কাশিবিদেহেম্বিতি স হাজাতশত্রুং কাশ্যমাব্রজ্যোবাচ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রং দদ্ম ইত্যেতস্যাং বাচি জনকো জনক ইতি বা উ জনা ধাবন্তীতি। ১।

আদিত্যে বৃহচ্চন্দ্রমস্যন্নং বিদ্যুতি সত্যং স্তনয়িত্নৌ শব্দো বায়াবিন্দ্রো বৈকুণ্ঠ আকাশে পূর্ণমগ্নৌ বিষাসহিরিত্যপ্সু তেজ ইত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মমাদর্শে প্রতিরূপশ্ছায়ায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রতিশ্রুৎকায়ামসুরিতি শব্দে মৃত্যুঃ স্বপ্নে যমঃ শরীরে প্রজাপতির্দক্ষিণেঽক্ষিণি বাচঃ সব্যেঽক্ষিণি সত্যস্য। ২।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদিত্যে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা বৃহৎপাণ্ডুরবাসা অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং

গার্গ্য বালাকি নামে এক প্রসিদ্ধ অনূচান বাস করিতেন। তিনি উশীনর জনপদে, মৎস্য জনপদে, কুরু ও পাঞ্চাল জনপদে এবং কাশী ও বিদেহ জনপদে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি কাশী-দেশাধিপতি অজাতশত্রুর নিকট গমন করিয়া বলিলেন, আমি তোমার নিকট পরব্রহ্মের কথা বিবরণ করিব। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, তোমার এই কথার জন্য তোমাকে সহস্র গো দান করিতেছি। আমি জানি জনক রাজাই ব্রহ্মবাদীদিগের জনক স্বরূপ, এই বলিয়া সকলে তাঁহারই নিকট চলিয়া যায়। ১।

[আদিত্যে ইতি। তৃতীয় হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত ষোড়শ খণ্ডে যাহা ব্যাখ্যাত হইবে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটী তাহারই সূচী স্বরূপ] ২।

বালাকি বলিলেন, আদিত্যে যে পুরুষ আছেন তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি*। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, এবিষয়ে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না†। আদিত্য শুক্লবেশধারী, অতিশয় স্থিত (অচল) সর্ব্বভূতের

---

* অর্থাৎ আদিত্য শরীরোপাধিবিশিষ্ট যে আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।

† অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে যাহা বলিতেছ, তাহা প্রতিবাদযোগ্য; এরূপ প্রতিবাদযোগ্য কথা আর বলিও না।

ভূতানাং মূৰ্দ্ধেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈ তমেবমুপাস্তেহতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা ভবতি। ৩।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ চন্দ্রমসি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশক্রুর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা অন্নস্যাত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তেহন্নস্যাত্মা ভবতি। ৪।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বিদ্যুতি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশক্রুর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ সত্যস্যাত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে সত্যস্যাত্মা ভবতি। ৫।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ স্তনয়িত্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশক্রুর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ শব্দস্যাত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে শব্দস্যাত্মা ভবতি। ৬।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আকাশে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশক্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ পূর্ণমপ্রবৃত্তি ব্রহ্মেতি বা

মূর্দ্ধাস্বরূপ; আমি ইহাকে এইমাত্র জানিয়া, উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে, সে সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ হয়। ৩।

বালাকি বলিলেন, চন্দ্রে যে পুরুষ আছেন তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। সোমকে অন্নের জীবন জানিয়াই আমি উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে, সে অন্নপতি হয়। ৪।

বালাকি বলিলেন, বিদ্যুতে যে পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। বিদ্যুৎ কে সত্যের (জলের) জীবন জানিয়াই আমি উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে সে সত্যাত্মা হয়। ৫।

বালাকি বলিলেন শব্দায়মান মেঘে যে পুরুষ আছেন তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। মেঘগর্জ্জনকে শব্দস্বরূপ জানিয়াই আমি উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে সে শব্দাত্মা হয়। ৬।

বালাকি বলিলেন, আকাশে যে পুরুষ আছেন তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। আকাশ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, ক্রিয়াশূন্য এবং সকল হইতে বৃহৎ*;

---

*"পূর্ণং পরিপূর্ণং, অপ্রবর্তি ক্রিয়া শূন্যং, ব্রহ্ম বৃহৎ সর্ব্বস্মাৎ অভ্যধিকং।" শঙ্করানন্দ।

অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিঃ সর্ব্বমায়ুরেতি। ৭।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বায়ৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে জিষ্ণুর্হ বা অপরাজয়িষ্ণুরন্যতস্ত্যজায়ী ভবতি। ৮।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষোঽগ্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হ বা অন্যেষু ভবতি। ৯।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষোঽপ্সু পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাস্তেজস আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে তেজস আত্মা ভবতীত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মম্। ১০।

আমি ইহাকে এইরূপ জানিয়াই উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে সে পুত্র গবাদিতে পূর্ণ হয় এবং পূর্ণায়ু হয়। ৭।

বালাকি বলিলেন, বায়ুতে যে পুরুষ আছেন তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। বায়ু ঐশ্বর্য্যবান্, অনিবার্য্য এবং অপরাজিত বীর্য্য*। আমি ইহাকে এইরূপ জানিয়াই উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে সে জয়শীল, অপরাজিত এবং সর্ব্বজয়ী হয়। ৮।

বালাকি বলিলেন, অগ্নিতে যে পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। অগ্নিকে দুঃসহ জানিয়াই আমি উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে, সে শত্রুর পক্ষে দুঃসহ হয়। ৯।

বালাকি বলিলেন, জলে যে পুরুষ আছেন তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। জলকে তেজের জীবন জানিয়া আমি উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে সে তেজঃ-পূর্ণ হয়।

দেবতাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইল; অতঃপর মানবাদি প্রাণীর সম্বন্ধে উক্ত হইতেছে। ১০।

---

* "ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্য সম্পন্নঃ, বৈকুণ্ঠঃ বিগতা কুণ্ঠা পরেণ নিবারণা যস্মাৎ স বিকুণ্ঠ এব বৈকুণ্ঠঃ, অপরাজিতা সেনা ন পরৈঃ পরাজিতা সেনা অপরাজিতা সেনা।" শঙ্করানন্দ।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদর্শে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপো হৈবাস্য প্রজায়ামাজায়তে নাপ্রতিরূপঃ ।১১।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ ছায়ায়াং পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে বিন্দতে দ্বিতীয়াৎ দ্বিতীয়বান্ হি ভবতি । ১২ ।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ প্রতিশ্রুৎকায়াং পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে ন পুরা কালাৎ সম্মোহমেতি । ১৩ ।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ শব্দে পুরুষস্তমে বাহমুপাস ইতি তং

বালাকি বলিলেন, দর্পণে যে প্রতিবিম্ব পুরুষ দৃষ্ট হয়েন, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। দর্পণস্থ ছায়াকে প্রতিরূপ জানিয়াই আমি উপাসনা করি। যেএই প্রকারে ইহার উপাসনা করে তাহার প্রতিরূপ পুত্র হয়, অপ্রতিরূপ পুত্র হয় না।১১।

বালাকি বলিলেন, ছায়াতে যে পুরুষাকার দেখা যায় তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। ছায়াকেঅপগমন শূন্য দ্বিতীয় জানিয়াই আমি উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে সে দ্বিতীয় শরীর হইতে দ্বিতীয় প্রতিকৃতি লাভ করিয়া দ্বিতীয়বান্ হয়, অর্থাৎ জায়ার গর্ভ হইতে পুত্র পাইয়া পুত্রবান্ বলিয়া প্রথিত হয়।।১২।

বালাকি বলিলেন, প্রতিধ্বনিতে যে পুরুষের বিদ্যমানতা প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধবলাইও না। প্রাণস্বরূপ জানিয়া প্রতিধ্বনিকে আমি উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে সে অসময়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না। ১৩।

বালাকি বলিলেন, শব্দে যে পুরুষ প্রতীয়মান হয়েন, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। নিষ্কারণশব্দোপলাভকে মৃত্যুস্বরূপ জানিয়াই আমি

---

* "দ্বিতীয়াৎ ভার্য্যাশরীরাৎ শঙ্করানন্দ।

হোবাচাজাতশক্রর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে ন পুরা কালাৎ প্রৈতীতি। ১৪।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈতৎপুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নয়া চরতি তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশক্রর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা যমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে সর্বং হাস্মা ইদং শ্রৈষ্ঠ্যায় যম্যতে। ১৫।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ শরীরে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশক্রর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ প্রজাপতিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্যশসে ব্রহ্মবর্চসেন সর্ব্বেণ লোকেন সর্বমায়ুরেতি। ১৬।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ দক্ষিণেঽক্ষিণি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশক্রর্মামৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা বাচ আত্মাগ্নেরাত্মা জ্যোতিষ আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্ত এতেষাং সর্বেষামাত্মা ভবতি। ১৭।

উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে, সে অসময়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না। ১৪।

বালাকি বলিলেন, লোকে সুপ্ত হইলে স্বপ্নে যে পুরুষ বিচরণ করে তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশক্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। স্বপ্নবিচারীকে আমি যমরাজ জানিয়াই উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে, এজন্য সমস্তই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের হয়। ১৫।

বালাকি বলিলেন, অস্মদাদির শরীরে যে পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। শরীরস্থ পুরুষকে প্রজাপতি (প্রজা উৎপাদন) জানিয়াই আমি উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে সে পুত্র গবাদিতে পূর্ণ হয়। ১৬।

বালাকি বলিলেন, দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। চক্ষু, বস্তু সমূহের নাম জানিবার কারণ, অগ্নি ও আলোর উপলব্ধির কারণ; আমি ইহাকে এইরূপ জানিয়াই উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে, সে এই সমস্তের জ্ঞান লাভ করে। ১৭।

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ সব্যেঽক্ষিণি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং :হাবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ সত্যস্যাত্মা বিদ্যুত আত্মা তেজস আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্ত এতেষাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতি। ১৮।

তত উ হ বালাকিস্তূষ্ণীমাস তং হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নু বালাকা ইত্যেতাবদিতি হোবাচ বালাকিস্তং হোবাচাজাতশত্রুমৃষা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠা ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈ তৎকর্ম স বৈ বেদিতব্য ইতি তত উ হ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম উপায়ানীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তন্মন্যে যৎ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণমুপনয়েতৈহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি তং হ পাণাবভিপদ্য প্রবব্রাজ তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুস্তং হাজাতশত্রুরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে বৃহৎপাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্নিতি স উ হ শিশ্য এব তত উ হৈনং যষ্ট্যাবিচিক্ষেপ স তত এব

বালাকি বলিলেন, বাম চক্ষুতে যে পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না, ইহাতে আমাকে বিরুদ্ধ বলাইও না। চক্ষু, প্রকৃত পদার্থ ও বিদ্যুৎ ও তেজ উপলব্ধি করিবার কারণ, আমি ইহাকে এইরূপ জানিয়াই উপাসনা করি। যে এই প্রকারে ইহার উপাসনা করে, সে এই সমস্তের জ্ঞান লাভ করে। ১৮।

তৎপরে বালাকি মৌন হইয়া রহিলেন। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, হে বালাকি! তোমার জ্ঞান এই পর্য্যন্ত? বালাকি বলিলেন, এই পর্য্যন্ত। অজাত শত্রু বলিলেন, তবে 'তোমার নিকটে পরব্রহ্মের কথা বিবরণ করিব' বলিয়া বৃথাই আমাকে কতকগুলি বিরুদ্ধ বলাইলে! হে বালাকি!

যিনি এই সূর্য্য চন্দ্রাদির সৃষ্টি কর্ত্তা, এই সূর্য্য চন্দ্রাদি যাঁহার দ্বারা সৃষ্ট, তাঁহাকেই জানা আবশ্যক।

তৎপর বালাকি সমিৎ কাষ্ঠ হস্তে লইয়া রাজার নিকট আসিয়া কহিলেন, আমি শিষ্যের ন্যায় আপনার নিকট আসিয়াছি। অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে দীক্ষিত করিবেন, এটী আমি বিপরীত মনে করি। আইস, তোমাকে বিনা দীক্ষায় এবিষয়টী বুঝাইয়া দিতেছি। বালাকির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রাজা তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন, এবং তাঁহারা উভয়েই একটী সুপ্ত লোকের নিকট উপস্থিত হইলেন। অজাতশত্রু সেই সুপ্ত ব্যক্তিকে এই বলিয়া ডাকিলেন,—ওহে বিশুদ্ধ বেশধারী সোমাত্মক মহাপ্রাণ! সুপ্ত ব্যক্তি তথাপি নিদ্রা যাইতে লাগিল। তৎপর রাজা

সমূৱস্থৌ তং হোবাচাজাতশত্রুঃ কৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট কৈতদভূৎ কুত এতদাগাদিতি তত উ হ বালাকির্ন বিজজ্ঞে।

তং হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট যত্রৈতদভূদ্যত এতদাগাদিতি হিতা নাম পুরুষস্য নাড্যো হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতন্বন্তি তদ্যথা সহস্রধা কেশো বিপাটিতস্তাবদণ্ব্যঃ পিঙ্গলস্যাণিম্না তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য কৃষ্ণস্য পীতস্য লোহিতস্য চ তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি। ১৯।

[অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদেনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বি

তাহাকে যষ্টি দ্বারা তাড়না করিলেন, এবং সুপ্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিল। তখন অজাতশত্রু কহিলেন হে বালাকি! এই পুরুষ কোন স্থানে শয়ান ছিল? ইহার চৈতন্যই বা কোথায় ছিল এবং কোথা হইতে আসিল? বালাকি একথা জানিতেন না। ১৯।

অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, হে বালাকি! যেখানে চেতন পুরুষ শয়ান ছিল, যেখানে ইহার চৈতন্য ছিল, যথা হইতে আসিল তাহা বলিতেছি। হিতা নামক হৃদয়ের শিরাগুলি হৃদয় হইতে চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। সহস্রধা বিপাটিত কেশের ন্যায় সে শিরাগুলি অতি সূক্ষ্ম, এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে অর্থাৎ পিঙ্গল, শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত, লোহিত বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসে পূর্ণ থাকে। স্বপ্ন-শূন্যনিদ্রা কালে চেতন পুরুষ তথায় অবস্থান করে। সে সময়ে প্রাণ সমূহের (বাগিন্দ্রিয়াদির) চেতনভাবও তৎসহ একীভাব ধারণ করে,—নাম সমূহের সহিত বাগিন্দ্রিয় তথায় গিয়া মিলিত হয়, সমস্ত রূপের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ও তথায় যায়, সমস্ত শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ও তথায় মিশিয়া যায় এবং সর্বেন্দ্রিয়রাজ মন ও সর্ববিধ ধ্যানের সহিত সেই স্থলে চলিয়া যায়*। চেতন পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেই আত্মা হইতে বাগিন্দ্রিয়াদি প্রাণচেষ্টা সমূহ নিজ নিজ

---

* হিন্দু দার্শনিকদিগের মতে ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি,—এ কয়েকটির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তু গ্রহণ করে, মন সেই জ্ঞান উপলব্ধি করে, অহঙ্কার সেই জ্ঞান "আমার" বলিয়া বোধ করে, এবং বুদ্ধি সেই জ্ঞান আত্মার জন্য সঞ্চিত করে। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই কার্য্য গুলি এইরূপে বর্ণনা করেন,—The *Senses* receive sensations, *Perception* makes them actual perceptions, *Consciousness* individualizes them as "mine," the *Intellect* turns them into concepts for the *Soul*.

প্রত্তিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরমাত্মানমনুপ্রবিষ্ট আলো-মভ্য আনখেভ্যস্তদ্যথা ক্ষুরঃক্ষুরধানেঽবোপাহিতো বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায় এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরমাত্মানমনুপ্রবিষ্ট আলোমভ্য আনখেভ্যস্তমেতমাত্মানমেত আত্মানোঽন্ববস্যন্তে যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বাস্তদ্যথা শ্রেষ্ঠীস্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্ত এবমেবৈত আত্মান এতমাত্মানং ভুঞ্জন্তি স যাবদ্ধ বা ইন্দ্র এতমাত্মানং ন বিজজ্ঞে তাবদেনমসুরা অভিবভূবুঃ স যদা বিজজ্ঞেঽথ হত্বাসুরান্ বিজিত্য সর্ব্বেষাঞ্চ দেবানাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যৈত্তথো এবৈবং বিদ্বান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ য এবং বেদ। ২০।

আয়তন ক্রমে নির্গত হয়; সেই প্রাণচেষ্টাসমূহ হইতেই দেবসমূহ, এবং দেবসমূহ হইতেই লোকসমূহ নিষ্পন্ন হয়। ক্ষুর যেরূপ ক্ষুরাধারে নিহিত থাকে, অগ্নি যেরূপ অরণি কাষ্ঠে নিহিত থাকে, প্রজ্ঞাত্মা প্রাণও সেইরূপ শরীরে, লোম এবং নখ পর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে; ধনবান্ শ্রেষ্ঠীকে যেরূপ জ্ঞাতিবর্গ অনুসারণ করে, সেইরূপ প্রাণচেষ্টাসমূহ এবং আত্মাকে অনুসরণ করে। ধনবান্ শ্রেষ্ঠী ও যেরূপ জ্ঞাতিবর্গের সহিত আহারাদি করে, তাহার জ্ঞাতিবর্গও যেরূপ তাহার সহিত আহারাদি করে, সেই রূপই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণচেষ্টা-সমূহের সহিত অবস্থিতি করে, প্রাণচেষ্টাসমূহ ও আত্মার সহিত অবস্থিতি করে। এ আত্মাকে না জানিয়াই ইন্দ্র ও অসুরগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিলেন, পরে সেই আত্মাকে জানিয়াই অসুরগণকে নিহত ও পরাজিত করিয়া সকল দেব ও সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন ও সাম্রাজ্য ও আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি এই জ্ঞানলাভ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া, সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, সাম্রাজ্য ও আধিপত্য লাভ করেন। ২০।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষৎ।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা। যেন বা রূপং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ১ ॥

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কাম বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যে-বৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২ ॥

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতীংষীতেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব। বীজানী-তরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ

আমরা "আত্মা' বলিয়া কাহার উপাসনা করি—আমাদের শরীরে দ্বিবিধ পদার্থ দেখি, এক চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়; অপর অন্তঃকরণ; এই দ্বিবিধ বস্তুর মধ্যে কোন্‌টী 'আত্মা'?

যাহাদ্বারা রূপ দেখা যায়, যাহাদ্বারা শব্দ শুনা যায়, যাহাদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করা যায়, যাহাদ্বারা বাক্য উচ্চারণ করা যায়, যাহা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু জানা যায় সেই সেই বহিরিন্দ্রিয় চক্ষুরাদিই কি আত্মা? ॥ ১॥

অপর, এই যে হৃদয়, এই যে মন—এই অন্তঃকরণদ্বয়ের বৃত্তিগুলি যথা,—সংজ্ঞা, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, দৃষ্টি, দৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, অসু, কাম ও বশ প্রভৃতি—এই হৃদয়াদি অন্তঃকরণই কি আত্মা?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে,—এ সকলই এক প্রজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র ॥ ২ ॥

এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমস্ত দেবতা; এই পঞ্চ ভূত,—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতিঃ সমূহ এবং তত্তৎসূক্ষ্মাংশ সকল; বীজ ও ইতর প্রাণী সমূহ, পক্ষী-আদি অণ্ডজ, মনুষ্য-আদি জরায়ুজ, যূক-আদি স্বেদজ, বৃক্ষ-আদি উদ্ভিজ্জ; অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চলিয়া যায়, বা উড়িয়া যায়, বা স্থাবর প্রজ্ঞানই এ সমস্তের নেতা, প্রজ্ঞানেই এ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রজ্ঞানই বিশ্ব

পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৪ ॥

জগতের নেতা, এবং প্রজ্ঞানেই বিশ্ব-জগৎ অবস্থিত। অতএব কি বহিরিন্দ্রিয়ে কি অন্তরিন্দ্রিয়ে, কি তত্তদ্বৃত্তিসমূহে, কি সমস্ত পদার্থে, সর্ব্বত্র সমভাবে দেদীপ্যমান, সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

সেই বামদেব ঋষি. এই প্রজ্ঞানস্বরূপ হইয়া এ লোক অতিক্রম পূর্ব্বক ঐ স্বর্গ লোকে সকল কামনার পরিপূর্ণতা বুঝিয়া অমর হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত ॥ ১ ॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥ ২ ॥

এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বৈষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষা-জ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাকানাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥ ৪ ॥

এ জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম; বিশ্বজগৎই ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মেতেই বিলীন হইবে ও ব্রহ্মতেই অবস্থিত রহিয়াছে। সংযত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। পুরুষ কর্ম্মময়; ইহলোকে পুরুষ যেরূপ কর্ম্ম করে পরলোকে সেইরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ১।

সেই ব্রহ্ম মনোময়, এবং প্রজ্ঞাই তাহার শরীর। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প ও আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম রূপাদিহীন, ও সর্ব্বগত। তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, এবং সর্ব্বরস। এই সমস্ত জগৎ তাঁহাতে অভিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং তাঁহার বাগিন্দ্রিয়াদি প্রয়োজনীয় নহে, তিনি নিস্পৃহ ॥ ২ ॥

এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। ইনি ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক বা শ্যামাক-তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এই আত্মা আমার হৃদয়-মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন; ইনি পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, অন্তরীক্ষ অপেক্ষা বৃহৎ, স্বর্গ অপেক্ষা বৃহৎ, এই সমুদিত লোকত্রয় অপেক্ষাও বৃহৎ॥৩॥

সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বজগতের অভিব্যাপক, বাগিন্দ্রিয়াদিশূন্য ও নিস্পৃহ এই আত্মা, আমার হৃদয়ে সতত বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি আরব্ধ কর্ম্মফল ভোগান্তে এই বাসনাবদ্ধ শরীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্রহ্মে মিলিত হইব। হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে অবশ্যতাহাই হইবে, কোনও সন্দেহ নাই। শাণ্ডিল্য এই কথা বলিয়াছেন, শাণ্ডিল্য এই কথা বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি দিশো হ্যস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্ ॥ ১ ॥

তস্য প্রাচী দিগ্‌জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্ব্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্ ॥ ২ ॥

অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা স্বঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ॥ ৩ ॥

স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ তমেব তৎ প্রাপৎসি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম সর্ব্বাধার কোষস্বরূপ।

ব্রহ্ম, একটী কোষস্বরূপ; অন্তরীক্ষ তাহার উদর (মধ্যভাগ) এবং ভূমি তাহার মূল (নিম্নভাগ)। এই ব্রহ্মকোষ কখনও জীর্ণ হয় না। দিক্‌সমূহ তাহার এক একটী কোণ স্বরূপ এবং দ্যুবিভাগ তাহার উপরিতন গুহা। এই কোষ, কর্ম্মফলরূপ রত্নের আধার এ বিশ্ব জগৎ ইহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১ ॥

এই ব্রহ্ম কোষের পূর্ব্ব বিভাগের নাম 'জুহূ', দক্ষিণ বিভাগের নাম 'সহমানা', পশ্চিম বিভাগের নাম 'রাজ্ঞী' ও উত্তর বিভাগের নাম 'সুভূতা'। বায়ু ঐ দিক্ সকলের বৎসস্বরূপ; যিনি এই বায়ুকে দিক্ সকলের বৎস বলিয়া জানেন, তাঁহাকে পুত্র-বিয়োগের জন্য রোদন করিতে হয় না। আমি বায়ুকে দিক্‌সকলের বৎস বলিয়া জানি আমাকেও পুত্রবিয়োগে রোদন করিতে হইবে না ॥ ২ ॥

আমি অমুক অমুক পুত্রসহ অবিনাশী ব্রহ্ম কোষের শরণাপন্ন হইতেছি, অমুক অমুক পুত্রসহ প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি, অমুক অমুক পুত্রসহ ভূর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি, অমুক অমুক পুত্রসহ ভুবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি, অমুক অমুক পুত্রসহ স্বর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৩ ॥

আমি যে বলিলাম, প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি, ইহাতেই সর্ব্বভূতের শরণাগত হইতেছি, ইহাই বলা হইয়াছে। কারণ প্রাণই এই সর্ব্বভূতাত্মক জগৎ স্বরূপ ॥ ৪ ॥

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত ॥ ১ ॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥ ২ ॥

এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বৈষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥ ৪ ॥

এ জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম; বিশ্বজগৎই ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মেতেই বিলীন হইবে ও ব্রহ্মতেই অবস্থিত রহিয়াছে। সংযত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। পুরুষ কর্ম্মময়; ইহলোকে পুরুষ যেরূপ কর্ম্ম করে পরলোকে সেইরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ১।

সেই ব্রহ্ম মনোময়, এবং প্রজ্ঞাই তাঁহার শরীর। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প ও আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম রূপাদিহীন, ও সর্ব্বগত। তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, এবং সর্ব্বরস। এই সমস্ত জগৎ তাঁহাতে অভিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং তাঁহার বাগিন্দ্রিয়াদি প্রয়োজনীয় নহে, তিনি নিস্পৃহ ॥ ২ ॥

এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। ইনি ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক বা শ্যামাক-তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এই আত্মা আমার হৃদয়-মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন; ইনি পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, অন্তরীক্ষ অপেক্ষা বৃহৎ, স্বর্গ অপেক্ষা বৃহৎ, এই সমুদিত লোকত্রয় অপেক্ষাও বৃহৎ॥৩॥

সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বজগতের অভিব্যাপক, বাগিন্দ্রিয়াদিশূন্য ও নিস্পৃহ এই আত্মা, আমার হৃদয়ে সতত বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি আরব্ধ কর্ম্মফল ভোগান্তে এই বাসনাবদ্ধ শরীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্রহ্মে মিলিত হইব। হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে অবশ্যতাহাই হইবে, কোনও সন্দেহ নাই। শাণ্ডিল্য এই কথা বলিয়াছেন, শাণ্ডিল্য এই কথা বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

চতুর্থ প্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি দিশো হ্যস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্॥ ১॥

তস্য প্রাচী দিগ্‌জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্ব্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্॥ ২॥

অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা স্বঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা॥ ৩॥

স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ তমেব তৎ প্রাপৎসি॥ ৪॥

ব্রহ্ম সর্ব্বাধার কোষস্বরূপ।

ব্রহ্ম, একটী কোষস্বরূপ; অন্তরীক্ষ তাহার উদর (মধ্যভাগ) এবং ভূমি তাহার মূল (নিম্নভাগ)। এই ব্রহ্মকোষ কখনও জীর্ণ হয় না। দিক্‌সমূহ তাহার এক একটী কোণ স্বরূপ এবং দ্যুবিভাগ তাহার উপরিতন গুহা। এই কোষ, কর্ম্মফলরূপ রত্নের আধার এ বিশ্ব জগৎ ইহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে॥ ১॥

এই ব্রহ্ম কোষের পূর্ব্ব বিভাগের নাম 'জুহূ', দক্ষিণ বিভাগের নাম 'সহমানা', পশ্চিম বিভাগের নাম 'রাজ্ঞী' ও উত্তর বিভাগের নাম 'সুভূতা'। বায়ু ঐ দিক্ সকলের বৎসস্বরূপ; যিনি এই বায়ুকে দিক্ সকলের বৎস বলিয়া জানেন, তাঁহাকে পুত্র-বিয়োগের জন্য রোদন করিতে হয় না। আমি বায়ুকে দিক্‌সকলের বৎস বলিয়া জানি আমাকেও পুত্রবিয়োগে রোদন করিতে হইবে না॥ ২॥

আমি অমুক অমুক পুত্রসহ অবিনাশী ব্রহ্ম কোষের শরণাপন্ন হইতেছি, অমুক অমুক পুত্রসহ প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি, অমুক অমুক পুত্রসহ ভূর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি, অমুক অমুক পুত্রসহ ভুবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি, অমুক অমুক পুত্রসহ স্বর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি॥ ৩॥

আমি যে বলিলাম, প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি, ইহাতেই সর্ব্বভূতের শরণাগত হইতেছি, ইহাই বলা হইয়াছে। কারণ প্রাণই এই সর্ব্বভূতাত্মক জগৎ স্বরূপ॥ ৪॥

অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্য ইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেঽন্তরিক্ষং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৫ ॥

অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্য ইত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৬ ॥

অথ যদবোচং স্বঃ প্রপদ্য ইত্যৃগ্বেদং প্রপদ্যে যজুর্ব্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্ ॥ ৭ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি ॥ ১ ॥

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃ-

---

আর যে বলিলাম, ভূর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি, তাহাতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই ত্রিলোকেরই শরণাগত হইতেছি, ইহাই বলা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

আর যে বলিলাম, ভুবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি', তাহাতে অগ্নির শরণাগত হইতেছি, বায়ুর শরণাগত হইতেছি, আদিত্যের শরণাগত হইতেছি, ইহাই বলা হইয়াছে ॥ ৬ ॥

আর যে বলিলাম, স্বর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি তাহাতে 'ঋগ্বেদের শরণাগত হইতেছি, যজুর্ব্বেদের শরণাগত হইতেছি, সামবেদের শরণাগত হইতেছি ইহাই বলা হইয়াছে,—ইহাই বলা হইয়াছে * ॥ ৭ ॥

পুরুষের শরীরই যজ্ঞস্বরূপ।

প্রত্যেক পুরুষই যজ্ঞসম্পাদক এবং প্রতি শরীরই যজ্ঞস্বরূপ। তাঁহার যে চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ আয়ুঃকাল, তাহাই যজ্ঞীয় প্রাতঃসবন। প্রাতঃসবনের মন্ত্রগুলি অধিকাংশ গায়ত্রীচ্ছন্দের; গায়ত্রীচ্ছন্দটী চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক। এবং বসুগণ প্রাতঃসবনের প্রধান দেবতা। পুরুষরূপ যজ্ঞে শরীরস্থ প্রাণ সমূহকে বসুগণ বলা যায়। কারণ প্রাণসমূহই সকলকে বাস করায় ॥ ১ ॥

যদি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ অতীত হইবার পূর্ব্বে কোনও ব্যাধি উপস্থিত হয়, তখন পুরুষ বলিবেন, হে প্রাণরূপ বসুগণ! ইহা আমার দেহরূপ যজ্ঞের প্রাতঃ

---

* অর্থাৎ সর্ব্বভূত, সর্ব্বলোক, অগ্নি বায়ু আদি সর্ব্ব ঐশ শক্তি ও বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র, সেই মহাকোষেরই অন্তর্গত।

সবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ২ ॥

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্ব্বং রোদয়ন্তি ॥ ৩ ॥

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূযাৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণাণাং রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ৪ ॥

অথ যান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতং

সবন, তোমরা আমাকে মাধ্যন্দিন সবনের উপযোগী পরমায়ু দান কর। যজ্ঞে অবস্থিত সুতরাং যজ্ঞরূপ, আমি প্রাণ বসুগণের উপাসনা সময়ের মধ্যেই যেন এ শরীর হইতে অদর্শন না হই। এইরূপ ধ্যান করিলেই পুরুষ সে সময়ে ব্যাধিশূন্য হয় ॥ ২ ॥

ইহার পরে যে চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষ আয়ুঃকাল, তাহাই মাধ্যন্দিন সবন। মাধ্যন্দিন সবনের অধিকাংশ মন্ত্রই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের এবং ত্রিষ্টুপ্ ছন্দটি চতুশ্চত্বারিংশৎ অক্ষরাত্মক। রুদ্রগণই মাধ্যন্দিন সবনের প্রধান দেবতা। প্রাণ সমূহকে রুদ্রগণও বলা যায়; যেহেতু প্রাণসমূহই সকলকে রোদন করায় ॥ ৩ ॥

যদি এই বয়সে কোন ব্যাধি উপস্থিত হয়, তখন পুরুষ বলিবেন, হে প্রাণরূপ রুদ্রগণ! ইহা আমার দেহরূপ যজ্ঞের মাধ্যন্দিন সবন; তোমরা আমাকে তৃতীয় সবনের উপযোগী পরমায়ু দান কর। আমি যজ্ঞে অবস্থিত সুতরাং যজ্ঞরূপ প্রাণরূপ রুদ্রগণের উপাসনার সময়ের মধ্যেই যেন এ শরীর হইতে অদর্শন না হই! এইরূপ ধ্যান করিলেই পুরুষ সে সময়ে ব্যাধিশূন্য হয় ॥ ৪ ॥

ইহার পরে যে অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ আয়ুঃকাল, তাহাই তৃতীয় সবন। তৃতীয় সবনের অধিকাংশ মন্ত্রই জগতী ছন্দের এবং জগতী ছন্দটি অষ্টচত্বারিংশৎ অক্ষরাত্মক। আদিত্যগণই তৃতীয় সবনের প্রধান দেবতা। প্রাণ

তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বমা-দদতে ॥ ৫ ॥

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬ ॥

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি স হ ষোড়শং বর্ষশত মজীবৎ প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ ॥ ৭ ॥

তৃতীয় প্রপাঠকে সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ।

স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষা ॥ ১ ॥

সমূহকে আদিত্যগণও বলা যায়; যেহেতু প্রাণ সমূহই এই সমস্ত আদান করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥*

যদি এই বয়সে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তখন পুরুষ বলিবেন, হে প্রাণরূপ, আদিত্যগণ! ইহা আমার দেহরূপ যজ্ঞের তৃতীয় সবন, তোমরা আমাকে তৃতীয় সবন সমাপনের উপযোগী পরমায়ু দান কর। আমি যজ্ঞে অবস্থিত সুতরাং যজ্ঞরূপ প্রাণরূপ আদিত্যগণের উপাসনা সময়ের মধ্যেই যেন এ শরীর হইতে লয় না হই! এরূপ ধ্যান করিলেই পুরুষ সে সময়ও ব্যাধিশূন্য হয় ॥ ৬ ॥

বিদ্বান্ মহিদাস ঐতরেয়, রোগকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি কেন আমাকে উপতাপিত করিতেছ, আমি কখনই রোগে মরিব না"। তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাসে ষোড়ষাধিক শতবর্ষ জীবিত ছিলেন। যে ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস, তিনিও ষোড়শাধিক শতবর্ষ জীবিত থাকেন ॥ ৭ ॥

আঙ্গিরস ঘোর এবং দেবকী নন্দন কৃষ্ণ।

এই পুরুষ, যৎকালে ক্ষুধাতুর হয়েন, যৎকালে পিপাসাতুর হয়েন এবং

---

* ১১৬ বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ জীবনকে যজ্ঞের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রথম ২৪ বৎসর, গায়ত্রী ছন্দে সম্পাদ্য প্রাতঃসবন কেন না গায়ত্রীতে, ২৪ অক্ষর। তৎপর ৪৪ বৎসর ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে সম্পাদ্য মাধ্যন্দিন সবন, কেন না ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে ৪৪ অক্ষর। তৎপর ৪৮ বৎসর, জগতীছন্দে সম্পাদ্য তৃতীয় সবন, কেন না জগতীতে ৪৮ অক্ষর।

অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্রমতে তদুপসদৈরেতি ॥ ২ ॥

অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি ॥ ৩ ॥

অথ যত্তপো দানমার্জ্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ ॥ ৪ ॥

তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্য তন্মরণমেবাবভৃথঃ ॥৫॥

তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণ সংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ ॥ ৬ ॥

যখন কোন বিষয়ে তৃপ্তি লাভ করেন না, সেই সেই অবস্থাকেই এ যজ্ঞের দীক্ষা বলিয়া জানিতে হয়; যেহেতু যজ্ঞ-দীক্ষার অব্যবহিত প্রাক্কালে ঐ ঐ রূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে ॥ ১ ॥

এবং যখন তিনি ভোজন করেন, এবং যখন পান করেন, যখন পরিতৃপ্ত হয়েন, সেই সেই সময়কে যজ্ঞীয় উপসদ* কালের সহিত সমান জানিতে হয়; যেহেতু উপসদ দিবসসমূহেও ঐ ঐ রূপ ঘটিয়া থাকে ॥ ২ ॥

এবং যখন তিনি ভক্ষণাদি ও হাস্যবিলাস করেন, সেই সেই সময়কে স্তুতশস্ত্রের† তুল্য জানিতে হয়; যেহেতু সে সে সময়েও ঐ ঐ রূপ আনন্দ হইয়া থাকে ॥৩॥

এবং তদীয় তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যবচনই এতাদৃশ যজ্ঞের দক্ষিণা অর্থাৎ যজ্ঞের পূরণকারী ॥ ৪ ॥

পুরুষ, প্রসূত হইবার পূর্ব্বে তাহার মাতাকে লোকে বলে, 'সোষ্যতি' (প্রসব করিবে) এবং প্রসূত হইলে পরে বলে 'অসোষ্ট' (প্রসব করিয়াছে); এতদ্দ্বারাও যজ্ঞ ও পুরুষের তুল্যতা প্রতীত হয়‡। এতদুভয়েরই পুনর্জ্জন্ম ও মৃত্যু আছে। মৃত্যুই অবভৃথ (যজ্ঞান্ত স্নান) ॥ ৫ ॥

আঙ্গিরস গোত্র সম্ভূত, ঘোর নামক আচার্য্য, দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই পুরুষ যজ্ঞের উপদেশ করিয়া অনন্তর বলিয়াছিলেন—'অন্তকালে এই ভাবত্রয়ে আপনাকে প্রতিপন্ন করিবে—হে প্রাণ! অক্ষতমসি (তুমি অক্ষত অর্থাৎ মৃত্যুতে তোমার ক্ষয় হয় না)। অচ্যুতমসি (তুমি অচ্যুত অর্থাৎ কোন কালেই তুমি ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত নহ)। সংশিতমসি (তুমি অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ এ শরীর তুমি নহ)। কৃষ্ণ, এইরূপ উপদেশ লাভ করিয়া সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ে এই দুইটী ঋক্‌ও আছে ॥ ৬ ॥

---

* যজ্ঞীয় যে যে দিবসে অল্প ভোজন করা হয়, সেই সেই দিবসকে 'উপসদ' কহে।

† যজ্ঞে উচ্চারিত মন্ত্রকে শস্ত্র বলে। ঐ শস্ত্র দ্বারা যে সোম, স্তুত হয়, তাহাকে ও সেই সময়কে স্তুতশস্ত্র কহে।

‡ সোম যজ্ঞেও বলা হয়, সোম "সোষ্যতি" (অভিষব করিবে) এবং সোম অভিষুত

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ। উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্ব পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠ-প্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো! বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ॥ ১ ॥

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় ॥ ২ ॥

তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি॥৩॥

যথা।—১ম, "মৃত্যুর পরেই পুরাণ পুরুষের ইত্যাদি"। ২য়, "আমরা সেই পুরাণ পুরুষের তমোনাশক জ্যোতিঃ দর্শন করিতেছি। উহা আমাদের হৃদয়ে সতত অবস্থিত রহিয়াছে। দেবগণের মধ্যে দীপ্তিবিশিষ্ট সূর্য্যদেবে অবস্থিত ঐ জ্যোতি দর্শন করিতেছি। আমরা উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছি;—উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছি" ॥ ৭ ॥

শ্বেতকেতুর কথা।

অরুণের পৌত্র শ্বেতকেতু নামে এক বালক ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, হে শ্বেতকেতু! ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক শিক্ষা লাভ কর। হে সৌম্য! আমাদের কুলে জন্মিয়া বেদাধ্যয়ন না করিয়া "ব্রহ্মবন্ধু" প্রায় অদ্য পর্য্যন্ত কেহই হএন নাই। ১।

অনন্তর সেই মহামনা, শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যথাবিধি আচার্য্য গৃহে বাস পূর্ব্বক বেদ সমূহ পাঠ করিয়া বেদবিদ্যাভিমানী ও গম্ভীরস্বভাব হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, হে সৌম্য শ্বেতকেতু! দেখিতেছি, মহামনা তুমি বেদবিদ্যাভিমানী হইয়া গম্ভীরস্বভাব হইয়াছ; যে আদেশের উপদেশ দ্বারা অশ্রুতকে শুনা যায়, মনের অতীতকে মনে করা যায়, অবিজ্ঞাতকে জানা যায়—তাদৃশ আদেশের (বৈদিক অংশবিশেষের) উপদেশ পাইবার জন্যও কি তুমি কখন আচার্য্যের নিকট কোন প্রশ্ন করিয়াছিলে?

শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্! সে উপদেশ কি প্রকার? ২,৩।

হইলে পরে বলা হয় 'অসোষ্ট' (অভিষব করা হইয়াছে)। 'সূ' ধাতুর, প্রাণীর গর্ভ হইতে প্রকাশ অর্থও আছে এবং অভিষব অর্থও আছে সুতরাং এক 'সোষ্যতি' ও 'অসোষ্ট' পদের উভয়তঃ উভয়বিধ অর্থ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥ ৪ ॥

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ॥ ৫ ॥

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি ॥ ৬ ॥

ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেবমেতদ্ ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠ-প্রপাঠকে নবমঃ খণ্ডঃ।

যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যযানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি ॥ ১ ॥

পিতা, তখন সেই আদেশোপদেশ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন, হে সোম্য! যেরূপ এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইতেই সকল মৃণ্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়,—কেবল বিকৃতিজন্য আকৃতিভেদে প্রয়োজক-বাক্যের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়,—মূল বস্তুটি সর্ব্বত্র মৃত্তিকারূপ একই। ৪।

হে সোম্য! যেরূপ এক সুবর্ণপিণ্ডের জ্ঞান হইতেই সকল সুবর্ণময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়,—কেবল বিকৃতিজন্য আকৃতিভেদে, প্রয়োজক-বাক্যের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়,—মূল বস্তুটী সর্ব্বত্র সুবর্ণরূপ একই। ৫।

হে সোম্য! যেরূপ এক নখনিকৃন্তনের (নরুণের) অর্থাৎ এক কৃষ্ণলৌহখণ্ডের জ্ঞান হইতেই সকল কার্ষ্ণ-লৌহ-পদার্থ বিজ্ঞাত হয়,—কেবল বিকৃতিজন্য আকৃতিভেদে প্রয়োজক-বাক্যের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়,—মূল বস্তুটী সর্ব্বত্র কার্ষ্ণ-লৌহরূপ একই।

হে সোম্য! সে আদেশের উপদেশ এইরূপ। ৬।

পুত্র বলিলেন, ভগবান্ আচার্য্য এ বিদ্যা জানিতেন না; যদি তিনি ইহা জানিতেন, তাহা হইলে আমাকে কেনই বা না জানাইতেন? হে ভগবন্! আপনিই আমাকে এ শিক্ষা দান করুন।

পিতা উত্তর করিলেন,—হে সোম্য! তথাস্তু (তাহাই হউক)। ৭।

হে সোম্য! মধুকর যেরূপ নানা স্থানের বৃক্ষের রস সমাহরণ করিয়া সেই রসসমূহকে একভাবাপন্ন করিয়া মধু প্রস্তুত করে। ১।

তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি ॥ ২ ॥

ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি ॥ ৩ ॥

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠ-প্রপাঠকে দশমঃ খণ্ডঃ।

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎপ্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপি যন্তি সমুদ্র এব ভবন্তি তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি ॥ ১ ॥

সেই ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের রস একত্র মিলিত হইয়া মধু-আকারে পরিণত হইলে যেরূপ আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস,—এরূপ বিভেদ জ্ঞান থাকিতে পারে না; হে সৌম্য! সেই রূপ এই সকল সৃষ্ট প্রাণী, সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইলে আর জানিতে পারে না যে বিভিন্ন আমরা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়াছি। ২।

যাবৎ তাহারা সত্যস্বরূপে বিলীন না হয়, তাবৎ কালই ইহ লোকে, ব্যাঘ্র বা সিংহ বা বৃক বা বরাহ বা কীট বা পতঙ্গ বা দংশ বা মশক যাহা যাহা ভাবে, পুনঃপুনঃ সেই সেই রূপ ধারণ করে। ৩।

যিনি ইহাদের মধ্যে অতিসূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান, যাহার সত্তাতেই এ বিশ্ব জগৎ আত্মবান্, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা,—হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে আরও বিজ্ঞান শিক্ষা দিন।

পিতা উত্তর করিলেন, হে সৌম্য! তথাস্তু। ৪।

হে সৌম্য! এই পূর্ব্ববাহিনী নদীসমূহ পূর্ব্ব দিকেই ধাবিত হইতেছে, পশ্চিমবাহিনী নদীসমূহ পশ্চিম দিকেই ধাবিত হইতেছে। তাহারা সমুদ্র হইতে বাষ্প রূপে উত্থিত হইয়া সমুদ্রেই জল রূপে গমন করিতেছে, এবং সমুদ্রই হইয়া যাইতেছে। এই সমুদ্রগত নদীগণ যেরূপ জানিতেছে না যে, আমি অমুক নদী, আমি অমুক নদী। ১।

এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি ॥ ২ ॥

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠ-প্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ।

অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি ॥ ১ ॥

অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা

হে সৌম্য! সেইরূপ এই সকল সৃষ্ট প্রাণী, সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া জানে না যে আমরা সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আগত হইয়াছি। সেই অজ্ঞানতা নিবন্ধনই ইহ লোকে তাহারা ব্যাঘ্র বা সিংহ বা বৃক বা বরাহ বা কীট বা পতঙ্গ বা দংশ বা মশক প্রভৃতি যাহা যাহা ভাবে, পুনঃপুনঃ সেই সেই রূপ ধারণ করে। ২।

যিনি ইহাদিগের মধ্যে অতিসূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান, যাঁহার সত্তাতেই এ বিশ্ব জগৎ আত্মবান্, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা,—হে শ্বেতকেতু! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে আরও বিজ্ঞান শিক্ষা দিন।

পিতা উত্তর করিলেন, হে সৌম্য! তথাস্তু। ৩।

এই মহৎ বৃক্ষের মূলে যদি কেহ আঘাত করে, বৃক্ষ হইতে রস নির্গত হইবে, কিন্তু বৃক্ষ জীবিত থাকিবে। যদি কেহ অগ্রভাগে আঘাত করে, বৃক্ষ হইতে রস নির্গত হইবে, কিন্তু বৃক্ষ জীবিত থাকিবে। এই বৃক্ষ, জীবাত্ম-কর্ত্তৃক অনুব্যাপ্ত থাকিয়া ভূমির রস পান করতঃ আনন্দিতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ১।

যদি সেই জীবাত্মা একটী শাখা ত্যাগ করে, সে শাখাটী শুষ্ক হয়। দ্বিতীয় শাখাকে ত্যাগ করিলে সেটীও শুষ্ক হয়। তৃতীয় শাখাকে ত্যাগ করিলে সেটীও শুষ্ক হয়। সমস্ত বৃক্ষকে ত্যাগ করিলে সমস্ত বৃক্ষটী শুষ্ক হয়। হে সৌম্য! সে আত্মাকে সর্ব্বত্রই এইরূপ জানিবে।

শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যত্যেবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ ॥ ২ ॥

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠ-প্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি কিঞ্চন ন ভগব ইতি ॥ ১ ॥

তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি ॥ ২ ॥

পিতা আরও বলিলেন—। ২।

জীবাত্ম কর্তৃক পরিত্যক্ত এই শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে জীবাত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যিনি ইহাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান, যাঁহার সত্তাতেই এ বিশ্ব জগৎ আত্মবান্, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা,—হে শ্বেতকেতু! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে আরও অধিক শিক্ষা দিন।

পিতা উত্তর করিলেন, হে সৌম্য! তথাস্তু। ৩।

পিতা—এই বৃক্ষ হইতে একটী ন্যগ্রোধ ফল আনয়ন কর।

পুত্র—ভগবন্! এই আনিয়াছি।

পিতা—বিদীর্ণ কর।

পুত্র—ভগবন্! বিদীর্ণ করিয়াছি।

পিতা—ইহার ভিতর কি দেখিতেছ?

পুত্র—ভগবন্! অতিসূক্ষ্ম এই বীজসমূহ।

পিতা—ইহাদের মধ্যে একটী বিদীর্ণ কর।

পুত্র—ভগবন্ বিদীর্ণ করিয়াছি।

পিতা—ইহার ভিতর কি দেখিতেছ?

পুত্র—ভগবন্! কিছুই নয়। ১।

পিতা বলিলেন, হে সৌম্য! যে অতিসূক্ষ্মভাগ তুমি দেখিতে পাইতেছ না, এই মহৎ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ সেই অদৃষ্ট অতিসূক্ষ্মভাগ হইতেই সমুৎ-

শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

ষষ্ঠ-প্রপাঠকে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ।

লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স হ তথা চকার তং হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ যথা বিলীনমেবাঙ্গ ॥ ১ ॥

অস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যন্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যভিপ্রাস্যৈতদথ মোপসীদথা ইতি তদ্ধ

পন্ন হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হে সৌম্য! আমার এ উপদেশ বাক্যে শ্রদ্ধা কর। ২।

হে সৌম্য! জানিও,—যিনি ইহাদের মধ্যে অতিসূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান, যাঁহার সত্তাতেই এ বিশ্ব জগৎ আত্মবান্. তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা,—হে শ্বেতকেতু! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে আরও বিজ্ঞান শিক্ষা দিন।

পিতা উত্তর করিলেন, হে সৌম্য! তথাস্তু। ৩।

পিতা বলিলেন, এই লবণখণ্ড জলে রাখিয়া কল্য প্রাতে আমার নিকট আইস।

পুত্র সেইরূপ করিলেন।

পিতা বলিলেন, কল্য রাত্রিতে যে লবণখণ্ড জলে রাখিয়াছিলে, তাহা লইয়া আইস।

পুত্র সেই লবণ খণ্ড অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না, উহা গলিয়া গিয়াছে। ১।

পিতা বলিলেন, উপরিভাগ হইতে এই জল আস্বাদন কর। কিরূপ?

পুত্র—লবণাক্ত।

পিতা—মধ্যভাগ হইতে আস্বাদন কর। কিরূপ?

পুত্র—লবণাক্ত।

পিতা – নিম্নভাগ হইতে আস্বাদন কর। কিরূপ?

পুত্র—লবণাক্ত।

তথা চকার তচ্ছশ্বৎ সংবর্ত্ততে তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেহত্রৈব কিলেতি ॥ ২ ॥

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩ ॥

পিতা—এ জল ফেলিয়া দিয়া আমার নিকট আইস।

পুত্র সেইরূপ করিয়া বলিলেন, ঐ জলে রাত্রিদত্ত সেই লবণখণ্ড অদৃশ্য হইলেও আস্বাদ দ্বারা জানা যাইতেছে, নিশ্চয়ই আছে।

পিতা বলিলেন, হে সৌম্য! সেইরূপই সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে এই দেহে দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু তিনি ইহাতে নিশ্চয়ই আছেন। ২।

যিনি ইহাদের মধ্যে অতিসূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান, যাঁহার সত্তাতেই এ বিশ্ব জগৎ আত্মবান্. তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা,—হে শ্বেতকেতু! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে আরও বিজ্ঞান শিক্ষা দিন।

পিতা উত্তর করিলেন, হে সৌম্য! তথাস্তু। ৩।

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥ ১॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষু-
রতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ২॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈ-
তদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্ত-
দ্ব্যাচচক্ষিরে॥ ৩॥

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৪॥

(শিষ্য)—কাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মন ইষ্ট বস্তুর দিকে প্রধাবিত হয়? কাঁহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রথম প্রাণ অগ্রসর হয়? কাঁহা কর্ত্তৃক ইচ্ছিত এই বাক্য লোকে উচ্চারণ করে? কোন্ দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন?॥ ১॥

(আচার্য্য)—তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। তাঁহাকে এইরূপ জানিতে পারিলে ধীরগণ বিষয়াভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক ইহলোক হইতে গমন করিয়া অমরত্ব লাভ করেন॥ ২॥

চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, বাক্য তাঁহাকে বর্ণন করিতে পারে না, মন তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। আমরা তাঁহাকে জানি না, অন্যকে তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপে উপদেশ দিতে হয় তাহাও অবগত নহি। তবে যে পূর্ব্বের লোকেরা তাঁহার সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে তিনি সকল বিদিত পদার্থ হইতে পৃথক্, সকল অবিদিত পদার্থের উপর॥ ৩॥

যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশ পায়েন না, বরং যাঁহার সত্তায় বাক্য প্রকাশ পায়,—তাঁহাকেই (সেই পরমাত্মাকেই) তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও; অন্য এই যে কিছু লোকে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে॥ ৪॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥ ১ ॥
নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ২ ॥

যিনি মন দ্বারা চিন্তা করেন না, বরং যাঁহার সত্তায় মন চিন্তাক্ষম হয় এই রূপ পণ্ডিতগণ বলেন,—তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও; অন্য এই যে কিছু লোকে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে ॥ ৫ ॥

যিনি চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেন না, বরং যাঁহার সত্তায় চক্ষুর বিষয়সমূহ লোকে দর্শন করে,—তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও; অন্য এই যে কিছু লোকে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে ॥ ৬ ॥

যিনি কর্ণদ্বারা শ্রবণ করেন না, বরং যাঁহার সত্তায় এই কর্ণ শ্রবণসাধন হয়,—তাঁহাকেইতুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও; অন্য এই যে কিছু লোকে উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে ॥ ৭ ॥

যিনি প্রাণ-বায়ুদ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করেন না, বরং যাঁহার সত্তায় প্রাণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-চালনে সক্ষম হয়,—তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও; অন্য এই যে কিছু লোকে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে ॥ ৮ ॥

যদি মনে কর ব্রহ্মকে সম্যক্ রূপে জানিয়াছ, তবে নিশ্চয় তুমি এ ব্রহ্মের স্বরূপ অল্পই বুঝিয়াছ; যদি দেবগণের মধ্যে কাহাকেও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিয়া থাক, তথাপি নিশ্চয় তুমি এ ব্রহ্মের স্বরূপ অল্পই বুঝিয়াছ! ব্রহ্ম সর্ব্ব-বিদিত হইলেও আমি মনে করি, তাঁহার স্বরূপ লাভের জন্য তোমার এখনও বিচার কর্ত্তব্য॥ ১ ॥

(শিষ্য)—ব্রহ্মকে সম্যক্ জানিয়াছি, এরূপ মনে করি না; এবং

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৩ ॥
প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ৪ ॥
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মকে জানি না, ইহাও মনে করি না। আমাদের মধ্যে যে কেহ এই বাক্যের তত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন ॥ ২ ॥

যিনি ব্রহ্মকে অবিদিত মনে করেন, তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে; যিনি মনে করেন, ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। কেন না, যাঁহারা তাঁহাকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা এ দৃশ্য পদার্থসমূহের কোনটিকেই ব্রহ্ম বলেন না সুতরাং তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মস্বরূপ অবিদিত এবং যাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ অবগত নহেন, তাঁহারাই যাহা হউক একটা বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্ম বিদিত বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৩ ॥

প্রত্যেক ব্যক্তির বোধ স্বরূপে অবভাসমান, প্রত্যক্ষ আত্মস্বরূপই ব্রহ্ম; এইরূপ জ্ঞানই ব্রহ্ম-জ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান হইলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। আত্মবিদ্যা-প্রভাবেই এই আত্ম-প্রত্যক্ষানুভবের অবিনাশী সামর্থ্য লাভ হয়। অথবা* আমরা গুরুপদেশানুসারে বা ভগবৎকৃপায় প্রবুদ্ধ হইলেই ব্রহ্মকে জানিতে পারি; তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহাতেই প্রকৃত অমরত্ব লাভ করিতে পারি। আত্মজ্ঞান-প্রভাবেই বীর্য্য লাভ হয়, এবং তাদৃশ বীর্য্য সহায়েই আত্মবিদ্যাদ্বারা অমরত্ব (স্বরূপ) লাভ হয় ॥ ৪ ॥

যদি কেহ এই শরীরে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হয়েন,তাঁহার জীবনই সত্য (সফল); যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারেন, তবে মহৎ-বিনাশ। ধীরগণ, সকল ভূতে ব্রহ্ম ব্যাপ্ত আছেন,এই জ্ঞান লাভ করিয়া ইহ লোকের বিষয়সমূহ হইতে উপরত হইয়া অমর (জন্মজরামরণ শূন্য) হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

---

* শঙ্করাচার্য্য 'কেন' উপনিষদের দ্বিবিধ ভাষ্য করিয়াছেন। ঐ ভাষ্যদ্বয়ে এস্থলের বহুবিধ ব্যাখ্যা অবগত হওয়া যায়। সং সাং।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১ ॥
তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি॥ ২ ॥
তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি॥ ৩ ॥
তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীত্যগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ৪ ॥
তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৫ ॥
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ৬ ॥
অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি ॥ ৭ ॥

ব্রহ্ম, দেবতাদিগের জন্য জয় লাভ করিলেন। দেবতারা ব্রহ্মের বিজয়েই মহিমা প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন, এ বিজয় আমাদেরই, এ মহিমা আমাদেরই ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম ইহা জানিলেন, এবং দেবতাদিগের নিকট প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন না;—এ কোন্ যক্ষ (যজনীয়)? এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, হে জাতবেদা! ইনি কোন্ যক্ষ, তাহা জান। অগ্নি বলিলেন, (তথা) তাহাই হইবে ॥ ৩ ॥

অগ্নি ব্রহ্মের দিকে দ্রুতবেগে গমন করিলেন, ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি উত্তর করিলেন, আমি অগ্নি,—আমি জাতবেদা ॥ ॥

অতঃপর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বীর্য্য ধারণ কর? অগ্নি বলিলেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, এ সমস্তই আমি দহন করিতে পারি ॥ ৫ ॥

ব্রহ্ম একটি তৃণ অগ্নির সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, এইটী দহন কর। অগ্নি সমস্ত শক্তির সহিত সেই তৃণের উপর ধাবমান হইলেন. কিন্তু তাহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন এ যক্ষ কে? তাহা আমি জানিতে পারিলাম না ॥ ৬ ॥

পরে দেবগণ বায়ুকে বলিলেন, হে বায়ু! ইনি কোন্ যক্ষ, তাহা জান। বায়ু বলিলেন, তথা ॥ ৭ ॥

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ৮ ॥
তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৯ ॥
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০ ॥
অথেন্দ্রমব্রুবন্মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ ১১ ॥
স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১২ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ১ ॥

বায়ু ব্রহ্মের দিকে দ্রুতবেগে গেলেন। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? বায়ু উত্তর করিলেন আমি বায়ু,—আমি মাতরিশ্বা ॥ ৮ ॥

অতঃপর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি বীর্য্য ধারণ কর? বায়ু বলিলেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, এ সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম বায়ুর সম্মুখে একটী তৃণ রাখিয়া বলিলেন, এইটী গ্রহণ কর। বায়ু সমস্ত শক্তির সহিত সেই তৃণের উপর ধাবমান হইলেন, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন, এ যক্ষ কে? তাহা আমি জানিতে পারিলাম না ॥ ১০ ॥

পরে দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, হে মঘবন্! ইনি কোন যক্ষ, তাহা জান। ইন্দ্র বলিলেন, তথা, এবং ব্রহ্মের দিকে দ্রুতবেগে গেলেন। ব্রহ্ম তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১১ ॥

পরে ইন্দ্র আকাশে হৈমবতী উমা নাম্নী বহুশোভমানা এক স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন *। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এ যক্ষ কে? ॥ ১২ ॥

তিনি উত্তর করিলেন,—ইনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ। সেই অবধি ইন্দ্র জানিলেন যে ইনি ব্রহ্ম † ॥ ১ ॥

---

* উমা, ঈশ্বরের অবনশক্তি স্বরূপা। সং সাং।

† ব্রহ্ম এবং দেবদিগের এই গল্পচ্ছলে ঋষি এই সত্যটী প্রকটিত করিতেছেন যে অগ্নি বায়ু আদির শক্তি কেবল ঐশ শক্তির বিকাশমাত্র, ঐশ শক্তি ভিন্ন প্রাকৃতিক কোন শক্তি নাই।

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২ ॥

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩ ॥

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ৩ ইতীতি ন্যমীমিষদা ৩ ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪ ॥

অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ ॥৫॥

এবং যেহেতু অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র, ইহাঁরা ব্রহ্মের সমীপে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া (অন্যান্য দেবগণ অপেক্ষা) প্রথমে জানিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা অন্য দেবগণ হইতে উন্নততর ॥ ২ ॥

এবং তাঁহাদের মধ্যেও যেহেতু ইন্দ্রই ব্রহ্মের সমীপে গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্ম বলিয়া জানিযাছিলেন, অতএব তিনি ঐ অগ্ন্যাদি দেবগণ হইতেও উন্নততর ॥ ৩ ॥

সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই আদেশ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে এই উপদেশ।—

যেমন নিবিড়-জলদ-জালে সমাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে বিদ্যোতিত বিদ্যুৎ, তদ্দর্শী জীবগণের চক্ষুঃসমূহকে মুদ্রিত করাইয়াই অন্তর্হিত হয়; কিন্তু ঐ বিদ্যুৎ দর্শনমাত্রে নিমীলিতাক্ষি ব্যক্তিরা সেই ক্ষণের জন্য সমস্ত সংসার ভুলিয়া গিয়া একমাত্র বিদ্যুৎপর হইয়া আত্মহারা অর্থাৎ অহংরূপ-ভেদ-বুদ্ধি-শূন্য হইয়া পড়ে এবং তৎপরে পুনশ্চ সংসারী হইলেও তাহাদের তৎস্বরূপের জ্ঞান কদাপি কথমপি অপগত হয় না; সেইরূপ অবিদ্যাতম-আচ্ছন্ন হৃদয়মন্দিরে কখনও ব্রহ্মকৃপায় বা গুরূপদেশে কিংবা কর্ম্মফলে একবার ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইলেই জীব তন্মনা হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে এবং বিদেহ কৈবল্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারাবর্ত্তে ঘুরিতে থাকিলেও তদীয় জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। দেবাবলম্বনে ইহাই উপদেশ ॥ ৪ ॥

অনন্তর শারীরাবলম্বনে উপদেশ্য এই—

শারীর-চক্ষুরাদির মধ্যে মনই একমাত্র তাঁহার নিকটে যেন যাইতে সমর্থ এবং মনের সাহায্যেই তাঁহাকে বার বার স্মরণ করা যায়; কেন না সঙ্কল্প একমাত্র মনেরই কার্য্য * ॥ ৫ ॥

---

* এই ৪র্থ ও ৫ম শ্রুতির অর্থ যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়, এই উদ্দেশ্যে সামশ্রমী মহাশয় ভাষ্যের অপেক্ষা না করিয়াও কিছু বিস্তৃত করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাহভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৬ ॥
উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥৭॥
তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥ ৮ ॥
যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

সেই ব্রহ্ম সকলেরই ভজনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তিনি সকলেরই ভজনীয় বলিয়াই তাঁহার উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি তাঁহাকে এইরূপ জানেন, তিনি সকল ভূতের বাঞ্ছনীয় হয়েন ॥ ৬ ॥

(আচার্য্য)--উপনিষদ্ ব্যক্ত করিতে তুমি অনুরোধ করিয়াছিলে, তাহা এই বলা হইল। ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ আমি এই ব্যক্ত করিলাম ॥ ৭ ॥

তপঃ, দম এবং কর্ম্মই উপনিষদের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ, বেদসমূহ উপনিষদের অঙ্গ; সত্যই উপনিষদের আশ্রয়ভূমি ॥ ৮ ॥

যিনি এই উপনিষৎকে এইরূপ জানেন, তিনি স্বীয় পাপসমূহ বিনষ্ট করিয়া সেই অনন্ত ও মহৎ স্বর্গধামে বাস করেন ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া তৈত্তিরোপনিষদ্‌।

প্রথম-বল্ল্যাং একাদশোঽনুবাকঃ।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্‌। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্‌। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্‌। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্‌। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌॥ ১॥

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি॥ ২॥

একে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্‌। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌। অশ্রদ্ধয়াদেয়ম্‌। শ্রিয়া দেয়ম্‌। হ্রিয়া দেয়ম্‌। ভিয়া দেয়ম্‌।

আচার্য্য, শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়া অনুশাসন করিতেছেন:—সত্য কহিবে। ধর্ম্মপালন করিবে। জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে কখন বিরত হইবে না। আচার্য্যকে সমুচিত ধনদান করিয়া সন্তানাদি দ্বারা বংশ রক্ষা করিবে। সত্য হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। ধর্ম্মপালন হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। কুশল হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। ভূতি হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। বেদের অধ্যয়ন ও প্রবচন হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না॥ ১॥

দেব ও পিতৃপুরুষদিগের সন্তোষকর কার্য্য হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। মাতাকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। পিতাকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। আচার্য্যকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। অতিথিকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। যে সমস্ত কর্ম্ম অনিন্দনীয়, তাহাই অনুষ্ঠান করিবে, অন্যরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে না। আমাদিগের যেগুলি সুচরিত, সেইগুলিই তুমি অনুষ্ঠান করিবে, তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিবে না॥ ২॥

আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ আছেন, তাঁহাদিগকে আসন দান করিয়া সম্মানিত করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দিবে, অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না। সহর্ষ, সলজ্জ, সভয় এবং সসদাচার হইয়া দান করিবে। এবং

সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা অযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ ॥ ৩॥

অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা অযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশ এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়-বল্লী,—সপ্তমঃ অনুবাকঃ।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি ॥ ২ ॥

যদি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তথায় বিচারক্ষম এবং অক্রূর এবং ধর্ম্মকাম ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ,—সে কর্ম্মে নিযুক্ত হউন বা নাই হউন,—তাঁহারা সেই অবস্থায় যেরূপ করিতেন, তুমি সেইরূপ করিবে ॥ ৩ ॥

এবং কোন কর্ম্মে দোষের কথার উত্থাপন হইলে তথায় বিচারক্ষম এবং অক্রূর এবং ধর্ম্মকাম ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ,—সে কর্ম্মে নিযুক্ত হউন বা নাই হউন,—তাঁহারা সেই অবস্থায় যেরূপ করিতেন, তুমি সেইরূপ করিবে।

এই আদেশ। এই উপদেশ। এই বেদের উপনিষদ্। এই অনুশাসন। এইরূপ অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ আচরণ করিবে ॥ ৪ ॥

সেই পরব্রহ্ম অগ্রে "অসৎ" অর্থাৎ অব্যাকৃত-নাম-রূপ ছিলেন। তাহার পর "সৎ" অর্থাৎ ব্যাকৃত-নাম-রূপ হইলেন। তিনি স্বয়ং আত্মস্বরূপকে সৃজন করিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে "সুকৃত" বলা যায় ॥১॥

যিনি এই সুকৃত, তিনি রসস্বরূপ আনন্দকারণ। রসলাভ করিয়াই আনন্দ লাভ করা যায়। তিনি যদি আকাশে আনন্দ স্বরূপে না থাকিতেন, তবে লোকে কিরূপে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া জীবন ধারণ করিত? তিনিই জগৎকে আনন্দপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ২ ॥

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ॥ ৩ ॥

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষো মন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৪ ॥

তৃতীয়-বল্লী,—প্রথমঃ অনুবাকঃ।

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ॥ ১ ॥

যখনই এই অদৃশ্য, অশরীর, অবিকার ও অনাধার পরব্রহ্মে যে কেহ অভয় ও স্থিতি লাভ করেন, তখনই তিনি অভয়পদ লাভ করেন ॥ ৩ ॥

কিন্তু যখন কেহ সেই পরমাত্মার অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করেন, তখন তাঁহার ভয়ের কারণ আছে। বিদ্যাভিমানীও এরূপ ভেদদর্শী হইলে তাঁহার ভয় আছে। সে বিষয়েও একটী শ্লোক আছে ॥ ৪ ॥

বরুণের পুত্র ভৃগু, পিতা বরুণের নিকট যাইয়া বলিলেন,—হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন। পিতা সেই পুত্রকে বলিলেন,—অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য এ সকলই ব্রহ্ম।

পুত্রকে আরও বলিলেন,—যাঁহা হইতে এই সর্ব্বজীব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যাঁহাদ্বারা ইহারা জীবিত রহিয়াছে, এবং লয়কালে যে ব্রহ্মে গিয়া এ সমস্ত বিলীন হইবে,—তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর,—তিনিই ব্রহ্ম।

পুত্র সেই জ্ঞান লাভার্থ তপস্যা করিলেন ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়া কঠোপনিষদ্।

প্রথমাধ্যায়ে প্রথম-বল্লী।

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১ ॥
তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু
নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত ॥ ২ ॥
পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩ ॥
স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মান্দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়স্তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪ ॥
বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫ ॥

বাজশ্রবস রাজা ফললাভ কামনায় যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। নচিকেতা নামক তাঁহার এক পুত্র ছিলেন ॥ ১ ॥

যখন দক্ষিণা দান করা হইতেছিল, তখন সেই কুমারের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

যে সকল গাভী জলপান করিয়াছে, তৃণ খাইয়াছে, দুগ্ধ দান করিয়াছে (ইদানীং তাদৃশ পান করিতে বা ভক্ষণ করিতে সমর্থ নহে এবং দুগ্ধদানেও অসমর্থ), এবং ইন্দ্রিয়হীন অর্থাৎ বৎসপ্রসব সমর্থাও নহে, সেই সকল জরা-জীর্ণ গাভী দান করিলে "অনন্দা"-নামক আহ্লাদশূন্য লোকেই গতি হইবে ॥ ৩ ॥

পরে তিনি পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ কাহাকে দান করিবেন? দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এই প্রশ্ন করাতে তাঁহার পিতা রুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমাকে দক্ষিণাস্বরূপ মৃত্যুকে দান করিব ॥ ৪ ॥

নচিকেতা বলিলেন, অনেকেই মৃত্যুর নিকট যাইবে ও যাইতেছে,—তাহাদিগের প্রথম আমি যাইতেছি। তাঁহাদিগের মধ্যে আমি যাইতেছি। যমের কি কর্ত্তব্য আছে, যাহা তিনি অদ্য আমাদ্বারা সম্পন্ন করিবেন? ॥ ৫ ॥

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥
বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈ তাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্ ॥ ৭ ॥
আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্বৃঙ্ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥ ৮ ॥
তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯ ॥
শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বপুরুষদিগের যাহা হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করুন, পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদিগের কি হইবে, আলোচনা করুন। মর্ত্ত্য মনুষ্য! শস্যের ন্যায় পরিপক্ক হয়, শস্যের ন্যায় পুনরায় জন্মায় ॥ ৬ ॥

[নচিকেতা যম-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তদুপলক্ষে অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য শ্রুতি বলিতেছেন]

ব্রাহ্মণ অতিথি, গৃহস্থের গৃহে বৈশ্বানর অগ্নিস্বরূপে প্রবেশ করিয়া থাকেন। পাদ্য জলাদি দ্বারা সেই অগ্নির শান্তি করিতে হয়। হে বৈবস্বত! (যম!) পাদ্যোদক ইঁহাকে প্রদান কর ॥ ৭ ॥

যে অজ্ঞান ব্যক্তির গৃহে ব্রাহ্মণ অনশনে বাস করেন, তাহার আশা, প্রতীক্ষা, সম্পত্তি ও সুনৃত, ইষ্ট এবং পূর্ত্ত ক্রিয়াফল, পুত্র এবং পশু সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

[তিন দিন পর যম আসিয়া নচিকেতাকে বলিতেছেন]

হে মাননীয় ব্রহ্মন্! যে হেতু তুমি অতিথি হইয়াও অনশনে তিন রাত্রি আমার গৃহে বাস করিয়াছ, অতএব তিনটী বর প্রার্থনা কর। তোমাকে নমস্কার, আমারও মঙ্গল হউক ॥ ৯ ॥

নচিকেতা বলিলেন, 'তিনটী বরের মধ্যে প্রথম বর এই যাচ্ঞা করিতেছি, যে, আমার পিতা গৌতম * শান্তসঙ্কল্প ও সুমনা হইয়া আমার প্রতি বীতক্রোধ হউন, এবং যখন তুমি আমাকে বিদায় দিবে, তখন যেন তিনি চিনিতে পারিয়া পুনরায় গ্রহণ করেন ॥ ১০ ॥

---

* নচিকেতার পিতা বাজশ্রবসের নাম আরুণি গৌতম, তাঁহার পিতার নাম উদ্দালক গৌতম। এই উপনিষদে বারংবার পাওয়া যায়।

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥১১॥
স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চ নাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১২॥
স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ ১৩ ॥
প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিন্নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতন্নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১৪ ॥
লোকাদিমগ্নিন্তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

যম বলিলেন, আমার অনুজ্ঞায় ঔদ্দালক আরুণি পূর্ব্বের ন্যায় তোমাকে জানিবেন। তুমি মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হইলে তোমাকে দেখিয়া তিনি সুখ শয়ন করিবেন এবং বীত মন্যু হইবেন ॥ ১১ ॥

নচিকেতা বলিলেন, স্বর্গলোকে কিছু ভয় নাই, তুমি তথায় নাই, এবং কেহ জরা হেতু ভয় পায় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয় উত্তীর্ণ হইয়া এবং শোক অতিক্রম করিয়া সকলে স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করে ॥ ১২ ॥

হে মৃত্যু! সেই স্বর্গ প্রাপ্তি হেতু স্বরূপ অগ্নিকে তুমি জান। আমি শ্রদ্ধাপূর্ণ; আমাকে সেই কথা বল। স্বর্গবাসীরা যাহা দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন, সেই অগ্নি কি? তাহাই আমি দ্বিতীয় বর স্বরূপ যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ১৩ ॥

যম বলিলেন, তোমাকে সে কথা বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে শিক্ষা কর। হে নচিকেতঃ! স্বর্গ-প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ অগ্নির কথা শিক্ষা কর। অনন্ত লোক প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ এই অগ্নি গুহায় নিহিত, তাহা তুমি অবগত হও * ॥ ১৪ ॥

যম তখন নচিকেতার নিকট সেই লোকাদি অগ্নির কথা বলিলেন; যে প্রকারে, যে পরিমাণ ইষ্টক দ্বারা ও যে প্রথায় অগ্নি চয়ন করিতে হয়, তাহা বলিলেন। তৎপর নচিকেতা ঐ কথাগুলি যেরূপ বলা হইয়াছিল, সেইরূপ পুনরাবৃত্তি করিলেন; তাহাতে মৃত্যু তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন ॥ ১৫ ॥

---

* বৈদিককালে যাগ যজ্ঞাদি সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম অগ্নির সাহায্যে সম্পাদিত হইত,—সেই ধর্ম্ম কর্ম্মই স্বর্গলাভের হেতু; অতএব অগ্নিকেই স্বর্গ প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃত্তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞন্দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥
ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥১৮॥
এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যোঽয়মবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরন্নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯ ॥
যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ॥

মহাত্মা প্রীত হইয়া নচিকেতাকে বলিলেন—আমি অদ্য তোমাকে ভূয়ঃ পরিমাণে বর প্রদান করিতেছি। এই অগ্নি তোমারই নামে পরিচিত হইবেন; তুমি এই অনিন্দিতা বিচিত্ররূপা কর্ম্মমালা গ্রহণ কর ॥ ১৬ ॥

যিনি তিনটী নাচিকেত অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, পিতা মাতা ও আচার্য্য এই তিন জনের অনুশাসন গ্রহণ করেন, যজ্ঞ অধ্যয়ন এবং দান এই তিনটী কর্ম্ম পালন করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়েন; ব্রহ্ম জ্ঞান-দাতা, দ্যোতমান ও পূজনীয় এই অগ্নিকে সম্যক্ রূপে জানিয়া তিনি পরম শান্তি লাভ করেন ॥ ১৭ ॥

যিনি তিনটী নাচিকেত অনুষ্ঠান সম্যক্ রূপে জানিয়া নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন, তিনি পূর্ব্ব হইতেই মৃত্যুপাশ পরিবর্জ্জন করিয়া এবং শোক অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দভাগী হয়েন ॥ ১৮ ॥

হে নচিকেতঃ! এই তোমার স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ অগ্নি, যাহা তুমি দ্বিতীয় বরস্বরূপ যাজ্ঞা করিয়াছ। লোকে এই অগ্নিকে তোমারই বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। হে নচিকেতঃ! এক্ষণে তৃতীয় বর যাজ্ঞা কর ॥ ১৯ ॥

নচিকেতা বলিলেন, মনে একটী সংশয় আছে;—কেহ কেহ বলেন, মনুষ্য মরিয়া গেলে তাহার জীবাত্মা থাকে, কেহ কেহ বলেন মৃত্যুর পর জীবাত্মা থাকে না। এই বিদ্যা * আমি তোমার নিকট শিক্ষা করিতে বাসনা করি, এইটী তৃতীয় বর স্বরূপ যাজ্ঞা করিতেছি ॥ ২০ ॥

---

* এই বিদ্যা প্রকটিত করাই এই উপনিষদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে যম ও নচিকেতার কথোপকথন রূপ উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ মামোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥ ২১॥
দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাথ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥ ২২॥
শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি॥ ২৩॥
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাস্ত্বা কামভাজং করোমি॥ ২৪॥
যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্ম্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥ ২৫॥
শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাঞ্জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ২৬॥

যম বলিলেন, পুবাকালে দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন, এই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম সুবিজ্ঞেয় নহে। হে নচিকেতঃ! অন্য বর যাচ্ঞা কর, আমাকে উপরোধ করিও না, এ বর যাচ্ঞা হইতে আমাকে মুক্তি দাও॥ ২১॥

নচিকেতা বলিলেন, দেবগণ এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন, এবং হে মৃত্যু! তুমিও বলিতেছ যে এটা সুবিজ্ঞেয় নহে। এ বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য তোমার ন্যায় বক্তাও পাইব না, অতএব এ বরের তুল্য অন্য কোন বর নাই॥ ২২॥

যম বলিলেন, শতায়ু পুত্র পৌত্র সমূহের বর প্রার্থনা কর, বহু পশু হস্তী হিরণ্য ও অশ্ব প্রার্থনা কর, বৃহদায়তন ভূমি প্রার্থনা কর, এবং তুমি নিজে যত বৎসর ইচ্ছা হয় তত বৎসর জীবিত থাক॥ ২৩॥

ইহার তুল্য কোন বর যদি মনে করিতে পার, তাহাও যাচ্ঞা কর, ধন এবং দীর্ঘ জীবন যাচ্ঞা কর। হে নচিকেতঃ! তুমি মহৎ রাজ্যের রাজা হও, আমি তোমাকে সকল কামনার কামভাগী করিতেছি॥ ২৪॥

মর্ত্ত্যলোকে যে যে কামনা দুর্লভ, সে সমস্তই ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। এই রথ ও তূরি সহ রামাগণ;—মনুষ্যে এরূপ কখনও লাভ করে না,—ইহাদিগকে আমি দান করিতেছি, ইহাদিগের পরিচর্য্যা গ্রহণ কর।—হে নচিকেতঃ! মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না॥ ২৫॥

নচিকেতা বলিলেন, হে মৃত্যু! এ সকল বস্তুর ভোগ ক্ষণস্থায়ী; বিশে-

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭ ॥
অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮ ॥
যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎসাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যন্তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯ ॥

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়-বল্লী।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥১॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥২॥

যতঃ এ সমস্তই মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমূহের তেজ হ্রাস করে; সমস্ত জীবনও অল্পমাত্র। অতএব তোমার রথাদি ও নৃত্যগীত তোমারই থাকুক ॥ ২৬ ॥

মনুষ্য ধন দ্বারা তৃপ্ত হয় না; যখন তোমাকে দর্শন করিয়াছি তখন আমার ধনলাভের ইচ্ছা কি? যতদিন তুমি প্রভু থাকিবে, ততদিন আমরা জীবিত থাকিব। আমার প্রার্থনীয় বর কেবল সেইটী ॥ ২৭ ॥

অজর ও অমরগণের সন্নিকটস্থ হইয়া, এবং তাহা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াও, জরামরণাধীন কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীতে থাকিতে চাহে? সুখ সম্ভোগের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া অতি দীর্ঘ জীবনই বা কে বাঞ্ছা করে? ॥ ২৮ ॥

হে মৃত্যু! যে বিষয়ে সকলেই সন্দেহ করে, সেই মহৎ পরলোক বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দান কর। নচিকেতা এই যে গূঢ় বিষয়ক বর যাচ্ঞা করিয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্য কোন বর যাচ্ঞা করিবে না ॥ ২৯ ॥

যম বলিলেন, শ্রেয়ঃ পদার্থ ভিন্নরূপ এবং প্রিয় পদার্থও ভিন্নরূপ; ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই পুরুষ তাহাদিগের অধিকৃত হয়। যিনি শ্রেয়ঃকে অবলম্বন করেন তাঁহারই মঙ্গল; যিনি প্রিয়কে অবলম্বন করেন, তিনি পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়েন ॥ ১ ॥

শ্রেয়ঃ এবং প্রিয় এই উভয়ই মনুষ্যকে আশ্রয় করে। ধীর ব্যক্তি সম্যক্ আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ করেন। সুধী ব্যক্তি প্রিয় অপেক্ষা আদরণীয় শ্রেয়ঃকেই বরণ করেন; ধী-শূন্য ব্যক্তিই শারীরিক সুখ সাধন, প্রিয়কেই বরণ করেন ॥ ২ ॥

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥ ৩॥
দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনন্নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবো লোলুপন্ত॥ ৪॥
অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ন্ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ৫॥
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥ ৬॥
শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ ৭॥
ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমনুপ্রমাণাৎ॥ ৮॥

হে নচিকেতঃ! তুমি প্রিয় ও সুন্দর কাম্যপদার্থ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া ত্যাগ করিয়াছ। যে ধনাশারূপ সুন্দরমালাতে বহু মনুষ্য নিমগ্ন হয়, তাহা তুমি গ্রহণ কর নাই॥ ৩॥

অবিদ্যা এবং যাহাকে বিদ্যা বলে, সে দুইটী অতিশয় বিপরীত, এবং বিভিন্নগতি। আমি নচিকেতাকে বিদ্যাভিলাষী বলিয়াই জানি, কেন না অনেক কাম্য পদার্থও তোমাকে অর্থাৎ তোমার শ্রেয়োলাভ সম্বন্ধে দৃঢ়তাকে লোপ করিতে পারে নাই॥ ৪॥

মূঢ় ব্যক্তিগণ, অবিদ্যায় অবস্থান করিয়াও, আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করতঃ, অন্ধদ্বারা নীত অন্ধ লোকের ন্যায়, অতিশয় কুটিল গমনে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে থাকে॥ ৫॥

ধনমদে প্রমাদকারী মূঢ় বালকের নিকট পরলোকে শুভ-প্রাপ্তিবিষয়ক উপদেশ প্রকাশ পায় না। এই লোকই আছে, পরলোক নাই; এইরূপ যে মনে করে, সে পুনঃ পুনঃ আমারই অধীনে আইসে॥ ৬॥

যে পরমাত্মার কথা অনেকে কর্ণেও শ্রবণ করিতে পায় না, এবং যাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও অনেকে বুঝে না, তাঁহার বিষয় যিনি শিক্ষা দিতে পারেন, সেরূপ বক্তা বিরল; এবং উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলেও তাঁহার বিষয় বুঝিতে পারেন, এরূপ লোকও বিরল॥ ৭॥

সামান্য নরের শিক্ষায় বহু চিন্তা দ্বারাও সেই পরমাত্মাকে জানা যায় না। অসামান্য আচার্য্যের শিক্ষা ভিন্ন উপায় নাই। কেন না সেই পরমাত্মা অণুপ্রমাণ হইতেও সূক্ষ্ম এবং তর্কের অতীত॥ ৮॥

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯ ॥
জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ ১০ ॥
কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥ ১১ ॥
তন্দুর্দর্শং গূঢমনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্মন্যে ॥ ১৩ ॥
অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪ ॥

হে প্রিয়তম! অসামান্য আচার্য্যকর্ত্তৃক সেই পরমাত্ম জ্ঞানোপদেশ উক্ত হইলেই সু-জ্ঞান দায়ক হয়; উহা তর্কদ্বারা অপনেয় নহে। তুমি সত্যধৃতি; তুমি সেই মতি প্রাপ্ত হইয়াছ। হে নচিকেতঃ! তোমার ন্যায় অনেক বিদ্যার্থী যেন আমাদিগের নিকট আইসে ॥ ৯ ॥

আমি জানি, কর্ম্মফলস্বরূপ নিধি অনিত্য এবং অনিত্যদ্বারা সেই নিত্য পাওয়া যায় না। আমি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি, অতএব অনিত্য দ্রব্যসমূহের দ্বারা অনুষ্ঠিত সেই অগ্নিচয়ন কর্ম্মের ফলে এই নিত্যপ্রায় (অনিত্য) যাম্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১০ ॥

হে নচিকেতঃ! অভিলাষের পরিতৃপ্তি, জগতের প্রতিষ্ঠা, সুকৃতির অনন্ত ফল, অভয়ের পার, মহৎ স্তোম বিস্তীর্ণ গতি, উত্তম স্থিতি,—এ সমস্ত পাইয়াও তুমি ধীমানের ন্যায় এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছ ॥ ১১ ॥

সেই দুর্দর্শ, গূঢ়, প্রচ্ছন্ন, গুহায় লুক্কায়িত, গহ্বরে স্থিত, পুরাতন আত্মাকে অধ্যাত্ম যোগাধিগম দ্বারা পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া ধীমান্ লোকেই হর্ষ ও শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন ॥ ১২ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া, এবং পরিগ্রহণ করিয়া, এবং পৃথক্‌রূপে জানিতে পারিয়া, সেই সূক্ষ্ম আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, সেই হর্ষণীয় আত্মাকে লাভ করিয়া,—মর্ত্ত্য মানব আনন্দিত হয়! আমি বোধ করিতেছি, নচিকেতার জন্য ব্রহ্মদ্বার উদ্ঘাটিত ॥ ১৩ ॥

নচিকেতা বলিলেন, যাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি হইতে পৃথক্ এবং অধর্ম্ম হইতেও

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫ ॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ ১৬ ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮ ॥
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥
অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

পৃথক্, যাহা কৃত এবং অকৃত হইতে পৃথক্, যাহা ভূত ও ভব্য হইতে পৃথক্, এইরূপ যে বস্তু তুমি দেখিতেছ, তাহা আমাকে বল ॥ ১৪ ॥

যম বলিলেন, সকল বেদ যে পদের কীর্ত্তন করিতেছে, সকল তপ যাহার লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাহাকে পাইবার বাসনা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সেই পদ আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি ;—সে পদটী ওঁ॥১৫॥

এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরব্রহ্ম। এই অক্ষর জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, সে বস্তু তাঁহারই ॥ ১৬ ॥

ইহাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহাই পরম অবলম্বন। এই অবলম্বন যিনি জ্ঞাত হয়েন, তিনি ব্রহ্মলোকে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

এই আত্মা জন্ম ও বিনাশহীন, এবং মেধাবী ; ইনি অন্য কারণ হইতে সম্ভূত নহেন, এবং ইহা হইতে অন্য পদার্থও সম্ভূত হয় না। এই আত্মা জন্ম-বিহীন, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাতন ; শরীর নষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হয়েন না ॥১৮॥

নিহন্তা যদি মনে করে যে আমি ঐ জীবকে হনন করিব, নিহতও যদি মনে করে যে আমি (জীব) হত ;—তাহারা উভয়েই ভ্রান্ত। এক জীব হননও করে না, অপর জীব নিহতও হয় না ॥ ১৯ ॥

আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর ইহা প্রাণিমণ্ডলের, হৃদয়ে নিহিত আছে। বীত-কাম এবং বীত-শোক পুরুষই ধাতুর প্রসাদে আত্মার মহিমা সন্দর্শন করিতে পারেন ॥ ২০ ॥

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১ ॥
অশরীরং শরীরেম্বনবস্থেম্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২২ ॥
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ ২৩ ॥
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥
যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা দেব যত্র সঃ ॥ ২৫ ॥

তৃতীয়-বল্লী।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১ ॥

তিনি আসীন হইয়াও সুদূর ভ্রমণ করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন। সেই সহর্ষ ও হর্ষশূন্য পরমাত্মাকে তৎসদৃশ বা তদংশ আত্ম-স্বরূপ আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে? ॥ ২১ ॥

ধীমান্ পুরুষ শরীরসমূহে সেই অশরীর আত্মাকে জানিয়া, অনিত্যে সেই নিত্যকে জানিয়া, মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী সেই আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া, আর কখনও শোকভোগ করেন না ॥ ২২ ॥

সে আত্মাকে প্রবচনদ্বারা জানা যায় না, মেধা দ্বারা জানা যায় না, শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা জানা যায় না। তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই জানিতে পারেন; আত্মা তাঁহার তনুকে স্বীয় বলিয়া বরণ করেন ॥ ২৩ ॥

যিনি দুশ্চরিত হইতে বিরত হয়েন নাই, যিনি শান্ত হয়েন নাই, যিনি একাগ্রমনা হয়েন নাই, যিনি শান্তমানস হয়েন নাই; তিনি প্রজ্ঞান দ্বারা এই আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁহার ওদনস্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন, তিনি কোথায় তাহা কে জানে? ॥ ২৫ ॥

এই লোকে, পরম ও পরার্দ্ধ স্থানে,* গুহায় প্রবিষ্ট, উভয়েই স্বকৃত কর্ম্মের

---

* পরমে বাহ্যপুরুষাকাশসংস্থানাপেক্ষয়া পরমম্। পরার্দ্ধে পরস্য চ ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধম্। শাঙ্করভাষ্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে আলোচনা।

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরম্ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২ ॥
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮ ॥

ফলভোগ করেন। ব্রহ্মবেত্তৃগণ এবং ত্রিণাচিতেক পঞ্চাগ্নি (গৃহস্থ) গণ তাঁহা-দিগকে আলোক ও ছায়া স্বরূপ কহেন ॥ ১ ॥

যে নাচিকেত যজ্ঞ, যজমানদিগের সেতুস্বরূপ; যাহা ব্রহ্ম স্বরূপ পরম অক্ষর; যাহা সংসার-তরণেচ্ছুদিগের পক্ষে ভয় শূন্য পার স্বরূপ; তাহা সম্পাদনে যেন সমর্থ হই ॥ ২ ॥

আত্মাকে রথী স্বরূপ, শরীরকে রথ স্বরূপ, বুদ্ধিকে সারথি স্বরূপ, এবং মনকে প্রগ্রহ স্বরূপ জানিও ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব এবং কাম্য বিষয় সমূহকে মার্গ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সংযুক্ত আত্মাকে বিবেকিগণ ভোক্তা বলিয়া গিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যিনি বিজ্ঞান সম্পন্ন নহেন, যাঁহার মন সমাহিত নহে; সারথির দুষ্টাশ্ব-সমূহের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হয় ॥ ৫ ॥

যিনি বিজ্ঞানবান্, যাঁহার মন সমাহিত, সারথির সদশ্বসমূহের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হয় ॥ ৬ ॥

যিনি বিজ্ঞানবান্ নহেন, যাঁহার মন সমাহিত নহে সুতরাং যিনি অশুচি, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন না; কেবল সংসারই অধিগমন করেন ॥ ৭ ॥

যিনি বিজ্ঞানবান্, যাঁহার মন সুসমাহিত সুতরাং যিনি সদা শুচি, তিনি সেই ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়েন; তথা হইতে আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্ ॥ ৯ ॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১১ ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩ ॥
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪ ॥
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি, মন যাঁহার প্রগ্রহ; তিনি সংসার পথের শেষ সীমা প্রাপ্ত হয়েন,—তাহা বিষ্ণুর পরম পদ ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয় হইতে অর্থ সমূহ মহৎ, অর্থ হইতে মন মহৎ, মন হইতে বুদ্ধি মহৎ, বুদ্ধি হইতে আত্মা অতি মহৎ ॥ ১০ ॥

মহৎ হইতেও অব্যক্ত মহৎ, অব্যক্ত হইতেও পুরুষ মহৎ; সে পুরুষ হইতে মহৎ কিছুই নাই, তিনিই কাষ্ঠা, তিনিই পরম গতি ॥ ১১ ॥

তিনি সর্ব্বভূতেই গূঢ় আছেন, প্রকাশিত হয়েন না; কেবল সূক্ষ্মদর্শী দিগের একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়েন ॥ ১২ ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, বাক্যকে মনে নিয়মিত করিবেন, মনকে জ্ঞানে নিয়মিত করিবেন, জ্ঞানকে মহৎ আত্মায় নিয়মিত করিবেন, এবং মহৎ আত্মাকে শান্ত আত্মায় নিয়মিত করিবেন ॥ ১৩ ॥

হে জীবগণ! তোমরা উঠ, জাগ্রত হও, বর সকল প্রাপ্ত হইয়া তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি কর। যেরূপ ক্ষুরের নিশিত ধার দিয়া গমন করা দুঃসাধ্য; সুধীগণ বলেন, এই ব্রহ্মজ্ঞান রূপ পথ, সেইরূপ দুর্গম ॥ ১৪ ॥

যিনি অশব্দ, অস্পর্শ অরূপ, ও অক্ষয়, যিনি রসশূন্য, নিত্য এবং গন্ধশূন্য, যিনি অনাদি, অনন্ত, মহৎ হইতেও মহৎ এবং ধ্রুব, তাঁহাকে অবগত হইয়া লোকে মৃত্যু মুখ হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ১৫ ॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥
য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥ ১৭ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম-বল্লী।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥
পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥
যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ ॥ ৩ ॥
স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপতিশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪ ॥

মৃত্যুদ্বারা প্রোক্ত এ নচিকেতার সনাতন উপাখ্যানটী ব্যাখ্যা করিয়া এবং শ্রবণ করিয়া মেধাবী লোক ব্রহ্মলোকে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৬ ॥

যিনি এই পরম গুহ্য কথা ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রবণ করান, অথবা শুচি ভাবে শ্রাদ্ধ কালে শ্রবণ করান, তাঁহার অনন্ত ফল লাভ হয় ॥ ১৭ ॥

যম বলিলেন, স্বয়ম্ভু, ইন্দ্রিয় সকলকে বাহ্য বস্তু গ্রহণে সমর্থ করিয়াছেন; সুতরাং লোকে সম্মুখে অর্থাৎ বাহ্য পদার্থের দিকেই দেখে; অন্তরাত্মার দিকে দেখে না। তথাপি কোন কোন সুধী ব্যক্তি, অমরত্ব লাভের ইচ্ছায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়াদির গতি প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া, অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি হইয়া, অন্তরাত্মার দর্শনও করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

বালকের ন্যায় নির্ব্বোধ লোকে বাহিরের ভোগ্যবস্তুসমূহ অনুসরণ করে, এবং মৃত্যুর বিস্তীর্ণ জালে পতিত হয়। সুধীগণ, অমরত্বকে ধ্রুব জানিয়া এই অধ্রুব পদার্থ সমূহের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না ॥ ২ ॥

যে আত্মার অস্তিত্বেই লোকে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং সঙ্গমসুখ উপলব্ধি করিতে পারে, সে আত্মার অবিজ্ঞেয় কি আছে? সেই আত্মার প্রভাবেই আত্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ইহাই সে আত্মা ॥ ৩ ॥

স্বপ্নে এবং জাগরণে উভয় অবস্থাতেই যে আত্মার অস্তিত্ব নিবন্ধন সর্ব্ব পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুধীগণ সেই আত্মাকে মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী জানিয়া শোক তাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন ॥ ৪ ॥

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানম্ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ ॥ ৫ ॥
যঃ পূর্ব্বন্তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈতৎ ॥ ৬ ॥
যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈতৎ ॥ ৭ ॥
অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্ম্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈতৎ ॥ ৮ ॥
যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তন্দেবাঃ সর্ব্বেঽর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ ॥ ৯ ॥
যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১০ ॥

যিনি এই কর্ম্মফলভোগী জীবাত্মাকে সদা সন্নিকটে বিদ্যমান ও ভূত-ভব্যের ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জানেন, তিনি তদনন্তর অভয় প্রাপ্ত হয়েন; যেহেতু, তখন তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেন,—ইহাই সে আত্মা ॥ ৫ ॥

আত্মা প্রথমে তপ হইতে জাত হইয়া উদকোৎপত্তিরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং শরীরীদিগের হৃদয়গুহায় প্রবেশ করিয়া বাস করেন। যিনি আত্মাকে এই রূপ সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান দেখেন, তিনি জানেন,—ইহাই সে আত্মা ॥ ৬ ॥

যে সর্ব্ব-দেবতাময়ী অদিতি* প্রাণের সহিত সম্ভূতা হইয়া থাকেন, যিনি শরীরীদিগের হৃদয়গুহাতে প্রবেশ করিয়া বাস করেন, যিনি সর্ব্বভূতের সহিত জন্মিয়া থাকেন। ইহাই সে আত্মা ॥ ৭ ॥

যে জাতবেদা অগ্নি, অরণি কাষ্ঠদ্বয়ে নিহিত থাকেন, এবং গর্ভিণী কর্ত্তৃক গর্ভের ন্যায় তথায় সম্যক্ রূপে রক্ষিত হয়েন। যিনি জাগরিত মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিদিন হবির্দ্বারা পূজনীয়। ইহাই সে আত্মা ॥ ৮ ॥

যথা হইতে সূর্য্য উদয় হয়েন, যথায় সূর্য্য অস্ত যান, সকল দেবতা তাহাতেই সংপ্রবেশিত রহিয়াছেন; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ইহাই সে আত্মা ॥ ৯ ॥

যিনি এ স্থানে (শরীরে) ব্যাপ্যরূপে আছেন (জীব), তিনিই অন্য স্থানে (বাহিরে) ব্যাপকরূপেও আছেন (ব্রহ্ম); যিনি অন্যস্থানে, তিনিই

---

* অখণ্ডনীয়া ঐশী শক্তি।

মনসৈবেদমাপ্তব্যন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১১ ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ ॥ ১২ ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈতৎ ॥ ১৩ ॥
যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টম্পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥ ১৪ ॥
যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তন্তাদৃগেব ভবতি।
এবম্মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয়-বল্লী।

পুরমেকাদশদ্বার মজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈতৎ ॥ ১ ॥

এস্থানেও আছেন। যে ব্যক্তি সোপাধিক জীব ও নিরুপাধিক ব্রহ্মকে তত্ত্বতঃ বিভিন্ন মনে করে, সে বার বার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় ॥ ১০ ॥

মন দ্বারাই ব্রহ্মের একত্ব ধারণা করিতে হইবে; এই ব্রহ্মে ভিন্ন ভিন্ন কিছুই নাই। যে এই ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে, সে বার বার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় ॥ ১১ ॥

শরীরের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বাস করেন। তিনিই ভূত-ভব্যের ঈশ্বর; ইহা জানিলে ততঃ পর ভয়ের কারণ নাই। ইহাই সে আত্মা ॥ ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র সেই পুরুষ, ধূম শূন্য জ্যোতির ন্যায়। তিনিই ভূত ভব্যের ঈশ্বর; তিনি অদ্য আছেন, তিনি কল্য থাকিবেন। ইহাই সে আত্মা ॥১৩॥

যথা দুর্গম গিরিশিখরে পতিত বৃষ্টিজল নিম্ন পার্ব্বত্য ভূমিসমূহে নানাকারে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ এক স্থান হইতে আগত ধর্ম্মসমূহকেও পৃথক্ পৃথক্ মনে করিয়া লোকে নানা ধর্ম্মের দিকে ধাবিত হয় ॥ ১৪ ॥

যথা নির্ম্মল জলে প্রক্ষিপ্ত নির্ম্মল জল, অভিন্নতাই প্রাপ্ত হয়; হে গৌতম! অদ্বৈত-ধী মননশীল ব্যক্তির আত্মা, পরমাত্মায় নিহিত হইলে সেইরূপ অভিন্নতাই লাভ করে ॥ ১৫ ॥

অজাত এবং অবক্রচেতা ব্রহ্ম, এই একাদশ দ্বার পুর স্বরূপ শরীরে

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্বৃহৎ ॥ ২ ॥
ঊর্দ্ধ্বম্প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৩ ॥
অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ ॥ ৪ ॥
ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫ ॥
হন্ত ত ইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬ ॥

অবস্থান করেন। তাঁহাকে যিনি ধ্যান করেন, তিনি শোক পা'ন না, এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হ'েন। ইহাই সে আত্মা ॥ ১ ॥

সেই ব্রহ্ম হংস রূপে, অর্থাৎ সূর্য্যরূপে, শুদ্ধ আকাশে বাস করেন; বসু অর্থাৎ বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে বাস করেন; হোতা অর্থাৎ অগ্নিরূপে বেদিতে বাস করেন; অতিথি রূপে গৃহে বাস করেন। তিনি মনুষ্যে আছেন, দেব গণে আছেন, সত্যে আছেন, আকাশে আছেন। তিনি জলে জাত, পৃথিবীতে জাত, যজ্ঞে জাত, পর্ব্বতে জাত। তিনি সত্য স্বরূপ এবং মহান্* ॥ ২ ॥

তিনি উর্দ্ধে প্রাণ বায়ুকে প্রেরণ করেন, নিম্নে অপান বায়ুকে ক্ষেপণ করেন। মধ্যে সেই ভজনীয় বাস করেন; সর্ব্বদেব তাঁহাকে উপাসনা করেন ॥ ৩ ॥

শরীরস্থ জীবাত্মা শরীরভ্রষ্ট হইতে প্রবৃত্ত হইয়া দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে দেহ বিনষ্ট হইলে, কি অবশিষ্ট থাকে? ইহাই সে আত্মা ॥ ৪ ॥

কেবল প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুর দ্বারা কোনও মর্ত্ত্য জীবন ধারণ করে না; লোকে আত্মার অস্তিতাতেই জীবন ধারণ করে; প্রাণ ও অপান এতদুভয়ই যাহাতে আশ্রিত থাকে,সেই আত্মার অস্তিতাতেই জীবিত থাকে ॥৫॥

হে গৌতম! এক্ষণে আমি তোমার নিকট এই গুহ্য ও সনাতন ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করিব; মৃত্যুর পর সে আত্মার কি হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

---

* এইটীকে হংসাবতী ঋক কহে। ঋগ্বেদ ৩।৪০।৫ দেখ।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭ ॥
য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ ॥ ৮ ॥
অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯ ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০ ॥
সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১ ॥
একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপম্বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতন্নেতরেষাম্ ॥ ১২ ॥

কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে কেহ বা গর্ভে প্রবেশ করিয়া দেহী হইয়া শরীর ধারণ করে, কেহ বা স্থাবরভাব অনুগত হয় ॥ ৭ ॥

যে পুরুষ, সুপ্ত প্রাণিসমূহেও জাগরিত থাকিয়া প্রাণিগণের কামনাসমূহ নিষ্পন্ন করেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই অমর কহে। তাঁহাতেই সর্ব্বলোক আশ্রিত আছে, তাঁহার অতীত কেহ নহে। ইহাই সে আত্মা ॥ ৮ ॥

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা লাভ করেন, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তর্গত একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু বিকারশূন্য তিনি সর্ব্বভূতের বাহিরেও আশ্রয়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা লাভ করেন; সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তর্গত এক আত্মা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু বিকার শূন্য তিনি সর্ব্বভূতের বাহিরেও আশ্রয় ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ১০ ॥

যেমন সূর্য্য, সর্ব্বলোকের চক্ষু হইয়াও চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট বাহ্য দোষ সমূহে স্বয়ং লিপ্ত হয়েন না, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তর্গত এক আত্মা লোক-দুঃখে স্বয়ং লিপ্ত হয়েন না; তিনি সে সকলের অতীত ॥ ১১ ॥

সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মা এক ও অদ্বিতীয়; তিনিই সর্ব্ব জগৎ বশীকৃত

নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ১৩ ॥
তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরমং সুখম্।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪ ॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকন্নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫ ॥

তৃতীয়-বল্লী।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ ॥ ১ ॥
যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২ ॥

করিয়াছেন; তিনিই প্রকৃত এককরূপকে নানা রূপ করেন। যে সুধী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে স্ব স্ব আত্মাতে দেখিতে পা'ন, তাঁহারাই নিত্য সুখের অধিকারী,—অন্যে নহে ॥ ১২ ॥

তিনি অনিত্যদিগের মধ্যে নিত্য, তিনি চেতন পদার্থ দিগের চৈতন্যকারণ, তিনি এক হইয়াও বহুপ্রাণীর কামনা পূর্ণ করেন। যে সুধী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে স্ব স্ব আত্মাতে দেখিতে পা'ন, তাঁহারাই নিত্য শান্তির অধিকারী,—অন্যে নহে ॥ ১৩ ॥

সেই আত্মা এই—ইহা জানিয়া সুধীগণ অনির্দ্দেশ্য ও পরম সুখ অনুভব করেন। আমি তাঁহাকে কিরূপে বুঝিব? তিনি আমার বুদ্ধিতে প্রকাশ পাইবেন কি না? ॥ ১৪ ॥

(উত্তর) সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য বা চন্দ্র, তারকা বা এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ করে না; অগ্নির ত কথাই নাই। দীপ্তিমান্ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই অন্য সমস্ত অনুদীপ্ত; তাঁহার প্রভায় সূর্য্যাদি সমস্তই প্রভাবিশিষ্ট ॥ ১৫ ॥

যে সনাতন পুরুষ অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় চলদল কিন্তু ঊর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ, তিনিই জ্যোতিষ্মান্, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই অমর বলা যায়। সর্ব্বলোক তাঁহাতেই আশ্রিত, তাঁহার অতীত কেহ নহে। ইহাই সে আত্মা ॥ ১ ॥

এই যে সমস্ত জগৎ, ইহা তাঁহা হইতেই নির্গত এবং তাঁহার অস্তিতাতেই অস্তিত্ব-সম্পন্ন; অথচ তিনিই মহদ্-ভয়-কারণ, উদ্যত বজ্র স্বরূপ*; যাঁহারা এইটী বুঝিয়াছেন তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন ॥ ২ ॥

* অর্থাৎ একমাত্র তিনিই স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩ ॥
ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুম্প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ ॥
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রিয়াণাম্পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

ইঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দান করে, ইঁহারই ভয়ে সূর্য্য কিরণ দান করে। ইন্দ্র ও বায়ু এবং পঞ্চম পদস্থ মৃত্যু ইঁহারই ভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে ধাবিত হয় ॥ ৩ ॥

শরীরের ধ্বংসের পূর্ব্বে এই জীবনেই যিনি তাঁহাকে বুঝিতে সক্ষম হয়েন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন। নচেৎ সৃষ্ট লোক সমূহেই পুনরায় শরীর ধারণ করেন ॥ ৪ ॥

দর্পণে যেরূপ দেখা যায়, স্বীয় আত্মায় ব্রহ্মকে সেইরূপ দেখা যায়। স্বপ্নে যেরূপ দেখা যায়, পিতৃলোকেও সেই রূপ। জলে যেরূপ দৃষ্ট হয়, গন্ধর্ব্ব লোকেও সেইরূপ। আত্মা ও পরমাত্মা, ছায়াতপের ন্যায় ইহা ব্রহ্মলোকে স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যিনি আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ ভাব বুঝিতে পারেন এবং পৃথক্ উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গণেরই উদয় ও অস্ত, অর্থাৎ জাগরণ ও নিদ্রা (আত্মার নহে) —এ কথা যিনি জানেন, সে সুধী ব্যক্তি শোক প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয় সমূহের উপরি মনের আধিপত্য; মনও বুদ্ধির অধীন; বুদ্ধিই অহন্তত্ত্বের ভূমি; এই অহংকেই মহৎতত্ত্ব কহে*; মহত্তত্ত্বের মূল অব্যক্ত (যাহাকে সাংখ্যে প্রকৃতি কহে) ॥ ৭ ॥

---

* শাঙ্কর ভাষ্যানুসারেই এরূপ লিখিতে হইয়াছে; কিন্তু সাংখ্যমতে মনের উপরে অহঙ্কারের আসন এবং তদুপরে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিতত্ত্বকেই মহৎতত্ত্ব কহে।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥
ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯ ॥
যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্ ॥ ১০ ॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১১ ॥
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২ ॥
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥
যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

অব্যক্তের উপর সেই সর্ব্বব্যাপী অলিঙ্গ পুরুষ, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জীবগণ মুক্তি ও অমরত্ব লাভ করে ॥ ৮ ॥

তাঁহার রূপ নয়ন গোচর হয় না, কেহই ইহাকে চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায় না, বিকল্প বর্জ্জিত, হৃদয়স্থ বুদ্ধি সহকৃত মনন দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়; যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন ॥ ৯ ॥

যখন জ্ঞানসাধন পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনের সহিত মিলিত হয়, এবং বুদ্ধিও স্ব-চেষ্টায় বিনিবৃত্ত হয়; সেই অবস্থাকেই পরম গতি কহে ॥ ১০ ॥

এই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলা যায়। তখন প্রমাদ বর্জ্জিত হইবে। কেন না, যোগ, সম্পন্নও হইতে পারে, বিনষ্টও হইতে পারে ॥ ১১ ॥

বাক্যের দ্বারা বা মনের দ্বারা বা চক্ষুর্দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না। তিনি আছেন, এই স্বীকার ব্যতীত অন্য কিরূপে তাঁহার উপলব্ধি হইতে পারে ॥ ১২ ॥

তিনি আছেন, কেবল এই মাত্র উপলব্ধি করা যায়; কার্য্য ও কারণ—এই উভয়ের তত্ত্বানুসন্ধানেই তাঁহার উপলব্ধি হয়। তিনি আছেন, এইটী উপলব্ধ হইলেই তদীয় জ্ঞানও প্রসন্ন হয় ॥ ১৩ ॥

যখন পরমার্থদর্শীর হৃদয়াশ্রিত সমস্ত বাঞ্ছা দূরীকৃত হয়, তখন সেই মর্ত্ত্য অমরত্ব লাভ করেন এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৪ ॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যো মৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ ১৫ ॥
শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬ ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥
মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮ ॥

যখন ইহ লোকের হৃদয়-গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হইয়া যায়, তখনই মর্ত্ত্য অমরত্ব লাভ করে। এই টুকুই অনুশাসন* ॥ ১৫ ॥

হৃদয়ের একশত একটী নাড়ী আছে, তাহার মধ্যে একটি মাত্র মস্তকের শেষ পর্য্যন্ত গিয়াছে। যে মনুষ্যের প্রাণবায়ু সেই পথে নিঃসৃত হয়, সেই ব্যক্তিই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়; অন্যান্য নাড়ী পথে প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইলে পুনঃ পুনঃ সংসারেই আসিতে হয় ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র অন্তরাত্মা পুরুষ সর্ব্বদা লোকের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন; শর কাঠি হইতে যেরূপ মুঞ্জ পৃথক্ করে, সেইরূপ ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাকে আপন শরীর হইতে পৃথক্ করিবে; তাঁহাকে জ্যোতিষ্মান্ এবং অমর বলিয়া জানিবে, প্রকৃতই জ্যোতিষ্মান্ এবং অমর বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ॥

নচিকেতা, মৃত্যুর দ্বারা ব্যাখ্যাত এই বিদ্যা এবং সমস্ত যোগবিধি শিক্ষা করিয়া মৃত্যু এবং রজোমুক্ত হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন। অপর ব্যক্তিও যিনি এই রূপে অধ্যাত্ম অবগত হইবেন, তাঁহারও এইরূপ হইবে ॥ ১৮ ॥

---

* অর্থাৎ সারোপদেশ।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১॥
কালস্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥ ২॥
তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৩॥
তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্ব্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্॥ ৪॥

এক সময়ে ব্রহ্মবাদিগণ পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন;—ব্রহ্মই কি কারণ? আমরা কি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? কিসের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতেছি? মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাইব? হে ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতগণ! কাহাদ্বারা আমরা সুখদুঃখে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছি?॥ ১॥

কালই কি কারণ? না স্বভাব? না নিয়তি? না যদৃচ্ছা? না পঞ্চভূত? না সেই পুরুষই কারণ?—ইহাই নিরূপণ করিতে হইবে। কেবল কালাদির সংযোগই কারণ নহে; কেন না, আত্মভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা কালাদিমাত্রের সংযোগে সম্ভবপর নহে; কেবল আত্মাও কারণ নহে, কেন না তাহাতে সুখ-দুঃখের হেতু নাই॥ ২॥

সেই পণ্ডিতগণ, ধ্যানযোগের অনুগত হইয়া ঈশ্বরের স্বগুণ-নিহিত আত্মশক্তি দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি সেই কালাত্মযুক্ত নিখিল কারণসমূহে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তিনি এক!॥ ৩॥

তিনি নেমি-বেষ্টিত একখানি চক্র। উহার ঐ নেমি ত্রিরাবৃত্ত রূপে গঠিত। উহার প্রান্তভাগ ষোড়শ। উহাতে পঞ্চাশৎ অরা এবং বিংশতি প্রত্যরা (কীলক) আছে। উহা ষট্ অষ্টকে যুক্ত। উহা চিত্রবর্ণের

পঞ্চস্রোতোহম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ॥ ৫॥
সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥ ৬॥
উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ॥ ৭॥

রজ্জুতে আবদ্ধ। উহার গমনমার্গ তিন প্রকার এবং উহার নাভিটি দ্বিবিধ পদার্থে নির্ম্মিত হইলেও এক* ॥ ৪॥

আমরা তাঁহাকে পঞ্চধারা নদী বলিয়াও ধ্যান করিয়া থাকি। যেহেতু ঐ নদীর উৎপত্তিস্থান পঞ্চ অতএব উহার গতি অতি উগ্র ও বক্র। পঞ্চ প্রাণই ঐ নদীর উর্ম্মি এবং পঞ্চবুদ্ধিই উহার আদি-মূল; উহাতে পঞ্চ আবর্ত্তও দেখা যায় এবং পঞ্চ দুঃখের বেগও আছে। ক্রমে পঞ্চাশৎ প্রকার ভেদযুক্ত অর্থাৎ বহুমুখী হইয়াছে; বস্তুতঃ উহা পঞ্চপর্ব্বা† ॥ ৫॥

সর্ব্বপ্রাণীর জীবনভূমি ও স্থিতিভূমি স্বরূপ এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে, জীবমাত্রই আপনাকে পৃথক্ প্রেরণকর্ত্তা মনে করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। যখন ব্রহ্ম-প্রসাদে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ হয়, তখনই অমরত্ব লাভ করে॥ ৬॥

এই পরব্রহ্ম বর্ণিত হইল; তাঁহাতে তিন শক্তি‡ আছে, তিনিই

---

* শঙ্করাচার্য্য বলেন,—যোনি, কারণ, অব্যাকৃত, আকাশ, পরমব্যোম, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, তমঃ, অবিদ্যা, ছায়া, অজ্ঞান, অনৃত ও অব্যক্ত প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ কারণাবস্থাই এস্থলে নেমি। সত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটী গুণই তিন আবৃত্তি। পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটী প্রান্ত। পঞ্চ বিকার অষ্টাবিংশ শক্তি, নয়টী তুষ্টি ও অষ্ট সিদ্ধি এই পঞ্চাশৎ অরা। দশ ইন্দ্রিয় ও দশ ইন্দ্রিয়-বিষয় এই বিংশ প্রত্যরা অর্থাৎ কীলক। জল বায়ু আদি প্রকৃতি-অষ্টক, চর্ম্ম মাংস আদি ধাতু অষ্টক, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যাষ্টক, ধর্ম্ম জ্ঞান প্রভৃতি ভাবাষ্টক, ব্রহ্মা প্রজাপতি প্রভৃতি দেবাষ্টক, এবং দয়া ক্ষান্তি প্রভৃতি গুণাষ্টক,—এই ছয়টী অষ্টক। নানাবিষয় কামনাই চিত্রবর্ণ রজ্জু। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান এই তিনটী মার্গ। পাপ পুণ্য এই বস্তুদ্বয়ে সমুৎপন্ন আত্মাভিমানই নাভি।

† শঙ্করাচার্য্যের মতে পাঁচটী ইন্দ্রিয় পঞ্চধারা। পঞ্চভূত পাঁচটী যোনি অর্থাৎ নদীর উৎপত্তিস্থান। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় তরঙ্গস্বরূপ, এবং পাঁচটী বোধেন্দ্রিয় পঞ্চবুদ্ধিরূপ নদীর মূল। পাঁচটী ইন্দ্রিয়-বিষয় পঞ্চ আবর্ত্ত। গর্ভ, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণ এই পাঁচটী পঞ্চ দুঃখ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটী পর্ব্ব।

‡ শঙ্করাচার্য্য বলেন,—এ তিন শক্তি ভোক্তা, ভোগ্য, এবং প্রেরিতা। সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সৃজন শক্তি, পালন শক্তি ও সংহার শক্তি; এইজন্য এক তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছেন।

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৮ ॥
জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯ ॥
ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০ ॥
জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১১ ॥

একমাত্র সদা সর্ব্বজগতের আশ্রয়, তিনি অক্ষয়। এই জগতের অন্তরে কি আছে জানিয়াই ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতগণ জন্ম মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়েন ॥ ৭ ॥

ক্ষয়শীল এবং অক্ষয়, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত,—এই উভয়বিধ বস্তুর পরস্পর সংযোগে সমুৎপন্ন এ বিশ্ব জগৎকে সেই এক ঈশ্বরই ভরণ করিতেছেন। কোন কার্য্যেই জীবাত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলেও তিনি ভোক্তা এবং সেই জন্যই বদ্ধ রহিয়াছেন, কিন্তু পরম দেবকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারিলেই সকল পাশ হইতে বিমুক্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, জীবাত্মা অজ্ঞ; পরমাত্মা ঈশ, জীবাত্মা অনীশ;—কিন্তু উভয়ই অজন্মা। অদ্বিতীয়া প্রকৃতিও অজন্মা; ঐ প্রকৃতির আশ্রয়েই জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন। আত্মা অনন্ত এবং বিশ্বরূপ হইলেও কোন কার্য্যে লিপ্ত নহেন। যখন পরমাত্মা, জীবাত্মা ও প্রকৃতি এই তিনটীকে জানিতে পারা যায়, তখনই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৯ ॥

ক্ষয়শীল* প্রধান, এবং অক্ষয় ও অমর, হর (আত্মা); এতদুভয়েব সন্মিলনেই এ জগৎ। একই পরম দেব এই ক্ষয়শীল প্রধান এবং অক্ষয় আত্মার অধীশ্বর। তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই যোগ, তাঁহারই সহিত একত্ব ভাব, অন্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তির কারণ হয় ॥ ১০ ॥

সেই পরম দেবকে জানিলে সর্ব্ব পাশ ছিন্ন হয়, অজ্ঞান জনিত ক্লেশ-সমূহ দূর হয় এবং জন্ম মৃত্যু শেষ হয়। তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে দেহ-বিনাশানন্তর তিনি বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ হ'ন; সুতরাং তাঁহার বিশ্ব-ঐশ্বর্য্যরূপ তৃতীয় ফল লাভ হয়, কাজেই সর্ব্বকামনার তৃপ্তিদ্বারা পরমানন্দ লাভ হয় ॥১১॥

---

* সাংখ্যমতে 'প্রধান,' মূল-প্রকৃতিরই নামান্তর; উহা অব্যক্ত নামেও অভিহিত হয়। প্রকৃতিরও ক্ষয় হয় না, কিন্তু বিকৃতি হয়; অতএব এস্থলে ক্ষয় শব্দে বিকৃতি অর্থাৎ পরিণতিই বোধ্য হইতে পারে।

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥ ১২ ॥
বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১৩ ॥
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১৪ ॥
তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপরং তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপরমিতি ॥ ১৬ ॥

এই নিত্য, আত্মস্থিত ব্রহ্মকে জানা আবশ্যক, ইহা অপেক্ষা বিজ্ঞেয় আর কিছুই নহে। এ বিশ্ব জগৎ ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরিতা এই শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত; এ ত্রিবিধই ব্রহ্ম ॥ ১২ ॥

যেরূপ অরণি কাষ্ঠে নিহিত বহ্নির মূর্ত্তি দেখা যায় না;—পরন্তু ইহার তেজ বিনষ্ট হয় না, যখন যখনই কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করা যায়, তখন তখনই বিকাশ পায়;—সেইরূপ প্রণবের সাহায্যে যখন যখন দেহে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করা যায়; তখন তখনই তাহা উপলব্ধ হয় ॥ ১৩ ॥

আপন দেহকে একটী অরণিকাষ্ঠস্বরূপ, এবং প্রণবকে অপর অরণি কাষ্ঠস্বরূপ জ্ঞান করিয়া,ধ্যানস্বরূপ ঘর্ষণাভ্যাস দ্বারা, সেই কাষ্ঠ-নিহিত অগ্নির ন্যায় পরম দেবকে দেখিবে ॥ ১৪ ॥

যেরূপ তিল পেষণ করিলে তৈল পাওয়া যায়, দধি মন্থন করিলে মাখন পাওয়া যায়, স্রোতঃ-প্রণালী খনন করিলে জল পাওয়া যায়, এবং অরণি-কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে অগ্নি পাওয়া যায়, সেইরূপ সত্য এবং তপঃ দ্বারা অন্বেষণ করিলে স্বীয় আত্মাতেই সেই পরম দেবকে পাওয়া যায় ॥ ১৫ ।

যেরূপ দুগ্ধে মাখন ব্যাপ্ত আছে, সেইরূপ বিশ্বজগতে সেই পরমাত্মা ব্যাপ্ত আছেন। আত্মবিদ্যা এবং তপই তাঁহাকে জানিবার উপায়; তিনিই উপনিষৎ-কথিত পরব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া ঈশোপনিষৎ।

(বাজসনেয়সংহিতা—চত্বারিংশাধ্যায়ঃ)

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥ ১॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২॥
অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩॥
অনেজদেকম্মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪॥
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫॥

এ জগতে যাহা কিছু জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এ সমস্তই ঈশ্বর কর্তৃক ব্যাপ্ত। এ সমস্তে মমতা ত্যাগ করিয়া ভোগ কর (অর্থাৎ কোন বস্তুতে 'আমার' এ ধারণা রাখিও না; যেহেতু উহাই দুঃখের হেতু) কাহারও ধনে লোভ করিও না॥ ১॥

এ কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম সাধন করিতে করিতেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। এই তোমার জন্য ব্যবস্থা; ইহা হইতে অন্যরূপ নহে; কর্ম্ম মনুষ্যে লিপ্ত থাকে না॥ ২॥

যে সকল লোক আত্মঘাতী, অর্থাৎ আত্ম-মুক্তি-সাধনে বিমুখ, তাহারা তম-আবৃত অন্ধকারপূর্ণ অসুর্য্য নামক লোকে গমন করে॥ ৩॥

সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা নিশ্চল; পরন্তু মন হইতেও বেগ গমন। গতি সম্বন্ধে দেবগণ কেহই তাঁহার সমকক্ষ হয়েন না, তিনি দেবগণেরও পূর্ব্বে গমন করেন। তিনি স্থিতিশীল হইলেও ধাবমান; অন্যান্য সকলকে অতিক্রম করেন। গমনশীল, জল ও বায়ু তাঁহারই ক্রোড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে॥ ৪॥

তিনি চলিতেছেন কিন্তু নিশ্চল, তিনি দূরে কিন্তু নিকটে। তিনি সকলের অন্তরস্থ এবং সকলের বাহিরেও ব্যাপ্ত আছেন॥ ৫॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭॥
স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতো ঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮॥
অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯॥
অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়ান্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুন্তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ ১১॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতকে আত্মায় দেখিতে পায়, এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দেখে, তাহার নিকট সেই আত্মা গুপ্ত থাকেন না॥ ৬॥

যে জ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্যের নিকট সর্ব্বভূতই আত্মা বলিয়া পরিচিত হয়, সেই অদ্বৈতদর্শী মনুষ্যের মোহই বা কি, শোকই বা কি?॥ ৭॥

সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, বিশুদ্ধজ্যোতিঃ, সর্ব্ববিধ-শরীর-শূন্য, তিনি অক্ষত, তিনি স্নায়ু ও শিরাশূন্য, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং স্বয়ম্ভু; তিনি সকলে বিদ্যমান থাকিয়া সর্ব্বকালই সৃষ্ট প্রজাসমূহের যথারূপ ভোগ্য বিধান করিতেছেন॥ ৮॥

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা গাঢ় তমোমধ্যে প্রবেশ করে। যাহারা কেবল বিদ্যাতে রত, তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে॥ ৯॥

বিদ্যা হইতে অন্য ফল এবং অবিদ্যা হইতে অন্য ফল,—এই রূপ লোকে বলিয়া থাকে। যে ধীরগণ আমাদিগের নিকট এই বিষয় ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এইরূপই শুনিয়াছি॥ ১০॥

বিদ্যা এবং অবিদ্যা, এই উভয়ই যিনি যুগপৎ অবগত হয়েন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমরত্ব লাভ করেন॥ ১১॥

৯, ১০, এবং ১১ শ্লোকে যে বিদ্যা এবং অবিদ্যা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অনেক প্রকার অর্থ দেখা যায়। বিদ্যার্থে কেবল শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভ, এবং অবিদ্যার্থে কেবল শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া কর্ম্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠান, ইহাই বোধ হয় প্রকৃত অর্থ; ঋষি উভয়েরই আবশ্যকতা প্রমাণ করিতেছেন।

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুন্তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যত্তে
রূপঙ্কল্যাণতমন্তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥
বায়ুরনিলমমৃত মথেদম্ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥১৭ ॥

যাহারা অসম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমোমধ্যে প্রবেশ করে। যাহারা সম্ভূতিতে রত হয়, তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে ॥ ১২ ॥

সম্ভূতি হইতে অন্য ফল, এবং অসম্ভূতি হইতে অন্য ফল, এই রূপ লোকে বলিয়া থাকে। যে ধীরগণ, আমাদিগের নিকট এই বিষয় ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এইরূপই শুনিয়াছি ॥ ১৩ ॥

সম্ভূতি এবং বিনাশ, এই উভয় যিনি যুগপৎ অবগত হয়েন, তিনি বিনাশ দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া সম্ভূতি দ্বারা * অমরত্ব লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

সত্যের দ্বার হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। হে পূষন্! সত্যধর্ম্মের দৃষ্টির জন্য সে তত্ত্ব উদ্ঘাটন কর ॥ ১৫ ॥

হে একঋষি! হে পূষন্! হে যম! হে প্রজাপতি-পুত্র! সূর্য্য! † কিরণজাল বিগত কর, অথবা সংযত কর। তেজঃ-স্বরূপ তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা আমি দেখি। এই পুরুষ যিনি, আমিও সেই ॥ ১৬ ॥

প্রাণবায়ু, অমর অনিলে মিলিত হউক, শরীর ভস্মান্ত হউক। হে মন! স্মরণ কর,—তোমার কর্ম্ম স্মরণ কর। হে মন! যাবজ্জীবন কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর,—কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

---

* কারণ হইতে কার্য্য, এই জ্ঞানই সম্ভূতি। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ মিথ্যা, এই জ্ঞান অসম্ভূতি বা বিনাশ। উপরের তিনটী শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় এই রূপ যে কেবল কার্য্যকারণ তর্কে উদ্ধার নাই, এবং কারণে অবিশ্বাস করিলেও উদ্ধার নাই। আস্তিকোপদেশ গ্রহণ করিয়া অথচ নশ্বরের ন্যায় ক্রিয়া সাধন কর্ত্তব্য।

† একঋষি প্রভৃতি সকলগুলিই সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাস্তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নি! সুপথ দিয়া আমাদিগকে তোমার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত করাও, হে দেব! তুমি সমস্ত কর্ম্মই অবগত আছ। আমাদিগকে কুটিল পথ হইতে পৃথক্ কর, আমরা বার বার তোমাকে নমস্কার করি * ॥ ১৮ ॥

---

* শেষ তিনটী শ্লোক যেন মৃত্যুর প্রাক্কালে উক্ত হইতেছে। সূর্য্য বা অগ্নিকে উপলক্ষ করিয়া বক্তা ঈশ্বরের স্তুতি করিতেছেন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে তত্র হ কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুস্তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব কঃ স্বিদেষাং ব্রাহ্মণানামনূচানতম ইতি স হ গবাং সহস্রমবরুরোধ দশ দশ পাদা একৈকস্যাঃ শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভূবুঃ ॥ ১ ॥

তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতামিতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুরথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণমুবাচৈতাঃ সোম্যোদজ সামশ্রবা৩ ইতি তা হোদাচকার তে হ ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুধুঃ কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রবীতেত্যথ হ জনকস্য বৈদেহস্য হোতাশ্বলো বভূব স হৈনং পপ্রচ্ছ ত্বং নু খলু

গার্গী বাচক্নবীর কথা।

বিদেহাধিপতি জনক রাজা বহু-দক্ষিণা বিশিষ্ট যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তথায় কুরু-পঞ্চাল নিবাসী ব্রাহ্মণগণও সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কে অধিক বেদজ্ঞ? বিদেহাধিপতি জনক রাজা তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। অতএব তিনি গোসহস্র অবরুদ্ধ করিলেন, এবং প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ সুবর্ণ আবদ্ধ করিলেন ॥ ১ ॥

জনক রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে ভগবান্ ব্রাহ্মণগণ! আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই এই গো-সমূহ গৃহে লইয়া যাউন। সেই ব্রাহ্মণগণ তাহাতে প্রগল্‌ভভাব প্রকাশে সাহস করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে যাজ্ঞবল্ক্য নিজের অন্তেবাসী ব্রহ্মচারীকে কহিলেন,—হে সৌম্য সামশ্রবঃ! এই গোসমূহ আমার গৃহে লইয়া যাও। শিষ্য যথাদেশ সেগুলি লইয়া গেল। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কিরূপে ইনি আমাদের সকলের মধ্যে আপনাকে প্রধান ব্রহ্মজ্ঞ বলেন? * ঐ ব্রাহ্মণ-সভাতে বিদেহরাজ জনকের "অশ্বল" নামক পুরোহিতও ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমিই কি আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহাকে নমস্কার

---

* অর্থাৎ গোগ্রহণের দ্বারাই তাহা বলা প্রতিপন্ন হইল।

নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোহসীত ইতি হোবাচ নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মো গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি তং হ তত এব প্রষ্টুং দধ্রে হোতাশ্বলঃ॥ ২ ॥ * * *

অষ্টমং ব্রাহ্মণম্।

অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি পৃচ্ছ গার্গীতি॥ ১॥

সা হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো বোগ্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপতিষ্ঠে-দেবমেবাহং ত্বা দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতি পৃচ্ছ গার্গীতি॥ ২॥

সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি॥ ৩॥

করি,—আমি এই গো-সমূহ লইতে কামনা করি। তখন "অশ্বল" তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২॥ * * * *

অনন্তর গর্গগোত্রীয়া সুতরাং গার্গী বলিয়া প্রসিদ্ধ, বাচক্নবী নাম্নী, এক বিদুষী নারী বলিলেন, হে ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ! আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। সে দু'টী যদি উত্তর করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদিগের মধ্যে কেহই ইঁহাকে ব্রহ্ম বিষয়ক কথায় জয় করিতে পারিবেন না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হে গার্গি! জিজ্ঞাসা কর॥ ১॥

গার্গী বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! কাশী বা বিদেহ দেশীয় কোন বীরপুত্র যেরূপ ধনুকে জ্যা রোপণ করিয়া, শত্রু বিদারী দুইটী বাণ হস্তে গ্রহণ করিয়া সমুত্থান করেন; আমিও সেইরূপ তোমাকে লক্ষ্য করিয়া দুইটী প্রশ্নের সহিত সমুত্থান করিতেছি; সে দুইটীর উত্তর আমাকে প্রদান কর। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! জিজ্ঞাসা কর॥ ২॥

গার্গী বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! যাহা দ্যুলোকেরও উপরে আছে, যাহা পৃথিবীরও নীচে আছে, যাহা এই লোকদ্বয়ের মধ্যভাগেও বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সর্ব্বকালেই বিদ্যমান বলিয়া লোকে বর্ণনা করে, সেই সূত্রাত্মক জগৎ ওত-প্রোত ভাবে কিসে ব্যাপ্ত আছে?॥৩॥

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ॥ ৪ ॥

সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোঽপরস্মৈ ধারয়স্বেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ৫ ॥

সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ॥ ৬ ॥

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ৭ ॥

স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্র-

---

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকেরও উপরে আছে, যাহা পৃথিবীরও নীচে আছে, যাহা এই লোকদ্বয়ের মধ্যভাগেও বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সর্ব্বকালেই বিদ্যমান বলিয়া লোকে বর্ণনা করে, সেই সূত্রাত্মক জগৎ ওত-প্রোত ভাবে আকাশে ব্যাপ্ত আছে ॥ ৪ ॥

গার্গী বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তোমাকে নমস্কার। তুমি এটীর উত্তর দিয়াছ। অপরটীর জন্য প্রস্তুত হও।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! জিজ্ঞাসা কর ॥ ৫ ॥

গার্গী বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! যাহা দ্যুলোকেরও উপরে আছে, যাহা পৃথিবীরও নীচে আছে, যাহা এই লোকদ্বয়ের মধ্যভাগেও বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সর্ব্বকালেই বিদ্যমান বলিয়া লোকে বর্ণনা করে, সেই সূত্রাত্মক জগৎ ওত-প্রোত ভাবে কিসে ব্যাপ্ত আছে? ॥ ৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকেরও উপরে আছে, যাহা পৃথিবীরও নীচে আছে, যাহা এই লোকদ্বয়ের মধ্যভাগেও বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ব্বকালেই বিদ্যমান বলিয়া লোকে বর্ণনা করে, সেই সূত্রাত্মক জগৎ ওত-প্রোত ভাবে আকাশে ব্যাপ্ত আছে।

গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই আকাশ ওত-প্রোত ভাবে কিসে ব্যাপ্ত আছে? ॥ ৭ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! তিনি এই **অক্ষর**। ব্রহ্মজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন; হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন; অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ নহেন, জলবৎ দ্রব পদার্থও নহেন। তিনি ছায়া-শূন্য, তমঃ-শূন্য।

ম্বাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণিমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ ৮ ॥

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতি এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥ ৯ ॥

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০ ॥

তিনি বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন ; তিনি অসঙ্গ, অরস ও অগন্ধ। তাঁহার বোধের জন্য চক্ষু, কর্ণ, বাগিন্দ্রিয় বা মন প্রয়োজনীয় নহে। তাঁহার জীবনের জন্য সূর্য্যতাপ বা প্রাণ অনাবশ্যক। তাঁহার মুখাদি অবয়বও নাই এবং তিনি অপরিমেয় ও অন্তর-বাহ্য শূন্য। তিনি কিছুমাত্র ভোজনও করেন না ; কাহা কর্ত্তৃক ভুক্তও হয়েন না ॥ ৮ ॥

হে গার্গি ! সেই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র যথাস্থানে ধৃত হইয়া রহিয়াছেন। হে গার্গি! সেই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই এই দ্যাবাপৃথিবী* নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে। হে গার্গি ! সেই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই নিমেষ ও মুহূর্ত্ত, দিবা ও রাত্রি, অর্দ্ধমাস ও মাস, ঋতু ও বৎসরসমূহ, নিজ নিজ কালে পরিক্রমণ করিতেছে। হে গার্গি! সেই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই শ্বেত পর্ব্বত সমুহ হইতে পূর্ব্বদেশীয় নদী সকল পূর্ব্ব দেশে বহিতেছে, পশ্চিম দেশীয় নদী সকল পশ্চিম দেশেই বহিতেছে। হে গার্গি! সেই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই বদান্যগণকে মনুষ্যগণ প্রশংসা করিয়া থাকে এবং দেবগণ যজমানের অনুগত হয়েন, পিতৃগণও দর্বী-হোমের অনুগত হয়েন ॥ ৯ ॥

হে গার্গি ! যে কেহ এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোকে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করে, বা বহু বর্ষ কাল তপ করে, তাহার কর্ম্মফল ক্ষয়শীল। হে গার্গি ! যে কেহ এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহ লোক হইতে প্রস্থান করে,

---

* দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সৌর জগৎ।

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ১১ ॥

সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহু মন্যেধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বং ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি ততো হ বাচক্লব্যুপররাম ॥ ১২ ॥

চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজিষ্যন্বা অরেঽহমস্মাৎস্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি ॥ ২ ॥

সে কৃপণ স্বরূপ, এবং হে গার্গি! যে এই অক্ষরকে জানিয়া ইহ লোক হইতে প্রস্থান করে, সেই ব্রাহ্মণ ॥ ১০ ॥

হে গার্গি! সে অক্ষরকে দেখা যায় না কিন্তু তিনি দর্শন করেন। তাঁহাকে শুনা যায় না কিন্তু তিনি শ্রবণ করেন। তাঁহাকে মনে ধারণা করা যায় না, কিন্তু তিনি মনন করেন। তাঁহাকে জানা যায় না কিন্তু তিনি বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন আর কেহ দর্শনকারী নাই; তিনি ভিন্ন আর কেহ শ্রোতা নাই; তিনি ভিন্ন আর কেহ মননকারী নাই; তিনি ভিন্ন আর কেহ বিজ্ঞাতাও নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরেই আকাশ ওত-প্রোত ভাবে ব্যাপ্ত আছে ॥ ১১ ॥

গার্গী বলিলেন, হে ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ! যদি নমস্কার করিয়াই ইহাঁর নিকট মুক্তিলাভ করিতে পারেন; আপনারা ইহাই বহু লাভ মনে করিতে পারেন, কেননা, আপনাদিগের মধ্যে কেহই ইহাকে ব্রহ্ম বিষয়ক কথায় জয় করিতে পারিবেন না। এই বলিয়া বাচক্নবী উপরতা হইলেন ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ীর কথা।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্য্যা ছিলেন, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, এবং কাত্যায়নী স্ত্রী-সুলভজ্ঞানবিশিষ্টা ছিলেন। একদা যাজ্ঞবল্ক্য গৃহত্যাগ করিয়া পারিব্রজ্যাশ্রম অবলম্বনে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! আমি এই গৃহ হইতে পরিব্রাজক রূপে

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো৩ ? নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈ-বোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি ॥ ৩ ॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৪ ॥

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়মবৃধদ্ধন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৫ ॥

স হোবাচ। ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্ম-নস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ন্তবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন

প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার একটী ভাগ নিষ্পত্তি করিয়া যাইতে চাহি ॥ ২ ॥

মৈত্রেয়ী বলিলেন, ভগবন্! যদি বিত্ত-পূর্ণা এই সমস্ত পৃথিবী আমারই হয়, তদ্দারা কি আমি অমরত্ব লাভ করিব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না; অমর হইবে না, তবে ধনীদিগের যেরূপ হয়, তোমার জীবন সেই রূপ হইবে। বিত্ত দ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই ॥ ৩ ॥

মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহাদ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবান্ অমরত্ব লাভ বিষয়ে যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তুমি চির কালই আমার প্রিয়া, এক্ষণে অধিকতর প্রিয়া হইলে। হে মহাশয়ে! আমি অমরত্ব লাভ কথা তোমাকে বলিতেছি, আমার কথা উত্তম রূপে মনে ধারণ কর ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অরে মৈত্রেয়ি! পতি-প্রণয় বশতঃ পতি নারীর প্রিয় হয় না, আপনার প্রতি প্রণয় বশতই পতি নারীর প্রিয় হয়। স্ত্রী-প্রণয় বশতঃ স্ত্রী পতির প্রিয়া হয় না, আপনার প্রতি প্রণয় বশতই স্ত্রী পতির প্রিয় হয়। অপত্যস্নেহ বশতঃ পুত্র পিতামাতার প্রিয় হয় না, আপনার প্রতি স্নেহ বশতই পুত্র পিতামাতার প্রিয় হয়। বিষয়ানুরাগ বশতঃ বিষয়-

বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যো-

---

সম্পত্তি মনুষ্যের প্রিয় হয় না, আপনার প্রতি অনুরাগ বশতই বিষয় সম্পত্তি মনুষ্যের প্রিয় হয়। গবাদির উপকারের জন্য গবাদি মনুষ্যের প্রিয় না, আপনার উপকারের জন্যই গবাদি মনুষ্যের প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য ব্রাহ্মণ জাতি লোকের প্রিয় হয় না, আপনার উপকারের জন্যই ব্রাহ্মণ-জাতি লোকের প্রিয় হয়। ক্ষত্রিয়ের উপকারের জন্য ক্ষত্রিয় জাতি লোকের প্রিয় হয় না, আপনার উপকারের জন্যই ক্ষত্রিয় জাতি লোকের প্রিয় হয়। ভূলোক স্বর্গলোকাদির প্রতি অনুরাগ বশতঃ এই লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আপনার প্রতি অনুরাগ বশতই এই লোকসমূহ প্রিয় হয়। দেবদিগের উপকারের জন্য দেবগণ প্রিয় হয়েন না, আপনার উপকারের জন্যই দেবগণ প্রিয় হয়েন। বেদসমূহের উপকারের জন্য বেদসমূহ প্রিয় হয় না, আপনার উপকারের জন্যই বেদসমূহ প্রিয় হয়। সর্ব্বভূতের প্রতি অনুরাগ বশতঃ সর্ব্বভূত প্রিয় হয় না, আপনার প্রতি অনুরাগ বশতই সর্ব্বভূত প্রিয় হয়। বিশ্ব জগতে সকলের প্রতি প্রেম বশতঃ সকলে প্রিয় নহে, আপনার প্রতি প্রেম বশতই বিশ্ব জগতে সকলে প্রিয় হয়। হে মৈত্রেয়ি! সেই আপনাকে (আত্মাকে) দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। আপনাকে (আত্মাকে) দেখিলে, শুনিলে, মনন করিলে, ও ধ্যান করিলে পর এই সমস্ত বিশ্ব জগৎ সমস্তই জানা যায় ॥ ৬ ॥

যে কেহ ব্রাহ্মণ জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, তাহাকে ব্রাহ্মণ জাতি কৈবল্যের অযোগ্য বিবেচনা করিবে। যে ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে

ঽন্যত্রাত্মনো দেবান্বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো বেদান্বেদ ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা ॥ ৭ ॥

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮ ॥

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯ ॥

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ১০ ॥

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য

পৃথক্ মনে করে, ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে কৈবল্যের অযোগ্য বিবেচনা করিবে। যে লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, তাহাকে লোকসমূহ কৈবল্যের অযোগ্য বিবেচনা করিবে। যে দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, দেবতারা তাহাকে কৈবল্যের অযোগ্য জানেন। যে বেদসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, বৈদিক মতে সে কৈবল্যের অযোগ্য। যে সর্ব্বভূতকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, সর্ব্বভূতের নিকটেই সে কৈবল্যের অযোগ্য। যে সকলকেই আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, সে সকলের নিকটেই কৈবল্যের অযোগ্য বলিয়া নির্ণীত হয়। এই ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয় জাতি, সর্ব্বলোকসমূহ, দেবসমূহ, বেদসমূহ সর্ব্বভূত, এ সমস্তই পরমাত্মা ॥ ৭ ॥

যেমন, কোন এক দুন্দুভিতে আঘাত করিতে থাকিলে সেই দুন্দুভি হইতে বহির্গত শব্দ ধরা যায় না; দুন্দুভিটী ধরিলে, কিংবা তাহার আঘাতকারীকে ধরিলেই শব্দও ধৃত হয় ॥ ৮ ॥

যেমন, কোন এক শঙ্খ আঘাত করিতে থাকিলে সেই শঙ্খ ধ্মাত শব্দ ধরা যায় না; কিন্তু শঙ্খটী ধরিলে কিংবা আধ্মানকারীকে ধরিলেই শব্দও ধৃত হয় ॥ ৯ ॥

যেমন, কোন একটী বীণা বাজাইতে থাকিলে, সেই বীণা-নিক্বণিত শব্দ ধরা যায় না, কিন্তু বীণাটী ধরিলে কিংবা উহার বাদককে ধরিলেই শব্দ ধৃত হয় ॥ ১০ ॥

যেমন, আর্দ্র কাষ্ঠে প্রজ্জলিত অগ্নি হইতে সমুত্থিত ধূমসমূহ আকাশে বিবিধাতিরিশিষ্ট মেঘ আকারে বিচরণ করিতে থাকে, হে মৈত্রেয়ি! এই বিশ্ব জগতেও

মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানা-নীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতমযঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতান্যস্যৈ-বৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি ॥ ১১ ॥

স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্ব্বেষাং বিসর্গানাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১২ ॥

স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা-অরেঽয়মাত্মা-ঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু-বিনশ্যতি ন প্রেত্য সঞ্জ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১৩ ॥

তদ্রূপ সেই একই বহুরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ এ সমস্তই এক সেই মহাপ্রাণের নিঃশ্বসিত—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাস*, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎসমূহ, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যানসমূহ, ব্যাখ্যানসমূহ ; যাহা কিছু যজ্ঞ করা যায়, যাহা কিছু আহুতি দেওয়া যায়, যাহা কিছু ভুক্ত বা পীত হয়, ইহলোক, পরলোক এবং সর্ব্বভূত,—এ সমস্তও সেই মহাপ্রাণেরই নিঃশ্বসিত ॥ ১১ ॥

যেরূপ সকল জলের একায়ন সমুদ্র, সকল স্পর্শের একায়ন ত্বক্, সকল গন্ধের একায়ন নাসিকাদ্বয়, সকল রসের একায়ন জিহ্বা,সকল রূপের একায়ন চক্ষু, সকল শব্দের একায়ন কর্ণ, সকল সঙ্কল্পের একায়ন মন, সকল বিদ্যার একায়ন হৃদয়, সকল কর্ম্মের একায়ন হস্তদ্বয়, সকল সুখের একায়ন ইন্দ্রিয়, সকল বিসর্গের একায়ন পায়ু, সকল গতির একায়ন পাদদ্বয়, সকল বেদের একায়ন বাক্ ; সেইরূপ এই বিশ্ব জগতের একায়ন সেই মহাপ্রাণ ॥ ১২ ॥

সৈন্ধব লবণ খণ্ড যেরূপ অন্তর-বাহ্য-ভেদ শূন্য একরূপ লবণ রস, সেইরূপ আত্মাও অন্তর-বাহ্য-ভেদ-শূন্য একরূপ প্রজ্ঞাস্বরূপ। সেই আত্মা পঞ্চ

---

* মীমাংসা এবং শাঙ্কর দর্শনে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে এতাদৃশ স্থলে অর্থাৎ সংহিতা বা ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে, শ্রুত ইতিহাসাদি সমস্তই তত্তলক্ষণাক্রান্ত বেদাংশবিশেষ, সুতরাং এ সমস্তই ত্রয়ীর অন্তর্গত ; ব্রাহ্মণবসিষ্ঠ ন্যায়ে পৃথক্ নামে উল্লিখিত হইয়াছেমাত্র।

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা ঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা ॥ ১৪ ॥

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেত্তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে ঽসঙ্গো ন হি সজ্যতে

ভূতের সাহায্যে প্রকাশ পাইয়া সেই পঞ্চ ভূতেই পুনরায় বিলীন হইয়া যায়। বিলীন হইলে আর সংজ্ঞা থাকে না। অরে মৈত্রেয়ি! এই কথা আমি বলিতেছি*, যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলেন ॥ ১৩ ॥

মৈত্রেয়ী বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে মোহমধ্যে ফেলিলেন; এ কথা আমি বুঝিতে পারিতেছিনা। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! আমি মোহ-জনক কথা বলিতেছি না;—সে আত্মা বিনাশ-শূন্য, সে আত্মা উচ্ছেদ-শূন্য ॥ ১৪ ॥

যতক্ষণ পরমাত্মা হইতে অন্য পদার্থকে ভিন্ন বলিয়া বোধ থাকে, ততক্ষণ এক অন্যকে ভিন্ন বলিয়া দেখে, ভিন্ন বলিয়া ঘ্রাণ করে, ভিন্ন বলিয়া আস্বাদন করে, ভিন্ন বলিয়া অভিবাদন করে, ভিন্ন বলিয়া শ্রবণ করে, ভিন্ন বলিয়া মনে করে, ভিন্ন বলিয়া স্পর্শ করে, ও ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু যখন সর্ব্বত্রই সেই পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দর্শন বা ঘ্রাণ বা আস্বাদন বা অভিবাদন বা শ্রবণ বা মনন বা স্পর্শ বা জ্ঞান করে? যাঁহার সত্তায় এ সমস্তই জানা যায়, তাঁহাকে কি রূপে জানা যাব? 'ইহা নহে—ইহা নহে' এইরূপ খুঁজিতে খুঁজিতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তিনি। তিনি অগৃহ্য, কেন না তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না; তিনি অশীর্য্য, কেন না তাঁহার ক্ষয় নাই; তিনি অসঙ্গ, কেন না তাঁহার সঙ্গ পাওয়া যায় না; তিনি কদাপি কথমপি ক্ষীণ হয়েন না; তিনি কাহাকেও পীড়া দেন না; কাহারও প্রতি কোপও করেন না; তিনি সকলেরই অন্তর ও বাহ্য উভয়ই বুঝিতেছেন; তাদৃশ সর্ব্ব-

---

* অর্থাৎ এ সম্বন্ধে মতান্তরও থাকিতে পারে।

হসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানু-
শাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার ॥১৫॥

বিজ্ঞাতাকে কি উপায়ে জানা যায়? অরে মৈত্রেয়ি! এইরূপে তুমি শিক্ষা লাভ করিলে ;—অরে এইটুকুই অমরত্ব প্রাপ্তির কথা। এই বলিয়াই যাজ্ঞবল্ক্য যথেচ্ছ বিহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥

অথর্ব্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ।

প্রথমঃ প্রশ্নঃ।

ওঁ॥ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎ-পাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ॥ ১॥

তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি॥ ২॥

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি॥ ৩॥

তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি॥ ৪॥

ভরদ্বাজ-গোত্রোৎপন্ন সুকেশা, শিবি-গোত্রোৎপন্ন সত্যকাম, গর্গ-গোত্রোৎপন্ন সৌর্য্যায়ণী, অশ্বল-গোত্রোৎপন্ন কৌশল্য, ভৃগু-গোত্রোৎপন্ন বৈদর্ভি, কত্য-গোত্রোৎপন্ন কবন্ধী,—এই কয় জন ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পরব্রহ্মের অন্বেষণে তৎপর হইয়া সমিৎ কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া "ইনিই সমগ্র ব্রহ্মতত্ত্ব বলিবেন"—এই আশয়ে ভগবান্ পিপ্পলাদ ঋষির নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ১॥

সেই ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা পুনরায় সংবৎসরকাল তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া এখানে বাস কর। পরে তোমাদের যাহা ইচ্ছা আমাকে প্রশ্ন করিবে। যদি আমার সে সমস্ত জানা থাকে, তাহাহইলে তোমাদিগকে অবশ্য বলিব॥ ২॥

কাত্যায়ন কবন্ধীর জিজ্ঞাসা।

পরে সংবৎসরান্তে কাত্যায়ন কবন্ধী, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই সমস্ত প্রজাগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে?॥৩॥

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে সেই প্রজাপতি তপস্যা করিয়াছিলেন। রয়ি ও প্রাণ এই দ্বিবিধ পদার্থ সম্মিলিত হইয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবে, এই ভাবিয়া তিনি ইহাদের সৃষ্টি করিলেন॥ ৪॥

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্ব্বা এতৎ সর্ব্বং যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫ ॥

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো যদূর্দ্ধং যদন্তরা দিশো যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬ ॥

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।

সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ ॥ ৮ ॥

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্ যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে। তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯ ॥

আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি; অথবা মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত, এ সমস্ত পদার্থই রয়ি, তন্মধ্যেও অমূর্ত্তের সম্বন্ধে মূর্ত্তপদার্থমাত্রই রয়ি ॥ ৫ ॥

আদিত্য যে উদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করেন, তাহাতেই পূর্ব্বদিগ্-বর্ত্তী প্রাণসকল নিজ রশ্মি সমূহে সন্নিবেশিত করেন। আর যে দক্ষিণ দিক্, পশ্চিম দিক্, উত্তর দিক্, অধোদেশ, উর্দ্ধদেশ ও চতুষ্কোণে যাবতীয় পদার্থ প্রকাশিত করেন, তাহাতেই সমস্ত প্রাণ নিজ রশ্মিতে সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

সেই এই বৈশ্বানর সর্ব্ব জীবাত্মক বিশ্বরূপ প্রাণাগ্নি উদিত হইতেছেন। ঋঙ্মন্ত্রেও এইরূপ উক্ত আছে—॥ ৭ ॥

"বিশ্বরূপ, রশ্মিশালী, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, সর্ব্ব প্রাণের আশ্রয় ভূত, উত্তাপদাতা, অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ, সহস্ররশ্মি, শতধা বর্ত্তমান ও প্রজাদিগের প্রাণভূত এই সূর্য্য উদিত হইতেছেন" ॥ ৮ ॥

সংবৎসরই প্রজাপতি। তাঁহার দুইটি অয়ন (পথ);—দক্ষিণ ও উত্তর। যাঁহারা ইষ্ট পূর্ত্তাদি কার্য্যই কর্ত্তব্য বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা চন্দ্র লোকই জয় করেন। এবং তাঁহারাই পুনরায় প্রত্যাগত হয়েন। সেইহেতু এই প্রজাকাম ঋষিগণ, দক্ষিণ পথে চন্দ্রলোকেই গমন করেন। এই যে পিতৃযান (পিতৃলোকে যাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণ পথ), এ পথে প্রাপ্তব্য চন্দ্র, ইনিই তাঁহাদের রয়ি অর্থাৎ অন্ন ॥ ৯ ॥

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ॥ ১০॥

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্। অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি॥ ১১॥

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ শুক্লঃ প্রাণস্তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টিং কুর্ব্বন্তীতর ইতরস্মিন্॥ ১২॥

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি। যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে॥ ১৩॥

যাঁহারা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মান্বেষণ করেন, তাঁহারা আদিত্য লোক জয় করেন। ইহা প্রাণসমূহের আশ্রয়, ইহা অমৃত, এই স্থান ভয়-বর্জ্জিত ও ইহা পরম গতি। যেহেতু এখান হইতে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না। অতএব ইহাই নিরোধ স্থান। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে॥ ১০॥

অনেকে বলেন,—পঞ্চ পাদ ও দ্বাদশাকৃতি বিশিষ্ট আদিত্য, দ্বিধাকৃত অণ্ড স্বরূপ এই সৌর জগতের উপর, অর্দ্ধাংশে দ্যুবিভাগে বৃষ্টির কারণস্বরূপে সর্ব্ব লোকের পিতৃপদবাচ্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। অন্যে বলেন,—ঐ সর্ব্বজ্ঞ আদিত্য, সপ্ত চক্র ও ছয়টী অর বিশিষ্ট রথে আরূঢ় আছেন *॥ ১১॥

মাসই প্রজাপতি। তাহার কৃষ্ণ পক্ষই রয়ি এবং শুক্ল পক্ষই প্রাণ। অতএব সর্ব্বভূতে প্রাণদর্শী ঋষিগণ যে কোন পক্ষে যে কোন যাগ করেন, তৎসমস্ত শুক্ল পক্ষেই করা হয় এবং অপর ব্যক্তির কার্য্য যে কোন পক্ষেই কৃত হউক, উহা অপর পক্ষেই সম্পন্ন হয়॥ ১২॥

অহোরাত্র কালই প্রজাপতি। তাহার দিবাভাগই প্রাণ এবং রাত্রিই রয়ি। যাহারা দিবাভাগে স্ত্রী-সহবাস করে, তাহারা হীন-প্রাণ হয়। রাত্রিকালে স্ত্রী-সহবাস ব্রহ্মচর্য্য-ক্ষতিকর নহে॥ ১৩॥

---

* শঙ্করাচার্য্য বলেন,—হেমন্ত ও শিশির এতদুভয়কে একরূপে গণ্য করিয়া পাঁচটী ঋতুই আদিত্যের পঞ্চ পাদ স্বরূপ এবং দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আকৃতি; আর ছয় ঋতুই অরস্থানীয়। সামশ্রমী মহাশয় অনুমান করেন,— সপ্ত গ্রহই সপ্ত চক্ররূপে কল্পিত হইয়াছে; আদিত্য স্বয়ং অষ্টম সুতরাং তাহা চক্রমধ্যে পরিগণিত হইতেই পারে না এবং নবম গ্রহ হয় ত, যে সময়কার এ ঋক্, তখনও আবিষ্কৃত বা সৃষ্টই হয় নাই।

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪।

তদ্ যে হ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ২ ॥

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

অন্নই প্রজাপতি। অন্ন হইতেই শুক্র, শুক্র হইতেই এই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হইতেছে ॥ ১৪ ॥

যাঁহারা প্রজাপতির নিয়ম পালন করেন, তাঁহারা পুত্র কন্যা উৎপাদন করেন এবং তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য যাঁহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাদেরই এই ব্রহ্ম লোক ॥ ১৫ ॥

যাঁহাদের কপটতা, মিথ্যাব্যবহার ও মায়া নাই, তাঁহাদেরই জন্য এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক ॥ ১৬ ॥

ভার্গব বৈদর্ভির জিজ্ঞাসা।

এইরূপে কাত্যায়ন কবন্ধীর প্রশ্ন শেষ হইলে (তত্রত্য অপর এক জনা) ভৃগু গোত্রীয় বৈদর্ভি, সেই পিপ্পলাদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কতগুলি দেবতা প্রজাসমূহকে ধারণ করেন? কোন্ দেবতাই বা প্রজাসমূহকে প্রকাশ করেন? এবং কেই বা ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? ॥ ১ ॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাঁহাকে বলিলেন,—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র, ইহারা সকলেই নিত্য নিজ নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বলেন, আমিই এই জগতের ধারণকারী স্তম্ভ স্বরূপ ॥ ২ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা বৃথা অভিমান করিও না; এক আমিই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়া স্তম্ভের ন্যায় প্রজাসমূহকে ধারণ

সোঽভিমানাদূর্দ্ধমুৎক্রামত ইব তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব্ব এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্ যথা মক্ষিকা মধুকররাজান-মুৎক্রামন্তং সর্ব্বা এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি ॥ ৪ ॥

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবী রয়ির্দ্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ৬।
প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণঃ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ৭॥
দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৄণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাঞ্চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি ॥ ৮ ॥

করিতেছি। তাঁহারা (আকাশাদি দেবতারা) তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি (প্রাণ), অভিমানভরে উৎক্রান্ত হইবার ছল করিলেন। তিনি এরূপ করিলে অন্য সকলেও তাহাই করিল; আবার তিনি গমনে বিরত হইলে সকলে স্থির হইল। যেরূপ মধুকর-রাজ গমন করিলে সমস্ত মক্ষিকাগণ অনুগমন করে, এবং তিনি গমনে বিরত হইলেই সকলেই স্থির হয়, বাক্য, মন, চক্ষুঃ, কর্ণও সেইরূপ করিলেন। তাঁহারা প্রীত হইয়া প্রাণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

ইনি অগ্নি, ইনিই সূর্য্যরূপে তাপ দান করেন, ইনিই পর্জ্জন্য, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই বায়ু, ইনিই পৃথিবী, ইনিই রয়ি দেবতা, ইনিই সৎ, অসৎ ও অমৃত ॥ ৫ ॥

যেমন চক্রের নাভিতে অরা সকল অবস্থিত থাকে, তেমনি ঋক্, যজুঃ, সাম, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ, এই প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৬ ॥

তুমি প্রজাপতি রূপে গর্ভে বিচরণ কর। তুমিই জন্ম গ্রহণ কর। হে প্রাণ! এই সমস্ত প্রজাগণ তোমার জন্যই পূজোপকরণ আহরণ করে। তুমিই অন্যান্য প্রাণের (চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের) সহিত শরীরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ ॥ ৭ ॥

তুমি দেবতাদিগের প্রধান হব্যবাহক, পিতৃলোকের প্রথম স্বধাস্বরূপ। তুমি অথর্ব্বাঙ্গিরস ঋষিগণের অবিতথ চরিত স্বরূপ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ৯ ॥
যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ১০ ॥
ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ ॥ ১১ ॥
যা তে তনূর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥ ১২ ॥
প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥ ১৩ ॥

তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে

হে প্রাণ! তুমি বীর্য্যে ইন্দ্র, তুমিই রুদ্র, তুমিই জগতের পালক। তুমি অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়া থাক এবং জ্যোতিঃপদার্থসমূহের অধীশ্বর সূর্য্য স্বরূপ ॥ ৯ ॥

হে প্রাণ! যখন তুমি মেঘরূপে জলবর্ষণ কর, তখন তোমার এই সমস্ত প্রজাগণ "প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে"—এই আশায় আনন্দে অবস্থান করে ॥ ১০ ॥

হে প্রাণ! ব্রাত্যও (অসংস্কৃত দ্বিজও) তুমি, অদ্বিতীয় ঋষিও তুমি। বিশ্বজগতের বিনাশকও তুমি, সাধুপালকও তুমি। আমরা তোমাকে হব্য দান করিয়া থাকি। হে মাতরিশ্বন্! তুমি আমাদিগের পিতৃস্বরূপ ॥ ১১ ॥

বাক্যে তোমার যে শরীর প্রতিষ্ঠিত আছে, চক্ষে তোমার যে শরীর প্রতিষ্ঠিত আছে কর্ণে তোমার যে শরীর প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা মঙ্গলময় কর। তুমি উৎক্রান্ত হইও না ॥ ১২ ॥

ত্রিভুবনে যাহাকিছু প্রতিষ্ঠিত আছে, সমস্তই প্রাণের বশীভূত। মাতা যেরূপে পুত্রকে রক্ষা করেন, তুমি সেইরূপে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি আমাদিগকে সম্পদ্ ও প্রজ্ঞা দান কর ॥ ১৩ ॥

আশ্বল কৌশল্যের জিজ্ঞাসা।

এই রূপে ভার্গব বৈদর্ভির প্রশ্ন শেষ হইলে (তত্রত্য অপর এক জন) অশ্বল গোত্রীয় কৌশল্য, সেই পিপ্পলাদকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,— ভগবন্! এই প্রাণ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, এই শরীরের মধ্যে কি প্রকারে

কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মমিতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি ॥ ২ ॥

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে চ্ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে ॥ ৩ ॥

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে। এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥ ৪ ॥

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমন্নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি ॥ ৫ ॥

হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈ-

আগমন করে এবং কি প্রকারেই বা ইহা শরীরের মধ্যে পৃথক্ ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কি প্রকারেই বা চলিয়া যায়, কি প্রকারেই বা বাহ্য বিষয় ধারণ করে, এবং কি প্রকারেই বা আধ্যাত্ম বিষয় ধারণ করে? ॥ ১ ॥

তিনি (পিপ্পলাদ), তাঁহাকে বলিলেন, তুমি অতি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ। তুমি ব্রহ্মবিৎ অতএব আমি তোমাকে প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি ॥২॥

আত্মা হইতে এই প্রাণ উৎপন্ন হয়। ছায়া যেরূপ লোকের দেহ অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত থাকে, সেইরূপ প্রাণও আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত থাকে। মনঃ-সঙ্কল্পিত কর্ম্ম ফলে ইহা এই শরীরের মধ্যে আগমন করে ॥ ৩ ॥

সম্রাট্ যেরূপ অধিকৃত পুরুষদিগকে "তুমি এই গ্রাম শাসন কর, তুমি এই গ্রাম শাসন কর" এইরূপ নিয়োগ করেন, এই মুখ্য প্রাণও সেইরূপ অন্যান্য প্রাণকে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিয়োগ করে ॥ ৪ ॥

শরীরে নাভিমণ্ডলের নিম্নদেশে অপান (বায়ু) অবস্থিত আছেন, স্বয়ং প্রাণ (বায়ু) চক্ষু এবং কর্ণ প্রদেশে অবস্থিত আছেন এবং মুখ ও নাসিকা পথে প্রতিনিয়তই গমনাগমন করিয়া থাকেন। মধ্যদেশে নাভিমণ্ডলে সমান (বায়ু) অবস্থিত আছেন, ইনি ভুক্ত অন্নের সাম্য সম্পাদন করেন এবং ঐ স্থান হইতে সমুত্থিত এতদীয় সাতটী রশ্মি মুখমণ্ডল হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে * ॥ ৫ ॥

এই আত্মা হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত আছেন। ঐ হৃদয়ে একাধিক শতসংখ্যক (প্রধান) নাড়ী আছে। ঐ এক এক নাড়ীতে এক শত করিয়া

---

* চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও মুখগহ্বর, এই সপ্ত পথে।

ষস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি ॥ ৬ ॥

অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥ ৭ ॥

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৮ ॥

তেজো হ বৈ উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ।
পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৯ ॥
যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ।
সহাত্মনা যথা সঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ১০ ॥

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ। ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১১ ॥

শাখা-নাড়ী আছে। ঐ প্রত্যেক শাখা-নাড়ীতে দ্বিসপ্ততি সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী আছে। এই সকল নাড়ীতে ব্যান (বায়ু) বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

তাহাদিগের মধ্যে একটী মাত্র নাড়ী অবলম্বন করিয়া উদান (বায়ু) উর্দ্ধে বিচরণ করে। পুণ্য কর্ম্ম করিলে এই উদানই পুণ্য লোকে লইয়া যায়, পাপ কর্ম্ম করিলে পাপ লোকে লইয়া যায়, এবং পাপপুণ্য উভয় করিলে মনুষ্যলোকে লইয়া যায় ॥ ৭ ॥

এই যে আদিত্য উদিত হইয়া থাকেন, ইনিই বাহিরের প্রাণ; ইনি আলোক দ্বারা চক্ষুঃস্থিত প্রাণের সহায়তা করিয়া থাকেন। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী যে দেবতা (অগ্নি); তিনিই দেহীব অপান বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া সাহায়তা করিয়া থাকেন। আকাশস্থ বায়ুই সমান বায়ুর সাহায্যকারী, এবং বাহিরের বায়ুই ব্যান বায়ুর সাহায্যকারী ॥ ৮ ॥

বাহ্য তেজই শারীব উদান বায়ুকে সাহায্য করিয়া থাকে। অতএব পুরুষের তেজের উপশম হইলেই ইন্দ্রিয়গণ মনোমধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়, এবং পুরুষও পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৯ ॥

(মরণ কালে) চিত্ত, প্রাণের সহিত মিলিত হয়; সচিত্ত প্রাণ, তেজে মিলিত হয়, তেজে মিলিত সচিত্ত প্রাণ, জীবাত্মার সহিত একত্রিত হইয়া ঐ আত্মাকে তদীয় সঙ্কল্পিত লোক প্রাপ্ত করায় ॥ ১০ ॥

যে বিদ্বান্ প্রাণকে এইরূপ জানেন, তাঁহার সন্ততি নষ্ট হয় না এবং তিনি স্বয়ং অমরত্ব লাভ করেন। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে,—॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি ॥ ১২ ॥

চতুর্থঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি কান্যস্মিঞ্জাগ্রতি কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি কস্যৈতৎ সুখং ভবতি কস্মিন্নু সর্ব্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ। যথা গার্গ্য মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিং-স্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃপুনরুদয়তঃ প্রচরন্ত্যেবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন

প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, পঞ্চ প্রকার আধিপত্য এবং আধ্যাত্মিক-ভাব জানিয়া লোকে অমরত্ব লাভ করে, নিশ্চয়ই অমরত্ব লাভ করে ॥১২॥

গার্গ্য সৌর্য্যায়ণির জিজ্ঞাসা।

এইরূপে আশ্বলায়ন কৌশল্যের প্রশ্ন শেষ হইলে (তত্রত্য অপর একজন) গর্গ গোত্রীয় সৌর্য্যায়ণি*, সেই পিপ্পলাদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই পুরুষ সুপ্ত হইলে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় সুপ্ত থাকে? এবং ইনি জাগ্রৎ থাকিলে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় জাগ্রৎ থাকে ও কোন্ দেবতা স্বপ্নসমূহ দর্শন করেন, কে এই সুখ অনুভব করে? এবং কাহাতেই বা সমস্ত পদার্থ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? ॥ ১ ॥

পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন,—হে গার্গ্য! যেমন অস্ত গমনকালে সূর্য্যের কিরণসমূহ তেজোমণ্ডলে একত্রিত হয়, আবার উদয় কালে সেই সকল কিরণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়; তদ্রূপই (জীব সুপ্ত হইলে) সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ, পরম দেব মনেতেই একত্রিত হয়, অতএব সুপ্তাবস্থায় লোকে শুনিতে পায় না, দেখিতে পায় না, আঘ্রাণ করিতে পায় না, আস্বাদ করিতে পায় না, স্পর্শ করিতে পায় না, কথা কহিতে পায় না, গ্রহণ করিতে পায় না, আনন্দ

---

* মূলে "সৌর্য্যায়ণী" দীর্ঘ আছে, উহা ছান্দস প্রয়োগ, ছন্দেই ব্যবহার্য্য।

জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ২ ॥

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো ব্যানোঽন্বাহার্য্যপচনো যদ্গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৩ ॥

যদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪ ॥

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চাননুভূতঞ্চ সচ্চাসচ্চ সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বঃ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি। অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যত্যথ তদৈতস্মিঞ্ছরীরে এতৎ সুখং ভবতি ॥ ৬ ॥

লাভ করিতে পায় না, মল পরিত্যাগ করিতে পায় না, গমনাগমন করিতে পায় না। তখন 'পুরুষ সুপ্ত'—এই কথাই লোকে বলিয়া থাকে ॥ ২ ॥

সে সময়ে কেবল প্রাণাগ্নিই এই দেহরূপ পুরীতে জাগরিত থাকে। অপান বায়ুই তৎকালে গার্হপত্য অগ্নি, ব্যান বায়ুই তৎকালে অন্বাহার্য্যপচন দক্ষিণাগ্নি; এবং যেহেতু গার্হপত্য অগ্নি লইয়া আহবনীয় অগ্নি প্রণয়ণ করা হয়, অতএব প্রাণই তৎকালে আহবনীয় অগ্নি ॥ ৩ ॥

তৎকালে সমান বায়ুই (হোতার ন্যায়) উচ্ছ্বাস এবং নিশ্বাসরূপ আহুতি দ্বয়ের সাম্যসম্পাদন করে; এবং মনই তৎকালে যজমান, যেহেতু উদান বায়ুই প্রতিনিয়ত এই যজমানের ব্রহ্ম প্রাপ্তি করাইয়া থাকে। অতএব ঐ উদান বায়ুই যজ্ঞফল স্বরূপ ॥ ৪ ॥

স্বপ্নকালে এই মনোরূপ দেবতা স্বমহিমা অনুভব করেন; তিনি যাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার দেখিতে পান; যাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছেন, তাহা পুনরায় শুনিতে পান; যাহা তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও দিগ্দিগন্তর অনুভব করিয়াছেন, তাহা পুনরায় অনুভব করেন। দৃষ্ট অদৃষ্ট, শ্রুত অশ্রুত, অনুভূত অননুভূত, সমস্ত পদার্থই অবলোকন করেন। সে সময়ে তিনিই সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়াত্মক হইয়া সমস্ত উপলব্ধি করেন ॥ ৫ ॥

যখন (সুষুপ্তিকালে) মনোদেব তেজোদ্বারা অভিভূত হয়েন, তখন এই দেবতা স্বপ্ন দর্শনও করেন না. তখনই এ শরীরে প্রকৃত সুখ হয় ॥ ৬ ॥

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭ ॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চাহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥ ৮ ॥

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥

হে সৌম্য! যেমন পক্ষিগণ আবাসবৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ এ সমস্তই পরমাত্মাতে আশ্রিত হয় ॥ ৭ ॥

(এ সমস্ত যথা—) পৃথিবী এবং সূক্ষ্ম পৃথিবী জল এবং সূক্ষ্ম জল, তেজ এবং সূক্ষ্ম তেজ, বায়ু এবং সূক্ষ্ম বায়ু, আকাশ এবং সূক্ষ্ম আকাশ *, চক্ষু এবং চক্ষু-গ্রাহ্য বিষয় (রূপ), কর্ণ ও শ্রোতব্য বিষয় (শব্দ), নাসিকা এবং নাসিকা-গ্রাহ্য বিষয় (গন্ধ), জিহ্বা এবং জিহ্বার আস্বাদ্য বিষয় (রস), ত্বক্, ত্বকের বিষয়ীভূত (স্পর্শ), বাগিন্দ্রিয় এবং বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় এবং হস্ত-গ্রাহ্য বিষয়, নাভির নিম্নস্থ ইন্দ্রিয়দ্বয় এবং তাহাদের বিষয়, পাদদ্বয় ও গন্তব্য বিষয়, মন এবং মন্তব্য বিষয় বুদ্ধি এবং বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের বিষয়, চিত্ত এবং চিত্তের বিষয় †, তেজ এবং দ্যোতনীয় বিষয়; এই সমস্ত প্রাণ এবং প্রাণের দ্বারা ধারয়িতব্য বিষয়। ॥ ৮ ॥

এই যে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ দর্শন করেন, স্পর্শ করেন, শ্রবণ করেন, আঘ্রাণ গ্রহণ করেন, রসাস্বাদন করেন, মনন করেন, এবং বোদ্ধা ও কর্ত্তা (বলিয়া প্রসিদ্ধ); তিনি অক্ষয় পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

---

* হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে যে জগৎ এবং সূক্ষ্ম জগতের কথা আছে, তাহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, যে বস্তুটী দর্শন করি, সে বস্তুটী আমার চক্ষুতে পতিত হয় না, সে বস্তুর সূক্ষ্ম ভাব বা ছায়া নয়নে পতিত হয়। শব্দ শ্রবণ করিবার সময় সে শব্দায়মান দ্রব্য কর্ণে পতিত হয় না, তাহার সূক্ষ্মভাব আইসে। "A [illegible]m apprehension of the truth that hearing depends not only on some channel of communication between the ear and the source of sound, but on some modification of the material element through which the sound is conducted." *Davids.*

† মন = Perception. অহঙ্কার = Consiousness. বুদ্ধি = Intellect. চিত্ত = Soul.

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্ত সোম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্ত সোম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥ ১১ ॥

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ। স যো হ বৈ তদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ। এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ২ ॥

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্প-

---

হে সৌম্য! যে ব্যক্তি সেই অশরীর সুতরাং ছায়াশূন্য নির্গুণ শুদ্ধ ও সত্য পুরুষকে তত্ত্বতঃ অবগত হয়েন, তিনি সেই পরম অক্ষরস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। অতএব তিনি সর্ব্বস্বরূপ হইয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে,—॥ ১০ ॥

"হে সৌম্য! যাহাতে সমস্ত দেবগণের সহিত বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ প্রাণসমূহ এবং ভূতগণ সম্প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হয়েন" ॥ ১১ ॥

শৈব্য সত্যকামের জিজ্ঞাসা।

এইরূপে গার্গ্য সৌর্য্যায়ণির প্রশ্ন শেষ হইলে (তত্রত্য অপর একজন) শিবিগোত্রীয় সত্যকাম সেই পিপ্পলাদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! মনুষ্যগণের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ওঁকার মাত্র ধ্যান করে, সে এই কার্য্যের দ্বারা কোন্ লোক জয় করে? ॥ ১ ॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাঁহাকে বলিলেন। হে সত্যকাম! এই ওঁকারমন্ত্রই পর ও অপর (দ্বিবিধ) ব্রহ্ম। অতএব যে ব্যক্তি ইহাকে যেরূপে জানে, সে সেইরূপই পর বা অপর একটীকে প্রাপ্ত হয় * ॥ ২ ॥

যদি ওঁকার মন্ত্রের একটী মাত্রা (অকার) ধ্যান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে গমন করে; ঋঙ্‌মন্ত্র সকল তাহাকে

---

* অর্থাৎ যে কেহ পরস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানে রত হয়, সে পর ব্রহ্ম পায় এবং যে কেহ অপর স্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানে রত হয়, সে অপর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

দ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩ ॥

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকং স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

যঃ পুনরেতন্ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীযতে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতে শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫ ॥

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬ ॥
ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং স সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ॥ ৭ ॥

মনুষ্য-লোকে উপনীত করে ; সেখানে সে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম-মাহাত্ম্য অনুভব করে ॥ ৩ ॥

আর যদি ওঁকারের দ্বিমাত্রা (অ, উ) ধ্যান করে, সে মনোলোকে (অন্তরীক্ষে) গমন করে; অন্তরীক্ষে যজুঃ কর্ত্তৃক সোমলোকে উন্নীত হয়। সোমলোকে ব্রহ্মবিভূতি অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হয় ॥ ৪ ॥

আর যে ব্যক্তি এই ওঁকারের ত্রিমাত্রা (অ, উ, ম) অক্ষর দ্বারা পরম পুরুষকে ধ্যান করে, সে ব্যক্তি তেজোময় সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। সর্প যেরূপ জীর্ণ ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, সেও সেইরূপ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সামমন্ত্র-সমূহ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়। তখন তিনি এই জীবাত্মা হইতে পরাৎপর (অতিশ্রেষ্ঠ) পরমাত্ম-পুরুষকে দর্শন করেন। এ বিষয়ে এই দুইটী শ্লোক আছে,—॥ ৫ ॥

"ওঁকারের তিনটী মাত্রা (অ, উ, ম) পৃথক্ ভাবে প্রয়োগ করিলে লোকে মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে না ; কিন্তু (উক্ত মাত্রাত্রয়) পরস্পর আসক্ত, ব্রহ্মবাচক অর্থে ব্যবহৃত, বাহ্য অভ্যন্তর ও মধ্যম ক্রিয়াতে সম্যক্ রূপে প্রযুক্ত হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তি বিচলিত হয়েন না ॥ ৬ ॥

তিনি ঋঙ্‌মন্ত্র দ্বারা এই (পৃথিবী), যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা অন্তরীক্ষ এবং সাম মন্ত্র দ্বারা বিদ্বদ্‌গণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সেই ব্রহ্ম লোক গমন করেন ;—বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই শান্ত অজর অভয় অমৃত এবং পরম পুরুষকে ওঁকাররূপ অবলম্বন দ্বারাই লাভ করেন" ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত। ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ তমহং কুমারমব্রুবং নাহমিমং বেদ যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুং স তুষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি ক্বাসৌ পুরুষ ইতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ। ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ২ ॥

স ঈক্ষাঞ্চক্রে। কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৩ ॥

স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ।
অন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্মলোকা লোকেষু চ নাম চ ॥ ৪ ॥

ভারদ্বাজ সুকেশার জিজ্ঞাসা।

এইরূপে শৈব্য সত্যকামের প্রশ্ন শেষ হইলে (তত্রত্য অপর একজন) ভরদ্বাজ গোত্রীয় সুকেশা, সেই পিপ্পলাদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কোশলাধিপতি হিরণ্যনাভ নামক রাজপুত্র, আমার নিকট আসিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে ভারদ্বাজ! তুমি কি ষোড়শকলা বিশিষ্ট পুরুষকে জান? আমি সেই কুমারকে বলিলাম,—"আমি ইঁহাকে জানি না। যদি আমি ইঁহাকে জানিতাম, তাহা হইলে তোমাকে বলিব না কেন? যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে সমূলে শুষ্ক হইয়া যায় অতএব আমি মিথ্যা বলিতে পারি না।" কুমার এই কথা শুনিয়া কিছু বলিলেন না, রথারোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি সেই পুরুষ কোথায়? ॥১॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাঁহাকে বলিলেন,—হে সোম্য! যাঁহাতে আশ্রিত এই ষোড়শ কলা উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এই শরীরের মধ্যেই বিদ্যমান আছেন ॥২॥

শরীরস্থ সেই পুরুষ, এরূপ চিন্তা করিলেন,—শরীর হইতে কে চলিয়া গেলে আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে? এবং শরীরে কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব? ॥ ৩ ॥

তিনি প্রাণকে সৃজন করিয়াছেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন ও অন্ন সৃজন করিয়াছেন। অন্ন হইতেই বীর্য্য, তপ, মন্ত্রসমূহ এবং কর্ম্মলোক, এবং ঐ লোকসমূহে নাম রূপ সৃজন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ-কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ॥ ৫॥

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি॥ ৬॥

তান্ হোবাচৈতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ। নাতঃ পরমস্তীতি॥ ৭॥

তে তমর্চ্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়-সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥ ৮॥

যেরূপ সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত নদীগণ সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই বিলীন হয়; তাহাদের নাম ও রূপও বিলুপ্ত হয়; লোকে তখন কেবল তাহাদিগকে সমুদ্র এই কথা বলে; সেইরূপ আত্ম পরিদর্শক ব্যক্তির পক্ষে পুরুষ-নিষ্ঠ ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয়; তাহাদের নাম ও রূপও বিলুপ্ত হয়। লোকে তখন কেবল তাহাদিগকে পুরুষ এই কথাই বলে। তখন তিনি কলারহিত হয়েন ও অমরত্ব লাভ করেন। এ সম্বন্ধে এই শ্লোক আছে,—॥ ৫॥

"রথচক্রের নাভিতে আবদ্ধ অরাসমূহের ন্যায় যাঁহাতে ষোড়শ কলা প্রতিষ্ঠিত আছে, তোমরা সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জান; মৃত্যু যেন তোমা-দিগকে ব্যথা প্রদান করিতে না পারে"॥ ৬॥

পিপ্পলাদ ঋষি, তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি পরব্রহ্মকে এই পর্য্যন্ত জানি, ইহার পর (আমার জ্ঞান) আর নাই॥ ৭॥

এতদুত্তরে সেই প্রশ্নকর্ত্তা ঋষিগণ, সেই পিপ্পলাদ ঋষিকে অর্চ্চনা করতঃ বলিলেন,—আপনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে লইয়া গেলেন, অতএব আপনিই আমাদের পিতা।

এতদুত্তরে পিপ্পলাদ "পরম ঋষিগণকে নমস্কার,—পরম ঋষিগণকে নম-স্কার" বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন॥ ৮॥

অথর্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষৎ।

প্রথম-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১॥

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥ ২॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ ৩॥

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ ৪॥

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ৫॥

বিশ্বভুবনের সৃজনকর্ত্তা ও পালয়িতা, ব্রহ্মাই দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম 'ব্রহ্মবিৎ' হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়রূপ ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে বলিয়াছিলেন॥ ১॥

ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, অথর্ব্বা পুরাকালে তাহাই অঙ্গির্‌কে বলিয়াছিলেন। তিনি ভারদ্বাজ সত্যবাহকে বলিয়াছিলেন। এই রূপে পরম্পরাগতা সেই ব্রহ্মবিদ্যা ভারদ্বাজ অঙ্গিরাকে বলিয়াছিলেন॥ ২॥

শুনকগোত্রীয় সুতরাং শৌনক বলিয়া প্রসিদ্ধ মহাশাল, সেই অঙ্গিরার নিকট বিধিবৎ উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! একটী কি বিজ্ঞাত হইলেই এ সমস্ত বিজ্ঞাত হয়?॥ ৩॥

অঙ্গিরা তাঁহাকে বলিলেন,—ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন, দুইটী বিদ্যা জানা আবশ্যক; পরা এবং অপরা॥ ৪॥

অপরা বিদ্যা,—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। পরা বিদ্যা সেই, যদ্দ্বারা অক্ষর, অর্থাৎ ক্ষয়-শূন্য ব্রহ্মকে জানা যায়॥ ৫॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥৬॥
যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ ৭ ॥
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥ ৮ ॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥ ৯ ॥

প্রথম-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥ ১॥

যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ এবং অচক্ষুঃ ও অশ্রোত্র; যিনি হস্তপাদশূন্য, নিত্য, বিভু, সর্ব্বব্যাপী এবং অতিসূক্ষ্ম; সেই অব্যয় এবং সর্ব্বভূতের কারণকে ধীমদ্গণ সর্ব্বতঃ দেখিতে পান॥ ৬॥

যেরূপ ঊর্ণনাভি জাল সৃষ্টি করে, আবার সংগৃহীত করে, যেরূপ পৃথিবীতে শস্যাদি সমুৎপন্ন হয়, যেরূপ প্রত্যেক পুরুষের শরীর হইতে কেশ লোম জন্মে; সেইরূপ অক্ষর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৭॥

সেই ব্রহ্ম, তপোদ্বারা উপচীত হয়েন। তিনি উপচিত হইলে অন্ন উৎপন্ন হয়। অন্ন হইতেই প্রাণ, মন, সত্য, ভিন্ন ভিন্ন লোক, এবং কর্ম্মসমূহের অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হয়॥ ৮॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ যাঁহার তপ জ্ঞানময়, সেই পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম ও অন্ন এবং নাম ও রূপ উৎপন্ন হইয়াছে*॥ ৯॥

ইহা সত্য; ঋষিগণ মন্ত্রসমূহে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন করিয়াছিলেন, ত্রেতাতে † তাহাই বহুধা বিস্তৃত হইয়াছে। হে সত্যকামগণ! সেইগুলি নিয়ত অনুষ্ঠান কর; সুকৃত লোক প্রাপ্তির জন্য ইহাই তোমাদিগের পথ॥১॥

---

* অর্থাৎ আত্মা ও জড় পদার্থ, উভয়ই এই পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
† দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিতে।

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২ ॥
যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥
কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥
এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ৫ ॥
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

অগ্নি সমিদ্ধ হইলে যখন অর্চ্চিঃ লেলায়মান হয়, তখন আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে* আহুতি সকল প্রদান করিবে ॥ ২ ॥

যে অগ্নিহোত্রী, দর্শপৌর্ণমাসেষ্টি করে না, চাতুর্ম্মাস্যেষ্টি করে না, আগ্রয়ণেষ্টিও করে না, অতিথি-সৎকারও করে না, অগ্নিহোত্র হোমও যথাকালে করে না, বৈশ্বদেব হোমও করে না, অথবা বিধিবৎ আহুতি দেয় না, তাহার সপ্তম লোক পর্য্যন্ত লাভের আশা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় † ॥ ৩ ॥

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং দীপ্তিমতী বিশ্বরূপী, এই লেলায়মানা সাতটী অগ্নির জিহ্বা ॥ ৪ ॥

যখন এই সকল অগ্নিজিহ্বা দীপ্যমানা থাকে, তখন যথাকালে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যিনি আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাকে সেই আহুতিসমূহই সূর্য্যরশ্মি স্বরূপ হইয়া যথায় সমস্ত দেবতার এক অধিপতি বাস করেন, তথায় লইয়া যায় ॥ ৫ ॥

সেই দীপ্তিমান্ আহুতিনিচয়, আইস আইস বলিয়া আহ্বান পূর্ব্বক সেই যজমানকে সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে বহন করিয়া লইয়া যায়, এবং তাঁহাকে

---

* চরু পুরোডাশাদি হবন করিবার সময়ে স্রুবে যথাবিধি ঘৃত লইয়া, তদুপরি হবনীয় হবি গ্রহণ করিয়া, পুনশ্চ তদুপরি ঘৃত ধারা প্রদান করিয়াই সেই উপর্য্যধঃ, ঘৃতসিক্ত হবিই অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়। এতাদৃশ স্থলে প্রথম ঘৃতসেককে 'আঘার' এবং উত্তর ঘৃতসেককে 'অভিঘার' কহে।

† ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক,—এই সাত লোক; ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিরা নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সপ্তম লোক পর্য্যন্ত যাইতে পারেন।

‡ সূর্য্য ও অগ্নির সপ্তরশ্মির প্রসঙ্গ বেদে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। এখানে অগ্নির সপ্তজিহ্বার প্রসঙ্গও পাওয়া যাইতেছে।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ॥১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥১২

হে পার্থ! এই লোকে, দৈব এবং আসুর এই দুই প্রকার ভাব; দৈব ভাব বিস্তারিতরূপে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; আসুর ভাব আমার নিকট শ্রবণ কর।৬

আসুর ভাবাপন্ন জনগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি জানে না, তাহাদের শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই।৭

তাহারা বলে,—জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, ঈশ্বর বিহীন, স্ত্রীপুরুষ সম্ভূত, এবং কামপ্রভাব জাত।৮

অল্পবুদ্ধি আসুরভাবাপন্ন জনগণ, এইরূপ দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া মলিন চিত্ত, হিংস্র, অহিতকারী হইয়া জগৎ ক্ষয়ের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।৯

দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় পুরঃসর দম্ভ, অভিমান, এবং মদান্বিত হইয়া, মোহপ্রভাবে দুরাগ্রহ স্বীকার পূর্ব্বক অশুচিব্রত হইয়া অকার্য্যে রত হয়।১০

শেষকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তা আশ্রয় করিয়া কামভোগ নিরত হইয়া, ইহাই সার, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, স্বতঃ আশাপাশে বদ্ধ এবং কাম, ক্রোধ পরায়ণ হইয়া, কামভোগার্থ অন্যায় উপায়ে অর্থ সঞ্চয় ইচ্ছা করে।১১।১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬
আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯

অদ্য আমার এই লাভ হইল, এই মনোরথ প্রাপ্ত হইব, ইহা আছে, আবার আমার এই ধনও হইবে; ঐ শত্রু আমা কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, অপর সকলকেও বধ করিব; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্, এবং সুধীর, আঢ্য, কুলীন, আমার সদৃশ অন্য আর কে আছে? আমি যজ্ঞাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, দান করিব, হর্ষলাভ করিব। এইরূপে অজ্ঞান বিমোহিত বহুবিষয়ে বিভ্রান্ত-চিত্ত, মোহজাল সমাচ্ছন্ন, কামভোগাসক্ত হইয়া অশুচি নরকে পতিত হয়।১৩.১৪।১৫।১৬

স্বারোপিত, পূজ্যতা প্রাপ্ত, অনম্র, ধন-মান-মদান্বিত হইয়া তাহারা দম্ভসহকারে অবিধি পূর্ব্বক নাম প্রচারার্থ যজ্ঞ করে।১৭

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বন করিয়া নিজ ও পরদেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষপূর্ব্বক সাধুদিগের গুণে দোষারোপ করে।১৮

আমি সেই দ্বেষপরায়ণ ক্রূর, নরাধম, অশুভ, জনগণকে সংসারে অনবরতই তীর্য্যগাদি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগঃ।

হে কৌন্তেয়! মূঢ়গণ, জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে না পাইয়া তদপেক্ষা অধমা গতি প্রাপ্ত হয়।২০

কাম, ক্রোধ, এবং লোভ, নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার আত্মজ্ঞানের নাশক; অতএব এই তিনটী পরিত্যাগ কর।২১

হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বার ভূত এই তিন হইতে বিমুক্ত মানব আপনার মঙ্গল সাধন করেন। তদনন্তর পরগতি প্রাপ্ত হন।২২

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া যথাভিরুচি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি পায় না, সুখ পায় না, এবং পরাগতিও পায় না।২৩

অতএব কোনটী কার্য্য, কোনটী অকার্য্য, এতৎ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিষয়ে, শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ; এই শাস্ত্র বিধান জ্ঞাত হইয়া কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও।২৪

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ যাহারা শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া, অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজ্ঞাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ? সত্ব? রজ? অথবা তম? ।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেহীদিগের সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকারই শ্রদ্ধা হয়; তাহা স্বভাব জাত; তাহার বিষয় শ্রবণ কর।২

হে ভারত! সকলেরই শ্রদ্ধা সত্বানুরূপ হইয়া থাকে; এই পুরুষোত্তম শ্রদ্ধাময়; যে যাদৃশ শ্রদ্ধা যুক্ত, তিনি তাহার পক্ষে সেইরূপ।৩

সাত্ত্বিকগণ দেবগণের পূজা করেন, রাজসগণ যক্ষ রাক্ষসের পূজা করে, অবশিষ্ট তামসগণ ভূত ও প্রেতগণের পূজা করে।৪

দম্ভ ও অহঙ্কার সংযুক্ত কামনা, অনুরাগ, ও আগ্রহ বিশিষ্ট যে অবিবেকী জনগণ, শরীরস্থ ভূত সমূহকে এবং অন্তঃ শরীরস্থ আমাকেও কৃশ করিয়া অশাস্ত্র-বিহিত উৎকট তপস্যা করে, তাহাদিগকে ক্রূরকর্ম্মা জানিও।৫।৬

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥৭
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥৯
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥১৩

সকলের প্রিয় আহার তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ, এবং দান, ও তাহাদের প্রভেদ শ্রবণ কর।৭

আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ প্রীতি বর্দ্ধনকারী, সরস, স্নিগ্ধ, স্থায়ী, এবং পরিতোষকর আহার সমূহ সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।৮

কটু, অম্ল, লবণ, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহি, দুঃখ, শোক, রোগজনক আহার সমূহ রাজসদিগের প্রিয়।৯

শীতল, শুষ্ক, দুর্গন্ধ, পর্য্যুসিত, উচ্ছিষ্ট, এবং অভক্ষ্য যে আহার, তাহাই তামসগণের প্রিয়।১০

ফলাকাঙ্ক্ষবিহীনগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেই হইবে, এইরূপ মন স্থির করিয়া বিধি সম্মত যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক।১১

কিন্তু ফলাভিসন্ধি সহকারে দম্ভার্থই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে; হে ভারতশ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে।১২

বিধিবিহীন, যোগ্যপাত্রে অন্নদান বিরহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা রহিত, শ্রদ্ধা শূন্য, যজ্ঞকে তামস বলে।১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮
মূঢ়গ্রাহেনাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মর্য্যে, এবং অহিংসা শারীর তপস্যা বলিয়া উক্ত।১৪

অনুদ্বেগকরবাক্য, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বিষয়, এবং বেদাভ্যাস, এই গুলি বাঙ্ময় তপ বলিয়া উক্ত।১৫

মনের প্রসাদ, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, এইগুলি মানস-তপ বলিয়া উক্ত।১৬

ফলকামনাশূন্য ও আত্মযুক্ত নরগণ কর্ত্তৃক পরমাশ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত সেই ত্রিবিধ তপকে সাত্ত্বিক বলে।১৭

সৎকার, মান, এবং পূজা প্রাপ্তির আশায় দম্ভসহকারে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, ইহলোকে সেই অনিত্য ক্ষণিক তপস্যা রাজস কথিত হয়।১৮

অবিবেকিতা হেতু পরের বিনাশার্থ বা আত্মপীড়া দ্বারা যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত।১৯

দান করা উচিত বোধে, প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে পুণ্যক্ষেত্রে, সৎপাত্রে যে দান দেওয়া হয়, তাহা সাত্ত্বিক।২০

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭

কিন্তু যাহা প্রত্যুপকার কামনায় বা ফলপ্রাপ্তির আশায়, অসন্তোষের সহিত দেওয়া হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত।২১

দেশ, কাল ও পাত্রের বিচার না করিয়া সৎকার শূন্যভাবে, তিরস্কার সহকারে যে দান করা হয়, তাহা তামস।২২

ওঁ, তৎ, সৎ, এই তিন প্রকার পরমাত্মার নাম, কথিত আছে; তদ্দ্বারা পুরাকালে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ, এবং বেদ বিহিত হইয়াছে।২৩

এইজন্য 'ওঁ,' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীগণের যজ্ঞ, দান, তপঃক্রিয়া সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হয়।২৪

মোক্ষকামীগণ, ফলাভিসন্ধি না করিয়া 'তৎ' এই বাক্য উচ্চারণ করতঃ বিবিধ যজ্ঞ, তপক্রিয়া এবং দানক্রিয়া সম্পন্ন করেন।২৫

হে পার্থ! সদ্ভাবে এবং সাধুভাবে 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অপিচ শুভ কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়।২৬

যজ্ঞ, তপস্যা, এবং দানে, অবস্থানকেও সৎ বলে; তদভিলাষের কর্ম্মও সৎ নামে কথিত হয়।২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ।

অশ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হবন, দান, তপস্যা, সকলই অসৎ কথিত হয়; হে পার্থ! তাহা পরলোকে, অথবা ইহলোকে ফলোপধায়ক হয় না।২৮

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে হৃষীকেশ! হে মহাবাহো! হে কেশীনিসূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এতদুভয়ের তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকে সংন্যাস বলিয়া জানেন, বিচক্ষণগণ সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন।২

কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্ম দোষাবহ, এই কারণে তাহা ত্যাজ্য বলেন; মীমাংসকগণ যজ্ঞ, দান, তপ, কর্ম্ম, ত্যাজ্য নহে বলেন।৩

হে ভরতসত্তম পুরুষব্যাঘ্র! সেই ত্যাগ সম্বন্ধে আমার স্থিরাভিপ্রায় শ্রবণ কর।—তিন প্রকার ত্যাগ কীর্ত্তিত হয়।৪

যজ্ঞ, দান, তপ, কর্ম্ম, ত্যাজ্য নহে; তাহা করণীয় বটে; যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা মনীষিদিগের পবিত্রকর।৫

হে পার্থ! কিন্তু এই সকল কর্ম্ম ও সঙ্গফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠেয়; ইহাই আমার নিশ্চিত প্রকৃষ্ট অভিপ্রায়।৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০
নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩

কিন্তু নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস বিধেয় নহে; মোহ বশতঃ তাহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।৭

যে লোক দুঃখপ্রদ মনে করিয়া, শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করে, সে রাজস ত্যাগ করিয়া, ত্যাগফল পায় না।৮

হে অর্জ্জুন! আসক্তি এবং ফল ও ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে যে নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক।৯

সত্ত্বগুণসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়বিহীন ত্যাগীব্যক্তি দুঃখপ্রদ কর্ম্মকে দ্বেষ করেন না এবং সুখাবহ কর্ম্মেও প্রীত হন না।১০

দেহধারীগণ নিঃশেষ রূপে কর্ম্ম সমূহ ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে; যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন।

অনিষ্ট, ইষ্ট, ও মিশ্র, সকাম ব্যক্তিদিগের দেহ নাশের পর, এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল হইয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের তাহা হয় না।১২

হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে নির্দ্দিষ্ট পাঁচটী কারণ আমার নিকট জান।১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা ।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥১৯
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০

শরীর, অহঙ্কার, নানা ইন্দ্রিয়, নানা প্রকার পৃথক চেষ্টা, এবং দৈব পঞ্চম ।১৪

মনুষ্য-শরীর, বাক্য, ও মনের দ্বারা যে ন্যায্য, বা তদ্বিপরীত কর্ম্ম সম্পাদন করে, উল্লিখিত পাঁচটীই তাহার হেতু ।১৫

তদ্বিষয়ে এইরূপ হইলে, যে ব্যক্তি কেবল আত্মাকেই কর্ত্তারূপে দর্শন করে, অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি প্রভাবে সে দুর্ম্মতি সম্যক্ দেখিতে পায় না ।১৬

যাঁহার অহঙ্কৃত ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, তিনি এই লোকে সকলকে হত্যা করিলেও হনন করেন না, এবং তজ্জন্য ফলে নিবদ্ধ হন না ।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা, তিন প্রকার কর্ম্ম প্রবর্ত্তক ; করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা এই তিন প্রকার কর্ম্মের আশ্রয় ।১৮

জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, গুণভেদ হেতু ত্রিবিধ ; গুণানুসারে তাহাদের যথাব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ।১৯

যদ্দারা বিভক্ত ভূত সমূহে অবিভক্ত এক অব্যয় ভাব দৃষ্ট হয়, সে জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানিবে ।২০

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥২৩
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥২৫
মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥২৬
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥২৭

পৃথক্ রূপে যে জ্ঞানে সকল ভূতে পৃথগ্বিধ অনেক ভাব জানা যায়, সেই জ্ঞান রাজস জানিও।২১

কিন্তু যাহাতে এক মাত্র কার্য্যের সমস্ত বলিয়া মনে হয়, ও আসক্তি জন্মে, সেই হেতুশূন্য তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধ-বিহীন তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস বলে।২২

ফলতৃষ্ণা বিরহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিত্যরূপে অনুষ্ঠিত আসক্তি-শূন্য অনুরাগ ও দ্বেষ বিহীন ভাবে কৃত যে কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত।২৩

কিন্তু ফলকামী বা অহঙ্কৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহুল আয়াসসাধ্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস বলিয়া কথিত।২৪

পরিণামে বন্ধন, নাশ, পরহিংসাজনক এবং স্বকীয় সামর্থ্যাতীত ভাবে মোহ বশতঃ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত।২৫

আসক্তি-বিরহিত 'অহং,' এই অভিমান বিহীন, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সমন্বিত সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকার রহিত কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলে।২৬

বিষয়ানুরাগী, ফলকামী, লোভী, হিংসাত্মক, অশুচি, এবং হর্ষ শোকযুক্ত কর্ত্তাকে রাজস বলে।২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪

অসমাহিত, বিবেকবিহীন, উদ্ধত, শঠ, অপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘ সূত্রী কর্ত্তাকে তামস বলে।২৮

হে ধনঞ্জয়! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির ও তিন প্রকার ভেদ পৃথক্ রূপে নিঃশেষভাবে কথিত হইতেছে শ্রবণ কর।২৯

হে পার্থ! প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ, যাহাতে জানা যায় সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী।৩০

হে পার্থ! যাহা দ্বারা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, কার্য্য এবং অকার্য্য, যথাবৎ নিরূপিত হয় না; সেই বুদ্ধি রাজসী।৩১

হে পার্থ! যাহাতে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে হয় এবং সকল অর্থ বিপরীত প্রতীত হয়, সেই তমোগুণাচ্ছন্ন বুদ্ধি তামসী।৩২

হে পার্থ! সমাধান বলে যে অব্যভিচারিণী ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ধারণ করা যায়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী।৩৩

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, সমূহকে ধারণ করে, এবং প্রসঙ্গক্রমে ফলাকাঙ্ক্ষী হয়; সেই ধৃতি রাজসী।৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্ম্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ।৪১

হে পার্থ ! অবিবেকী ব্যক্তি যদ্দ্বারা নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ, এবং অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয় না, সেই ধৃতি তামসী।৩৫

হে ভরত শ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর।৩৬

যে সুখে অভ্যাস হেতু আনন্দ জন্মে এবং দুঃখের শেষ হয়, যাহা অনির্ব্বচনীয়, যাহা অগ্রে বিষতুল্য, পরিণামে অমৃতোপম, আত্ম বুদ্ধির প্রসাদজনিত, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত।৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু যাহা প্রথমে অমৃতোপম, পরিণামে বিষবৎ, সেই সুখ রাজস।৩৮

নিদ্রা, আলস্য, ও প্রমাদজনিত যে সুখ প্রথমে ও উত্তর কালে আত্মার মোহ উৎপাদন করে, তাহা তামস বলিয়া কথিত।৩৯

পৃথিবী, স্বর্গ, বা দেবগণের মধ্যে এমন জীব নাই যে প্রকৃতি সম্ভূত এই তিন গুণ হইতে বিমুক্ত।৪০

হে পরন্তপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কর্ম্ম সমূহ, জন্মান্তরীণ সংস্কার দ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত।৪১

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥৪২
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।।৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।৪৮

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য এই গুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম।৪২

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, এবং ঈশ্বর ভাব, এই গুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম।৪৩

কৃষি, গোরক্ষণ, এবং বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম। পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রের স্বভাবজ।৪৪

স্ব স্ব কর্ম্মপরায়ণ মানব, সিদ্ধিলাভ করেন; স্বকর্ম্ম নিরত লোক যেরূপে সিদ্ধি লাভ করে; তাহা শুন।৪৫

যাঁহা হইতে ভূত সকলে প্রবৃত্তি, যদ্দ্বারা এই সকল ব্যাপ্ত মানব স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে।৪৬

দোষযুক্ত স্বধর্ম্ম নির্দ্দোষ রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; স্বভাবজ কর্ম্ম করিয়া কেহই পাপ প্রাপ্ত হয় না।৪৭

হে কৌন্তেয়! সদোষ হইলেও স্বভাববিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, সকল কর্ম্মই ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় দোষে আচ্ছন্ন।৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তোব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, জিতাত্মা, নিস্পৃহ ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।৪৯

হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত মানব যেরূপে ব্রহ্মলাভ করেন, এবং যাহা জ্ঞানের পরানিষ্ঠা সংক্ষেপে তাহা আমার নিকট জান।৫০

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতিদ্বারা মনকে নিয়মিত করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া রাগ এবং দ্বেষ অপসারিত করিয়া, নির্জ্জন প্রদেশবাসী, লঘুভোজী, বাক্য শরীর ও মনঃসংযমকারী, সতত ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ, পরিত্যাগ করিয়া 'আমার' এই অভিমান্ শূন্য হইয়া শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্মই হন।৫১।৫২।৫৩

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত, প্রসন্নচিত্ত, ব্যক্তি শোক করেন না, এবং আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া, অতি শ্রেষ্ঠ মদ্‌ভক্তি লাভ করেন।৫৪

আমি যেরূপ এবং যাহা, আমার প্রতি ভক্তি প্রভাবে তত্ত্বতঃ তাহা জানিতে পারেন; আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করেন।৫৫

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রাসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২

সতত সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলেও মৎপরায়ণ মানব আমার প্রসাদে সনাতন অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।৫৬

চিত্ত দ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধি যোগ আশ্রয় করিয়া সতত মচ্চিত্ত হও।৫৭

মচ্চিত্ত হইলে, আমার প্রসাদে সকল দুঃখে উত্তীর্ণ হইবে। যদি তুমি অহঙ্কার হেতু একথায় কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে বিনষ্ট হইবে।৫৮

অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না, এই যে মনে করিতেছ, তোমা সে সঙ্কল্প মিথ্যাই। প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে।৫৯

হে কৌন্তেয়! মোহ হেতু যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না; স্বকী স্বভাবজ কর্ম্ম নিবদ্ধ হইয়া অবশ ভাবে তাহাও করিবে।৬০

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর মায়া দ্বারা শরীরযন্ত্রারূঢ় ভূত সকলকে বিঘূর্ণি করিতে করিতে সকল ভূতের হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন।৬১

হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাগত হও, তাঁহার প্রসা পরা শান্তি, এবং সনাতন স্থান প্রাপ্ত হইবে।৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ। ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯

এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান, মৎকর্ত্তৃক তোমার নিকট ব্যাখাত হইল। সম্যগ্‌রূপে ইহা আলোচনা করিয়া যেরূপ ইচ্ছা কর সেইরূপ করিও।৬৩

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় প্রেমাস্পদ; এজন্য তোমাকে হিত বলিতেছি।৬৪

তুমি মচ্চিত্ত, মদ্‌ভক্ত, এবং মদর্চ্চনা পরায়ণ হও, আমাকেই নমস্কার কর; আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার বদ্ধ হইতেছি; যেহেতু তুমি আমার প্রিয়।৬৫

সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।৬৬

এই উপদেশ ধর্ম্মহীন, ভক্তিহীন, শুশ্রূষাহীন, এবং আমার নিন্দাপরায়ণ ব্যক্তির নিকট তুমি কদাচ ব্যক্ত করিও না।৬৭

এই পরম গুহ্য তত্ত্বোপদেশ আমার ভক্তগণকে যিনি বুঝাইয়া দিবেন, তিনি আমাতে পরমাভক্তি করিয়া সংশয়শূন্য হইয়া আমাকেই পাইবেন।৬৮

মনুষ্য মধ্যে সেরূপ ব্যক্তির অপেক্ষা, আমার অধিকতর পরিতোষকর্ত্তা কেহ নাই, এবং অন্য কোন প্রিয়তর ব্যক্তি কখনও পৃথিবীতে হইবে না।৬৯

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৪

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫

যিনি আমাদের দুইজনের এই ধর্ম্ম-বিষয়ক সংবাদ পাঠ করিবেন, তৎ কর্ত্তৃক জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা আমিই আরাধিত হইব। ইহাই আমার মত।৭০

শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যে মানব ইহা শ্রবণও করেন, তিনিও মুক্ত হইয়া পুণ্যকৃৎগণের শুভলোক সকল প্রাপ্ত হন।৭১

হে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ বিনষ্ট হইয়াছে ত?।৭২

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে অচ্যুত! আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে; তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতি লাভ করিয়া স্থির হইয়াছি; আমি গত সন্দেহ হইয়া তোমার বাক্যানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিব।৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—আমি মহাত্মা বাসুদেবের এবং পার্থের এই লোমহর্ষণ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিলাম।৭৪

ব্যাসের প্রসাদে আমি সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ কথিত এই পরম গুহ্য যোগ শ্রবণ করিলাম।৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥৭৮

মোক্ষযোগঃ।

হে রাজন্! কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পুণ্যময় অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিতে করিতে আমি মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হইতেছি।৭৬

হে রাজন্! হরির সেই অত্যদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমার বিস্ময় জন্মিতেছে, এবং আমি বার বার হৃষ্ট হইতেছি।৭৭

যেখানে যোগীশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই স্থানেই শ্রী, বিজয়, এবং অব্যভিচারিণী নীতি বিরাজিত; ইহাই আমার ধারণা।

পুরাণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। যে কালে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানাদির নিয়মাবলী বেদের ব্রাহ্মণ অংশে প্রকটিত হয়, যে কালে পরমাত্মা ও পরলোক তত্ত্ব বেদের উপনিষদ্ অংশে নিরূপিত হয়, কুরু ও পঞ্চালগণ, বিদেহ ও কাশীগণ, যে কালে গঙ্গা ও যমুনাতীরে নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া যুদ্ধে শৌর্য্য, যাগ যজ্ঞে ধর্ম্মপরায়ণতা, এবং শাস্ত্রানুশীলনে মনীষিতা প্রকাশ করেন সেই অতি প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক কথা অবলম্বন করিয়া "ইতিহাস-পুরাণ" নামক গ্রন্থ রচিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ ঋষি আপনার শিক্ষার পরিচয় দিবার সময় কহিতেছেন, "আমি ঋগ্বেদ, সামবেদ, ও যজুর্ব্বেদ এই তিন বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, চতুর্থতঃ অথর্ব্বন অধ্যয়ন করিয়াছি, পঞ্চমতঃ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি'।" (৭-১-২)

এই অতি প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ সমূহ যে কি প্রকার গ্রন্থ ছিল তাহা আমরা ঠিক নিরূপণ করিতে পারি না। সে কালের পুরাণ বোধ হয় সমস্ত অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত ছিল না, কেননা সেকালের অধিকাংশ গ্রন্থই গদ্য। কিন্তু সে

কালের অনেক ঐতিহাসিক কথা যে পুরাণে বর্ণিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কালক্রমে প্রাচীন পুরাণের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, নূতন নূতন ঐতিহাসিক ঘটনার কথাও সন্নিবেশিত হইতে লাগিল। এক্ষণে আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে বায়ু পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাণেই মগধরাজ্যের বিস্তীর্ণ ইতিহাস সন্নিবেশিত আছে এবং চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক রাজার কথা লিখিত আছে। এমন কি খৃষ্টাব্দের পর যে অন্ধ্র রাজগণ মগধে ও দাক্ষিণাত্যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও কথা পুরাণ সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন বৈদিক যুগে হিন্দুগণ ঐশী শক্তির নানারূপ বিকাশকে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, মরুৎ প্রভৃতি নানারূপ নাম দিয়া উপাসনা করিতেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হিন্দুগণ ঈশ্বরের সৃষ্টি, পোষণ ও বিনাশকারিণী শক্তিকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনটী নাম দিয়া উপাসনা করেন। আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতে পাই, তৎসমুদয় এই ত্রিবিধ ঐশী শক্তি বা দেবতার উপাসনা প্রকটিত করিতেছে। এমন কি কোন কোন পুরাণ, ইহাদের মধ্যে একটী দেবের, এবং অপর পুরাণ অপর দেবের মহিমা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করে, ইহাও লক্ষিত হয়। এই জন্য কোন কোন পণ্ডিতগণ এই অষ্টাদশ পুরাণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, ছয়টীকে ব্রহ্মার পুরাণ, ছয়টীকে বিষ্ণুর পুরাণ, এবং ছয়টীকে শিবের পুরাণ বলিয়া বর্ণনা করেন যথাঃ—

ব্রহ্মার পুরাণ।

		শ্লোক সংখ্যা।
১।	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	১২০০০
২।	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	১৮০০০
৩।	মার্কণ্ডেয় পুরাণ	৯০০০
৪।	ভবিষ্য পুরাণ	১৪৫০০
৫।	বামন পুরাণ	১০০০০
৬।	ব্রহ্ম পুরাণ	১০০০০

বিষ্ণুর পুরাণ।

১।	বিষ্ণু পুরাণ	২৩০০০
২।	নারদীয় পুরাণ	২৫০০০
৩।	ভাগবত পুরাণ	১৮০০০
৪।	গরুড় পুরাণ	১৯০০০
৫।	পদ্ম পুরাণ	৫৫০০০
৬।	বরাহ পুরাণ	২৪০০০

শিবের পুরাণ।

১।	মৎস্য পুরাণ	১৪০০০
২।	কূর্ম্ম পুরাণ	১৭০০০
৩।	লিঙ্গ পুরাণ	১১০০০
৪।	বায়ু পুরাণ	২৪০০০
৫।	স্কন্দ পুরাণ	৮১১০০
৬।	অগ্নি পুরাণ	১৫৪০০
	মোট শ্লোক	৪০০,০০০

এই চারি লক্ষ শ্লোকে যে কেবল ঐতিহাসিক কথা আছে তাহা নহে, ইহার অধিকাংশই পৌরাণিক দেব দেবীর কথায় পূর্ণ, ইহাতে ঐতিহাসিক কথা অতি অল্প। অভিধান

রচয়িতা অমরসিংহ পুরাণকে "পঞ্চলক্ষণ" বলিয়া বর্ণনা করেন, অর্থাৎ পুরাণমাত্রেই পাঁচটী লক্ষণ বা পাঁচটী বিষয় আছে। প্রথম আদ্য সৃষ্টি, দ্বিতীয় কল্পে কল্পে জগতের লয় ও পুনঃ সৃষ্টি, তৃতীয় দেব দেবীদিগের কথা, চতুর্থ মন্বন্তর সমূহের কথা, এবং পঞ্চম, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ও অন্যান্য রাজাদিগের কথা। এই পাঁচটী ভাগও আধুনিক পুরাণ গুলিতে স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, অনেকগুলি পুরাণে কেবল দেব দেবীর কথা এবং ভারতবর্ষের আধুনিক তীর্থ সমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা লক্ষিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ হইতে সারগর্ভ দুই একটী স্থলমাত্র উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ সহিত পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করা আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। এবং প্রত্যেক পুরাণের পরিচয় দিবার জন্য যে দুই একটী বলা আবশ্যক তাহাও যথাস্থলে উক্ত হইবে।

সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এক্ষণে দুর্লভ। এইরূপ সম্পূর্ণ পুস্তকের অভাব নিবন্ধনই আধুনিক রচয়িতাগণ অনেকগুলি নূতন নূতন খণ্ড রচনা করিয়া যোগ করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

পণ্ডিতবর উইল্‌সন বলেন, সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দুর্লভ হইলেও একেবারে অপ্রাপ্য নয়, কারণ তিনি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দেখিয়াছেন। উহার প্রথম খণ্ডে ১২৪ অধ্যায়, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৭২ অধ্যায় আছে, এবং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের শ্লোক সংখ্যা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ উভয় খণ্ডের শ্লোক সংখ্যা মিলাইলে প্রায় তাহাই হয়। কিন্তু এ পুরাণের প্রথম খণ্ডখানি বায়ুপুরাণের সহিত প্রায় একই, মধ্যে মধ্যে কেবল দুএকটী বচন সামান্য বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়, এবং শেষ বাক্য "ইতি বায়ুপুরাণে" স্থলে "ইতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে" লিখিত হইয়াছে মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডখানি দক্ষিণ দেশে সংহিতা বা খণ্ডনামে প্রচলিত। উহাতে বর্ণিত আছে যে অগস্ত্য কাঞ্চীদেশে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে বিষ্ণু হয়গ্রীব স্বরূপে তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মুক্তির উপায় ও পরাশক্তির আরাধনার বিষয় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। শক্তিপুজার প্রসঙ্গে ললিতা দেবী কর্ত্তৃক ভাণ্ডা-সুরের বধ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণ

অনুসারে ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা ১২০০০ এবং ইহাতে ভবিষ্যৎকালের বিষয় বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে।

আমরা ইহার অনুষঙ্গ পাদ হইতে দুইটী বিষয় উদ্ধৃত করিলাম।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়।

অতীত কল্প।

ইত্যেষ প্রথমঃ পাদঃ প্রক্রিয়ার্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রুত্বা তু সংহৃষ্টমনাঃ কাশ্যপেয়ঃ সনাতনঃ ॥১
সম্বোধ্য সূতং বচসা পপ্রচ্ছাথোত্তরাং কথাম্।
অতঃ প্রভৃতি কল্পজ্ঞ, প্রতিসন্ধিং প্রচক্ষ্ব নঃ ॥২
সমতীতস্য কল্পস্য বর্ত্তমানস্য চোভয়োঃ-
কল্পয়োরন্তরং যচ্চ প্রতিসন্ধির্যতস্তয়োঃ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ অত্যন্তকুশলোহসি ॥৩

লোমহর্ষণ উবাচ।

অত্র বোহহং প্রবক্ষ্যামি প্রতিসন্ধিশ্চ যস্তয়োঃ।
সমতীতস্য কল্পস্য বর্ত্তমানস্য চোভয়োঃ ॥৪
মন্বন্তরাণি কল্পেষু যেষু যানি চ সুব্রতাঃ।
যশ্চায়ং বর্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সাম্প্রতং শুভঃ ॥৫

সূতমুখনিঃসৃত প্রক্রিয়ার্থ নামক প্রথম পাদ শ্রবণে পরিহৃষ্ট হইয়া কাশ্যপ পুত্র সনাতন যথোচিত বাক্য দ্বারা সূতকে সম্বোধন করিয়া শেষ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কল্পজ্ঞ, যে হেতু আপনি এবিষয়ে বিশেষ সুদক্ষ এজন্য আপনার নিকট আমরা অতীত ও বর্ত্তমান কল্পের অন্তর (অর্থাৎ মধ্যাবস্থারূপ) প্রতিসন্ধির বিষয় জানিতে অভিলাষী, অতএব আপনি এখন হইতে তাহাই কীর্ত্তন করুন।১।২।৩

লোমহর্ষণ বলিলেন,—হে সুব্রত, আমি এখন আপনাদিগকে অতীত ও বর্ত্তমান কল্পের প্রতিসন্ধি এবং যে কল্পের যে সকল মন্বন্তর হয়, তাহা বলিব, এবং এক্ষণে বর্ত্তমান যে শুভ বারাহ কল্প তাহার বিষয়ও বলিব।৪।৫

অস্মাৎ কল্পাচ্চ যঃ কল্পঃ পূর্ব্বোঽতীতঃ সনাতনঃ।
তস্য চাস্য চ কল্পস্য মধ্যাবস্থান্নিবোধত ॥৬
প্রত্যাহৃতে পূর্ব্বকল্পে প্রতিসন্ধিশ্চ তত্র বৈ।
অন্যঃ প্রবর্ত্ততে কল্পো জনাল্লোকাৎ পুনঃ পুনঃ ॥৭
ব্যুচ্ছিন্নাৎ প্রতিসন্ধেস্তু কল্পাৎ কল্পঃ পরস্পরম্।
ব্যুচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কল্পান্তে সর্ব্বশস্তদা ॥৮
তস্মাৎ কল্পাত্তু কল্পস্য প্রতিসন্ধির্নিগদ্যতে।
মন্বন্তর-যুগাখ্যানামপ্যচ্ছিন্নাশ্চ সন্ধয়ঃ ॥৯
পরস্পরাঃ প্রবর্ত্তন্তে মন্বন্তর-যুগৈঃ সহ।
উক্তা যে প্রক্রিয়ার্থেন পূর্ব্বকল্পাঃ সমাসতঃ ॥১০
তেষাং পরার্দ্ধকল্পানাং পূর্ব্বো হ্যস্মাত্তু যঃ পরঃ।
আসীৎকল্পো ব্যতীতো বৈ পরার্দ্ধেন পরস্তু সঃ ॥১১
অন্যে ভবিষ্যা যে কল্পা অপরার্দ্ধাদ্ গুণীকৃতাঃ।
প্রথমঃ সাম্প্রতস্তেষাং কল্পোঽয়ং বর্ত্ততে দ্বিজাঃ ॥১২

এই যে সম্প্রতি শুভ বারাহ কল্প বর্ত্তমান এবং ইহার পূর্ব্বে অতীত যে সনাতন কল্প এই উভয় কল্পের মধ্যাবস্থার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।৬

পূর্ব্ব কল্প বিনষ্ট হইয়া অন্য কল্প আরম্ভের পূর্ব্ব কালকে প্রতিসন্ধি কহে। উহার পর জনলোক হইতে পুনর্ব্বার অন্য কল্প প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ কল্পারম্ভ পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে।৭

প্রতিসন্ধি দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ কল্পের পরস্পর ব্যবচ্ছেদ হয়। কল্পের অন্তে ক্রিয়া সকল সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়।৮

যে সময়ে পূর্ব্বকল্পের মন্বন্তর ও যুগাদির সন্ধি সকল বিনষ্ট এবং পরকল্পের মন্বন্তর ও যুগাদির সন্ধি সকল প্রবৃত্ত হয়, ঐ সময়কে প্রতিসন্ধি বলে। প্রক্রিয়ার্থ পাদে যে সকল পূর্ব্ব কল্প সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, সেই পরার্দ্ধ সংখ্যক কল্প সমূহের অন্তিম কল্পই বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ব কল্প, অর্থাৎ যে কল্প অতীত হইয়াছে, উহা সেই পরার্দ্ধ কল্প সকলের শেষ কল্প।৯।১০।১১

হে দ্বিজগণ, যে সকল ভবিষ্যৎ কল্প অপরার্দ্ধ দ্বারা গণিত হইয়াছে, এই বর্ত্তমান কল্প তাহাদিগের আদিম। যে সকল কল্প পূর্ব্বগত হইয়াছে

যস্মিন্ পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধে তু দ্বিতীয়ে পর উচ্যতে।
এতাবান্ স্থিতিকালশ্চ প্রত্যাহারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥১৩
অস্মাৎ কল্পাত্তু যঃ পূর্ব্বং কল্পোঽতীতঃ সনাতনঃ।
চতুর্যুগসহস্রান্তে অহোমন্বন্তরৈঃ পুরা ॥১৪
ক্ষীণে কল্পে তদা তস্মিন্ দাহকালে হ্যুপস্থিতে।
তস্মিন্ কল্পে তদা দেবা আসন্ বৈমানিকাস্তু যে ॥১৫
নক্ষত্রগ্রহতারাস্তু চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাশ্চ যে।
অষ্টাবিংশতিরেবৈতাঃ কোট্যস্তু সুকৃতাত্মনাম্ ॥১৬
মন্বন্তরে তথৈকস্মিন্ চতুর্দ্দশসু বৈ তথা।
ত্রীণিকোটি-শতান্যাসন্ কোট্যা দ্বিনবতিস্তথা ॥১৭
অষ্টাধিকাঃ সপ্তশতাঃ সহস্রাণাং স্মৃতাঃ পুরা।
বৈমানিকানাং দেবানাং কল্পেঽতীতে তু যেঽভবন্।
একৈকস্মিংস্তু কল্পে বৈ দেবা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৮
অথ মন্বন্তরেষ্বাসংশ্চতুর্দ্দশসু বৈ দিবি ॥১৯
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব মুনয়ো মনবস্তথা।
তেষামনুচরা যে চ মনুপুত্রাস্তথৈবচ ॥২০
বর্ণাশ্রমিভিরীড্যাশ্চ তস্মিন্ কল্পে তু যে সুরাঃ।
মন্বন্তরেষু যে হ্যাসন্ দেবলোকে দিবৌকসঃ ॥২১

এবং যে সকল কল্প পরে হইবে, তত্তাবৎ ব্রহ্মার স্থিতি কাল, উহার পর তাঁহার লয় হইবে।১২।১৩

এই বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সনাতনকল্প সহস্র চতুর্যুগান্তে দিবস ও মন্বন্তরসমূহের সহিত অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই কল্পের অবসানে দাহকাল উপস্থিত হইলে যে সকল চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতি বৈমানিক দেবগণ বর্ত্তমান ছিলেন, সেই পুণ্যাত্মাদিগের সংখ্যা, 'প্রতিমন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি কোটি' এই অনুসারে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে অর্থাৎ সমুদায় কল্পে উহাদিগের সংখ্যা তিনশত কোটি বিরানব্বই হাজার সাতশত আট্। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বিশিষ্ট প্রত্যেক কল্পেই বৈমানিক দেবগণের ঐ সংখ্যা হইয়া থাকে।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

অনন্তর দেবগণ, পিতৃগণ, মুনিগণ, মনুসকল, মনুদিগের অনুচর ও পুত্রগণ এবং সেই কল্পের যাবতীয় মন্বন্তরে বর্ণাশ্রমচারিদিগের পূজ্য স্বর্গবাসী

তে তৈঃ সংযোজকৈঃ সার্দ্ধং প্রাপ্তে সংকলনে তথা।
তুল্যনিষ্ঠাস্তু তে সর্ব্বে প্রাপ্তে হ্যাভূত-সংপ্লবে ॥২২
ততস্তেঽবশ্যভাবত্বাদ্ বুদ্ধা পর্য্যায়-মাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যবাসিনো দেবাস্তস্মিন্ প্রাপ্তে হ্যুপপ্লবে ॥২৩
তেনৌৎসুক্যাবসাদেন ত্যক্ত্বা স্থানানি ভাবতঃ।
মহর্ল্লোকায় সংবিগ্নাস্ততস্তে দধিরে মতিম্ ॥২৪
যে যুক্তা উপপদ্যন্তে মহসিস্থৈঃ শরীরকৈঃ।
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥২৫
তৈঃ কল্পবাসিভিঃ সার্দ্ধং মহানাসাদিতস্তু যৈঃ।
দশকৃত্ব ইবাবৃত্য তস্মাদ্‌গচ্ছন্তি স্বস্তপঃ ॥২৬
তত্র কল্পান্ দশ স্থিত্বা সত্যং গচ্ছন্তি বৈ পুনঃ।
এতেন ক্রমযোগেণ যান্তি কল্প-নিবাসিনঃ ॥২৭
এবং দেবযুগানাস্তু সহস্রাণি পরস্পরাৎ।
গতানি ব্রহ্মলোকং বৈ অপরাবর্ত্তিনীং গতিম্।
আধিপত্যং বিনা তে বৈ ঐশ্বর্য্যেণ তু তৎসমাঃ।
ভবন্তি ব্রহ্মণস্তুল্যা রূপেণ বিষয়েণ চ ॥২৮

দেবগণ, সেই কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে স্ব স্ব দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোজক তন্মাত্র প্রভৃতির সহিত তুল্যরূপে লয় প্রাপ্ত হইবেন। তাদৃশ প্রলয় সময় আগত হইলে সেই ত্রৈলোক্যবাসী দেবগণ আপনার আপনার অবশ্যম্ভাবী বিপর্য্যয় আশঙ্কা করিয়া তাদৃশ আশঙ্কাজনিত অবসাদ নিবন্ধন ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করত উদ্বিগ্নচিত্তে যুগপৎ মহর্ল্লোকে গমন করিবার জন্য অভিলাষ করেন। তথায় গমন পূর্ব্বক সেই মহর্ল্লোকের উপযোগী শরীর বিশিষ্ট হইয়া বহুল পরিমাণে বিশুদ্ধি লাভ করত মানসী সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।১৯।২০।২১.২২।২৩।২৪ ২৫

যে সকল কল্পবাসীর সহিত মহর্ল্লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত দশবার স্বর্লোকে গমনাগমনের পর তপোলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় দশ কল্প অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার সত্যলোকে গমন করেন। এইরূপ ক্রমে সহস্র দেবযুগ অতিবাহিত হইলে ঐ কল্পবাসীরা অনন্তকালের জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া কেবল আধিপত্য ব্যতীত ঐশ্বর্য্য, আকৃতি, ও ভোগ্য বিষয়ে ব্রহ্মার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।২৬.২৭।২৮

তত্র তে হ্যবতিষ্ঠন্তি প্রীতিযুক্তাঃ প্রসঙ্গমাৎ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ ॥২৯
অবশ্যম্ভাবিনার্থেন প্রাকৃতেনৈব তে স্বয়ম্।
নানাত্বেনাভিসম্বদ্ধাস্তদা তৎকালভাবিনঃ ॥৩০
স্বরূপতো বুদ্ধিপূর্ব্বং যথা ভবতি জাগ্রতঃ।
তৎকালভাবি তেষান্তু তথা জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥৩১
প্রত্যাহারে তু ভেদানাং যেষাং ভিন্নাতিসূক্ষ্মণাম্।
তৈঃ সার্দ্ধং প্রতিসৃজ্যন্তে কার্য্যাণি কারণানিচ ॥৩২
নানাত্বাদর্শনাত্তেষাং ব্রহ্মলোকনিবাসিনাম্।
বিনষ্ট-স্বাধিকারাণাং স্বেন ধর্ম্মেণ তিষ্ঠতাম্ ॥৩৩
তে তুল্য-লক্ষণাঃ সিদ্ধাঃ শুদ্ধাত্মানো নিরঞ্জনাঃ।
প্রকৃতৌ কারণাতীতাঃ স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতাঃ ॥৩৪
প্রখ্যাপয়িত্বা হ্যাত্মানং প্রকৃতিস্তেষু সর্ব্বশঃ।
পুরুষাব্যবহুতত্বেন প্রতীতা ন প্রবর্ত্ততে ॥৩৫
প্রবর্ত্তিতে পুনঃ সর্গে তেষাং বাহ্যকারণাৎ পুনঃ।
সংযোগে প্রাকৃতে তেষাং মুক্তানাং তত্ত্বদর্শিনাম্ ॥৩৬

তাঁহারা তথায় ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে কিছুকাল অবস্থানের পর ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া মুক্তি লাভ করেন।২৯

তৎকালে তাঁহারা স্বয়ং অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃত পদার্থের সহিত নানারূপে সম্বদ্ধ হইয়া অবস্থান করেন। তাঁহাদিগের তৎকালে জাগ্রৎ ব্যক্তির ন্যায় বুদ্ধি-পূর্ব্বক স্বরূপ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সেই প্রলয় কালে পদার্থনিচয়ের অতি সূক্ষ্ম ভেদ সকলের বিলোপ হওয়ায় তাহাদের সহিত কার্য্য এবং কারণও বিনষ্ট হয়।৩০।৩১।৩২

তখন সেই স্বাধিকারশূন্য, স্ব-স্ব-ভাবে অবস্থিত, ব্রহ্মলোকবাসিদিগের নানাত্বের অদর্শন হেতু, তাঁহারা তুল্যরূপ, সিদ্ধ, শুদ্ধাত্মা, নিরঞ্জন এবং প্রাকৃতিক কারণের অতীত হইয়া স্বকীয় আত্মাতেই অবস্থিত হন। প্রকৃতি তাঁহাদিগকে আত্মস্বরূপ দর্শন করাইয়া পুরুষের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক শূন্য হওয়ায় তাঁহাদিগের নিকট আর প্রতীত হয় না।৩৩।৩৪।৩৫

পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালের আরম্ভ, পুনর্ব্বার প্রকৃতির সহিত সংযোগের কারণ না থাকায়, মুক্তি প্রাপ্ত, তত্ত্বদর্শী, অপুনর্মার্গগামী সেই মুক্ত পুরুষদিগের

অত্রাপবর্গিণাং তেষামপুনর্মার্গগামিণাম্।
অভাবঃ পুনরুৎপত্তৌ শান্তানামর্চ্চিষামিব ॥৩৭
ততস্তেষু গতেষূর্দ্ধং ত্রৈলোক্যাৎ সুমহাত্মসু।
তৈঃ সার্দ্ধং যে মহর্ল্লোকাত্তদা নাসাদিতা জনাঃ।
তচ্ছিষ্টাশ্চেহ তিষ্ঠন্তি কল্পাদ্দেহমুপাসতে॥৩৮
গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ পিশাচান্তা মানুষা ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব স্থাবরাঃ সসরীসৃপাঃ॥৩৯
তিষ্ঠৎসু তেষু তৎকালং পৃথিবীতলবাসিষু॥৪০
সহস্রং যত্তু রশ্মীনাং সূর্য্যস্যেহ বিভাসতে।
তে সপ্তরশ্ময়ো ভূত্বা হ্যেকৈকো জায়তে রবিঃ॥৪১
ক্রমেণোত্তিষ্ঠমানাস্তে ত্রীন্ লোকান্ প্রদহন্ত্যত।
জঙ্গমং স্থাবরঞ্চৈব নদীঃ সর্ব্বাংশ্চ পর্ব্বতান্॥৪২
পূর্ব্বে শুষ্কা হ্যনাবৃষ্ট্যা সূর্য্যৈস্তৈশ্চ প্রধূপিতাঃ।
তদা তে বিবিশুঃ সর্ব্বে নির্দ্দগ্ধাঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ॥৪৩
জঙ্গমাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকাস্ত বৈ।
দগ্ধদেহাস্ততস্তে বৈ গতাঃ পাপযুগাত্যয়ে॥৪৪

নির্ব্বাপিত তেজের ন্যায়, আর পুনরুৎপত্তি হয় না। এই সকল পূতপ্রাণ, মহাত্মগণ ত্রৈলোক্য হইতে ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলে যাঁহারা মহর্লোক হইতে আর তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে না পারেন, তাঁহারাই কল্পান্তরে "শিষ্ট" নাম গ্রহণ করিয়া দেহান্তর লাভ করেন।৩৬।৩৭।৩৮

গন্ধর্ব্বাদি পিশাচান্ত দেবযোনিগণ, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীসমূহ এবং যাবতীয় স্থাবর পদার্থ সেই প্রলয় কালে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিতেই সূর্য্যের রশ্মিসহস্র, সাত সাতটী একত্র হইয়া এক একটি সূর্য্য স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক যথাক্রমে উদিত হওত তিন লোক এবং স্থাবর, জঙ্গম, নদী ও পর্ব্বত সমুদয়কে দগ্ধ করে। মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি সংহারের পূর্ব্বেই ইহারা অনাবৃষ্টিতে অতিমাত্র বিশুষ্ক হইয়া যায়; তৎপরে সেই সকল সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রধূপিত ও তাহাদের কিরণে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। অনন্তর পাপযুগের অবসানে সেই সকল স্থাবর, জঙ্গম এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাত্মক পদার্থ সকল দগ্ধ দেহ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪

যোন্যা তয়া হ্যনির্মুক্তাঃ শুভপাপানুবন্ধয়া।
ততস্তে হ্যুপপদ্যন্তে তুল্যরূপা জনে জনাঃ ॥৪৫
বিশুদ্ধিবহুলাঃ সর্ব্বে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ।
উষিত্বা রজনীং তত্র ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
পুনঃ সর্গে ভবন্তীহ ব্রহ্মণো মানসীঃ প্রজাঃ ॥৪৬
ততস্তেষু প্রবৃত্তেষু জনে ত্রৈলোক্যবাসিষু ॥৪৭
নির্দ্দগ্ধেষু চ লোকেষু তেষু সূর্য্যৈস্তু সপ্তভিঃ।
বৃষ্ট্যা ক্ষিতৌ প্লাবিতায়াং বিশীর্ণেষ্বালয়েষু চ ॥৪৮
সমুদ্রাশ্চৈব মেঘাশ্চ আপঃ সর্ব্বাশ্চ পার্থিবাঃ।
ব্রজন্ত্যেকার্ণবত্বং হি সলিলাখ্যাস্তদাশ্রিতাঃ ॥৪৯
আগতাগতিকং তদ্বৈ যদা তু সলিলং বহু।
সংছাদ্যেমাং স্থিতাং ভূমিমর্ণবাখ্যা তদা চ সা ॥৫০
আভাতি যস্মান্নাভান্তি ভাসন্তো ব্যাপ্তিদীপ্তিষু।
সর্ব্বতঃ সমনুপ্লাব্য তাসাঞ্চান্তো বিভাব্যতে ॥৫১
তদন্তস্তনুতে যস্মাৎ সর্ব্বাং পৃথ্বীং সমন্ততঃ।
ধাতুংস্তনোতি বিস্তারে তেনান্তস্তনবঃ স্মৃতাঃ ॥৫২

অনন্তর সেই সকল দগ্ধদেহ প্রাণিগণ পুণ্যপাপানুবন্ধি যোনি হইতে মুক্তি-লাভ করিতে না পারিয়া স্ব-স্ব-কর্ম্মানুরূপ যোনিতে জন্ম লাভ করিতে থাকে।৪৫

শুদ্ধচেতাগণ যাঁহারা পূর্ব্বসৃষ্টিকালে মানসী সিদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রলয়রূপ ব্রহ্মার রজনীতে ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া পুনঃ সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মার মানস প্রজা হইয়া থাকেন।৪৬

সেই ত্রৈলোক্যবাসী দেবগণ জনলোকে অবস্থান করিতে থাকিলে, পূর্ব্বে যে সপ্তসূর্য্য দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ হইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহার পরেই অতিমাত্র বৃষ্টি দ্বারা ক্ষিতিতল প্লাবিত হওয়ায় যাবতীয় আশ্রয় বিলুপ্ত হইলে পার্থিব, সামুদ্রিক ও মেঘনিঃসৃত সলিল সমুদয় একত্র মিলিত হইয়া একার্ণবত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন অপরিমেয় জলরাশি ভূমিতল আচ্ছাদিত করিয়া অর্ণবরূপে প্রকাশিত হয়, এবং অন্য সকল বস্তুই সেই জলাবরণে আবৃত থাকায় চারিদিকে কেবল জলই দৃষ্টি গোচর হইতে থাকে।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১

তখন পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই বিস্তৃত হওয়ার জন্য (তন) ধাতুর বিস্তার

অরমিত্যেব শীঘ্রস্ত নিপাতঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ।
একার্ণবে ভবন্ত্যাপো ন শীঘ্রাস্তেন তে নারাঃ ॥৫৩
তস্মিন্ যুগসহস্রান্তে সংস্থিতে ব্রহ্মণোঽহনি।
রজন্যাং বর্ত্তমানায়াং তাবত্তৎসলিলাত্মনা ॥৫৪
ততস্তু সলিলে তস্মিন্নষ্টেঽগ্নৌ পৃথিবীতলে।
প্রশান্তবাতেঽন্ধকারে নিরালোকে সমন্ততঃ ॥৫৫
যেনৈবাধিষ্ঠিতং হীদং ব্রহ্মা স পুরুষঃ প্রভুঃ।
বিভাগমস্য লোকস্য পুনর্ব্বৈ কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥৫৬
একার্ণবে তদা তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥৫৭
সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুক্মবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু সুষ্বাপ সলিলে তদা ॥৫৮
সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমবেক্ষ্য চ।
ইমঞ্চোদাহরত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥৫৯
আপো নারাখ্যাস্তনব ইত্যপান্নাম শুশ্রুম।
আপূর্য্য নাভিং তত্রাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৬০

অর্থানুসারে জলের অপর নাম তনু এবং কবিগণ শীঘ্রার্থে অর শব্দ ব্যবহার করেন, এজন্য একার্ণব সময়ে জলের তাদৃশ ক্ষিপ্রগতিতা দেখা যায় না বলিয়া তাহাকে নার কহে।৫২।৫৩

যুগসহস্র পরিমিত ব্রহ্ম দিনাবসানে এইরূপে জলময়ী প্রলয়রূপিণী রজনী উপস্থিত হইলে বায়ুনিকর প্রশান্ত হইয়া যায়, এবং পৃথিবীতলে যাবতীয় অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় সমুদায় জগৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে।৫৪।৫৫

তখন এই জগৎ যাঁহা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মা সেই স্থাবর জঙ্গম বিরহিত একার্ণবে লোক সকলের বিভাগ কামনায় সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, সহস্রশীর্ষ, স্বর্ণবর্ণ, এবং অতীন্দ্রিয় নারায়ণ মূর্ত্তিতে সেই একার্ণব মধ্যে নিদ্রিত হইয়া থাকেন।৫৬।৫৭।৫৮

অনন্তর তিনি সত্ত্বগুণের উদ্রেকে জাগরিত হইয়া সমুদয় লোক শূন্যময় নিরীক্ষণ করেন। ব্রহ্মার এই নারায়ণ নামের আর এক প্রকার নিরুক্তি আছে, যথা আপ, নারা ও তনু এই কয়েকটী জলের নাম, ব্রহ্মা সেই জলে নাভিদেশ পূর্ণ করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ কহে।৫৯।৬০

সহস্রশীর্ষাঃ সুমনাঃ সহস্রপাৎ সহস্রচক্ষুর্বদনঃ সহস্রভুক্।
সহস্রবাহুঃ প্রথমঃ প্রজাপতিস্ত্রয়ীপথে যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে ॥৬১
আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা।
একোহ্যপূর্ব্বঃ প্রথমস্তুরাষাট্।
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা।
স পঠ্যতে বৈ তমসঃ পরস্তাৎ ॥৬২
কল্পাদৌ রজসোদ্রিক্তো ব্রহ্মা ভূত্বাঽসৃজৎ প্রজাঃ।
কল্পান্তে তমসোদ্রিক্তঃ কালোভূত্বাঽগ্রসৎ পুনঃ ॥৬৩
স বৈ নারায়ণাখ্যস্তু সত্ত্বোদ্রিক্তোঽর্ণবে স্বপন্।
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সমবর্ত্তত ॥৬৪
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিস্তু তান্ ॥৬৫
একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
চতুর্যুগসহস্রান্তে সর্ব্বতঃ সলিলাবৃতে।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্তু অপ্রকাশার্ণবে স্বপন্ ॥৬৬

এই সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাৎ, সহস্রাক্ষ, সহস্রবদন, সহস্রভুক্ সহস্রবাহু, সুমনা, আদি প্রজাপতি, যিনি বেদে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, সূর্য্যবর্ণ, সংসার-পালক, অপূর্ব্ব, প্রথম তুরাষাট্, হিরণ্যগর্ভ মহাত্মা পুরুষ তমোগুণের অতীত।৬১।৬২

সেই পুরুষ কল্পের আদিকালে রজোগুণোদ্রিক্ত হইয়া ব্রহ্মাস্বরূপে প্রজাগণের সৃষ্টি করেন, কল্পের অবসানে তমোগুণোদ্রিক্ত হইয়া কালস্বরূপে সমুদয় গ্রাস করেন, সেই নারায়ণাখ্য পুরুষ সত্ত্বোদ্রিক্ত হইয়া একার্ণবে নিদ্রিত থাকেন। এইরূপে তিনি আপনাকে ত্রিপ্রকারে বিভক্ত করিয়া ত্রৈলোক্য মধ্যে অবস্থান করেন।৬৩।৬৪

তিনি এইরূপ এক এক অংশদ্বারা সৃষ্টি, গ্রাস, ও পালন করিয়া থাকেন।৬৫

চতুর্যুগসহস্রান্তে নিখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সলিলাবৃত হইয়া বিনষ্ট হওয়ায়, সমুদয় জগৎ একার্ণবত্ব প্রাপ্ত হইলে, যখন পরম পুরুষ কালরূপী নারায়ণ চতুর্ব্বিধ প্রজা গ্রাস করিয়া ব্রাহ্মী রাত্রিতে তমোময় একার্ণবে সুষুপ্তিলাভ করেন, সেই সময়ে বর্ত্তমান কল্পের ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষির ন্যায় প্রতিকালেই যাঁহারা কল্পাবসানে অবস্থান করেন, সেই সুমহৎ পরমব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ

চতুর্ব্বিধাঃ প্রজা গ্রস্থা ব্রাহ্ম্যাং রাত্র্যাং মহার্ণবে।
পশ্যন্তি তং মহর্ল্লোকাৎ সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ ॥৬৭
ভৃগ্বাদয়ো যথা সপ্তকল্পে হ্যস্মিন্ মহর্ষয়ঃ।
ততো নিবর্ত্তমানৈস্তৈর্মহান্ পরিগতঃ পরঃ ॥৬৮
গত্যর্থাৎ ঋষয়ো ধাতোর্নাম নিবৃত্তিরাদিতঃ।
তস্মাদৃষিপরত্বেন মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ ॥৬৯
মহর্ল্লোকস্থিতৈর্দৃষ্টঃ কালঃ সুপ্তস্তদা চ তৈঃ।
সত্যাদ্যাঃ সপ্ত যে হ্যাসন্ কল্পেঽতীতে মহর্ষয়ঃ ॥৭০
এবং ব্রাহ্মীষু রাত্রিষু হ্যতীতাসু সহস্রশঃ।
দৃষ্টবন্তস্তথা হ্যন্তে সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ ॥৭১
কল্পস্যাদৌ তু বহুশো যস্মাৎ সংস্থাশ্চতুর্দ্দশ।
কল্পয়ামাস বৈ ব্রহ্মা তস্মাৎ কল্পো নিরুচ্যতে ॥৭২
স স্রষ্টা সর্ব্বভূতানাং কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ।
ব্যক্তাব্যক্তো মহাদেবস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ ॥৭৩
ইত্যেষ প্রতিসন্ধির্ব্বঃ কীর্ত্তিতঃ কল্পয়োর্দ্বয়োঃ।
সাম্প্রতাতীতয়োর্মধ্যে প্রাগবস্থা বভূব যা ॥৭৪

মহর্ষি সমূহ মহর্লোক হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। অনন্তর তাঁহারা সেই দর্শনক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম মহান্ পুরুষকে লাভ করেন। ইহাদিগের মহর্ষি নাম হওয়ার কারণ এইরূপ কথিত আছে,—ঋ ধাতুর অর্থ গমন, প্রথমেই গত অর্থাৎ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ঋষি কহে, ইঁহারা সেই ঋষি সমূহের মধ্যে প্রধান বলিয়া মহর্ষি নামে অভিহিত হইয়াছেন। অতীত কল্পে সত্য প্রভৃতি যে সাতটী মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারাও মহর্লোকে অবস্থিত হইয়া কালরূপী নারায়ণকে প্রসুপ্ত দেখিয়াছেন। এইরূপে কত শতসহস্র প্রলয়রূপিণী ব্রাহ্মী রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, ইহার প্রতিরাত্রেই মহর্ষিগণ এইরূপ ভাবে প্রসুপ্ত কালকে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১

সেই সর্ব্বভূতস্রষ্টা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ মহাদেব জগদীশ্বর, কল্পপ্রারম্ভে চতুর্দ্দশ ভুবনের বহুবিধ কল্পনা করেন বলিয়া সৃষ্টিকালের নাম কল্প হইয়াছে। তিনি কল্পের আদিতে পুনঃ পুনঃ সকল ভূতের সৃষ্টি করেন। এই নিখিল জগৎ তাঁহারই। এই বর্ত্তমান এবং অতীত কল্পদ্বয়ের প্রতিসন্ধি ও

কীর্ত্তিতা তু সমাসেন কল্পে কল্পে যথা তথা।
সাম্প্রতন্তে প্রবক্ষ্যামি কল্পমেতং নিবোধত ॥১৫

পূর্ব্বাবস্থা সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি বর্ত্তমান কল্পের বিষয় বর্ণন করিব শ্রবণ করুন।১২।১৩।১৪।১৫

অষ্টম অধ্যায়।

চারি-আশ্রম।

দারাগ্নয়োঽথাতিথেয়ইজ্যাশ্রাদ্ধক্রিয়াঃ প্রজাঃ।
ইত্যেষ বৈ গৃহস্থস্য সমাসাদ্ধর্মসংগ্রহঃ ॥১*
দণ্ডী চ মেখলী চৈব হ্যধঃশায়ী তথা জটী।
গুরুশুশ্রূষণং ভৈক্ষ্যং বিদ্যাদ্ বৈ ব্রহ্মচারিণঃ ॥২
চীরপত্রাজিনানি স্যুর্ধান্যমূলফলৌষধম্।
উভে সন্ধ্যেঽবগাহশ্চ হোমশ্চারণ্যবাসিনাম্ ॥৩
আসনং বসনে ভৈক্ষ্যমস্তেয়ং শৌচমেব চ।
অপ্রমাদোঽব্যবায়শ্চ দয়া ভূতেষু চ ক্ষমা।
অক্রোধো গুরু-শুশ্রূষা সত্যঞ্চ দশমং স্মৃতম্ ॥৪
দশলক্ষণকো হ্যেষ ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।
ভিক্ষোর্ব্রতানি পঞ্চাত্র পঞ্চৈবোপব্রতানি চ ॥৫

দার পরিগ্রহ, অগ্নিস্থাপন, অতিথি সংকার, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও সন্তানোৎপাদন, সংক্ষেপে এই গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম বলা হইল।১

দণ্ড, মেখলা ও জটাধারণ, ভূমিতে শয়ন, গুরুশুশ্রূষা এবং ভিক্ষা, এই কয়েকটী ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম।২

কৌপীন, পত্র অথবা মৃগচর্ম্ম পরিধান, ধান্য ও ফলমূলাদি আহার, উভয় সন্ধ্যায় অবগাহন ও হোম, এই কয়েকটী বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম।৩

স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস, বস্ত্রে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগ্রহণ, চৌর্য্যাদি পরিত্যাগ, শৌচাচার, অপ্রমাদ, স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ, ক্রোধত্যাগ, সর্ব্বজীবে দয়া, গুরুশুশ্রূষা ও সত্যানুসরণ এই দশটী ভিক্ষুকের ধর্ম্ম।৪

ভগবান মনু উপরি উক্ত চতুর্বিধ আশ্রমিদিগের সাধারণ ধর্ম্মকে দশ লক্ষণ-সম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৫ (১)

---

* এই প্রস্তাবের শ্লোক সংখ্যার মূলের সহিত ঐক্য নাই, মূলের ১৭৫ হইতে আমাদের প্রথম শ্লোক আরম্ভ হইয়াছে।

(১) চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ।
ধৃতিঃ ক্ষমা দমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।

আচারশুদ্ধির্নিয়মঃ শৌচঞ্চ প্রতিকর্ম চ।
সম্যগ্দর্শনমিত্যেবং পঞ্চৈবোপব্রতান্যপি ॥৬
ধ্যানং সমাধির্মনসেন্দ্রিয়াণাং সনাগরৈর্ভৈক্ষ্যমথোপগম্য।
মৌনং পবিত্রোপচিতের্বিমুক্তিঃ পারিব্রাজ্যে ধর্মমিমং বদন্তি ॥৭
সর্ব্বে তে শ্রেয়সে প্রোক্তা আশ্রমা ব্রহ্মণা স্বয়ম্।
সত্যার্জ্জবস্তপঃ ক্ষান্তির্যোগেজ্যা দমপূর্ব্বিকা ॥
বেদাঃসাঙ্গাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
ন সিধ্যন্তি প্রদুষ্টস্য ভাবদোষ উপাগতে ॥৮
বহিঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ন সিধ্যন্তি কদাচন।
অন্তর্ভাবপ্রদুষ্টস্য কুর্ব্বতোঽপি পরাক্রমাৎ ॥৯
সর্ব্বস্বমপি যো দদ্যাৎ কলুষেণান্তরাত্মনা।
ন তেন ধর্ম্মভাক্ স স্যাদ্ভাব এবাত্র কারণম্ ॥১০
এবং দেবাঃ সপিতর ঋষয়োমনবস্তথা।
তেষাং স্থানমমুস্মিংস্তু সংস্থিতানাং প্রচক্ষতে ॥১১

এতদ্ভিন্ন ভিক্ষুগণের পাঁচটী ব্রত এবং পাঁচটী উপব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আচার-শুদ্ধি, নিয়ম, প্রতিকর্ম্ম ও সম্যক্ দর্শন এই পাঁচটীকে উপব্রত কহে।৬

আর—ধ্যান, মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ, নগরবাসীদিগের নিকট যাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ, মৌন, পবিত্রতার উপচয়ের নিমিত্ত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ, এই পাঁচটী তাহাদিগের ধর্ম্ম অর্থাৎ অবশ্য প্রতিপাল্য ব্রত।৭

ব্রহ্মা স্বয়ং এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমকেই বিশেষ কল্যাণকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অনুষ্ঠান মাত্রেই চিত্তশুদ্ধির নিতান্ত আবশ্যক; চিত্ত-বৃত্তি অপরিশুদ্ধ থাকিলে, সত্য, সরলতা, তপঃ, ক্ষমা, যোগ, যজ্ঞ, দম; বেদাধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, ও সকল প্রকার বাহ্যকার্য্য সফল হয় না। অন্তর্দুষ্ট ব্যক্তি বলপূর্ব্বক করিলেও এই সকল কর্ম্ম সিদ্ধ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্ত হয় না।৮।৯

অন্তঃকরণ কলুষিত রাখিয়া কোন ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব দান করিলেও তাহার ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না, যেহেতু চিত্তশুদ্ধিই একমাত্র ধর্ম্মের কারণ। দেব, পিতৃ, ঋষিগণ এবং মনুগণ যে স্থানে বাস করেন, এই সকল বর্ণাশ্রমিগণের অনুষ্ঠানবিশেষানুসারে পরলোকে সেই সকল স্থানবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে। অষ্টাশীতি-সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণ যে স্থানে বাস করেন, গুরুকুলবাসীগণ

অষ্টাশীতি সহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতস্তু তেষাং যৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্॥১২
সপ্তর্ষীণাস্তু যৎস্থানং স্মৃতন্তদ্বৈ দিবৌকসাম্।
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মণোঽক্ষয়ম্॥১৩
যোগিনামমৃতং স্থানং নানাধীনাং ন বিদ্যতে।
স্থানান্যাশ্রমিণাং তানি যে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ॥১৪
চত্বার এতে পন্থানো দেবযানা বিনির্ম্মিতাঃ।
ব্রহ্মণা লোকতন্ত্রেণ আদ্যে মন্বন্তরে ভুবি॥১৫
পন্থানো দেবযানায় তেষাং দ্বারং রবিঃ স্মৃতঃ।
তথৈব পিতৃযানানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে॥১৬
এবং বর্ণাশ্রমাণাং বৈ প্রবিভাগে কৃতে তদা।
যদাস্থ ন ব্যবর্ত্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রামাত্মিকাঃ॥১৭
ততোঽন্যা মানসীঃ সোঽথ ত্রেতামধ্যেঽসৃজৎ প্রজাঃ।
আত্মনঃ স্বশরীরাচ্চ তুল্যাশ্চৈবাত্মনা তু বৈ॥১৮

পরলোকে সেই স্থানে গমন করেন। স্বর্গবাসীগণ সপ্তর্ষিসমূহের স্থানে অধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপ গৃহস্থগণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে, পরলোকে প্রাজাপত্য স্থান, এবং সন্ন্যাসিগণ অক্ষয় ব্রহ্মলোক পাইয়া থাকেন।১০।১১।১২।১৩

যোগিগণ অমৃত নামক স্থানে গমন করেন, যাহাদের সর্ব্বদা নানা বিষয়ে মনের চাঞ্চল্য থাকে, তাহারা কোন স্থানই পাইতে পারে না। যে হেতু স্ব-স্ব-আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালকগণের জন্যই এই সকল স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে।১৪

আদি মন্বন্তরে লোকনিয়ন্তা ব্রহ্মা এই আশ্রম চতুষ্টয়কেই দেবযান নামক পথরূপে সৃষ্টি করেন। দেবলোকে গমন করিবার নিমিত্ত যে সকল পথ আছে, সূর্য্য তাঁহাদের দ্বারস্বরূপ। এইরূপ চন্দ্র পিতৃলোকগমনের দ্বার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।১৫।১৬

এইরূপ বর্ণাশ্রম নির্দ্দেশের পর বর্ণাশ্রমোপেত কোন প্রজাকেই আর জন্ম লাভ করিতে না দেখিয়া, প্রজাপতি ত্রেতাযুগের মধ্য সময়ে আত্মা ও স্ব-শরীর হইতে আত্মতুল্য কতকগুলি মানসী প্রজার সৃষ্টি করিলেন।১৭।১৮

ততঃ সত্ত্বরজোদ্রিক্তাঃ প্রজাঃ সোঽথাসৃজৎপ্রভুঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বার্ত্তায়াশ্চৈব সাধিকাঃ॥১৯
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনবস্তথা।
যুগানুরূপাদ্ধর্ম্মেণ যৈরিমা বিচিতাঃ প্রজাঃ॥২০
উপস্থিতে তদা তস্মিন্ প্রজাধর্ম্মে স্বয়ম্ভুবঃ।
অভিদধ্যৌ প্রজাঃ সর্ব্বা নানারূপাস্তু মানসীঃ॥২১
পূর্ব্বোক্তা যা ময়া তুভ্যং জনলোকং সমাশ্রিতাঃ।
কল্পেঽতীতে তু তে হ্যাসন্ দেবাদ্যাস্তু প্রজা ইহ॥২২
ধ্যায়তস্তস্য তাঃ সর্ব্বাঃ সম্ভূত্যর্থমুপস্থিতাঃ।
মন্বন্তরক্রমেণেহ কনিষ্ঠে প্রথমে মতাঃ॥২৩
খ্যাত্যানুবন্ধৈস্তৈস্তৈস্তু সর্ব্বার্থৈরিহ ভাবিতাঃ।
কুশলাকুশলপ্রায়ৈঃ কর্ম্মভিস্তৈঃ সদা প্রজাঃ॥২৪
তৎকর্ম্মফলশেষেণ উপষ্টব্ধাঃ প্রজজ্ঞিরে।
দেবাসুরপিতৃত্বৈশ্চ পশুপক্ষিসরীসৃপৈঃ॥২৫
বৃক্ষনারকিকীটত্বৈস্তৈস্তৈর্ভাবৈরুপস্থিতাঃ।
আধানার্থং প্রজানাঞ্চ আত্মনো বৈ বিনির্ম্মমে॥২৬

অনন্তর সেই প্রভু সত্ত্ব ও রজোগুণে উদ্রিক্ত এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও বার্ত্তার সাধক, কতকগুলি দেব, পিতৃ, ঋষি এবং মনু প্রভৃতি প্রজার সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা সমুদয় প্রজাকে যুগানুরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। সেই প্রজাদিগের ধর্ম্ম বিভাগের সময় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা নানাবিধ মানসী প্রজার বিষয় চিন্তা করিলেন। আমি পূর্ব্বে যে আপনাকে জনলোক-বাসীদিগের কথা বলিয়াছি, অতীত কল্পে তাঁহারা দেবাদি প্রজা ছিলেন।১৯।২০।২১।২২

ব্রহ্মা ধ্যান করিবা মাত্র সেই সকল প্রজা জন্ম গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। মন্বন্তর ক্রমে পরবর্ত্তী মন্বন্তরের প্রথমে ব্রহ্মার ধ্যানানুবন্ধ দ্বারাই ঐ সকল প্রজা, সমুদয় আবশ্যক বস্তু ও পাপপুণ্য বহুল কর্ম্মের সহিত সর্ব্বদা যোজিত হয়। তাহারা ঐ সকল কর্ম্মের অবশিষ্ট ফল ভোগের জন্য, দেবতা, অসুর, পিতৃলোক, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, নারকী, কীট প্রভৃতির রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তত্তজ্জাতীয় স্বভাবও প্রাপ্ত হয়। প্রজাদিগের আধানের নিমিত্ত ব্রহ্মা আত্মা হইতেই সকল বস্তু নির্ম্মাণ করেন।২৩।২৪।২৫।২৬

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ চারিখণ্ডে বিভক্ত,—যথা ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড, এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ব্রহ্মখণ্ড ৩০ অধ্যায়ে, প্রকৃতিখণ্ড ৬৬ অধ্যায়ে, গণেশখণ্ড ৪৬ অধ্যায়ে এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩৩ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। সর্ব্বশুদ্ধ ইহাতে ১৮০০০ শ্লোক আছে। এ পুরাণ খানির অবস্থা এক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তদ্দারা ইহাকে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহার প্রতি খণ্ডের প্রতি অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

ব্রহ্মখণ্ডে সমুদয় জগতের বীজস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং তাঁহার সিসৃক্ষা ও সৃষ্টিক্রিয়ার সবিস্তারে বর্ণনা হইয়াছে।

প্রকৃতিখণ্ডে প্রকৃতির স্বরূপ, তাঁহার কলা ও অংশের ভেদ ও স্বরূপ, তাঁহাদের সকলের কীর্ত্তি ও স্বভাব, সুকৃতি, দুষ্কৃতি, শুভ, অশুভ, নরক, রোগ ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

গণেশ খণ্ডে গণেশের জন্মবিবরণ, এবং তৎসম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব বার্ত্তা সকল, গণেশ ও ভৃগুর সংবাদ, সমুদয় তন্ত্রের নিগূঢ় রহস্য, কতিপয় কবচ ও স্তোত্র, এবং নানাবিধ মন্ত্র ও তন্ত্রাদি নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পৃথিবীর ভার হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণেরজন্ম, তাঁহার নানাবিধ ক্রীড়া, এবং তাঁহা কর্ত্তৃক সাধুদিগের উদ্ধা-রণ ইত্যাদি বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-

প্রণয়িনীদিগের মধ্যে রাধার নাম প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে বা শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অনুসারে রাধাই আদ্যা প্রকৃতি, এবং গোলোকেও শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা সঙ্গিনী। রাধা শ্রীকৃষ্ণের অনেক পূর্ব্বে বৃন্দাবনে অবতীর্ণা হন। একদা গোপরাজ নন্দ দুগ্ধপোষ্য বালক কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া গোষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। গোপবধূ রাধাও সেই সময় গাভী রাখিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় আকাশে নিবিড় ঘনঘটা উদিত হইয়া, প্রচণ্ড বাত্যার পূর্ব্ব লক্ষণ সূচিত করিল। উহা দেখিয়া গোপরাজ কৃষ্ণকে রাধার ক্রোড়ে দিয়া গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন। রাধা কৃষ্ণকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছেন এমন সময় পথে শ্রীকৃষ্ণ কিশোরমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার বালকমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই ইতি-বৃত্ত অবলম্বন করিয়াই গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটী রচিত হইয়াছে।

এই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরব্রহ্মের স্বরূপ বিবৃত করিতেছেন বলিয়া, ইহার নাম "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" হইয়াছে।

চন্দ্রের উপাখ্যান।

(ব্রহ্ম খণ্ড—নবম অধ্যায়।)

সৌতিরুবাচ।

দানবাশ্চ দনোর্ব্বংশাঃ অন্যাসামন্যজাতয়ঃ।
উক্তঃ কশ্যপবংশশ্চ চন্দ্রাখ্যানং নিবোধ মে ।১
নামানি চন্দ্রপত্নীনাং সাবধানং নিশাময়।
অত্যপূর্ব্বঞ্চ চরিতং পুরাণেষু পুরাতনম্ ॥২
অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা।
মৃগশীর্ষা তথার্দ্রা চ পূজ্যা সাধ্বী পুনর্ব্বসুঃ ॥৩
পুষ্যাঽশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফল্গুন্যুত্তরফল্গুনী।
হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী বিশাখা চানুরাধিকা ॥৪
জ্যেষ্ঠা মূলা তথা পূর্ব্বাষাঢ়া চৈবোত্তরা স্মৃতা।
শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ তথা শতভিষা শুভা ॥৫

দনুর বংশ সম্ভূত এবং অপরাপর স্ত্রী হইতে উৎপন্ন অন্য জাতীয় দৈত্যগণ ও কশ্যপের বংশ কথিত হইল, এক্ষণে চন্দ্রের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। চন্দ্রের কথা বলিবার পূর্ব্বে একে একে চন্দ্রপত্নীদিগের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। এই চন্দ্রচরিত অতি বিচিত্র এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। (১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশীর্ষা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্ব্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্ব্ব-ফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্ব্বা-ষাঢ়া, (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদা, (২৬) উত্তরভাদ্রপদা, (২৭) রেবতী, এই সাতাইশটী নক্ষত্র চন্দ্রের প্রিয়পত্নী। ইহাদের সকলের মধ্যে আবার রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা

পূর্ব্বোত্তরভাদ্রপদা রেবত্যস্তাঃ বিধু-প্রিয়াঃ।
তাসাং মধ্যে চ সুভগা রোহিণী রসিকা বরা ॥৬
সন্ততং রসভাবেন চকার শশিনং বশম্।
রোহিণ্যুপগতশ্চন্দ্রো ন যাত্যন্যাঞ্চ কামিনীম্ ॥৭
সর্ব্বাঃ ভগিন্যঃ পিতরং কথয়ামাসুরাদৃতাঃ।
সপত্নীকৃতসন্তাপং প্রাণনাশকরম্ পরম্ ॥৮
দক্ষঃ প্রকুপিতশ্চন্দ্রং শশাপ মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
দ্রুতং শ্বশুরশাপেন যক্ষ্মগ্রস্তো বভূব সঃ ॥৯
দিনে দিনে যক্ষ্মণা চ ক্ষীয়মানশ্চ দুঃখিতঃ।
বপুষ্যর্দ্ধং ক্ষীয়মাণে শঙ্করং শরণং যযৌ ॥১০
দৃষ্ট্বা চন্দ্রং শঙ্করশ্চ ক্লেশিতং শরণাগতম্।
করুণাসাগরস্তস্মৈ কৃপয়া চাভয়ং দদৌ ॥১১
নির্ম্মুক্তং যক্ষ্মণা কৃত্বা স্বকপালে স্থলং দদৌ।
অমরো নির্ভয়ো ভূত্বা স তস্থৌ শিবশেখরে ॥১২
তং শিবঃ শেখরে কৃত্বা বভূব চন্দ্রশেখরঃ।
নাস্তি দেবেষু লোকেষু শিবাৎ শরণপঞ্জরঃ ॥১৩

চন্দ্রের প্রেমের পাত্র, ইঁহার স্নেহে চন্দ্র ইঁহারই বশীভূত হইয়াছিলেন। চন্দ্র সর্ব্বদাই রোহিণীর নিকট অবস্থান করিতেন, অপর পত্নীদিগের নিকটে একেবারে গমন করিতেন না।১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮

এই নিমিত্ত অপর পত্নী সকল আপনাদিগের পিতার নিকট গমন করিয়া অত্যন্ত দুঃসহ সপত্নী জনিত সন্তাপ কাতরভাবে তাঁহাকে জানাইল। তাহাতে দক্ষ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক চন্দ্রকে শাপ প্রদান করিলেন। চন্দ্র শ্বশুর শাপে তৎক্ষণাৎ যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত হইলেন। যক্ষ্মারোগে তিনি প্রত্যহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরের অর্দ্ধভাগ প্রায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তিনি দুঃখে অভিভূত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। করুণাসাগর মহাদেব চন্দ্রকে তাদৃশ ক্লেশে অভিভূত এবং আপনার শরণাগত জানিয়া কৃপা করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন।৯।১০।১১

চন্দ্র মহাদেবের কৃপায় তৎক্ষণাৎ যক্ষ্মারোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে মহাদেব নিজ কপালে তাঁহাকে স্থান দান করিলেন, চন্দ্রও অমর ও নির্ভয়

দক্ষকন্যাঃ পতিং যুক্তং দৃষ্ট্বা চ রুরুদুঃ পুনঃ।
আজগ্মুঃ শরণং তাতং দক্ষং তেজস্বিনাং বরম্ ॥১৪
উচ্চৈশ্চ রুরুদুর্গত্বা নিহত্যাঙ্গং পুনঃ পুনঃ।
তমূচুঃ কাতরং দীনা দীননাথং বিধেঃ সুতম্ ॥১৫
স্বামিসৌভাগ্যলাভায় ত্বমুক্তোঽস্মাভিরেব চ।
সৌভাগ্যমস্তু নস্তাত গতঃ স্বামী গুণান্বিতঃ ॥১৬
স্থিতে চক্ষুষি হে তাত দৃষ্টং ধ্বান্তময়ং জগৎ।
বিজ্ঞাতমধুনা স্ত্রীণাং পতিরেব হি লোচনম্ ॥১৭
পতিরেব গতিঃ স্ত্রীণাং পতিঃ প্রাণাশ্চ সম্পদঃ।
ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং হেতুঃ সেতুর্ভবার্ণবে ॥১৮
পতির্নারায়ণঃ স্ত্রীণাং ব্রতং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বং কর্ম্ম বৃথা তাসাং স্বামিনাং বিমুখাশ্চ যাঃ ॥১৯
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দক্ষিণা।
সর্ব্বদানানি পুন্যানি ব্রতানি নিয়মানি চ ॥২০
দেবার্চ্চনঞ্চানশনং সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ।
স্বামিনঃ পাদসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥২১

হইয়া মহাদেবের মস্তকে বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করিয়া মহাদেব চন্দ্রশেখর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। দেবলোকের মধ্যে মহাদেবের তুল্য শরণাগত রক্ষক আর কেহ নাই। এদিকে দক্ষকন্যাগণ পতিকে শিব-শরীরে সংলগ্ন দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং সমুদয় তেজস্বীর শ্রেষ্ঠ স্বীয় পিতা দক্ষের শরণাগত হইল, তাহারা দক্ষের নিকট গমন করিয়া বারম্বার আপনাদিগের শরীর ভূমিতে আছড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এবং দীন ও কাতর ভাবে দীননাথ বিধাতার পুত্র দক্ষকে বলিল।১২।১৩।১৪।১৫

হে পিতঃ, স্বামিসৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট বলিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের কপালগুণে সে সৌভাগ্য ত দূরের কথা, আমরা গুণবান্ স্বামী লাভ করিয়াও হারাইলাম। হে পিতঃ, চক্ষু থাকিতেও আমরা সমুদয় জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছি। অতএব আমরা এক্ষণে জানিতে পারিলাম পতিই স্ত্রীদিগের প্রকৃত চক্ষু, পতিই স্ত্রীদিগের গতি, পতিই স্ত্রীদিগের প্রাণ ও সম্পদ্, পতিই স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতু

সর্ব্বেষাং বান্ধবানাঞ্চ প্রিয়ঃ পুত্রশ্চ যোষিতাম্।
স এব স্বামিনোংঽশশ্চ শতপুত্রাৎ পরঃ পতিঃ॥২২
অসদ্‌বংশ-প্রসূতা যা সা দ্বেষ্টি স্বামিনং সদা।
যস্যা মনশ্চলং দুষ্টং সন্ততং পরপূরুষে॥২৩
পতিতং রোগিণং দুষ্টং নির্ধনং গুণহীনকম্।
যুবানঞ্চৈব বৃদ্ধং বা ভজেত্তং ন ত্যজেৎ সতী॥২৪
সগুণং নির্গুণং বাপি যা দ্বেষ্টি সন্ত্যজেৎ পতিম্।
পচ্যতে কালসূত্রে সা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥২৫
কীটৈঃ শকুনতুল্যৈশ্চ ভক্ষিতা সা দিবানিশম্।
ভুঙ্‌ক্তে মৃতবসামাংসং পিবেন্মূত্রঞ্চ তৃষ্ণয়া॥২৬
দেহি নঃ কান্তদানঞ্চ কামপূরং বিধেঃ সুত।
বিধাত্রা সদৃশস্ত্বঞ্চ পুনঃ স্রষ্টুং ক্ষমো জগৎ॥২৭

স্বর্গের হেতু এবং পতিই তাহাদিগের ভবসমুদ্রের সেতু। পতিই স্ত্রীগণের নারায়ণ, পতিই ব্রত এবং পতিই সনাতন ধর্ম্ম। এই পতি যাহাদের উপর বিমুখ, তাহাদের সকল কর্ম্মই বৃথা। সমুদয় তীর্থে স্নান, নিখিল যজ্ঞে দক্ষিণা-প্রদান, সর্ব্ববিধদান, পবিত্র ব্রতানুষ্ঠান, নিয়ম, দেবার্চ্চনা, উপবাস, তপস্যা এই সমুদয় কর্ম্ম স্বামিপদ সেবার ষোল অংশের একাংশেরও তুল্য নহে। সমুদয় বান্ধব অপেক্ষা পুত্রই স্ত্রীদিগের অধিক প্রিয় হইয়া থাকে, এহেন পুত্র স্বামীর অংশমাত্র, সুতরাং শতপুত্র অপেক্ষাও স্বামী প্রিয়। যাহারা অসদ্বংশ-সম্ভূত এবং যাহাদের দুষ্ট মন সর্ব্বদা পরপুরুষের নিমিত্ত চঞ্চল, তাহারাই অনবরত স্বামীর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে। কিন্তু সতী স্ত্রী, পতি রোগীই হৌক্, দোষযুক্তই হৌক্, নির্ধনই হৌক্, যুবাই হৌক্, অথবা বৃদ্ধই হৌক্, সর্ব্বদা তাঁহার সেবাতেই নিযুক্ত থাকে, কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, যে স্ত্রী, পতি সগুণ অথবা নির্গুণ হৌক্, তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে বা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, সে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতি কাল যাবৎ কালসূত্র নামক নরকে পচিতে থাকে।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫

সেই ঘোরনরকমধ্যে পক্ষি তুল্য বৃহৎ কীটসমূহ কর্ত্তৃক অহর্নিশ ভক্ষিত হয়, এবং স্বয়ং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মৃতদিগের বসা ও মাংস ভোজন করে ও মূত্রপান করে। অতএব হে পিতঃ! আমাদিগের অভিলাষের পূরণকারী পতি আমাদিগকে প্রদান করুন। কারণ আপনি বিধাতার পুত্র এবং

কন্যানাং বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ শঙ্করসন্নিধিম্।
জগাম শম্ভুস্তং দৃষ্ট্বা সমুত্থায় ননাম চ ॥২৮
দক্ষস্তস্যাশিষং কৃত্বা সমুবাচ কৃপানিধিম্।
তত্যাজ কোপং দুর্দ্ধর্ষং দৃষ্ট্বা চ প্রণতং শিবম্ ॥২৯
দেহি জামাতরং শম্ভো! মদীয়ং প্রাণবল্লভম্।
মৎসুতানাঞ্চ প্রাণানাং পরমেব প্রিয়ং পতিম্ ॥৩০
ন চেদ্দদাসি জামাতর্ম্মম জামাতরং বিধুম্।
দাস্যামি দারুণং শাপং তুভ্যং ত্বং কেন মুচ্যসে ॥৩১
দক্ষস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ কৃপানিধিঃ।
সুধাধিকঞ্চ বচনং ব্রহ্মন্ শরণপঞ্জরঃ ॥৩২

শিব উবাচ।

করোষি ভস্মসাচ্চেন্মাং দদাসি শাপমেব চ।
নাহং দাতুং সমর্থশ্চ চন্দ্রঞ্চ শরণাগতম্ ॥৩৩
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা দক্ষস্তং শপ্তুমুদ্যতঃ।
শিবঃ সস্মার গোবিন্দং বিপন্মোক্ষণকারকম্ ॥৩৪

বিধাতার তুল্য পুনর্ব্বার জগৎ সৃজন করিতে সমর্থ। অনন্তর দক্ষ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া অভ্যুত্থান ও নমস্কার করিলেন। দক্ষ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দান করিয়া অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দয়ার আধার শিবকে প্রণত দেখিয়া দুর্জ্জয় কোপ পরিত্যাগ করিলেন।২৬।২৭।২৮।২৯

দক্ষ বলিলেন হে মহাদেব, আমার কন্যাদিগের প্রাণের পরমপ্রিয় এবং আমার প্রাণবল্লভ জামাতাকে প্রদান কর। হে জামাতঃ, যদি তুমি আমার জামাতা চন্দ্রকে প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অতি কঠোর শাপ প্রদান করিব। তুমি তাহা হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে ?৩০।৩১।৩২

হে ব্রহ্মন্, কৃপানিধি, শরণাগত রক্ষক মহাদেব দক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুধা অপেক্ষা অধিকতর মধুর বাক্যে বলিলেন আমাকে ভস্মীভূত করুন অথবা শাপই প্রদান করুন আমি কখন শরণাগত চন্দ্রকে প্রদান করিতে পারিব না।৩২।৩৩

শিবের বাক্য শুনিয়া দক্ষ তাঁহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন এবং শিব

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপধৃক্।
সমাযযৌ তয়োর্মূলং তৌ তঞ্চ নেমতুঃ ক্রমাৎ ॥৩৫
দত্ত্বা শুভাশিষং তাভ্যাং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ।
উবাচ শঙ্করং ব্যগ্রং তমঃপ্রধ্বংসকো দ্বিজঃ ॥৩৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ন চাত্মনঃ প্রিয়ঃ কশ্চিৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বেষু বন্ধুষু।
আত্মানং রক্ষ, দক্ষায় দেহি চন্দ্রং সুরেশ্বর ॥৩৭
তপস্বিনাং বরঃ শান্তস্ত্বমেব বৈষ্ণবাগ্রণীঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু জীবেষু হিংসাক্রোধবিবর্জিতঃ ॥৩৮
দক্ষঃ ক্রোধী চ দুর্দ্ধর্ষস্তেজস্বী ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
শিষ্টো বিভেতি দুর্দ্ধর্ষং ন দুর্দ্ধর্ষশ্চ কঞ্চন ॥৩৯
নারায়ণ-বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য শঙ্করঃ স্বয়ম্।
উবাচ নীতিসারঞ্চ নীতিবীজং পরাৎপরম্ ॥৪০

শঙ্কর উবাচ।

তপো দাস্যামি তেজশ্চ সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ সম্পদম্।
প্রাণাংশ্চ, ন সমর্থোঽহং প্রদাতুং শরণাগতম্ ॥৪১

বিপন্নিবারণ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দান করিয়া সেই তমোগুণ ধ্বংসকারী, সনাতন ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, ব্রাহ্মণ, ব্যগ্রতাযুক্ত মহাদেবকে বলিলেন।৩৪।৩৫।৩৬

নারায়ণ বলিলেন হে শঙ্কর, সমুদয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা প্রিয় নহে অতএব হে সুরেশ্বর, দক্ষকে চন্দ্র প্রদান করিয়া আপনাকে শাপ হইতে রক্ষা কর।৩৭

তুমি তপস্বীদিগের শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবদিগের অগ্রগণ্য সমস্ত প্রাণিতে সমদর্শী এবং হিংসা ও ক্রোধ শূন্য; ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ, অত্যন্ত তেজস্বী, ক্রোধী এবং অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ। শিষ্ট ব্যক্তি দুর্দ্ধর্ষকে ভয় করিয়া চলে। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি কাহাকেও ভয় করে না।৩৮।৩৯

নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব একটু হাস্য করিলেন। এবং সমুদয় নীতির বীজস্বরূপ পরাৎপর নারায়ণকে নীতির সারভূত বাক্য বলিলেন আমি তপস্যা, তেজ, সমুদয় সিদ্ধি, সম্পদ্ ও প্রাণ অবধি দান করিতে

যো দদাতি ভয়েনৈব প্রপন্নং শরণাগতম্।
তঞ্চ ধর্ম্মঃ পরিত্যজ্য যাতি শপ্ত্বা সুদারুণম্ ॥৪২
সর্ব্বং ত্যক্তুং সমর্থোঽহং ন স্বধর্ম্মং জগৎপ্রভো।
যঃ স্বধর্ম্মবিহীনশ্চ স চ সর্ব্ববহিস্কৃতঃ ॥৪৩
যশ্চ ধর্ম্মং সদা রক্ষেৎ ধর্ম্মস্তং পরিরক্ষতি।
ধর্ম্মং বেদেশ্বর ত্বঞ্চ কিং মাং ব্রূহি স্বমায়য়া ॥৪৪
ত্বং সর্ব্বপাতা স্রষ্টা চ হন্তা চ পরিণামতঃ।
ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া যস্য তস্য কস্মাদ্ ভয়ং ভবেৎ ॥৪৫
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ সর্ব্বভাববিৎ।
চন্দ্রং চন্দ্রাদ্বিনিষ্কৃষ্য দক্ষায় প্রদদৌ হরিঃ ॥৪৬
প্রতস্থাবর্দ্ধচন্দ্রশ্চ নির্ব্ব্যাধিঃ শিবশেখরে।
নিজগ্রাহ পরং চন্দ্রং বিষ্ণুদত্তং প্রজাপতিঃ ॥৪৭
যক্ষ্মগ্রস্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা দক্ষস্তুষ্টাব মাধবম্।
পক্ষে পূর্ণং ক্ষতং পক্ষে তং চকার হরিঃ স্বয়ম্ ॥৪৮

সমর্থ তথাপি শরণাগতকে কখনই প্রদান করিতে পারি না। যে ব্যক্তি ভয় পাইয়া আশ্রিত শরণাগতকে পরিত্যাগ করে, তাহাকে ধর্ম্ম অতি দারুণ শাপ প্রদান করিয়া পরিত্যাগ করেন।৪০।৪১।৪২

হে জগৎপ্রভো, আমি সমুদয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, কিন্তু আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সক্ষম নই। যে ব্যক্তি নিজধর্ম্ম পরিত্যাগী হয়, সে সকলের বহিষ্কৃত হয়। এবং যে সর্ব্বদা ধর্ম্মকে রক্ষা করে, ধর্ম্মও তাহাকে রক্ষা করেন। হে ঈশ্বর, আপনি ধর্ম্মস্বরূপ অবগত হইয়াও আমাকে নিজ মায়া দ্বারা মোহিত করিবার নিমিত্ত এ কি আজ্ঞা করিতেছেন। আপনি সকলের রক্ষাকর্ত্তা, সৃজনকর্ত্তা ও পরিণামে বিনাশকর্ত্তা, আপনাতে যাহার দৃঢ় ভক্তি থাকে সে কাহাকে ভয় করিবে? শঙ্করের বাক্য শুনিয়া সকলের ভাবজ্ঞ ভগবান্ হরি চন্দ্র হইতে আর একটি চন্দ্র নিষ্ক্রামিত করিয়া দক্ষকে প্রদান করিলেন। নিব্যাধি অর্দ্ধচন্দ্র মহাদেবের মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুদত্ত মস্তকে গ্রহণ করিলেন।৪৬।৪৭

দক্ষ ঐ চন্দ্রকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত দেখিয়া নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তাঁহাকে একপক্ষে পূর্ণ এবং একপক্ষে ক্ষীণ করিলেন।৪৮

পতিবিয়োগে মালাবতীর বিলাপ।

(ব্রহ্ম খণ্ড—ত্রয়োদশ অধ্যায়।)

বিচেতনা তত্র তস্থৌ কান্তং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
পরিপূর্ণং দিবানক্তং সর্ব্বৈর্দেবৈশ্চ রক্ষিতা ॥১
প্রভাতে চেতনাং প্রাপ্য বিললাপ ভৃশং মুহুঃ।
ইত্যুবাচ পুনস্তত্র হরিং সম্বোধ্য সা সতী ॥২
হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ, নাথ, নাহং জগদ্‌বহিঃ।
ত্বমেব জগতাং পাতা মাং ন পাহি কথং প্রভো ॥৩
অয়ং ভর্ত্তাস্ত ভার্য্যাহং মমেতি তব মায়য়া।
ত্বমেব বাস্তবো ভর্ত্তা সর্ব্বেষাং সর্ব্বকারণম্।৪
গন্ধর্ব্বঃ কর্ম্মণা কান্তঃ কান্তাহমস্ত কর্ম্মণা।
ক্ক গতঃ কর্ম্মভোগান্তে কুত্র সংস্থাপ্য মাং প্রিয়াম্।৫

সাধ্বী মালাবতী মৃতপতির দেহ আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করত অচেতনাবস্থায় সেই স্থানে সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ দিবারাত্র অতিবাহিত করিল। এবং প্রভাতকালে জ্ঞানলাভ করিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীহরিকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল। হে কৃষ্ণ, আপনি জগতের নাথ, আমি জগৎ হইতে ভিন্ন নই, আপনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা অতএব হে প্রভো, কেন আমাকে রক্ষা করিবেন না? আপনার মায়াতেই এ আমার ভর্ত্তা, আমি ইহার ভার্য্যা, এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছি। বস্তুতঃ আপনিই জগতের কারণ ও সকলের স্বামী। গন্ধর্ব্ব আপনার কর্ম্ম প্রভাবে আমার স্বামিত্ব লাভ করিয়াছিল এবং আমিও কর্ম্মবশে তাহার পত্নী হইয়াছি। এক্ষণে কর্ম্মভোগের অবসানে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছে।১।২।৩।৪,৫

কো বা কস্যাঃ পতিঃ পুত্রঃ কা বা কস্য প্রিয়া বিভো।
সংযুনক্তি বিধাতা চ বিযুনক্তি চ কর্ম্মণা।
সংযোগে পরমানন্দো বিয়োগে প্রাণশঙ্কটঃ ॥৬
শশ্বজ্জগতি মূর্খস্য নাত্মারামস্য নিশ্চিতম্।
নশ্বরো বিষয়ঃ সত্যং ভোগাশ্চ বন্ধবো ভুবি ॥৭
স্বয়ং ত্যক্তঃ সুখায়ৈব দুঃখায় ত্যাজিতঃ পরৈঃ।
তস্মাৎ সন্তঃ স্বয়ং ত্যক্ত্বা পরমৈশ্বর্য্যমীপ্সিতম্।
ধ্যায়ন্তে সন্ততং কৃষ্ণপাদপদ্মং নিরাপদম্ ॥৮
সর্ব্বত্র জ্ঞানিনঃ সন্তঃ কা স্ত্রী জ্ঞানবতী ভুবি ॥৯
ততো মহ্যং বিমূঢ়ায়ৈ দাতুমর্হসি বাঞ্ছিতম্।
ন মে বাঞ্ছাঽমরত্বে চ শক্রত্বে মোক্ষবর্ত্মনি ॥১০
ইমং কান্তং বরং দেহি চতুর্ব্বর্গকরং পরম্ ॥১১
নারায়ণ জগৎকান্ত নাহমেব জগদ্বহিঃ।
শীঘ্রং জীবয় মৎকান্তমন্যথা ত্বাং শপাম্যহম্ ॥১২

হে প্রভো, কেবা কাহার পতি? কেবা কাহার পুত্র? বিধাতা কর্ম্মবশেই প্রাণিদিগকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন। এই জগতে মূর্খদিগেরই সংযোগে পরম আনন্দ হয় এবং বিয়োগে অতিশয় দুঃখ হয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কখনই এরূপ হয় না। বিষয় সকল ক্ষণভঙ্গুর, ভোগ এবং বান্ধব সকল ও নশ্বর, ইহাদিগকে যে ব্যক্তি স্বয়ং ত্যাগ করিতে পারে সেই সুখী হয়, অপরে ত্যাগ করাইলে কেবল দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ অভীপ্সিত পরম ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্ব-প্রকার-আপদ্-শূন্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন। এই পৃথিবীতে পণ্ডিতেরাই যথার্থ জ্ঞানী, স্ত্রীজাতি কিরূপে জ্ঞানবতী হইতে পারে? সুতরাং আমি অতি বিমূঢ়া আমাকে আমার অভিলষিত পতি প্রদান করুন। আমার দেবত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা নাই, ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও ইচ্ছা নাই, মোক্ষপথেও ইচ্ছা নাই,—আমাকে চতুর্ব্বর্গের একমাত্র কারণস্বরূপ পতিকে প্রদান করুন।৬।৭।৮।৯।১০।১১

হে জগৎপতে, নারায়ণ, আমি জগৎ হইতে পৃথক্ নই। অতএব শীঘ্র আমার পতিকে উজ্জীবিত করুন। অন্যথা আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিব। হে প্রজাপতে, ব্রহ্মন্, আপনি আপনার পুত্রের শাপে এই পৃথিবীতে

প্রজাপতে পুত্রশাপাৎ ত্বমপূজ্যো মহীতলে।
তবৈবানধিকারিত্বং করিষ্যাম্যধুনা ভবে।
হে শম্ভো জ্ঞানলোপস্তে করিষ্যামি শপেন চ ॥১৩
ধর্ম্মলোপঞ্চ ধর্ম্মস্য করিষ্যাম্যবলীলয়া।
যমাধিকারং দূরঞ্চ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১৪
সত্যং কালং শপিষ্যামি মৃত্যুকন্যাং সুনিষ্ঠুরাম্।
শপামি সর্ব্বানত্রৈব জরাং ব্যাধিং বিনাঽধুনা।
ব্যাধিনা জরয়া মৃত্যুর্ন হ্যভূচ্চ পতের্মম ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা কৌশিকীতীরং জগাম শপ্তুমেব তান্।
মালাবতী মহাসাধ্বী শবং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥১৬
তাং শপ্তুমুদ্যতাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা দেবপুরোগমঃ।
জগাম শরণং বিষ্ণুং তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥১৭
তত্র স্নাত্বা চ তুষ্টাব পরমাত্মানমীশ্বরম্।
বিষ্ণুং ব্রহ্মা জগৎকান্তমভীতং তঞ্চ ভীতবৎ ॥১৮
উপবর্হণপত্নী সা কন্যা চিত্ররথস্য চ।
কান্তহেতোশ্চ মাং দেবান্ শপেৎ ত্বং রক্ষ মাধব ॥১৯

অপূজ্য হইয়াছেন, আমি এক্ষণে আপনাকে এই সংসারে অধিকারশূন্য করিব। হে মহাদেব, আমি শাপপ্রভাবে আপনার জ্ঞানলোপ করিব। এবং অবলীলাক্রমে ধর্ম্মেরও ধর্ম্ম লোপ করিব। আমি নিশ্চয়ই যমের অধিকার দূর করিব। সত্য সত্যই এক্ষণে কাল, নিষ্ঠুর মৃত্যুকন্যা এবং জরাব্যাধি ব্যতীত সমুদয় যমের অনুচরবর্গকে শাপপ্রদান করিব, কেননা আমার পতির জরা বা ব্যাধির দ্বারা মৃত্যু হয় নাই। পরম সাধ্বী মালাবতী এই কথা বলিয়া সেই শবদেহ আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করত পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিগকে শাপ দিবার নিমিত্ত কৌশিকী নদীর তীরে গমন করিলেন।১২।১৩।১৪।১৫।১৬

তাঁহাকে শাপ দিতে উদ্যত দেখিয়া সমস্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে গমন করিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। সেই ক্ষীর সমুদ্রে স্নান করিয়া ব্রহ্মা জগতের পতি, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ভয়শূন্য বিষ্ণুকে ভয়ে ভয়ে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন "হে মাধব, চিত্ররথের কন্যা উপবর্হণের পত্নী মালাবতী, আপনার পতির নিমিত্ত আমাকে ও অপর দেবতাদিগকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়াছে, আপনি রক্ষা করুন।১৭।১৮।১৯

দেবা ঊচুঃ।

যজ্ঞভাজো ঘৃতভুজো বয়মেব ত্বয়া কৃতাঃ।
যোষিচ্ছাপেন তৎ সর্ব্বমধুনা যাতি মাধব ॥২০
এতস্মিন্নন্তরেঽকস্মাদ্বাগ্‌বভূবাশরীরিণী।
যূয়ং গচ্ছত তন্মূলং, বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
পশ্চাদ্‌যাস্যতি শান্ত্যর্থমিতি বো রক্ষণায় চ ॥২১
তত্র স্থিত্বা ক্ষণং দেবা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ।
যযুর্ম্মালাবতীমূলং পরং মঙ্গলদায়কাঃ ॥২২
মালাবতী সুরান্ দৃষ্ট্বা প্রণনাম পতিব্রতা।
রুরোদ কান্তং সংস্থাপ্য দেবানাং সন্নিধৌ মুনে ॥২৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণবালকঃ।
আজগাম সুরাণাং চ সভামতিমনোহরঃ ॥২৪
সুরান্ সম্ভাষ্য তত্রৈব বিস্মিতান্ বিষ্ণুমায়য়া।
তত্রোবাস সভামধ্যে তারামধ্যে যথা শশী ॥২৫
উবাচ দেবান্ সর্ব্বাংশ্চ মালতীঞ্চ বিচক্ষণঃ।
কথমত্র সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ ॥২৬

সমুদয় দেবগণ বলিলেন, হে মাধব, আপনিই আমাদিগকে যজ্ঞাংশ-ভাগী এবং ঘৃতভোজী করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে স্ত্রীলোকের শাপে সে সকল নষ্ট হইতে চলিল।২০

এই অবসরে হঠাৎ আকাশবাণী শ্রুতিগোচর হইল। "তোমরা তাহার নিকট গমন কর, তোমাদের রক্ষা ও শান্তির নিমিত্ত নারায়ণ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক তোমাদের পশ্চাতেই গমন করিবেন।" নিখিল মঙ্গলের বিধানকারী, ব্রহ্মা ও ঈশানাদি দেবগণ সেই স্থানে ক্ষণমাত্র অবস্থানের পর মালাবতীর নিকট গমন করিলেন। পতিব্রতা মালাবতী দেবতাদিগকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং দেবতাদিগের সম্মুখে নিজ পতির দেহ স্থাপিত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই অবসরে অতি সুন্দর একটী ব্রাহ্মণ বালক সেই দেবতাদিগের সভায় উপস্থিত হইল।২১।২২।২৩।২৪

ঐ বালক, বিষ্ণুমায়ায় বিস্মিত দেবগণকে সম্ভাষণ করিয়া, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায়, সেই সভামধ্যে উপবেশন করিলেন, ও সমুদয় দেবগণ ও মালাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। কি নিমিত্ত ব্রহ্মা ঈশান

স্বয়ং বিধাতা জগতাং স্রষ্টাহত্র কেন কর্ম্মণা।
সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডসংহর্ত্তা শম্ভুরত্র স্বয়ং বিভুঃ ॥২৭
অহো ত্রিজগতাং সাক্ষী ধর্ম্মশ্চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
কথং রবিঃ কথং চন্দ্রঃ কথমত্র হুতাশনঃ ॥২৮
কথং কালো মৃত্যুকন্যা কথং বাহত্র যমাদয়ঃ ॥২৯
হে মালাবতি! ত্বৎক্রোড়ে শবঃ কস্তেহতিশুষ্কিতঃ।
জীবিতায়াঃ কথং মূলে যোষিতশ্চ পুমান্ শবঃ ॥৩০
ইত্যুক্ত্বা তাংশ্চ তাং বিপ্রো বিররাম সভাতলে।
মালাবতী তং প্রণম্য সমুবাচ বিচক্ষণম্ ॥৩১
আনন্দপূর্ব্বকং বন্দে বিপ্ররূপং জনার্দ্দনম্।
তুষ্টা দেবা হরিস্তুষ্টো যস্য পুষ্পজলেন চ ॥৩২
অবধানং কুরু বিভো শোকার্ত্তায়া নিবেদনে।
সমা কৃপা সতাং শশ্বৎ যোগ্যাযোগ্যে কৃপাবতাম্ ॥৩৩
উপবর্হণভার্য্যাহং কন্যা চিত্ররথস্য চ।
দেবানুদ্দিশ্য বিলপে যথা জীবতি মৎপতিঃ ॥৩৪

আদি দেবগণ সকলে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? কি হেতুই বা জগতের স্রষ্টা, বিধাতা স্বয়ং এই স্থানে আগমন করিয়াছেন? ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকারী মহাদেবকেও যে এই স্থানে দেখিতে পাইতেছি? ত্রিজগতের সমুদায় কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম, রবি, চন্দ্র, অগ্নি, কাল, মৃত্যুকন্যা, এবং যম প্রভৃতি সকলেই এস্থানে কি নিমিত্ত উপস্থিত? হে মালাবতি, তোমার ক্রোড়ে অতিশুষ্ক এই শবদেহ কাহার? জীবিতা স্ত্রীর নিকটে পুরুষের শবদেহ কেন? ২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০

সেই ব্রাহ্মণ বালক দেবগণ ও মালাবতীকে এই কথা বলিয়া সভামধ্যে তুষ্ণীংভাব ধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। মালাবতী তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণরূপী শ্রীবিষ্ণুকে আনন্দ পূর্ব্বক প্রণাম করি, যাঁহার পুষ্প ও জলে নারায়ণ তুষ্ট হন, তাঁহার উপর সর্ব্বদেবতাও সন্তুষ্ট থাকেন। হে বিভো, এই শোকার্ত্তা কিছু নিবেদন করিতেছে, অবধান প্রদান করুন। কৃপালু সাধুগণ যোগ্য ও অযোগ্য উভয়ের উপরই সর্ব্বদা সমান কৃপা করিয়া থাকেন। আমি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা এবং উপবর্হণের ভার্য্যা, আমার পতি অকস্মাৎ ব্রহ্মার শাপে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে

স্বকার্য্যসাধনে সর্ব্বে ব্যগ্রাশ্চ জগতীতলে।
ভাবাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থতৎপরাঃ ॥৩৫
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকঃ সন্তাপঃ কর্ম্মণাং নৃণাম্।
ঐশ্বর্য্যং পরমানন্দো জন্ম মৃত্যুশ্চ মোক্ষণম্॥৩৬
দেবাশ্চ সর্ব্বজনকা দাতারঃ কর্ম্মণাং ফলম্।
কর্ত্তারঃ কর্ম্মবৃক্ষাণাং মূলোচ্ছেদঞ্চ লীলয়া ॥৩৭
ন হি দেবাৎ পরো বন্ধুর্নহি দেবাৎ পরো বলী।
দয়াবান্ নহি দেবাচ্চ ন চ দাতা ততঃ পরঃ ॥৩৮
সর্ব্বান্ দেবানহং যাচে পতিদানং মমেপ্সিতম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ফলদাংশ্চ সুরদ্রুমান্॥৩৯
যদি দাস্যন্তি দেবা মে কান্তদানং যথেপ্সিতম্।
ভদ্রং তদান্যথা তেভ্যো দাস্যামি স্ত্রীবধং ধ্রুবম্॥৪০
শপিষ্যামি চ সর্ব্বাংশ্চ দারুণং দুর্নিবারকম্।
দুর্নিবার্য্যঃ সতীশাপঃ তপসা কেন বার্য্যতে ॥৪১

আমি সমুদায় দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতেছি, যে আমার পতি পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হউন। এই পৃথিবীতলে সকলেই আপনার কার্য্যসাধনে ব্যস্ত। অপরের ভাব বা অভাব কিছুই বুঝিতে চাহে না, কেবল স্বস্বকার্য্য সাধনেই তৎপর।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫

সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, সন্তাপ, ঐশ্বর্য্য, পরমানন্দ, জন্ম, মৃত্যু, ও মুক্তি, এই সমুদায়ই মনুষ্যদিগের কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। নিখিল কার্য্যের উৎপাদক দেবগণই এই সকল কর্ম্মফলের প্রদাতা, এবং তাঁহারা অবলীলাক্রমে কর্ম্মবৃক্ষের মূলোচ্ছেদও করিয়া থাকেন, দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধুও কেহ নাই, দেবতা অপেক্ষা কেহ বলবানও নাই, দেবতা অপেক্ষা কেহ দয়াবান্‌ও নাই আর দেবতা অপেক্ষা কেহ দাতাও নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ ফলের কল্পতরু স্বরূপ সমুদয় দেবতার নিকট আমার ঈপ্সিত পতিদান প্রার্থনা করিতেছি। যদি দেবগণ আমার ঈপ্সিত পতিদান করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের মঙ্গল, নতুবা আমি তাঁহাদিগকে স্ত্রীবধ জনিত পাপ সমর্পণ করিব। এবং তাঁহাদের সকলকেই এইরূপ দারুণ ভাবে শাপ প্রদান করিব যে, তাহা হইতে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না। কারণ সতীর শাপ অত্যন্ত অনিবার্য্য, তাহা কোন প্রকার তপস্যা দ্বারাও নিবারিত হয় না।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কেন রোগেণ হি মৃতোঽধুনা সাধ্বি, তব প্রিয়ঃ।
সর্ব্বরোগচিকিৎসাঞ্চ জানামি চ চিকিৎসকঃ ॥৪২
যো বা যোগেন খেদেন দেহত্যাগং করোতি চ।
তস্য তং জীবনোপায়ং জানামি যোগধর্ম্মতঃ ॥৪৩
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা স্ফীতা মালাবতী সতী।
সস্মিতা স্নিগ্ধচিত্তা সা তমুবাচ প্রহর্ষিতা ॥৪৪
অহো শ্রুতং কিমাশ্চর্য্যং বচনং বালবক্ত্রতঃ।
বয়সাতিশিশুর্দৃষ্টো জ্ঞানং যোগবিদাং বরম্ ॥৪৫
ত্বয়া কৃতা প্রতিজ্ঞা চ কান্তং জীবয়িতুং ক্ষমা।
বিপরীতং ন সদ্বাক্যং তৎক্ষণং জীবিতঃ পতিঃ ॥৪৬
স্বামী কর্ত্তা চ হর্ত্তা চ শাস্তা পোষ্টা চ রক্ষিতা।
অভীষ্টদেবঃ পূজ্যশ্চ ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥৪৭
কন্যা সৎকুলজাতা যা সা কান্তবশবর্ত্তিনী।
যা স্বতন্ত্রা চ সা দুষ্টা স্বভাবাৎ কুলটা ধ্রুবম্ ॥৪৮।
দুষ্টা পরপুমাংসঞ্চ সেবতে যা নরাধমা।
সা নিন্দতি পতিং শশ্বদসদ্বংশপ্রসূতিকা ॥৪৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন হে সাধ্বি, তোমার পতি কোন রোগে মৃত হইয়াছেন? (বল) আমি চিকিৎসক, সকলরোগের চিকিৎসা জানি। যে ব্যক্তি রোগে বা (খে)দে দেহত্যাগ করে, আমি যোগধর্ম্মানুসারে তাহারও জীবনোপায় করিতে (প)ারি। ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া, সাধ্বী মালাবতী আহ্লাদে স্ফীত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে ও সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলিলেন। অহো! এই বালকের মুখ হইতে কি বিচিত্র বাক্য শ্রুত হইল! ইহার বয়স অতি অল্প হইলেও জ্ঞান কিন্তু যোগিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আপনার কৃত প্রতিজ্ঞাই আমার (প)তিকে জীবিত করিতে সক্ষম, যেহেতু সাধুদিগের বাক্য কখনই বিপরীত (হ)য় না। আপনি যেক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেইক্ষণ হইতেই আমার (প)তিকে জীবিত বলিয়া স্থির করিয়াছি।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬

স্বামী স্ত্রীদিগের কর্ত্তা, হর্ত্তা, শাসিতা, পোষণকর্ত্তা, রক্ষিতা ও অভীষ্টদেবতা, এবং পূজ্য। স্ত্রীদিগের স্বামী অপেক্ষা আর কেহই গুরু নাই। সৎকুলোৎপন্না-(কা)মিনীগণ সর্ব্বদাই ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে, এবং যাহারা পতি

উপবর্হণভার্য্যাহং কন্যা চিত্ররথস্য চ।
বধূর্গন্ধর্ব্বরাজস্য কান্তভক্তা সদা দ্বিজ ॥৫০
সর্ব্বং কলয়িতুং শক্তস্ত্বঞ্চ বেদবিদাং বর।
কালং যমং মৃত্যুকন্যাং মদভ্যাসং সমানয় ॥৫১
মালাবতীবচঃ শ্রুত্বা বিপ্রো বেদবিদাং বরঃ।
সভামধ্যে সমাহূয় তান্ প্রত্যক্ষং চকার হ ॥৫২
তাংশ্চ দৃষ্ট্বা চ নিঃশঙ্কা পপ্রচ্ছ প্রথমং যমং।
মালাবতী মহাসাধ্বী প্রহৃষ্টবদনেক্ষণা ॥৫৩
হে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ।
কালব্যতিক্রমে কান্তং কথং হরসি মে বিভো ॥৫৪

যম উবাচ।

অপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে ন কশ্চিৎ জগতীতলে।
ঈশ্বরাজ্ঞাং বিনা সাধ্বি, নামৃতং চালয়াম্যহম্ ॥৫৫
অহংকালো মৃত্যুকন্যা ব্যাধয়শ্চ সুদুর্জ্জয়াঃ।
নিষেকেন প্রাপ্তকালং কালয়ন্তীশ্বরাজ্ঞয়া ॥৫৬

হইতে স্বতন্ত্র, তাহারাই দুষ্টা এবং নিশ্চয়ই স্বভাবতঃ কুলটা, দুষ্ট ও অধম স্ত্রীগণই পর পুরুষের সেবা করে এবং সেই অসদ্বংশ সম্ভূত স্ত্রী সকলই সর্ব্বদা আপনার ২ পতির নিন্দা করে। হে দ্বিজ, আমি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র-রথের কন্যা গন্ধর্ব্বরাজ কুমার উপবর্হণের ভার্য্যা, গন্ধর্ব্বরাজের কুলবধূ এবং সর্ব্বদাই পতিভক্তিপরায়ণা। হে বেদবিদাংবর, আপনি সকলকেই এখানে আহ্বান করিতে সক্ষম, অতএব কাল, যম ও মৃত্যুকন্যাকে আমার নিকটে আনয়ন করুন।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১

মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদবিদের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সকলকে আহ্বান করিয়া সকলের প্রত্যক্ষ করাইলেন।৫২

মহাসাধ্বী মালাবতী তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া প্রহৃষ্টবদনে প্রফুল্ল-নেত্রে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে প্রথম যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৫৩

হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদ অতএব হে বিভো! অকালে আমার পতিকে কি কারণ হরণ করিলেন।৫৪

যম বলিলেন—এই পৃথিবীতলে কেহই অকালে মরে না, হে সাধ্বি! আমি ঈশ্বরাজ্ঞা ব্যতীত কোনও জীবিত ব্যক্তিকে চালিত করি না, আধি,

মৃত্যুকন্যা বিচারজ্ঞা যৎ প্রাপ্নোতি নিষেকতঃ।
তমহং কালয়াম্যেব পৃচ্ছ তাং কেন হেতুনা ॥৫৭

মালাবত্যুবাচ।

ত্বমপি স্ত্রী মৃত্যুকন্যা জানাসি স্বামিবেদনম্।
কথং হরসি মৎকান্তং জীবিতায়াং ময়ি প্রিয়ে ॥৫৮

মৃত্যুকন্যোবাচ।

পুরা বিশ্বসৃজা সৃষ্টাপ্যহমেবাত্র কর্ম্মণি।
ন চ ক্ষমা পরিত্যক্তুং বহুনা তপসা সতি ॥৫৯
সতী সতীনাং মধ্যে চ কাচিত্তেজস্বিনী বরা।
প্রক্ক।
মামেব [illegible] ক্ষমা যদি ভবেদ্ ভবে ॥৬০
ন বিদুর্ব্বেদা [illegible]
সর্ব্বা[illegible] ভবতি সুন্দরি।
[illegible]ণানি চ সর্ব্বাণি যৎ[illegible]
পুত্রাণাং স্বামিনঃ পশ্চাদ্ ভবিতা যদ্‌ভবিষ্যতি।৬১
কালেন প্রেরিতাঽহঞ্চ মৎপুত্রা ব্যাধয়শ্চ বৈ।
ন মৎসুতানাং দোষশ্চ ন চ মে শৃণু নিশ্চিতম্ ॥৬২

কাল, মৃত্যুকন্যা এবং দুর্জ্জয় ব্যাধিসকল, ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারেই গর্ভাধান হইতে জীবের মৃত্যুকাল অপেক্ষা করি। বিবেকিনী মৃত্যুকন্যা গর্ভাধান হইতে যাহার শরীরে প্রতিষ্ঠিত হন, আমি যথাকালে তাহাকে আনয়ন করি মাত্র। অতএব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি হেতু তোমার স্বামীর অকালে মৃত্যু হইয়াছে।৫৫।৫৬।৫৭

মালাবতী বলিলেন, হে মৃত্যুকন্যে, আপনি স্ত্রীজাতি, স্বামীবিরহের দুঃখও জ্ঞাত আছেন, অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমার পতিকে কি নিমিত্ত হরণ করিলেন ?৫৮

মৃত্যুকন্যা বলিলেন, পূর্ব্বকালে বিধাতা কর্ত্তৃক আমি এই কর্ম্মের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছি। হে সাধ্বি, আমি বহু তপস্যা করিয়াও এই নিয়োগ হইতে নিজকে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম হই নাই, কোন তেজস্বিনী সমুদয় সতীসাধ্বীর অগ্রগণ্যা যদি এই সংসারে আমাকে ভস্মসাৎ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সকল আপদের শান্তি হয়, পরে আমার পুত্র ও স্বামীর ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে। ইহাতে আমি বা আমার পুত্র ব্যাধিগণের কোন দোষ নাই, ইহা আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। হে ভদ্রে!

পৃচ্ছ কালং মহাত্মানং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মসংসদি ।
তদা যদুচিতং ভদ্রে তৎ করিষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥৬৩

মালাবত্যুবাচ ।

হে কাল কর্ম্মণাং সাক্ষিন্ কর্ম্মরূপ সনাতন ।
নারায়ণাংশ ভগবন্ নমস্তুভ্যং পরায় চ ॥৬৪
কথং হরসি মৎকান্তং জীবিতায়াং ময়ি প্রভো ।
জানাসি সর্ব্বদুঃখঞ্চ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং কৃপানিধে ॥৬৫

কালপুরুষ উবাচ ।

কোবাহহং কো যমঃ কা চ মৃত্যুকন্যা চ ব্যাধয়ঃ ।
বয়ং ভ্রমামঃ সততমীশাজ্ঞাপরিপালকাঃ ॥৬৬
যস্য স্রষ্টা চ প্রকৃতির্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ
সুরা মুনীন্দ্রা মনবো মানবাঃ সর্ব্ব জগতীতলে ।
ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্ভোজং যোগিনশ্চ বিচক্ষণাঃ ।
জপন্তে শশ্বন্নামানি পুণ্যানি পরমাত্মনঃ ॥৬৮
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোহয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ ।
স্রষ্টা ব্রহ্মাজ্ঞয়া যস্য পাতা বিষ্ণুর্যদাজ্ঞয়া ॥৬৯

এই ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কালকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার পর যাহা উচিত বোধ করিবে তাহাই করিবে ।৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩

মালাবতী বলিলেন, হে নিখিল কর্ম্মের সাক্ষী, কর্ম্মস্বরূপ, সনাতন কাল আপনি নারায়ণের অংশ, আপনাকে নমস্কার করি, হে প্রভো, আমি জীবিত থাকিতে কিনিমিত্ত আমার পতিকে হরণ করিয়াছেন। হে কৃপানিধে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলেরই দুঃখ জ্ঞাত আছেন।৬৪।৬৫

কাল বলিলেন আমি কে! যমই বা কে? মৃত্যুকন্যাই বা কে? এবং ব্যাধিগণই বা কে? আমরা সকলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পরিপালন করতঃ ভ্রমণ করিতেছি মাত্র। যিনি প্রকৃতিকেও স্বজন করিয়াছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আদি দেবগণ, মুনীন্দ্র, মনু, মানব, ও সর্ব্বপ্রকার জন্তুগণ ও বিচক্ষণ যোগিগণ, যাঁহার চরণ পদ্ম সর্ব্বদা ধ্যান করেন এবং যে পরমাত্মার পবিত্র নাম সর্ব্বদা জপ করেন, যাঁহার ভয়ে বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য তাপ প্রদান করেন, যাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু জগৎ পালন করেন, এবং যাঁহার আজ্ঞায় মহাদেব সমুদায় জগৎকে সংহার করেন।

সংহর্ত্তা শঙ্করঃ সর্ব্ব-জগতাং যস্য শাসনাৎ।
ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মণাং সাক্ষী যস্যাজ্ঞা-পরিপালকঃ ॥৭০
রাশিচক্রং গ্রহাঃ সর্ব্বে ভ্রমন্তি যস্য শাসনাৎ।
দিগীশাশ্চৈব দিক্‌পালা যস্যাজ্ঞা-পরিপালকাঃ ॥৭১
যস্যাজ্ঞয়া চ তরবঃ পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
বিভ্রত্যেব দদত্যেব কালে মালাবতি সতি ॥৭২
যস্যাজ্ঞয়া জলাধারাঃ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা।
ক্ষমাবতী চ পৃথিবী কম্পিতা চ ভয়েন চ ॥৭৩
সহসা মোহিতা মায়া মায়য়া যস্য সন্ততম্।
সর্ব্বপ্রসূর্যা প্রকৃতিঃ সা ভীতা যদ্‌ভয়াদহো ॥৭৪
যস্যান্তং ন বিদুর্ব্বেদা বস্তূনাং ভাবগা অপি।
পুরাণানি চ সর্ব্বাণি যস্যৈব স্তুতিপাঠকাঃ ॥৭৫
যস্য নাম বিধির্বিষ্ণুঃ সেবতে সুমহান্ বিরাট্।
ষোড়শাংশো ভগবতঃ স এব তেজসো বিভোঃ ॥৭৬
সর্ব্বেশ্বরঃ কালকালো মৃত্যোর্মৃত্যুঃ পরাৎ পরঃ।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় তং কৃষ্ণং পরিচিন্তয় ॥৭৭

সকল কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম যাঁহার আজ্ঞার প্রতিপালক এবং সমুদায় গ্রহগণ যাঁহার শাসনে রাশিচক্রের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। দিগধিপতি দিক্‌পালগণ, যাঁহার আজ্ঞার পরিপালক, যাঁহার আজ্ঞায় বৃক্ষ সকল যথাকালে ফল ও পুষ্প ধারণ ও অর্পণ করে, যাঁহার আজ্ঞায় জলাশয় সকল উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই পৃথিবী সকলের আধার হইয়াছে। যাঁহার ভয়ে পৃথিবী ক্ষমাবতী হইয়াও প্রকম্পিত হয়, যাঁহার মায়া দ্বারা মায়াকেও সহসা মোহিত হইতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রসবিনী প্রকৃতিও যাঁহার ভয়ে ভীত। সমস্ত বস্তুর তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও বেদ যাঁহার অন্ত জানিতে পারে নাই এবং সমুদয় পুরাণ যাঁহার স্তুতি গান করিতেছে। বিশ্ববিধাতা বিষ্ণু যাঁহার নাম সর্ব্বদাই গ্রহণ করেন। সুমহান্ সেই বিরাট্ পুরুষ, যে ভগবানের তেজের ষোড়শাংশ মাত্র। যিনি সকলের ঈশ্বর, কালেরও কাল, মৃত্যুরও মৃত্যু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সমুদয় বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত সেই কৃষ্ণের ধ্যান কর।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭

সর্ব্বাভীষ্টঞ্চ ভর্ত্তারং প্রদাস্যতি কৃপানিধিঃ।
ইমে যৎপ্রেরিতাঃ সর্ব্বে স দাতা সর্ব্বসম্পদাম্ ॥৭৮

সেই দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ সমুদয় অভীষ্ট এবং তোমার ভর্ত্তাকে প্রদান করিবেন। এই দেবগণ যাঁহাকর্ত্তৃক আপন আপন অধিকারে প্রেরিত হইয়াছেন। সেই কৃষ্ণই সর্ব্ব সম্পদের প্রদান কর্ত্তা।৭৮

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৩৮ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহার শ্লোক সংখ্যা ৯০০০। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মনোনিবেশের সহিত পাঠ করিলে, ইহাকে কোন সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলিয়া বোধ হয় না। তবে ইহার স্থান বিশেষে জন্মান্তর-কর্ম্মানুগত-জন্মান্তর ও নাগদিগের উপাখ্যান পাঠ করিয়া ইহার অধিকাংশ উপাখ্যান যে, বৌদ্ধদিগের উপাখ্যান গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

যাহা হউক, ইহা যে একখানি সদুপদেশপ্রদ উপাখ্যান গ্রন্থ, সে বিষয় আর কোন সন্দেহ নাই। রচনার প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য্যে ইহাকে অনেক স্থানে বিষ্ণুপুরাণের সমকক্ষ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার অন্তর্গত শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যের তুল্য মধুর হৃদয়হারী ও সদুপদেশপূর্ণ, উপাদেয় গ্রন্থ অতি বিরল। ভারতবর্ষে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, এই চারিদিকেই একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত, কি সম্পদে, কি বিপদে, সকল অবস্থাতেই মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য অতি ভক্তিসহকারে পঠিত হয়। দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে বিপদ্ দূরীভূত হয়, এবং সম্পদ্ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, এই রূপই ভারতীয় সকল লোকের বিশ্বাস। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সকল অবস্থার লোকই দেবীমাহাত্ম্যের প্রতি ভক্তিমান্। সকলেই দেবীমাহাত্ম্য-পুস্তকের পূজা করিয়া থাকে, বিশেষ শারদীয়া ও বাসন্তী পূজার নবরাত্রের কয়দিন দেবীমাহাত্ম্য

ভক্তিপূর্ব্বক ঘরে ঘরে পঠিত হয়, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেবীমাহাত্ম্য ভিন্ন, মার্কণ্ডেয়পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, মদালসার উপাখ্যান প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে এক একটী উপাখ্যানকে এক এক খানি উৎকৃষ্টকাব্য, অদ্বিতীয় হিতোপদেশ এবং অসাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কথিত আছে, এই পুরাণ প্রথমে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মার্কণ্ডেয়ের নিকট কথিত হয়, মার্কণ্ডেয় আবার জৈমিনির নিকট বলেন। তদনন্তর ব্যাসশিষ্য সূতকর্ত্তৃক নৈমিষারণ্যে ঋষিসমাজে ইহা কথিত হয়। ইহাতে যথাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়ের নিকট জৈমিনির মহাভারত বিষয়ে চারিটী প্রশ্ন, পক্ষিগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে তাহাদের উত্তর, বলরামকর্ত্তৃক ব্রহ্মহত্যার কারণ কথন; হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান, পিতাপুত্র সংবাদ, মহারৌরবাদি নরক-বৃত্তান্ত-কথন, বৈশ্য রাজা ও যমপুরুষ-সংবাদ, পতিব্রতামাহাত্ম্য, দত্তাত্রেয়োৎপত্তি, দত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীর্য্য সংবাদ, কুবলয়াশ্বচরিত ও মদালসোপাখ্যান, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মনিরূপণ, শ্রাদ্ধকল্প, সদাচারাদি-ব্যবস্থানিরূপণ, যোগাধ্যায়, সুবাহু ও কাশীরাজের কথোপকথন, কাল নিরূপণ ও তাহার প্রমাণাদি কথন, রুদ্রসর্গ, স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরকথন, ভুবনকোষ-কথনপ্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপের বর্ণন, গঙ্গাবতার, ভারতবর্ষ-বিভাগ, কূর্ম্মসংস্থান, বর্ষবর্ণন, স্বারোচিষ-মন্বন্তর কথন, যথাক্রমে অবশিষ্ট মন্বন্তরগুলির বর্ণন, সাবর্ণিক মন্বন্তর প্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণন, রুচির প্রতি পিতৃদিগের গার্হস্থ্যোপদেশ, ইত্যাদি পরিশেষে অষ্টাদশ পুরাণের মাহাত্ম্যও কথিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

সপ্তম অধ্যায়—হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান।

পক্ষিণ উচুঃ।

হরিশ্চন্দ্রেতি রাজর্ষিরাসীৎ ত্রেতাযুগে পুরা।
ধর্ম্মাত্মা পৃথিবীপালঃ প্রোল্লসৎকীর্ত্তিরুত্তমঃ ॥১
ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকাল-মরণং নৃণাম্।
নাধর্ম্মরুচয়ঃ পৌরাস্তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে ॥২
বভূবুর্ন তথোন্মত্তা ধনবীর্য্য-তপোমদৈঃ।
নাজায়ন্ত স্ত্রিয়শ্চৈব কাশ্চিদপ্রাপ্ত-যৌবনাঃ ॥৩
স কদাচিন্মহাবাহুররণ্যেঽনুসরন্ মৃগম্।
শুশ্রাব শব্দমসকৃৎ ত্রায়স্বেতি চ যোষিতাম্ ॥৪
স বিহায় মৃগং রাজা মাভৈষীরিত্যভাষত।
ময়ি শাসতি দুর্ম্মেধাঃ কোঽয়মন্যায়-বৃত্তিমান্ ॥৫
তৎক্রন্দিতানুসারী চ সর্ব্বারম্ভ-বিঘাতকৃৎ।
এতস্মিন্নন্তরে রৌদ্রোবিঘ্নরাট্ সমচিন্তয়ৎ ॥৬

পক্ষিগণ বলিল, পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে, উজ্জ্বল-কীর্ত্তিশালী, ধর্ম্মাত্মা, হরিশ্চন্দ্রনামে বিখ্যাত রাজর্ষি এই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, মানবগণের অকালে মরণ ও পুরবাসিদিগের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় নাই। তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ ধন, বীর্য্য, তপস্যা বা মদদ্বারা উন্মত্ত হয় নাই, এবং কোন স্ত্রী অপ্রাপ্তযৌবনাও ছিল না। কোন সময় সেই মহাবাহু অরণ্যে মৃগের অনুসরণকরত স্ত্রীকণ্ঠ হইতে বারম্বার নিঃসৃত "রক্ষা করুন্" এইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন।১।২।৩।৪

সেই রাজা মৃগের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই" আমার শাসনকালে কোন্ দুর্ব্বৃত্ত এইরূপ অন্যায় আচরণ করিতেছে?৫

এই সময়, সেইস্থানে, সেই ক্রন্দন ধ্বনির অনুসরণে আগত, সকল কর্ম্মেরই বিঘ্নকারী, রুদ্রের পুত্র বিঘ্নরাজ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বীর্য্য-

বিশ্বামিত্রোঽয়মতুলং তপ আস্থায় বীর্য্যবান্।
প্রাগসিদ্ধা ভবাদীনাং বিদ্যাঃ সাধয়তি ব্রতী ॥৭
সাধ্যমানাঃ ক্ষমা-মৌন-চিত্ত-সংযমিনাঽমুনা।
তা বৈ ভয়ার্ত্তাঃ ক্রন্দন্তি কথং কার্য্যমিদং ময়া ॥৮
তেজস্বী কৌশিক-শ্রেষ্ঠো বয়মস্য সুদুর্ব্বলাঃ।
ক্রোশন্ত্যেতাস্তথা ভীতা দুষ্পারং প্রতিভাতি মে ॥৯
অথবাঽয়ং নৃপঃ প্রাপ্তো মাভৈরিতি বদন্ মুহুঃ।
ইমমেব প্রবিশ্যাশু সাধয়িষ্যে যথেপ্সিতম্ ॥১০
ইতি সঞ্চিন্ত্য রৌদ্রেণ বিঘ্নরাজেন বৈ ততঃ।
তেনাবিষ্টো নৃপঃ কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥১১
কোঽয়ং বধ্নাতি বস্ত্রান্তে পাবকং পাপকৃন্নরঃ।
বলোষ্ণতেজসা দীপ্তে ময়ি পত্যাবুপস্থিতে ॥১২
কোঽদ্য মৎকার্ম্মুকাক্ষেপবিদীপিত-দিগন্তরৈঃ।
শরৈর্ব্বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি ॥১৩

বান্, সংযমী বিশ্বামিত্র অতুল তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া, পূর্ব্বে মহাদেবাদিরও অসিদ্ধ, বিদ্যাদিগের সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ক্ষমাশীল, মৌনী, সংযতচিত্ত মুনি কর্ত্তৃক সাধ্যমান বিদ্যাগণ ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে, আমি এক্ষণে কি করিব? কুশিকবংশাবতংস বিশ্বামিত্র অতিশয় তেজস্বী, আমরা তাঁহার নিকট নিতান্ত দুর্ব্বল, এই বিদ্যাগণও ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে! আমি যেন আপনা আপনি দুষ্পার সাগরে পতিত বলিয়া মনে করিতেছি।৬।৭।৮।৯

অথবা এই রাজা বারম্বার "ভয় নাই" বলিয়া এই দিকেই আগমন করিতেছেন, আমি শীঘ্র ইঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া আপনার অভীপ্সিত সাধন করি। অনন্তর রুদ্রাত্মজ বিঘ্নরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজার শরীরে প্রবেশ করিলে, তৎকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া রাজা সকোপে বলিলেন,—বল ও তীব্র তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত আমি অধিপতি উপস্থিত থাকিতে, কোন্ পাপকারী মনুষ্য, বস্ত্রাঞ্চলে অগ্নি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে? অদ্য কোন ব্যক্তি আমার এই ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত দিগন্ত উজ্জ্বলকারী শরদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে বিক্ষত হইয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইতে ইচ্ছা করিতেছে?।১০।১১।১২।১৩

বিশ্বামিত্রস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শ্রুত্বা তন্নৃপতের্বচঃ।
ক্রুদ্ধেচর্ষিবরে তস্মিন্ নেশুর্বিদ্যাঃ ক্ষণেন তাঃ ॥১৪
স চাপি রাজা তং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্।
ভীতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং সহসাশ্বত্থপর্ণবৎ ॥১৫
স দুরাত্মন্নিতি যদা মুনিস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ততঃ স রাজা বিনয়াৎ প্রণিপত্যাভ্যভাষত ॥১৬
ভগবন্নেষ ধর্ম্মো মে নাপরাধো মম প্রভো।
ন ক্রোদ্ধুমর্হসি মুনে নিজধর্ম্মরতস্য মে ॥১৭
দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞেন মহীক্ষিতা।
চাপঞ্চোদ্যম্য যোদ্ধব্যং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ ॥১৮

বিশ্বামিত্র উবাচ।

দাতব্যং কস্য কে রক্ষ্যাঃ কৈর্যোদ্ধব্যঞ্চ তে নৃপ।
ক্ষিপ্রমেতৎ সমাচক্ষ্ব যদ্যধর্ম্ম-ভয়ং তব ॥১৯

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দাতব্যং বিপ্রমুখ্যেভ্যো যে চান্যে কৃশবৃত্তয়ঃ।
রক্ষ্যা ভীতাঃ সদা যুদ্ধং কর্ত্তব্যং পরিপন্থিভিঃ ॥২০

অনন্তর রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইলে, সেই বিদ্যাসকল ক্ষণকালের মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে সহসা দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হইয়া অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। যখন মুনি "দুরাত্মন্, তিষ্ঠ" এই বাক্য বলিলেন, তখন সেই রাজা সবিনয়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন। হে ভগবন্, ইহাই আমার ধর্ম্ম, এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। হে মুনে, আমি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে রত হইয়াছি অতএব আমার উপর কোপ করা আপনার উচিত নয়। ধর্ম্মজ্ঞ রাজার ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দান করা, রক্ষা করা এবং ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

বিশ্বামিত্র বলিলেন হে নৃপ, যদি তুমি অধর্ম্ম হইতে ভীত হও, তবে শীঘ্র বল কাহাকে দান করা উচিত, কাহাকে রক্ষা করা উচিত এবং কাহার সহিতই বা যুদ্ধ করা উচিত? ।১৯

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এবং দরিদ্রদিগকে দান করা উচিত,

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি রাজা ভবান্ সম্যগ্রাজ-ধর্ম্মমবেক্ষতে।
নির্ব্বেষ্টুকামো বিপ্রোঽহং দীয়তামিষ্টদক্ষিণা ॥২১

পক্ষিণ উচুঃ।

এতদ্রাজা বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মেনে প্রাহ চ কৌশিকম্ ॥২২
উচ্যতাং ভগবন্ যৎ তে দাতব্যমবিশঙ্কিতম্।
দত্তমিত্যেব তদ্বিদ্ধি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥২৩
হিরণ্যং বা সুবর্ণং বা পুত্রঃ পত্নী কলেবরম্।
প্রাণা রাজ্যং পুরং লক্ষ্মীর্যদভিপ্রেতমাত্মনঃ ॥২৪

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজন্ প্রতিগৃহীতোঽয়ং যস্তে দত্তঃ প্রতিগ্রহঃ।
প্রযচ্ছ প্রথমং তাবদ্দক্ষিণাং রাজসূয়িকীম্ ॥২৫

ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা করা উচিত, এবং প্রতিকূলকারীর সহিত যুদ্ধ করা উচিত।২০

বিশ্বামিত্র বলিলেন, তুমি রাজা বলিয়া যদি রাজ ধর্ম্মের সম্যক্‌রূপ প্রতিপালনই কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমি ভৃতি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমাকে অভিলষিত দক্ষিণা দান কর।২১

পক্ষিগণ বলিল, রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টঅন্তঃকরণে আপনাকে যেন পুনর্ব্বার জাত অর্থাৎ মৃত্যুর মুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এবং বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, হে ভগবন্, আপনাকে কি দিতে হইবে? তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলুন। যদি ঐ বস্তু অতিশয় দুর্লভও হয়, তথাপি উহা আপনাকে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়াই স্থির করুন। হিরণ্য, সুবর্ণ, পুত্র, কলত্র, দেহ, প্রাণ, রাজ্য, নগর, অথবা রাজলক্ষ্মী, ইহার মধ্যে কি আপনার অভিপ্রেত, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন।২২।২৩।২৪

বিশ্বামিত্র বলিলেন হে রাজন্, আপনি আমাকে যাহা দান করিলেন, তাহা আমিও গ্রহণ করিলাম। যাহা হউক অগ্রে আমাকে রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা দান করুন।২৫

রাজোবাচ।

ব্রহ্মংস্তামপি দাস্যামি দক্ষিণাং ভবতেহ্যহম্।
ব্রিয়তাং দ্বিজশার্দ্দূল যস্তবেষ্টঃ প্রতিগ্রহঃ॥২৬

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সসাগরাং ধরামেতাং সভূভৃদ্‌-গ্রামপত্তনাম্।
রাজ্যঞ্চ সকলং বীর রথাশ্ব-গজ-সঙ্কুলম্॥২৭
কোষ্ঠাগারঞ্চ কোষঞ্চ যচ্চান্যদ্বিদ্যতে তব।
বিনা ভার্য্যাঞ্চ পুত্রঞ্চ শরীরঞ্চ তবানঘ।২৮
ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ যোযান্তমনুগচ্ছতি।
বহুনা বা কিমুক্তেন সর্ব্বমেতৎ প্রদীয়তাং॥২৯

পক্ষিণ ঊচুঃ।

প্রহৃষ্টেনৈব মনসা সোঽবিকারমুখো নৃপঃ।
তস্যর্ষের্বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥৩০

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সর্ব্বস্বং যদি মে দত্তং রাজ্যমুর্ব্বী বলং ধনম্।
প্রভুত্বং কস্য রাজর্ষে রাজ্যস্থে তাপসে ময়ি॥৩১

রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্, আমি আপনাকে সেই দক্ষিণাও দান করিব। হে দ্বিজশার্দ্দূল, তদ্ভিন্ন আপনার যদি আরও কিছু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাও প্রার্থনা করুন।২৬

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে বীর, নিখিল পর্ব্বত, গ্রাম, ও পত্তনের সহিত এই সসাগরা পৃথিবী, রথ, অশ্ব, ও গজ সমূহে পরিপূর্ণ সমুদয় রাজ্য, কোষ্ঠাগার, কোষ, অধিক আর কি বলিব, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, আপনার ভার্য্যা, পুত্র, শরীর, এবং অন্তকালে অনুগামী ধর্ম্ম ব্যতীত, আর যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদায়ই আমাকে প্রদান করুন।২৭।২৮।২৯

পক্ষিগণ বলিল, রাজা ঋষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অবিকৃত মুখে এবং প্রহৃষ্টঅন্তঃকরণে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "তাহাই হইল"।৩০

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাজর্ষে, যদি আমাকে রাজ্য, পৃথিবী, বল, ধন, ইত্যাদি সর্ব্বস্বই প্রদত্ত হইল, তবে রাজ্যের অধিকারী তপস্বী আমি বর্ত্তমান থাকিতে, উহার উপর কাহার প্রভুত্ব? ৩১

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

পূর্ব্বং যস্মিন্ ন দত্তা তে কালে রাজ্যবতী মহী।
তস্মিন্নপি ভবান্ স্বামী কিমুতাদ্য মহীপতিঃ ॥৩২

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি রাজংস্ত্বয়া দত্তা মম সর্ব্বা বসুন্ধরা।
যত্র মে বিষয়ে স্বাম্যং তস্মান্নিষ্ক্রান্তুমর্হসি ॥৩৩
শ্রোণীসূত্রাদি সকলং মুক্ত্বা ভূষণসংগ্রহম্।
তরুবল্কলমাবধ্য সহ পত্ন্যা সুতেন চ ॥৩৪

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তথেতি চোক্ত্বা কৃত্বা চ রাজা গন্তুং প্রচক্রমে।
স্বপত্ন্যা শৈব্যয়া সার্দ্ধং বালকেনাত্মজেন চ ॥৩৫
ব্রজতঃ স ততো রুদ্ধ্বা পন্থানং প্রাহ তং নৃপম্।
ক যাস্যসীত্যদত্ত্বা মে দক্ষিণাং রাজসূয়িকীম্ ॥৩৬

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ রাজ্যমেতৎ তে দত্তং নিহতকণ্টকম্।
অবশিষ্টমিদং ব্রহ্মন্নদ্য দেহ-ত্রয়ং মম ॥৩৭

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, পূর্ব্বে যৎকালে আপনাকে এই রাজ্য প্রদত্ত হয় নাই, তখনও আপনি ইহার স্বামী ছিলেন, অদ্য ত আপনি রাজা হইয়াছেন ।৩২

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাজন্, যদি আপনি আমাকে সমুদয় বসুন্ধরা দান করিয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমার স্বামিত্ব ঘটিয়াছে, সেই স্থান হইতে মেখলাদি সমুদয় অঙ্গভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, তরুবল্কল পরিধান পূর্ব্বক পত্নী ও পুত্রের সহিত নির্গত হওয়াই ত আপনার উচিত ।৩৩।৩৪

পক্ষিগণ বলিল, রাজা "যে আজ্ঞা" এই কথা বলিয়া এবং বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে কার্য্য করিয়া স্বীয় পত্নী শৈব্যা এবং বালক পুত্রের সহিত গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, রাজা গমন করিতেছেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া বলিলেন, আমাকে রাজসূয়ের দক্ষিণা না দিয়া কোথায় গমন করিতেছেন ?৩৫।৩৬

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্, আপনাকে নিঃসপত্ন এই সমুদয় রাজ্যই প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে হে ব্রহ্মন্, অবশিষ্ট এই তিনটী দেহ মাত্র আমার অধিকারে আছে ।৩৭

বিশ্বামিত্র উবাচ।

তথাপি খলু দাতব্যা ত্বয়া মে যজ্ঞদক্ষিণা।
বিশেষতো ব্রাহ্মণানাং হন্ত্যদত্তং প্রতিশ্রুতম্ ॥৩৮
যাবৎ তোষো রাজসূয়ে ব্রাহ্মণানাং ভবেন্নৃপ।
তাবদেব তু দাতব্যা দক্ষিণা রাজসূয়িকী ॥৩৯
প্রতিশ্রুত্য চ দাতব্যং যোদ্ধব্যঞ্চাততায়িভিঃ।
রক্ষিতব্যাস্তথা চার্ত্তাস্ত্বয়ৈব প্রাক্ প্রতিশ্রুতম্ ॥৪০
ভগবন্ সাম্প্রতং নাস্তি দাস্যে কালক্রমেণ তে।
প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে সদ্ভাবমনুচিন্ত্য চ ॥৪১

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কিম্প্রমাণো ময়া কালঃ প্রতীক্ষ্যস্তে জনাধিপ।
শীঘ্রমাচক্ষ্ব শাপাগ্নিরন্যথা ত্বাং প্রধক্ষ্যতি ॥৪২

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

মাসেন তব বিপ্রর্ষে প্রদাস্যে দক্ষিণাধনম্।
সাম্প্রতং নাস্তি মে বিত্তমনুজ্ঞাং কর্ত্তুমর্হসি ॥৪৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন, তাহা হইলেও আমাকে যজ্ঞের দক্ষিণা অবশ্য দাতব্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে অঙ্গীকৃত বস্তু দান না করিলে, বিনাশ সঙ্ঘটিত হয়। হে নৃপ, রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের যে পরিমাণ অর্থে পরিতোষ হয়, সেই পরিমাণ অর্থই রাজসূয়যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ দেওয়া উচিত। আপনি নিজেই পূর্ব্বে বলিয়াছেন, অঙ্গীকার করিয়া দান করা উচিত, আততায়ী দিগের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, এবং আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের রক্ষা করা উচিত।৩৮।৩৯।৪০

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্, এক্ষণে আমার অর্থের সঙ্গতি নাই, কালক্রমে উহা আপনাকে অবশ্যই দান করিব, হে বিপ্রর্ষে, অন্ততঃ নিজের সাধুতার বিষয় স্মরণ করিয়াও আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।৪১

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে জননাথ, আপনার নিমিত্ত আমি কতকাল প্রতীক্ষা করিব তাহা শীঘ্র বলুন। অন্যথা শাপাগ্নি আপনাকে দগ্ধ করিবে।৪২

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে বিপ্রর্ষে, একমাসের পর আপনাকে দক্ষিণা দান করিব, এক্ষণে আমার অর্থসঙ্গতি নাই, অতএব গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন।৪৩

বিশ্বামিত্র উবাচ।

গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।
শিবশ্চ তেঽধ্বা ভবতু মা সন্তু পরিপন্থিনঃ ॥৪৪

পক্ষিণ উচুঃ।

তং সভার্য্যং নৃপশ্রেষ্ঠং নির্যান্তং সসুতং পুরাৎ।
দৃষ্ট্বা প্রচুক্রুশুঃ পৌরা রাজ্ঞশ্চৈবানুযায়িনঃ ॥৪৫
হা নাথ কিং জহাস্যস্মান্ নিত্যার্ত্তিপরিপীড়িতান্।
মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ভবতো মুখপঙ্কজম্।
পিবামো নেত্রভ্রমরৈঃ কদা দ্রক্ষ্যামহে পুনঃ ॥৪৬
যস্য প্রযাতস্য পুরো যান্তি পৃষ্ঠে চ পার্থিবাঃ।
তস্যানুযাতি ভার্য্যেয়ং গৃহীত্বা বালকং সুতম্ ॥৪৭
যস্য ভৃত্যাঃ প্রযাতস্য যান্ত্যগ্রে কুঞ্জরস্থিতাঃ।
স এষ পদ্ভ্যাং রাজেন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রোঽদ্য গচ্ছতি ॥৪৮
তিষ্ঠ তিষ্ঠ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ ॥৪৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ, তুমি গমন কর, নিজের ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তোমার পথ নিরাপদ হউক, এবং তোমার প্রতিকূলকারী সকল বিনষ্ট হউক।৪৪

পক্ষিগণ বলিল, ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত সেই নৃপশ্রেষ্ঠকে নগর হইতে নির্গমন করিতে দেখিয়া, পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করত ক্রন্দন করিতে লাগিল। এবং বলিতে লাগিল, হা রাজন্! সর্ব্বদা উপদ্রবে প্রপীড়িত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন! হে রাজেন্দ্র! আপনি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, আমরা নেত্ররূপ ভ্রমর দ্বারা আপনার মুখপদ্ম পান করিয়া লই, কারণ ইহার পর পুনরায় কবে যে উহা দর্শন করিব তাহা জানিনা। হায়! যিনি প্রস্থান করিলে অগ্রে ও পৃষ্ঠে অন্যান্য রাজা সকল গমন করিত, অদ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালক পুত্র লইয়া একমাত্র ভার্য্যা গমন করিতেছেন! যাঁহার প্রস্থানকালে ভৃত্যগণও হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিত, হায়! সেই রাজশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র অদ্য পাদচারে গমন করিতেছেন!৪৫।৪৬।৪৭ ৪৮

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, একটু অবস্থান করুন, একটু অবস্থান করুন, স্বধর্ম্মের

কিং দারৈঃ কিং সুতৈর্নাথ ধনৈর্ধান্যৈরথাপি বা।
সর্ব্বমেতৎ পরিত্যজ্য ছায়াভূতা বয়ং তব ॥৫০
ইতি পৌরবচঃ শ্রুত্বা রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
অতিষ্ঠৎ স তদা মার্গে তেষামেবানুকম্পয়া ॥৫১
বিশ্বামিত্রোঽপি তং দৃষ্ট্বা পৌরবাক্যাকুলীকৃতম্।
রোষামর্ষ-বিবৃত্তাক্ষঃ সমাগম্য বচোঽব্রবীৎ ॥৫২
ধিক্ ত্বাং দুষ্টসমাচারমনৃতং জিহ্ম-ভাষিণম্।
মম রাজ্যঞ্চ দত্ত্বা যঃ পুনঃ প্রাক্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৫৩
ইত্যুক্তঃ পরুষং তেন গচ্ছামীতি সবেপথুঃ।
ব্রুবন্নেবং যযৌ শীঘ্রমাকর্ষন্ দয়িতাং করে ॥৫৪
অথ বিশ্বে তদা দেবাঃ পঞ্চ প্রাহুঃ কৃপালবঃ।
তদবস্থং কৃতং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রং নরেশ্বরম্ ॥৫৫
বিশ্বামিত্রঃ সুপাপোঽয়ং লোকান্ কান্ সমবাপ্স্যতি।
যেনায়ং যজ্বনাং শ্রেষ্ঠঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ ॥৫৬

প্রতিপালন করুন, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের সদয় ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। হে নাথ, আমাদিগের দারা, পুত্র, ধন, অথবা ধান্যে প্রয়োজন কি? আমরা এই সকল পরিত্যাগ করিয়া ছায়ার ন্যায় আপনার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিব।৪৯।৫০

রাজা পৌরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকার্দ্রহৃদয়ে তাহাদিগের উপর দয়া করিয়া সেই সময় পথে কিছু কাল অবস্থান করিলেন।৫১

এদিকে বিশ্বামিত্রও তাঁহাকে পৌরগণের বাক্যে আকুলীকৃত দেখিয়া ক্রোধ এবং অমর্ষে চক্ষু বিস্ফারিত করত সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন। রে দুষ্টাচার, মিথ্যাবাদী এবং কুটিলভাষী, তোকে ধিক্! তুই আমাকে রাজ্যদান করিয়া পুনর্ব্বার অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্?৫২।৫৩

বিশ্বামিত্রের এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কাঁপিতে কাঁপিতে "চলিলাম" এই কথা বলিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করত শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।৫৪

অনন্তর পাঁচ জন বিশ্বদেব, নরপতি হরিশ্চন্দ্রকে তথাবিধ অবস্থায় নীত হইতে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বলিতে লাগিলেন, যে এই যাগকারীদিগের শ্রেষ্ঠ নৃপতিকে স্বরাজ্য হইতে চ্যুত করিল, সেই সুপাপিষ্ঠ বিশ্বামিত্র,

কস্য বা শ্রদ্ধয়া পূতং সুতং সোমং মহাধ্বরে।
পীত্বা বয়ং প্রযাস্যামো মুদং মন্ত্রপুরঃসরম্ ॥৫৭
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কৌশিকোঽতিরুষান্বিতঃ।
শশাপ তান্ মনুষ্যত্বং সর্ব্বে যূয়মবাপ্স্যথ ॥৫৮
প্রসাদিতশ্চ তৈঃ প্রাহ পুনরেব মহামুনিঃ।
মানুষত্বেঽপি ভবতাং ভবিত্রী নৈব সন্ততিঃ ॥৫৯
ন দারসংগ্রহশ্চৈব ভবিতা ন চ মৎসরঃ।
কাম-ক্রোধবিনির্ম্মুক্তাঃ ভবিষ্যথ সুরাঃ পুনঃ ॥৬০
ততোঽবতেরুরংশৈঃ স্বৈর্দেবাস্তে কুরুবেশ্মনি।
দ্রৌপদীগর্ভসম্ভূতাঃ পঞ্চ বৈ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৬১
এতস্মাৎ কারণাৎ পঞ্চ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ।
ন দারসংগ্রহং প্রাপ্তাঃ শাপাৎ তস্য মহামুনেঃ ॥৬২
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা স রাজা প্রযযৌ শনৈঃ।
শৈব্যয়ানুগতো দুঃখী ভার্য্যয়া বালপুত্রয়া ॥৬৩

না জানি, কোন লোকে গমন করিবে? এক্ষণে আমরা কাহারই বা শ্রদ্ধায় পবিত্রীকৃত, মহাযজ্ঞে মন্ত্রপূর্ব্বক নিষ্কাসিত সোমরস পান করিয়া আনন্দলাভ করিব?৫৫।৫৬।৫৭

তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া, 'তোমরা সকলে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে' এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন।৫৮

অনন্তর তাঁহাদিগকর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া, সেই মহামুনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে বলিলেন, মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেও তোমাদিগের সন্ততি হইবে না, তোমাদিগের দার পরিগ্রহও হইবে না, তোমাদের মৎসর, কাম, এবং ক্রোধও হইবে না। তোমরা পুনর্ব্বার দেবত্ব লাভ করিবে।৬০

অনন্তর সেই দেবগণ কুরুকুলে দ্রৌপদীর গর্ভে নিজ নিজ অংশে অবতীর্ণ হইয়া পাণ্ডবদিগের পাঁচটী পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত মহারথ পাণ্ডবগণের পঞ্চ পুত্র সেই মহামুনির শাপে দারপরিগ্রহ না করিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।৬১।৬২

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাজা বালপুত্র এবং ভার্য্যা শৈব্যার সহিত দুঃখিত চিত্তে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাজা,

স গত্বা বসুধাপালো দিব্যাং বারাণসীং পুরীং।
নৈষা মনুষ্যভোগ্যেতি শূলপাণেঃ পরিগ্রহঃ॥৬৪
জগাম পদ্ভ্যাং দুঃখার্ত্তঃ সহ পত্ন্যানুকূলয়া।
পুরীপ্রবেশে দদৃশে বিশ্বামিত্রমুপস্থিতম্॥৬৫
পূর্ণঃ স মাসো রাজর্ষে! দীয়তাং মম দক্ষিণা।
রাজসূয়নিমিত্তং হি স্মর্য্যতে স্ববচো যদি॥৬৬

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ব্রহ্মন্নদ্যৈব সম্পূর্ণো মাসোঽম্লান-তপোধন।
তিষ্ঠত্যেতদ্দিনার্দ্ধং যৎ তৎ প্রতীক্ষস্ব মা চিরম্॥৬৭

বিশ্বামিত্র উবাচ।

এবমস্তু মহারাজ আগমিষ্যাম্যহং পুনঃ।
শাপং তব প্রদাস্যামি ন চেদদ্য প্রদাস্যসি॥৬৮

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো রাজা চাচিন্তয়ৎ তদা।
কথমস্মৈ প্রদাস্যামি দক্ষিণা যা প্রতিশ্রুতা॥৬৯

বারাণসী মহাদেবের অধিকৃত, উহাতে মনুষ্যের স্বামিত্ব নাই, এই বিবেচনা করিয়া সেই রম্য বারাণসী নগরীতে গমন করিলেন। তিনি অনুকূলা পত্নীর সহিত দুঃখিতচিত্তে পাদচারে গমন করিয়া পুরী প্রবেশ সময়ে দেখিলেন, বিশ্বামিত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাজর্ষে, তোমার যদি নিজের বাক্য স্মরণ থাকে, তবে একমাস পূর্ণ হইল, আমাকে রাজসূয়ের দক্ষিণা প্রদান কর।৬৩ ৬৪।৬৫।৬৬

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে প্রদীপ্ততপঃশালিন্ ব্রাহ্মণ, অদ্যাই একমাস পূর্ণ হইল, এখনও দিনার্দ্ধ অবশিষ্ট রহিয়াছে, অতএব এই কালটুকুমাত্র প্রতীক্ষা করুন, অধিক বিলম্ব করিতে হইবে না।৬৭

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে মহারাজ, তাহাই হউক, আমি পুনর্ব্বার আগমন করিব। যদি অদ্য আমাকে দক্ষিণা না দান করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিব।৬৮

পক্ষিগণ বলিল, এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র গমন করিলেন এবং রাজাও তৎকালে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ইঁহাকে অঙ্গীকৃত দক্ষিণা কিরূপে প্রদান করিব।৬৯

রাজানং ব্যাকুলং দীনং চিন্তয়ানমধোমুখং।
প্রত্যুবাচ তদা পত্নী বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥৭০
রাজন্ জাতমপত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
স মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥৭১
এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য যযৌ মোহং মহীপতিঃ।
প্রতিলভ্য চ সংজ্ঞাং স বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥৭২
মহদ্দুঃখমিদং ভদ্রে যৎত্বমেবং ব্রবীষি মাম্।
ইত্যুক্ত্বা স নরশ্রেষ্ঠো ধিগ্ধিগিত্যসকৃদ্ব্রুবন্।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে মূর্চ্ছয়াভিপরিপ্লুতঃ ॥৭৩
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
দৃষ্ট্বা তু তং হরিশ্চন্দ্রং পতিতং ভুবি মূর্চ্ছিতম্ ॥৭৪
স বারিণা সমভ্যুক্ষ্য রাজানমিদমব্রবীৎ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র তাং দদস্বেষ্টদক্ষিণাম্ ॥৭৫
ঋণং ধারয়তো দুঃখমহন্যহনি বর্দ্ধতে।
দীয়তাং দক্ষিণা সা মে যদি ধর্ম্মমবেক্ষসে ॥৭৬

রাজাকে এইরূপ ব্যাকুলচিত্তে, কাতর ভাবে, অধোমুখে চিন্তা করিতে দেখিয়া, তাঁহার পত্নী বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিলেন, হে রাজন্, আমার গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইয়াছে, সাধুগণ পুত্রের নিমিত্তই দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া যে ধন পাইবেন, তাহাই ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করুন ৭০।৭১

এই কথা শুনিয়া রাজা মোহ প্রাপ্ত হইলেন এবং কিছুকালের পর চেতনা লাভ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা প্রিয়ে! আজ তুমি আমাকে এইরূপ বলিলে, ইহা বড়ই দুঃখের কথা! এই বলিয়া সেই নরশ্রেষ্ঠ রাজা বারম্বার আত্মাকে ধিক্কার দিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন। এই অবকাশে মহাতপা বিশ্বামিত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে মূর্চ্ছিত ও পৃথিবীতে পতিত দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল সিঞ্চন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।৭২।৭৩।৭৪।৭৫

হে রাজেন্দ্র, উঠ উঠ আমাকে যজ্ঞের দক্ষিণা দান কর, কারণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিব প্রতিদিনই দুঃখ বাড়িতে থাকে। হে রাজন্, যদি ধর্ম্মের প্রতি

সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী।
সত্যঞ্চোক্তং পরো ধর্ম্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥৭৭
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥৭৮
অথ বা কিং মমৈতেন সাম্না প্রোক্তেন কারণম্।
অনার্য্যে পাপসঙ্কল্পে ক্রূরে চানৃতবাদিনি।
ত্বয়ি রাজ্ঞি প্রভবতি সদ্ভাবঃ শ্রূয়তাময়ম্॥৭৯
অদ্য মে দক্ষিণাং রাজন্ ন দাস্যতি ভবান্ যদি।
অস্তাচলং প্রযাতেঽর্কে শপ্স্যামি ত্বাং ততো ধ্রুবম্॥৮০
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো রাজা চাসীদ্ভয়াতুরঃ।
ভার্য্যাঽস্য ভূয়ঃ প্রাহেদং ক্রিয়তাং বচনং মম॥৮১
মা শাপানলনির্দগ্ধঃ পঞ্চত্বমুপযাস্যসি।
স তথা চোদ্যমানস্তু রাজা পত্ন্যা পুনঃ পুনঃ।

তোমার দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে আমাকে দক্ষিণা প্রদান কর। সত্য হেতুই সূর্য্য কিরণ দান করেন, সত্যের উপরই ভর করিয়া পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, সত্যই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং সত্যেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সহস্র অশ্বমেধ এবং সত্য একটী তুলা দণ্ড দ্বারা তুলিত করা হইয়াছিল, তৎকালে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্যেরই অধিক গৌরব লক্ষিত হয়। অথবা আমার এরূপ মিষ্ট কথা বলিবার প্রয়োজন কি? তোমার মত অনার্য্য, পাপবুদ্ধি, ক্রূরস্বভাব, মিথ্যাবাদী ও যথেচ্ছাচারী রাজারপ্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করা উচিত, তাহা শ্রবণ কর।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯

হে রাজন্, যদি তুমি অদ্য. সূর্য্য অস্তাচল গমন করিবার পূর্ব্বে, আমাকে দক্ষিণা দান না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিব।৮০

এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ গমন করিলেন, রাজাও ভয়ে বিহ্বল হইলেন, তখন তাঁহার মহিষী আবার বলিলেন, আপনি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য করুন, শাপানলে দগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন না। পত্নী-কর্ত্তৃক বারম্বার এইরূপে উত্তেজিত হইয়া রাজা বলিলেন, প্রিয়ে এই আমি

প্রাহ ভদ্রে করোম্যেষ বিক্রয়ং তব নির্ঘৃণঃ।
নৃশংসৈরপি যৎ কর্ত্তুং ন শক্যং তৎ করোম্যহম্ ॥৮২।৮৩
এবমুক্ত্বা ততো ভার্য্যাং গত্বা নগরমাতুরঃ।
বাষ্পাপিহিতকণ্ঠাক্ষস্ততো বচনমব্রবীৎ ॥৮৪
ভো ভো নাগরিকাঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং বচনং মম।
কিং মাং পৃচ্ছথ কস্ত্বং ভো নৃশংসোঽহমমানুষঃ ॥৮৫
রাক্ষসো বাতিকঠিনস্ততঃ পাপতরোঽপি বা।
বিক্রেতুং দয়িতাং প্রাপ্তো যো ন প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥৮৬
যদি বঃ কস্যচিৎ কার্য্যং দাস্যা প্রাণেষ্টয়া মম।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ সন্ধারয়াম্যহম্ ॥৮৭
অথ বৃদ্ধো দ্বিজঃ কশ্চিদাগত্যাহ নরাধিপম্।
সমর্পয়স্ব মে দাসীমহং ক্রেতা ধনপ্রদঃ ॥৮৮
অস্তি মে বিত্তমস্তোকং সুকুমারী চ মে প্রিয়া।
গৃহকর্ম্ম ন শক্নোতি কর্ত্তুমস্মাৎ প্রযচ্ছ মে ॥৮৯

নির্লজ্জ হইয়া তোমাকে বিক্রয় করিতেছি। অতি কঠোর-হৃদয় মনুষ্যেরাও যে কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, আমি অদ্য তাহাই করিব।৮০।৮১।৮২।৮৩

ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া, রাজা দীনভাবে নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন। হে নগরবাসী মনুষ্যগণ আপনারা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনারা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি কে? আমি অতি নৃশংস, অমানুষ, অথবা অতি-কঠোর-হৃদয়-রাক্ষস, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক পাপকারী। যে হেতু আমি নিজের প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া, আপনার প্রেয়সী ভার্য্যাকে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি আপনাদের মধ্যে কেহ, আমার এই প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দাসী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার জীবন থাকিতে থাকিতে তাহা শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বলুন।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭

অনন্তর একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আগমন করিয়া রাজাকে বলিলেন আমাকে দাসী অর্পণ কর, আমি যথোচিত ধনদান করিয়া ক্রয় করিব। আমি বিপুল ধনের অধিপতি, আমার পত্নী অতি-কোমলাঙ্গী, সে গৃহকর্ম্ম সমুদয় করিতে অক্ষম, এই হেতু আমাকে এই দাসী অর্পণ কর। আমি এই তোমার ভার্য্যার সামর্থ্য, বয়স, রূপ ও চরিত্রের অনুরূপ বিত্ত প্রদান

কর্ম্মণ্যতা-বয়োরূপ-শীলানাং তব যোষিতঃ।
অনুরূপমিদং বিত্তং গৃহাণার্পয় মেঽবলাম্ ॥৯০
ততঃ স বিপ্রো নৃপতের্ব্বল্কলান্তে দৃঢ়ং ধনম্।
বদ্ধা কেশেষথাদায় নৃপপত্নীমকর্ষয়ৎ ॥৯১
রুরোদ রোহিতাশ্বোঽপি দৃষ্ট্বা কৃষ্টান্তু মাতরম্।
হস্তেন বস্ত্রমাকর্ষন্ কাকপক্ষধরঃ শিশুঃ ॥৯২

রাজপত্ন্যুবাচ।

মুঞ্চার্য্য মুঞ্চ তাবন্মাং যাবৎ পশ্যাম্যহং শিশুম্।
দুর্লভং দর্শনং তাত পুনরস্য ভবিষ্যতি ॥৯৩
পশ্যেহি বৎস মামেবং মাতরং দাস্যতাং গতাম্।
মাং মা স্প্রাক্ষী রাজপুত্র অস্পৃশ্যাহং তবাধুনা।
ততঃ স বালঃ সহসা দৃষ্ট্বা কৃষ্টাস্তু মাতরম্।
সমভ্যধাবদম্বেতি রুদন্ সাস্রাবিলেক্ষণঃ ॥৯৪
তমাগতং দ্বিজঃ ক্রোধাদ্বালমভ্যাহনৎ পদা।
বদংস্তথাপি সোঽম্বেতি নৈবামুঞ্চত মাতরম্ ॥৯৫

করিতেছি, গ্রহণ কর, এবং আমাকে এই অবলা প্রদান কর। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ, নৃপতির বল্কলান্তে দৃঢ়রূপে ধন বাঁধিয়া দিয়া, রাজমহিষীর কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল।৮৮৮৯ ৯০ ৯১

স্বীয়জননীকে এইরূপে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া, কাকপক্ষধর, রাজতনয়, বালক, রোহিতাশ্বও মাতার বস্ত্র ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল।৯২

রাজপত্নী বলিলেন, হে আর্য্য, আমাকে অল্পকালের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিউন, আমি একবার এই বালককে দেখিয়া লই, হে তাত! যে হেতু পুনর্ব্বার ইহার দর্শন লাভ আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে। এস, বৎস, তোমার মাতাকে এইরূপ দাসীভাবাপন্ন দর্শন কর। তুমি আর আমাকে স্পর্শ করিও না। হে রাজপুত্র এক্ষণে আমি তোমার অস্পৃশ্যা হইয়াছি। অনন্তর সেই বালক স্বীয়জননীকে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মা, মা, বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বালককে সেইভাবে আগমন করিতে দেখিয়া, ক্রোধে চরণদ্বারা আঘাত করিল, তথাপি সেই বালক 'মা মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, আপনার মাতাকে পরিত্যাগ করিল না।৯৩.৯৪।৯৫

রাজপত্ন্যুবাচ।

প্রসাদং কুরু মে নাথ ক্রীণীষ্বেমঞ্চ বালকম্।
ক্রীতাপি নাহং ভবতো বিনৈনং কার্য্যসাধিকা॥৯৬
ইত্থং মমাল্পভাগ্যায়াঃ প্রসাদ-সুমুখো ভব।
মাং সংযোজয় বালেন বৎসেনেব পয়স্বিনীম্॥৯৭

ব্রাহ্মণ উবাচ।

গৃহ্যতাং বিত্তমেতৎ তে দীয়তাং বালকো মম।
স্ত্রীপুংসোর্ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞৈঃ কৃতমেব হি বেতনম্।
শতং সহস্রং লক্ষঞ্চ কোটিমূল্যং তথাপরৈঃ॥৯৮

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তথৈব তস্য তদ্বিত্তং বদ্ধোত্তরপটে ততঃ।
প্রগৃহ্য বালকং মাত্রা সহৈকস্থমবন্ধয়ৎ॥৯৯
নীয়মানৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাপুত্রৌ স পার্থিবঃ।
বিললাপ সুদুঃখার্ত্তো নিশ্বস্যোষ্ণং পুনঃ পুনঃ॥১০০
যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যো নেন্দুর্ন চ পৃথগ্জনঃ।
দৃষ্টবন্তঃ পুরা পত্নীং সেয়ং দাসীত্বমাগতা॥১০১

রাজমহিষী বলিলেন, হে প্রভো, আমার উপর অনুগ্রহ করুন, এই বালককেও ক্রয় করুন, কারণ এই বালককে ছাড়িয়া আমি আপনা কর্ত্তৃক ক্রীতা হইয়াও, আপনার কার্য্যসাধনে সমর্থা হইব না। আমি এইরূপই অভাগ্যবতী, আমার উপর আপনি প্রসন্ন হউন, দুগ্ধবতী গাভীকে যেমন বৎসের সহিত সংযুক্ত করে, সেইরূপ এই বালকের সহিত আমাকেও সংযুক্ত করুন।৯৬।৯৭

ব্রাহ্মণ বলিল, আমি এই ধন দিতেছি, আমাকে বালক দান কর, ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ, স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েরই যোগ্যতা অনুসারে কেহ শত, কেহ সহস্র, কেহ লক্ষ, আর কেহ বা কোটি মুদ্রা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।৯৮

পক্ষিগণ বলিল, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেই ধনও রাজার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিয়া ঐ ব্রাহ্মণ বালককে লইয়া মাতার সহিত একত্রে আবদ্ধ করিল।৯৯

রাজা, ভার্য্যা ও পুত্রকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে, বারম্বার উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। হায়! পূর্ব্বে যাহাকে বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র এবং অপর মনুষ্যও দেখিতে পায় নাই,

সূর্য্যবংশপ্রসূতোঽয়ং সুকুমারকরাঙ্গুলিঃ।
সম্প্রাপ্তোবিক্রয়ং বালো ধিঙ্‌মামস্তু সুদুর্ম্মতিম্ ॥১০২
হা প্রিয়ে হা শিশো বৎস মমানার্য্যস্য দুর্নয়ৈঃ।
দৈবাধীনাং দশাং প্রাপ্তৌ ন মৃতোঽস্মি তথাপি ধিক্ ॥১০৩
এবং বিলপতো রাজ্ঞঃ স বিপ্রোঽন্তরধীয়ত।
বৃক্ষগেহাদিভিস্তূর্ণং তাবাদায় ত্বরান্বিতঃ ॥১০৪
বিশ্বামিত্রস্ততঃ প্রাপ্তো নৃপং বিত্তমযাচত।
তস্মৈ সমর্পয়ামাস হরিশ্চন্দ্রোঽপি তদ্ধনম্ ॥১০৫
তদ্বিত্তং স্তোকমালোক্য দারবিক্রয়সম্ভবম্।
শোকাভিভূতং রাজানং কুপিতঃ কৌশিকোঽব্রবীৎ ॥১০৬
ক্ষত্রবন্ধো মমেমাং ত্বং সদৃশীং যজ্ঞদক্ষিণাম্।
মন্যসে যদি তৎ ক্ষিপ্রং পশ্য ত্বং মে বলং পরম্ ॥১০৭
তপসোঽত্র সুতপ্তস্য ব্রাহ্মণ্যস্যামলস্য চ।
মৎপ্রভাবস্য চোগ্রস্য শুদ্ধস্যাধ্যয়নস্য চ ॥১০৮

আমার সেই পত্নী আজ দাসীত্ব প্রাপ্ত হইল! এই বালক সূর্য্যবংশপ্রসূত, ইহার হস্তাঙ্গুলিসকল অতি কোমল, ইহাকেও আমি বিক্রয় করিলাম। আমি অত্যন্ত দুর্ম্মতি, আমাকে ধিক্! হা প্রিয়ে! হা শিশো! তোমরা, এই অনার্য্যচরিত আমারই অত্যাচারে এইরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইলে! তথাপি আমি মরিলাম না, আমাকে ধিক্! রাজার এইরূপ বিলাপের প্রতি কর্ণপাত না করিয়াই, সেই ব্রাহ্মণ অত্যুচ্চ বৃক্ষ ও গৃহাদির অন্তরাল দিয়া মহিষী ও রাজপুত্রকে লইয়া সত্বর অন্তর্হিত হইল।১০০।১০১।১০২।১০৩।১০৪

অনন্তর বিশ্বামিত্র সেই স্থানে আসিয়া রাজার নিকট ধন যাচ্ঞা করিলেন। হরিশ্চন্দ্রও সেই সমুদয় অর্থ বিশ্বামিত্রকে অর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র সেই দারা ও পুত্র বিক্রয়ে সংগৃহীত ধন যেন অতি অল্প হইয়াছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করত, ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শোকাভিভূত রাজাকে বলিলেন, রে ক্ষত্রিয়াপসদ! তুই যদি ইহাই আমার অনুরূপ যজ্ঞদক্ষিণা বিবেচনা করিয়া থাকিস, তাহা হইলে শীঘ্রই আমার তপস্যার, নির্ম্মলব্রাহ্মণ্যের, উগ্রপ্রভাবের, এবং বিশুদ্ধ অধ্যয়নের বল দর্শন কর্।১০৫।১০৬।১০৭।১০৮

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

অন্যাং দাস্যামি ভগবন্ কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।
সাম্প্রতং নাস্তি বিক্রীতা পত্নী পুত্রশ্চ বালকঃ॥১০৯

বিশ্বামিত্র উবাচ।

চতুর্ভাগঃ স্থিতো যোঽয়ং দিবসস্য নরাধিপ।
এষ এব প্রতীক্ষ্যো মে বক্তব্যং নোত্তরং ত্বয়া॥১১০

পক্ষিণ উচুঃ।

তমেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রং নিষ্ঠুরং নির্ঘৃণং বচঃ।
তদাদায় ধনং তূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকোযযৌ॥১১১
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা ভয়শোকাব্ধিমধ্যগঃ।
সর্ব্বাকারং বিনিশ্চিত্য প্রোবাচোচ্চৈরধোমুখঃ॥১১২
বিত্তক্রীতেন যো হ্যর্থী ময়া প্রেষ্যেণ মানবঃ।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ তপতি ভাস্করঃ॥১১৩
অথাজগাম ত্বরিতো ধর্ম্মশ্চণ্ডালরূপধৃক্।
দুর্গন্ধো বিকৃতো রুক্ষঃ শ্মশ্রুলো দন্তুরো ঘৃণী॥১১৪

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, ভগবন্, আরও দক্ষিণা দান করিব, কিছুকাল প্রতীক্ষা করুন, এক্ষণে আমার অর্থসঙ্গতি নাই, আমি পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয় করিয়া যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তৎসমুদয়ই আপনাকে দান করিয়াছি।১০৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে নরাধিপ, এই যে দিবসের চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, এতাবন্মাত্র কালই আমি প্রতীক্ষা করিব, তুমি আর কিছু উত্তর করিও না।১১০

পক্ষিগণ বলিল, বিশ্বামিত্র রাজাকে এইরূপ নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় বাক্য বলিয়া ক্রুদ্ধ ভাবে সেই ধন গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া গেলেন।১১১

বিশ্বামিত্র গমন করিলে, রাজা যুগপৎ ভয় ও শোকের সাগরে নিমগ্ন হইয়া সকলের চেষ্টা পরীক্ষা করত, অধোমুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'যদি কোন মনুষ্য আমাকে ধন দ্বারা ক্রীতদাসরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, যে পর্য্যন্ত সূর্য্য অস্তে না যান, সেই সময়ের মধ্যে তিনি আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।১১২।১১৩

অনন্তর ধর্ম্ম, চণ্ডালের বেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর পূতিগন্ধযুক্ত, দেখিতে বিকৃত, কর্কশ, শ্মশ্রুল, দন্তুর, অবজ্ঞার

কৃষ্ণো লম্বোদরঃ পিঙ্গরুক্ষাক্ষঃ পরুষাক্ষরঃ।
গৃহীতপক্ষিপুঞ্জশ্চ শবমাল্যৈরলঙ্কৃতঃ॥১১৫
কপালহস্তো দীর্ঘাস্যো ভৈরবোঽতিবদন্ মুহুঃ।
শ্বগণাভিবৃতো ঘোরো যষ্টিহস্তো নিরাকৃতিঃ॥১১৬

চণ্ডাল উবাচ।

অহমর্থী ত্বয়া শীঘ্রং কথয়স্বাত্মবেতনম্।
স্তোকেন বহুনা বাপি যেন বৈ লভ্যতে ভবান্॥১১৭

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তং তাদৃশমথালক্ষ্য ক্রূরদৃষ্টিং সুনিষ্ঠুরম্।
বদন্তমতিদুঃশীলং কস্ত্বমিত্যাহ পার্থিবঃ॥১১৮

চণ্ডাল উবাচ।

চণ্ডালোঽহমিহাখ্যাতঃ প্রবীরেতি পুরোত্তমে।
বিখ্যাতো বধ্যবধকো মৃতকম্বলহারকঃ॥১১৯

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

নাহং চণ্ডালদাসত্বমিচ্ছেয়ং সুবিগর্হিতম্।
বরং শাপাগ্নিনা দগ্ধো ন চণ্ডালবশং গতঃ।১২০

পাত্র, কৃষ্ণবর্ণ এবং লম্বোদর, চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ ও রুক্ষ এবং বাক্য অতিকর্কশ। তাঁহার একহস্তে কতকগুলি পক্ষী, গলদেশে শবের মাল্য, অপর হস্তে মনুষ্যের কপাল, মুখ লম্বা এবং প্রকৃতি অতি ভীষণ ও নিন্দনীয়। তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্বদাই বাক্য নির্গত হইতেছে, হস্তে একগাছি লাঠিও আছে এবং চারিদিকে কুক্কুরগণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।১১৪।১১৫।১১৬

চণ্ডাল বলিল, আমি তোমার প্রার্থী, অল্পই হউক বা অধিক হউক, যে মূল্যে তুমি আপনাকে বিক্রয় করিবে, সেই মূল্য শীঘ্র বল।১১৭

পক্ষিগণ বলিল, নিতান্ত নিষ্ঠুর, ক্রূর দৃষ্টি, এবং অতিদুর্ব্বাক্যভাষী সেই চণ্ডালকে দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে?১১৮

চণ্ডাল বলিল, আমি এই শ্রেষ্ঠ নগরীতে বাস করি, চণ্ডাল জাতি, আমার নাম প্রবীর, আমি বধ্যদিগের বধ ও মৃতের বস্ত্রাদিগ্রহণ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।১১৯

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, আমি, অতিনিন্দনীয়চণ্ডালদাসত্ব স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না, শাপাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হই, সেও ভাল, তথাপি চণ্ডালের বশীভূত হইব না।১২০

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তস্যৈবং বদতঃ প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ।
কোপামর্ষ-বিবৃত্তাক্ষঃ প্রাহ চেদং নরাধিপম্ ॥১২১

চণ্ডালোঽয়মনল্পং তে দাতুং বিত্তমুপস্থিতঃ।
কস্মান্ন দীয়তে মহ্যমশেষা যজ্ঞদক্ষিণা ॥১২২

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ সূর্য্যবংশোত্থমাত্মানং বেদ্মি কৌশিক।
কথং চণ্ডালদাসত্বং গমিষ্যে বিত্তকামুকঃ ॥১২৩

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি চণ্ডালবিত্তং ত্বমাত্মবিক্রয়জং মম।
ন প্রদাস্যসি কালেন শপ্স্যামি ত্বামসংশয়ম্ ॥১২৪

পক্ষিণ ঊচুঃ।

হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা চিন্তাবস্থিতজীবিতঃ।
প্রসীদেতি বদন্ পাদাবৃষের্জগ্রাহ বিহ্বলঃ ॥১২৫

পক্ষিগণ বলিল, রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেই তপোনিধি বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধ ও অমর্ষে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রাজাকে বলিলেন। এই চণ্ডাল তোমাকে অধিক ধন দান করিতে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে যজ্ঞের দক্ষিণা নিঃশেষ করিয়া কেন না দিতেছ? ১২১।১২২

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্ কৌশিক, আমি আপনাকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া অভিমান করি। অতএব ধনলোভে কিরূপে চণ্ডালের দাসত্ব প্রাপ্ত হইব? ১২৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি তুমি চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক যথাকালে আমাকে না প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিব। ১২৪

পক্ষিগণ বলিল, অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র চিন্তাক্রান্ত হইয়া ব্যাকুল ভাবে "প্রসন্ন হউন" বলিয়া বিশ্বামিত্রের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ১২৫

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দাসোঽস্ম্যার্ত্তোঽস্মি ভীতোঽস্মি ত্বদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ।
কুরু প্রসাদং বিপ্রর্ষে কষ্টশ্চণ্ডাল-সঙ্করঃ॥১২৬
ভবেয়ং বিত্তশেষেণ সর্ব্বকর্ম্মকরো বশঃ।
তবৈব মুনিশার্দ্দূল প্রেষ্যশ্চিত্তানুবর্ত্তকঃ॥১২৭

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি প্রেষ্যো মম ভবান্ চণ্ডালায় ততো ময়া।
দাসভাবমনুপ্রাপ্তো দত্তো বিত্তার্ব্বুদেন বৈ॥১২৮

পক্ষিণ উচুঃ।

এবমুক্তে তদা তেন শ্বপাকো হৃষ্টমানসঃ।
বিশ্বামিত্রায় তদ্‌দ্রব্যং দত্ত্বা বদ্ধা নরেশ্বরম্॥১২৯
দণ্ডপ্রহার-সম্ভ্রান্ত-মতীবব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্।
ইষ্টবন্ধু-বিয়োগার্ত্তমনয়ন্নিজপত্তনম্॥১৩০
হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা বসংশ্চণ্ডাল-পত্তনে।
প্রাতর্মধ্যাহ্ণ-সময়ে সায়ঞ্চৈতদগায়ত॥১৩১

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে বিপ্রর্ষে, আমি আপনার দাস, শরণাগত, ভীত এবং আপনার বিশেষ ভক্ত, আমার উপর অনুগ্রহ করুন, চণ্ডালের সম্পর্ক অতিকষ্টকর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি অবশিষ্ট ধনের নিমিত্ত আপনারই সকল কর্ম্মনির্ব্বাহক, চিত্তানুবর্ত্তী, বশীভূত ভৃত্য হইব।১২৬।১২৭

বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি তুমি আমারই দাস হইলে, তবে আমি এক্ষণে অর্ব্বুদমুদ্রা লইয়া তোমাকে এই চণ্ডালের নিকট দাসরূপে বিক্রয় করিলাম।১২৮

পক্ষিগণ বলিল, বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে, সেই চণ্ডাল হৃষ্টচিত্তে বিশ্বামিত্রকে সেই পরিমাণে ধন দান করিয়া, চিরপ্রেমাস্পদ-বন্ধুগণের বিয়োগে ব্যাকুলহৃদয়, সেই রাজাকে বাঁধিয়া, দণ্ড প্রহার করিতে করিতে আপনার নগরে লইয়া যাইল।১২৯।১৩০

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র, চণ্ডাল নগরে বাস করত, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ণ এবং সায়ং-কালে এই বলিয়া খেদ করিতেন। হায়! সেই দীনমুখী বালা মহিষী, মলিনমুখ বালক তনয়কে সম্মুখে দেখিয়া, দুঃখে কাতর চিত্তে, অবশ্যই আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতেছেন! এবং হয়ত, মনে মনে ভাবিতেছেন, রাজা কোন দিন ধন

বালা দীনমুখী দৃষ্ট্বা বালং দীনমুখং পুরঃ।
মাং স্মরত্যসুখাবিষ্টা মোচয়িষ্যতি নৌ নৃপঃ।
উপাত্তবিত্তো বিপ্রায় দত্ত্বা বিত্তমতোঽধিকম্ ॥১৩২
ন সা মাং মৃগশাবাক্ষী বেত্তি পাপতরং কৃতম্ ॥১৩৩
রাজ্যনাশঃ সুহৃৎত্যাগো ভার্য্যাতনয়-বিক্রয়ঃ।
প্রাপ্তা চণ্ডালতা চেয়মহো দুঃখপরম্পরা ॥১৩৪
এবং স নিবসন্ নিত্যং সস্মার দয়িতং সুতম্।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমামিষ্টাং হৃতসর্ব্বস্ব আতুরঃ ॥১৩৫
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মৃতচেলাপহারকঃ।
হরিশ্চন্দ্রোঽভবদ্রাজা শ্মশানে তদ্বশানুগঃ ॥১৩৬
চণ্ডালেনানুশিষ্টশ্চ মৃতচেলাপহারিণা।
শবাগমনমন্বিচ্ছন্নিহ তিষ্ঠ দিবানিশম্ ॥১৩৭
ইদং রাজ্ঞেঽপি দেয়ঞ্চ ষড়্ভাগন্তু শবং প্রতি।
ত্রয়স্তু মম ভাগাঃ স্যুর্দ্বৌ ভাগৌ তব বেতনম্ ॥১৩৮

লাভ করিয়া, এই ব্রাহ্মণ আমাদিগের মূল্যস্বরূপ যে ধন দিয়াছেন, ইহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক ধন প্রত্যর্পণ করিয়া, আমাদিগকে নিশ্চয়ই মুক্ত করিবেন! কিন্তু সেই মৃগশাবাক্ষী, আমি যে কিরূপ বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছি, তাহা জানিতেছেন না! রাজ্যনাশ, বন্ধুবিয়োগ, ভার্য্যা ও পুত্র বিক্রয় আর পরিশেষে এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি, হায়! আমার উত্তরোত্তর কেবল দুঃখই বর্দ্ধিত হইয়াছে! সেই হৃতসর্ব্বস্ব, আতুর রাজা চণ্ডালনগরে নিবাস করত এইরূপে প্রিয়পুত্র এবং আত্মানুরাগিণী প্রেয়সী ভার্য্যাকে স্মরণ করিতেন।১৩১।১৩২।১৩৩।১৩৪।১৩৫

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে চণ্ডালের বশতা প্রাপ্ত, সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে মৃত দিগের বস্ত্র সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মৃত-বস্ত্রাপহারী চণ্ডাল তাঁহাকে শ্মশানে থাকিয়া দিবারাত্র শবাগমনের প্রতীক্ষা করিতে বলিয়াছিল। এবং ইহাও বলিয়াছিল, যে, প্রত্যেক শবের বস্ত্রাদি হইতে যে লাভ হইবে, তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিতে হইবে, তিন ভাগ আমি গ্রহণ করিব এবং অবশিষ্ট দুইভাগ তোমার বেতন হইবে। এইরূপে চণ্ডাল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজা, বারাণসীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত শবসমূহের আলয়ভূত শ্মশানে গমন করিলেন। সেই শ্মশান শত শত শিবাদ্বারা পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বদা ভীষণধ্বনিপূর্ণ, শবমস্তকে সমাকীর্ণ, দুর্গন্ধ, চিতাধূমে আবৃত, পিশাচ

ইতি প্রতি সমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্।
দিশন্তু দক্ষিণাং যত্র বারাণস্যাং স্থিতং তদা॥১৩৯
শ্মশানং ঘোরসংনাদং শিবাশত-সমাকুলম্।
শবমৌলিসমাকীর্ণং দুর্গন্ধং বহুধূমকম্॥১৪০
পিশাচ ভূত-বেতাল ডাকিনী-যক্ষ-সঙ্কুলম্।
গৃধ্র-গোমায়ু-সঙ্কীর্ণং শ্ববৃন্দপরিবারিতম্॥১৪১
অস্থিসঙ্ঘাতসঙ্কীর্ণং মহাদুর্গন্ধসঙ্কুলম্।
নানামৃত-সুহৃন্নাদ-রৌদ্রকোলাহলাকুলম্॥১৪২
হা পুত্র মিত্র হা বন্ধো ভ্রাতর্বৎস প্রিয়াদ্য মে।
হা পতে ভগিনি মাতর্হা মাতুল পিতামহ॥১৪৩
মাতামহ পিতঃ পৌত্র ক্ব গতোঽস্যেহি বান্ধব।
ইত্যেবং বদতাং যত্র ধ্বনিঃ সংশ্রূয়তে মহান্॥১৪৪
স রাজা তত্র সম্প্রাপ্তো দুঃখিতঃ শোচনোদ্যতঃ।
হা ভৃত্যা মন্ত্রিণো বিপ্রাঃ ক্ব তদ্রাজ্যং বিধে গতম্॥১৪৫
হা শৈব্যে পুত্র হা বাল মাং ত্যক্ত্বা মন্দভাগ্যকম্।
বিশ্বামিত্রস্য দোষেণ গতাঃ কুত্রাপি তে মম॥১৪৬

ভূত, বেতাল, ডাকিনী, ও যক্ষগণে বেষ্টিত, গৃধ্র, গোমায়ু ও কুক্কুরসমূহে পরিবৃত, চারিদিকে অস্থিসমূহে আকীর্ণ, তীব্রপূতিগন্ধযুক্ত, বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ এবং মৃতব্যক্তিদিগের নানাবিধ সুহৃদ্গণের ভীষণ আর্ত্তনাদে আকুলিত। সেই স্থানে সর্ব্বদা হা পুত্র! হা মিত্র! হা বন্ধো! হা ভ্রাতঃ! হা বৎস! হা পতে! হা ভগিনি! হা মাতঃ! হা মাতুল! হা পিতামহ! হা মাতামহ! হা পিতঃ! হা পৌত্র! হা বান্ধব! অদ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ? একবার আইস, এইরূপ ক্রন্দনকারীদিগের সুমহান্ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইয়া থাকে।১৩৬।১৩৭।১৩৮.১৩৯।১৪০।১৪১ ১৪২।১৪৩ ১৪৪

সেই রাজা, সেই স্থানে গমন করিয়া, দুঃখিতান্তঃকরণে আপনার দশার উপর এরূপ অনুতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, হা ভৃত্যগণ! হা মন্ত্রিগণ! হা বিপ্রগণ! হা বিধাতঃ! আমার সেই রাজ্য কোথায় গিয়াছে। হা মহিষি! শৈব্যে! হা বালকপুত্র! হায়! বিশ্বামিত্রের দোষে ইহারা সকলে এই ভাগ্যহীন হরিশ্চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিয়াছে! এইরূপ চিন্তা করত এবং সেই স্থানে বারম্বার চণ্ডালের আদেশমত কার্য্য করত সেই রাজা ক্রমশঃ

ইত্যেবং চিন্তয়ংস্তত্র চণ্ডালোক্তং পুনঃ পুনঃ।
মলিনো রুক্ষসর্ব্বাঙ্গঃ কেশবান্ গন্ধবান্ ধ্বজী ॥১৪৭
লকুটী কালকল্পশ্চ ধাবংশ্চাপি ততস্ততঃ।
অস্মিন্ শব ইদং মূল্যং প্রাপ্তং প্রাপ্স্যামি চাপ্যত ॥১৪৮
ইদং মম ইদং রাজ্ঞে মুখ্যচণ্ডালকে ত্বিদম্।
ইতি ধাবন্ দিশো রাজা জীবন্ যোন্যন্তরং গতঃ ॥১৪৯
জীর্ণকর্পট-সুগ্রন্থি-কৃতকন্থা-পরিগ্রহঃ।
চিতাভস্মরজো-লিপ্ত-মুখবাহূদরাঙ্ঘ্রিকঃ ॥১৫০
নানামেদো-বসা-মজ্জলিপ্তপাণ্যঙ্গুলিঃ শ্বসন্।
নানাশবোদন-কৃতাহারতৃপ্তিপরায়ণঃ ॥১৫১
তদীয়মাল্য-সংশ্লেস-কৃতমস্তকমণ্ডনঃ।
ন রাত্রৌ ন দিবা শেতে হাহেতি প্রবদন্ মুহুঃ।
এবং দ্বাদশ মাসাস্তু নীতাঃ শতসমোপমাঃ ॥১৫২
অথাজগাম স্বসুতং মৃতমাদায় লাপিনী।

মলিন, রুক্ষাকৃতি, দীর্ঘকেশবিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইলেন। তিনি দেখিতে যমের ন্যায় হইলেন এবং ধ্বজা ও লকুট গ্রহণ করিয়া সেই শ্মশানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই শবে এই মূল্য লাভ হইয়াছে, আরও কিছু পাওয়া যাইবে, ইহার মধ্যে আমি এত পাইব, রাজাকে এই দিতে হইবে, এবং মুখ্য চণ্ডালকে এই দিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করত শ্মশানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই রাজার জীবিত অবস্থাতেই যেন জন্মান্তর লাভ হইল।১৪৫।১৪৬।১৪৭।১৪৮।১৪৯

তিনি জীর্ণবস্ত্র সকল গ্রন্থি দিয়া পরিধান করিতে লাগিলেন। মৃতদিগের কন্থাদ্বারা শরীর আবরণ করিতে লাগিলেন। চিতাভস্মের রজদ্বারা মুখ, বাহু, উদর, ও অঙ্ঘ্রি লেপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তাঙ্গুলিতে নানাপ্রকার মেদ, বসা, ও মজ্জার লেপ সংলগ্ন হইল। তিনি শবসমূহের উদ্দেশে প্রদত্ত ওদন আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। এবং শবের মাল্য দ্বারা মস্তকের ভূষণ সম্পাদন করিতে লাগিলেন, এইরূপ অবস্থায় তিনি দিন ও রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন, একবারও শয়ন করিতেন না, মুখে সর্ব্বদা হাহা রব করিতেন, এইরূপে একশতবৎসরের তুল্য দীর্ঘ দ্বাদশ মাস অতীত হইল।১৫০।১৫১।১৫২

ভার্য্যা তস্য নরেন্দ্রস্য সর্পদষ্টং হি বালকম্ ॥১৫৩
হা বৎস হা সুত শিশো ইত্যেবং বদতী মুহুঃ।
কৃশা-বিবর্ণা বিমনাঃ পাংশুধ্বস্তশিরোরুহা ॥১৫৪
স তাং রোরুদতীং ভার্য্যাং নাভ্যজানাত্তু পার্থিবঃ।
চিরপ্রবাস-সন্তপ্তাং পুনর্জাতামিবাবলাম্ ॥১৫৫
সাপি তং চারুকেশান্তং পুরা দৃষ্ট্বা জটালকম্।
নাভ্যজানান্নৃপসুতা শুষ্কবৃক্ষোপমং নৃপম্ ॥১৫৬
সোঽপি কৃষ্ণপটে বালং দৃষ্ট্বাশীবিষপীড়িতম্।
নরেন্দ্র-লক্ষণোপেতং চিন্তামাপ নরেশ্বরঃ ॥১৫৭
স্মৃতিমভ্যাগতোবালো রোহিতাশ্বোঽজলোচনঃ।
সোঽপ্যেতামেব মে বৎসো বয়োঽবস্থামুপাগতঃ।
নীতো যদি ন ঘোরেণ কৃতান্তেনাত্মনো বশম্ ॥১৫৮

রাজপত্ন্যুবাচ।

হা বৎস কস্য পাপস্য অপধ্যানাদিদং মহৎ।
দুঃখমাপতিতং ঘোরং যস্যান্তো নোপলভ্যতে ॥১৫৯

অনন্তর তাঁহার ভার্য্যা সর্পদংশনে মৃত, স্বকীয় বালক পুত্রকে গ্রহণ করিয়া হা পুত্র! হা বৎস! হা শিশো! এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি কৃশা, মলিনা, দুঃখিতহৃদয়া, হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কেশকলাপ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত সেই রাজা, বহুকালব্যাপিবিরহে সন্তপ্তা, সুতরাং যেন জন্মান্তর প্রাপ্তা, রোরুদ্যমানা সেই মহিষীকে চিনিতে পারেন নাই।১৫৩।১৫৪।১৫৫

মহিষীও পূর্ব্বে তাঁহাকে সুন্দর কেশে সুশোভিত দেখিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে জটাযুক্ত এবং শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় বিকৃতি প্রাপ্ত সেই রাজাকে চিনিতে পারেন নাই।১৫৬

সেই রাজারও, কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত, রাজচিহ্নযুক্ত, সর্পদংশনে মৃত বালককে দেখিয়া, নিজের বালক পদ্মনেত্র রোহিতাশ্ব স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, যদি নৃশংস কৃতান্ত আমার পুত্রকে নিজের বশে না লইয়া থাকে, তাহা হইলে, সেও এতদিন নিশ্চয়ই এইরূপ বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে।১৫৭।১৫৮

এমন সময়ে রাজপত্নী এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, হা বৎস! আমার

হা নাথ রাজন্ ভবতা মামনাশ্বাস্য দুঃখিতাম্।
কাপি সন্তিষ্ঠতা স্থানে বিশ্রব্ধং স্থীয়তে কথম্॥১৬০
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়-বিক্রয়ঃ।
হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধে ন কৃতং ত্বয়া॥১৬১
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা স্বস্থানতশ্চ্যুতঃ।
প্রত্যভিজ্ঞায় দয়িতাং পুত্রঞ্চ নিধনং গতম্॥১৬২
কষ্টং শৈব্যেয়মেষা হি স বালোঽয়মিতীরয়ন্।
রুরোদ দুঃখসন্তপ্তো মূর্চ্ছামভিজগাম চ॥১৬৩
সা চ তং প্রত্যভিজ্ঞায় তামবস্থামুপাগতম্।
মূর্চ্ছিতা নিপপাতার্ত্তা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে॥১৬৪
চেতঃ সম্প্রাপ্য রাজেন্দ্রো রাজপত্নী চ তৌ সমম্।
বিলেপতুঃ সুসন্তপ্তৌ শোকভারাবপীড়িতৌ॥১৬৫
রাজোবাচ।
প্রিয়ে ন রোচয়ে দীর্ঘং কালং ক্লেশমুপাসিতুম্।
নাত্মায়ত্তশ্চ তন্বঙ্গি পশ্য মে মন্দভাগ্যতাম্।

কোন পাপের পরিণামে এই ঘোর মহৎ দুঃখ আপতিত হইয়াছে! যাহার শেষ দৃষ্ট হইতেছে না। হা নাথ, হা নৃপতে, আপনি এমন সময় এতাদৃশ-দুঃখ-ভাগিনী আমাকে সান্ত্বনা না করিয়া কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন? রাজ্যনাশ, বন্ধুবিয়োগ, ভার্য্যাপুত্র-বিক্রয়, এই সকলই সঙ্ঘটিত হইয়াছে, অতএব হে বিধাতঃ রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের আর কি করিতে বাকী রাখিয়াছ?১৫৯।১৬০।১৬১

রাজ্ঞীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা তাঁহাকে নিজের দয়িতা এবং স্বকীয় পুত্র নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, স্বস্থান হইতে চ্যুত হইলেন। হায় কি কষ্ট! এই সেই শৈব্যা! সেই বালকও এই! এইরূপ বলিতে বলিতে, রাজা রোদন করিতে লাগিলেন এবং দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজ্ঞীও তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত রাজাকে জানিতে পারিয়া আর্ত্ত, মূর্চ্ছিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। অনন্তর সেই রাজেন্দ্র এবং রাজপত্নী যুগপৎ চৈতন্য লাভ করিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত ও অত্যন্ত সন্তপ্ত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন।১৬২।১৬৩।১৬৪।১৬৫

রাজা বলিলেন, হে প্রিয়ে, আমি আর অধিক কাল এরূপ ক্লেশ ভোগ

চণ্ডালেনাননুজ্ঞাতঃ প্রবেক্ষ্যে জ্বলনং যদি।
চণ্ডাল-দাসতাং যাস্যে পুনরপ্যন্যজন্মনি ॥
নরকে চ পতিষ্যামি কীটককৃমিভোজনঃ।
বৈতরণ্যাং মহাপূয়-বসাসৃক্-স্নায়ুপিচ্ছিলে ॥
অসিপত্র-বনং প্রাপ্য ছেদং প্রাপ্স্যামি দারুণম্।
তাপং প্রাপ্স্যামি বা প্রাপ্য মহারৌরব-রৌরবৌ ॥
মগ্নস্য দুঃখজলধৌ পারঃ প্রাণ-বিয়োজনম্।
একোঽপি বালকো যোঽয়মাসীদ্বংশকরঃ সুতঃ ॥
মম দৈবাম্বুবেগেন মগ্নঃ সোঽপি বলীয়সা।
কথং প্রাণান্ বিমুঞ্চামি পরায়ত্তোঽস্মি দুর্গতঃ ॥১৬৬
অথবা নার্ত্তিনা ক্লিষ্টো নরঃ পাপমবেক্ষতে।
তির্য্যক্ত্বে নাস্তি তদ্দুঃখং নাসিপত্রবনে তথা।
বৈতরণ্যাং কুতস্তাদৃগ্ যাদৃশং পুত্রবিপ্লবে ॥১৬৭

করিতে রুচি করিনা, কিন্তু হে তন্বঙ্গি, আমার নিজের উপর ও প্রভুতা নাই, আমার অভাগ্য দেখ! যদি আমি চণ্ডালের নিকট হইতে অনুজ্ঞা না লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করি, তাহা হইলে অন্য জন্মে আবার চণ্ডালের দাসত্ব প্রাপ্ত হইব। কেবল তাহা নহে, বৈতরণী নদীর তীরে মহাপূয়, বসা, অসৃক্ ও স্নায়ু দ্বারা পিচ্ছিল নরকে পতিত হইয়া কীট ও কৃমি ভোজন করিতে থাকিব। অসিপত্র নামক নরকে যাইয়া দারুণ ছেদ প্রাপ্ত হইব, রৌরব ও মহারৌরব নরক প্রাপ্ত হইয়া তাপ প্রাপ্ত হইব। এই দুঃখ সাগরের মৃত্যুই পার। কারণ যে বালক আমার এক মাত্র বংশধর পুত্র ছিল, আমার দুর্দ্দৈবরূপ জলের প্রবল বেগে সেই বালকও মগ্ন হইল! আমি পরের আয়ত্ত, সুতরাং এরূপ দুর্গত অবস্থাতেও কিরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করি। অথবা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি পাপের প্রতি লক্ষ্য করে না। তির্য্যগ্ যোনিতে পতিত হইলে, অসিপত্রবননামক নরকে বা বৈতরণীতে মগ্ন হইলেও সেরূপ দুঃখ হয় না, পুত্র বিয়োগে যেরূপ দুঃখ হয়। সেই আমি পুত্রের শরীর দ্বারা প্রদীপ্ত হুতাশনে নিপতিত হইব, অতএব হে তন্বঙ্গি, আমি যদি কোন পাপ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করিও। হে শুচিস্মিতে, তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি ব্রাহ্মণের গৃহে গমন কর এবং শ্রদ্ধা

সোঽহং স্বতশরীরেণ দীপ্যমান-হুতাশনে।
নিপতিষ্যামি তন্বঙ্গি ক্ষন্তব্যং কুকৃতং মম ॥১৬৮
অনুজ্ঞাতা চ গচ্ছ ত্বং বিপ্রবেশ্ম শুচিস্মিতে।
মম বাক্যঞ্চ তন্বঙ্গি নিবোধাদৃতমানসা ॥১৬৯
যদি দত্তং যদি হুতং গুরবো যদি তোষিতাঃ।
পরত্র সঙ্গমো ভূয়াৎ পুত্রেণ সহ চ ত্বয়া ॥১৭০
ইহ লোকে কুতস্ত্বেতদ্ভবিষ্যতি মমেপ্সিতম্।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়ো গমনং পুত্রমার্গণে ॥১৭১
যন্ময়া হসতা কিঞ্চিদ্রহস্যে বা শুচিস্মিতে।
অশ্লীলমুক্তং তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তব্যং মম যাচতঃ ॥১৭২
রাজপত্নীতি গর্ব্বেণ নাবজ্ঞেয়ঃ স তে দ্বিজঃ।
সর্ব্বযত্নেন তে তোষ্যঃ স্বামিদৈবতবচ্ছুভে ॥১৭৩

রাজপত্ন্যুবাচ।

অহমপ্যত্র রাজর্ষে দীপ্যমানে হুতাশনে।
দুঃখভারাসহাদ্যৈব সহ যাস্যামি বৈ ত্বয়া ॥১৭৪

পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। যদি আমি কিছু দান করিয়া থাকি, হবন করিয়া থাকি অথবা গুরুগণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকি, তাহা হইলে পরকালে পুত্র ও তোমার সহিত পুনর্ব্বার সঙ্গম হইবে।১৬৬।১৬৭।১৬৮।১৬৯।১৭০

ইহ লোকে তোমার সহিত আমার অভীষ্ট মিলন হইবার আর কোন উপায় নাই, সুতরাং এই অবস্থায় পুত্রের অন্বেষণে গমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হে শুচিস্মিতে, যদি আমি উপহাসের সময় অথবা রহস্যে তোমাকে কিছু অশ্লীল বলিয়া থাকি, তাহা হইলে, আমি প্রার্থনা করিতেছি, তুমি উহা ক্ষমা কর। তুমি আপনাকে রাজপত্নী ভাবিয়া, সেই অহঙ্কারে যেন সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিওনা, তুমি সর্ব্ব প্রকারে স্বামী ও দেবতার ন্যায় তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিবে।১৭১।১৭২।১৭৩

রাজপত্নী বলিলেন হে রাজর্ষে, আমিও দুঃখভার সহনে অসমর্থ সুতরাং অদ্য আপনার সহিতই প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিব।১৭৪

পক্ষিণ উচুঃ।

ততঃ কৃত্বা চিতাং রাজা আরোপ্য তনয়ং স্বকম্।
ভার্য্যয়া সহিতশ্চাসৌ বদ্ধাঞ্জলিপুটস্তদা।
চিন্তয়ন্ পরমাত্মানমীশং নারায়ণং হরিম্।
হৃৎকোটরগুহাসীনং বাসুদেবং সুরেশ্বরম্।
অনাদিনিধনং ব্রহ্ম কৃষ্ণং পীতাম্বরং শুভম্॥১৭৬
তস্য চিন্তয়মানস্য সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
ধর্ম্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুস্ত্বরান্বিতাঃ॥১৭৭
আগত্য সর্ব্বে প্রোচুস্তে ভো ভো রাজন্ শৃণু প্রভো।
অয়ং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্॥১৭৮
সাধ্যাশ্চ বিশ্বে মরুতো লোকপালাঃ সবাহনাঃ।
নাগাঃ সিদ্ধাশ্চ গন্ধর্ব্বা রুদ্রাশ্চৈব তথাশ্বিনৌ।
এতে চান্যে চ বহবো বিশ্বামিত্রস্তথৈবচ॥১৭৯

ধর্ম্ম উবাচ।

মা রাজন্ সাহসং কার্ষীর্ধর্ম্মোঽহং ত্বামুপাগতঃ।
তিতিক্ষা-দম-সত্যাদ্যৈঃ সদ্গুণৈঃ পরিতোষিতঃ॥১৮০

পক্ষিগণ বলিল, অনন্তর, রাজা চিতারচনা করিয়া তাহাতে নিজের তনয়কে স্থাপিত করিলেন। তদনন্তর ভার্য্যার সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে হৃদয়-কোটররূপ-গুহামধ্যে আসীন, অনাদি. অনন্ত, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পীতাম্বর, শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৭৫।১৭৬

রাজা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিমগ্ন হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ ধর্ম্মকে অগ্রে লইয়া সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে সেই স্থানে আগমন করিয়া বলিলেন, হে রাজন্, শ্রবণ কর, ইনি সাক্ষাৎ পিতামহ, ইনি স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্ম, আর ইহাঁরা সাধ্য, বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, স্বস্ববাহনে আরূঢ়লোকপালগণ, নাগগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, দ্বাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ সকলেই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, বিশ্বামিত্রও আসিয়াছেন।১৭৭।১৭৮।১৭৯

ধর্ম্ম বলিলেন, হে রাজন্, এরূপ সাহসের কার্য্য করিবেন না, আমি ধর্ম্ম, আপনার তিতিক্ষা, দম ও সত্যাদি সদ্গুণে সন্তুষ্ট হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।১৮০

ইন্দ্র উবাচ।

হরিশ্চন্দ্র মহাভাগ প্রাপ্তঃ শক্রোঽস্মি তেঽন্তিকম্।
ত্বয়া সভার্য্যপুত্রেণ জিতা লোকাঃ সনাতনাঃ ॥১৮১
আরোহ ত্রিদিবং রাজন্ ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ।
সুদুষ্প্রাপং নরৈরন্যৈর্জ্জিতমাত্মীয়কর্ম্মভিঃ ॥১৮২

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ততোঽমৃতময়ং বর্ষমপমৃত্যুবিনাশনম্।
ইন্দ্রঃ প্রাসৃজদাকাশাচ্চিতাস্থানগতঃ প্রভুঃ ॥১৮৩
পুষ্পবর্ষঞ্চ সুমহৎ দেবদুন্দুভিনিস্বনম্।
ততস্ততো বর্ত্তমানে সমাজে দেবসঙ্কুলে ॥১৮৪
সমুত্তস্থৌ ততঃ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুকুমারতনুঃ সুস্থঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ ॥১৮৫

ইন্দ্র বলিলেন, হে মহাভাগ, হরিশ্চন্দ্র, আমি ইন্দ্র আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, আপনি ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত সনাতন লোক সকল জয় করিয়াছেন, হে রাজন্, আপনি ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত নিজ কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত, অন্য মনুষ্যের দুষ্প্রাপ্য, সুরলোকে আরোহণ করুন।১৮১।১৮২

পক্ষিগণ বলিল, অনন্তর প্রভাবসম্পন্ন, ইন্দ্র চিতাসমীপে গমন করিয়া আকাশ হইতে অপমৃত্যুর বিনাশক অমৃত বর্ষণ করিলেন।১৮৩

তাহার পর, দেবদুন্দুভি-নিনাদের সহিত সুমহৎ পুষ্পবর্ষণও হইল। তৎপরে দেবগণপরিপূর্ণসভাস্থলে সেই মহাত্মা রাজপুত্র পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সুকুমার শরীরে, সুস্থভাবে এবং প্রসন্নচিত্তে মৃত্যুশয্যা হইতে উত্থিত হইলেন।১৮৪।১৮৫

দেবী-মাহাত্ম্য।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্‌গদতো মম ॥১
স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥২
তস্য পালয়তঃ সম্যক্‌ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্‌।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥৩
তস্য তৈরভবদ্‌-যুদ্ধ-মতি প্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ ॥৪
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥৫
অমাত্যৈর্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥৬
ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্‌ ॥৭

সূর্য্যের পুত্র সাবর্ণি-নামে যে অষ্টম মনু হইবেন, আমি তাঁহার, উৎপত্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশ-প্রসূত সুরথ নামক নৃপ নিখিলধরামণ্ডলের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রকৃতি মণ্ডলকে সম্যক্‌রূপে পালন করিতেন। কোন সময় কোলাবিধ্বংসিনামক রাজাদিগের সহিত তাঁহার শত্রুতা হইল। ক্রমে উহা-দিগের সহিত যুদ্ধও বাধিল। তিনি প্রচণ্ডদোর্দণ্ডান্বিত হইয়াও সেই হীনবল-দিগের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন।১।২।৩।৪

অনন্তর, নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, কেবল সেইস্থানেরই আধিপত্য করিতে লাগিলেন। সেই মহাভাগ নরপতি, নিজপুরে থাকিয়াও সেই প্রবল শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন, সেই অবসরে প্রবল-বলশালী দুষ্ট, দুরাত্মা সেই অমাত্যগণ ঐ দুর্ব্বল রাজার ধনাগার এবং সৈন্য সকল আত্মসাৎ করিল। তখন সেই হৃতসর্ব্বস্ব নরপতি, একক একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়াছলে

স তত্রাশ্রম-মদ্রাক্ষীদ্‌দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ ॥৮
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে।
সোঽচিন্তয়ৎ তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥৯
মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥১০
ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥১১
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥১২
অসম্যগ্‌ব্যয়-শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥১৩
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥১৪

গহন বনে পলায়ন করিলেন। এবং সেই বন-মধ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধস্ মুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমে সেই মুনি কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি ঐ আশ্রমের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করত মমতায় আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া, এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।৫।৬।৭।৮।৯

পূর্ব্বে, আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত সেই রাজধানী, এক্ষণে আমি পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, আমার সেই অসদ্বৃত্ত ভৃত্যগণ দ্বারা ন্যায়তঃ প্রতিপালিত হইতেছে কি না? আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সর্ব্বদা মদমত্ত প্রধান নামক আমার সেই বলবান্ হস্তীটি, এক্ষণে আমার শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়া কীদৃশ ভোগ লাভ করিতেছে। যে সকল মনুষ্য অনুগ্রহ, ধন এবং ভোজন লাভের প্রত্যাশায় সর্ব্বদা আমার অনুগত ছিল, এক্ষণে নিশ্চয়, তাহারা অপর রাজাদিগের অনুবৃত্তি করিতেছে। সেই সকল অবিবেকী শত্রুগণ সর্ব্বদা অন্যায় ব্যয় করিয়া অতি দুঃখে সঞ্চিত সেই ধনরাশি অতি অল্পদিনের মধ্যেই, বোধ হয়, নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবে। সেই রাজা এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়, সেই ব্রাহ্মণের আশ্রমসমীপে একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন।১০।১১।১২।১৩।১৪

স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ।
স শোক ইব কস্মাৎ ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥১৫
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্ ॥১৬
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥১৭
বিহীনশ্চ ধনৈর্দ্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥১৮
সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলা-কুশলাত্মিকাম্।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥১৯
কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেম-মক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্।
কথং তে কিন্নু সদ্বৃত্তাঃ দুর্ব্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ ॥২০
রাজোবাচ।
যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহ-মনুবধ্নাতি মানসম্ ॥২১

তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? এই স্থানে আগমনের কারণই বা কি? আপনাকে শোকযুক্ত এবং বিমনায়মান দেখিতেছি কেন? প্রণয়পূর্ব্বকজিজ্ঞাসিত, ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই বৈশ্য সবিনয়ে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, আমি বৈশ্য জাতীয়, আমার নাম সমাধি, আমি ধনীর কুলে উৎপন্ন। ধনের লোভে অসাধু চরিত স্ত্রী, ও পুত্রগণ কর্ত্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাষিত হইয়াছি, পুত্র ও দারগণ আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করায় আমি ধনহীন হইলে, আপ্তবন্ধুগণ, ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং দুঃখিত চিত্তে এই বনে আগমন করিয়াছি .১৫।১৬ ১৭।১৮

আমি এক্ষণে এই স্থানে অবস্থিত হইয়া, পুত্র, দার এবং স্বজনদিগের মঙ্গলামঙ্গল সংবাদ জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তাহাদিগের গৃহে মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল ঘটিতেছে? আমার সেই পুত্রগণ সদ্বৃত্ত কিম্বা দুর্ব্বৃত্ত হইয়া কাল যাপন করিতেছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না। রাজা বলিলেন— আপনি যে সকল লুব্ধ পুত্র ও ভার্য্যাদি কর্ত্তৃক ধনের নিমিত্ত নিরাকৃত হইয়াছেন, তাহাদের নিমিত্ত ও আপনার মন কি স্নেহে আকৃষ্ট হইতেছে? বৈশ্য

বৈশ্য উবাচ।

এবমেতদ্‌যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥২২
যৈঃ সংত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলোভান্নিরাকৃতঃ।
পতি-স্বজন-হার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ ॥২৩
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেম-প্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু ॥২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিব-সত্তমঃ ॥২৫

রাজোবাচ।

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥২৬
মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥২৭

বলিলেন—আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহাই বটে, কি করিব! আমার চিত্ত কোনরূপে নৈষ্ঠুর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছে না! যাহারা ধনের লোভে পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম, স্বজনের সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে, তাহাদের উপরই আমার চিত্ত স্নেহযুক্ত রহিয়াছে। অতএব হে মহামতে, প্রতিকূল বন্ধুগণের উপরও চিত্ত যে, কেন প্রেমে প্রবণ হয়, ইহার রহস্য আমি জানিয়াও যেন জানিতে পারিতেছি না।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে বিপ্র, এইরূপে কথাবার্ত্তা করিয়া সেই সমাধি নামক বৈশ্য এবং রাজশ্রেষ্ঠ সুরথ, উভয়ে মিলিত হইয়া সেই মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন।২৫

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্, আমি আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দিউন। আমার চিত্ত নিজের বশীভূত না হওয়ায়, আমার মনে যে দুঃখ হইতেছে, তাহার কারণ কি? হে মুনিসত্তম, আমার জ্ঞানসত্ত্বেও অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় রাজ্য ও নিখিল

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি ॥২৮
এবমেষ তথাঽহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্ট-মানসৌ ॥২৯

ঋষিরুবাচ।

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥৩০
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাঽপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্য-দৃষ্টয়ঃ ॥৩১
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশু-পক্ষি-মৃগাদয়ঃ ॥৩২
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাব-চঞ্চুষু।
কণ-মোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥৩৩
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপ-কারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥৩৪

রাজ্যাঙ্গের উপর মমত্ব হইতেছে কেন? আর কিনিমিত্তই বা এই বৈশ্য স্ত্রী ও পুত্র কর্ত্তৃক নিরাকৃত এবং ভৃত্য ও স্বজনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদের প্রতি অতিশয় মমতাযুক্ত রহিয়াছেন। এইরূপ এই বৈশ্য এবং আমি বিষয় সকলের দোষ দেখিয়াও তাহাতে মমতাযুক্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি কেন?২৬।২৭।২৮।২৯

ঋষি বলিলেন, হে মহারাজ, সমস্ত জন্তুরই বিষয় জ্ঞান আছে, কিন্তু ব্যক্তি-ভেদে বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। দেখুন, কোন কোন জীব দিবা-ভাগে অন্ধ হইয়া থাকে, অপর প্রকার জীব আবার রাত্রিকালে অন্ধ হইয়া থাকে, অন্যদিকে কোন কোন প্রাণী আবার দিবা কি, রাত্রি উভয় কালেই সমান ভাবে দেখিতে পায়। মনুষ্যগণ জ্ঞানবান্ বটে, কিন্তু কেবল তাহারাই যে জ্ঞানবান্, তাহা নহে, যে হেতু পশু, পক্ষী এবং মৃগ আদি সমস্ত প্রাণীরই জ্ঞান দৃষ্ট হয়। দেখুন, জ্ঞান থাকিতেও পক্ষী সকল স্বয়ং ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও শাবকদিগের চঞ্চুপুটে যত্নপূর্ব্বক খাদ্য যোগাইতেছে। হে মনুজশ্রেষ্ঠ, আপনি কি দেখিতেছেন না? মনুষ্যগণ যে, পুত্রদিগের উপর স্নেহ যুক্ত হয়, তাহার কারণ কেবল লোভ অথবা প্রত্যুপকার-প্রত্যাশা মাত্র। ফলত এই সকল জীবগণ

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতি-কারিণঃ ॥৩৫
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥৩৬
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥৩৭
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥৩৮

রাজোবাচ।

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥৩৯

ঋষিরুবাচ।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাম্ মম ॥৪০
তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥৪১

মহামায়ার প্রভাবেই মমতারূপ আবর্ত্তযুক্ত মোহময় গর্ত্তে পতিত হইয়া সংসারের স্থিতি সাধন করিতেছে।৩০।৩১ ৩২।৩৩।৩৪।৩৫

সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে অভিভূত করেন। তিনিই এই জগন্মণ্ডলের সৃজন করেন, আবার তিনি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিলে, মনুষ্যগণ এই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিও লাভ করে। সেই সনাতনী পরমা বিদ্যা সংসার-বন্ধন এবং মোক্ষ, এই উভয়েরই হেতু, তিনি যাবতীয় ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী।৩৬।৩৭।৩৮

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, তিনি কোন দেবী? কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন? এবং তাঁহার কর্ম্মই বা কি প্রকার? ।৩৯

ঋষি বলিলেন, সেই জগন্ময়ী দেবী নিত্যা, তিনিই নিখিল জগতের বিস্তার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নানাপ্রকারে আবির্ভাবের কথা শ্রবণ করুন।৪০

তিনি এই বিশ্বকে মোহিত করেন, এবং এই বিশ্বের প্রসবকারিণীও তিনি।

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥৪২
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথাঽলক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ॥৪৩
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥৪৪

তিনি প্রার্থিত হইয়া জ্ঞান প্রদান করেন এবং তুষ্ট হইয়া সমৃদ্ধি দান করেন। হে মনুজেশ্বর, প্রলয়কালে সেই মহাকালী মহামারীস্বরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। মনুষ্যদিগের ভবকালে তিনিই গৃহে লক্ষ্মীরূপা হইয়া সমৃদ্ধি প্রদান করেন। আবার ক্ষয়কালে তিনিই অলক্ষ্মীরূপা হইয়া বিনাশের কারণ হন। অতএব হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হউন, তিনি আরাধিত হইয়া মনুষ্যদিগকে ঐহিক সুখভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ অর্থাৎ (মোক্ষ) অবধি প্রদান করেন।৪১।৪২।৪৩।৪৪

ভবিষ্য পুরাণ।

এই ভবিষ্যপুরাণ, চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক মনুর নিকট অঘোর কল্পের বৃত্তান্ত কথন প্রসঙ্গে, সূর্য্যের মাহাত্ম্য প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া জগতের স্থিতি ও সৃষ্ট-পদার্থনিচয়ের স্বরূপ কথনব্যপদেশে, কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে বহুল পরিমাণে ভবিষ্যবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ভবিষ্য পুরাণ। ইহার শ্লোক সংখ্যা চৌদ্দহাজার পাঁচ শত (১)।

কিন্তু এক্ষণে এরূপ লক্ষণান্বিত একখানি পুস্তক আছে কি না সন্দেহ। এক্ষণে সম্পূর্ণ ভবিষ্যপুরাণ বলিয়া যে সকল পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে ৭ হাজারের অধিক শ্লোক দৃষ্ট হয় না। ভবিষ্যোত্তর নামে আর একখানি পুরাণও দৃষ্ট হয়, যাহার অর্থ ভবিষ্যপুরাণের উত্তর ভাগ, উহার শ্লোক সংখ্যাও অনুমান সাত হাজার হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে উভয় পুরাণই মৎস্য পুরাণ-কথিত ভবিষ্যপুরাণের লক্ষণের অনুযায়ী নহে। ফল, সম্পূর্ণ একখানি ভবিষ্য পুরাণ কোন পুস্তকালয়ে আছে কিনা জানি না। আমরা ত এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

---

(১) "যত্রাধিকৃত্য মাহাত্ম্যমাদিত্যস্য চতুর্ম্মুখঃ।
অঘোরকল্পবৃত্তান্তপ্রসঙ্গেন জগৎস্থিতিম্।
মনবে কথয়ামাস ভূতগ্রামস্য লক্ষণম্।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি তথা পঞ্চ শতানি চ।
ভবিষ্যচরিতপ্রায়ং ভবিষ্যং তদিহোচ্যতে।"

মৎস্য পুরাণ।

উইলস্‌সন্ বলেন, তাঁহার নিকট যে একখানি ভবিষ্য পুরাণ ছিল, উহা একশত ছাব্বিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথমে যদিও সৃষ্টির কথা আছে বটে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে উহাকে মনুর প্রথম অধ্যায়ের একখানি প্রতিলিপি বলা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। অবশিষ্ট ভাগে কেবল কতকগুলি ধর্ম্মকার্য্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দশবিধ সংস্কার, সন্ধ্যোপাসনা এবং গুরুপূজা, বর্ণাশ্রমীদিগের কর্ত্তব্য, বিভিন্ন জাতির কর্ত্তব্য, ও নানাবিধ ব্রতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে নানাবিধ উপাখ্যানও আছে, তাহার মধ্যে দুএকটী মহাভারত হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের তৃতীয়াংশ প্রায় এইরূপ বিষয়েই পরিপূর্ণ; অবশিষ্ট ভাগে মৎস্য পুরাণোক্ত লক্ষণের কিছু কিছু গন্ধ পাওয়া যায়, উহাতে শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপুত্র শাম্বের কথোপকথনে সূর্য্য মাহাত্ম্যের উল্লেখ দেখা যায়।

ভবিষ্যোত্তরপুরাণের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা যুধিষ্ঠির, ভারত যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় উহা কথিত হয়। অধিক ভাগই ব্রতানুষ্ঠানের এবং দানধর্ম্মের কথাতেই নিঃশেষিত হইয়াছে, উহাতে রথযাত্রা ও মদনোৎসবের অনুষ্ঠানপদ্ধতিও উক্ত হইয়াছে।

কল্কিপুরাণও ভবিষ্যপুরাণের অন্তর্গত, ইহা তিন অংশে সম্পূর্ণ। প্রথম অংশে ছয়টী অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশে সাতটী অধ্যায়, এবং তৃতীয় অংশে একুশটী অধ্যায় আছে। কল্কি-অবতারের বিষয় প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম কল্কি-পুরাণ। ইহাতে কল্কির জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্তের সবিস্তর বর্ণন আছে

এবং তৎপ্রসঙ্গে কলিযুগ ও বুদ্ধাবতার প্রভৃতির কথাও উক্ত হইয়াছে।

কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন, কল্কি পুরাণ খানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং ভবিষ্যপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অনেকে আবার ইহাকে একখানি স্বতন্ত্র উপপুরাণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

যাহা হউক, ক্রমশঃ প্রক্ষিপ্ত অংশ বাড়িতে বাড়িতে এক্ষণে ভবিষ্য পুরাণের কলেবর যে কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয় হইতে ভবিষ্য পুরাণের যে হস্ত লিখিত পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে অনেক আধুনিক প্রচলিত উপন্যাসেরও সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়।

চন্দ্রহাসের কথা।

আসীৎ পুরা মহীপালো ধৃষ্টদ্যুম্ন ইতি শ্রুতঃ।
তস্য রাজ্যসমীপে তু গ্রামাধীশস্ততো নৃপঃ ॥১
তস্যৈকস্তনয়ো জাতঃ চন্দ্রহাসেতি নামতঃ।
তস্য বৈ পঞ্চমে বর্ষে শত্রুণা নিহতঃ পিতা ॥২
গৃহীতো গ্রামনিচয়ঃ পত্নী তস্য শুচিব্রতা।
চন্দ্রহাসং সুতং নীত্বা প্রাণত্রাণপরায়ণা ॥৩
ধৃষ্টদ্যুম্নপুরং প্রাপ্য গতা সচিববেশ্মনি।
সচিবস্তাস্তু সম্মান্য নিবাসার্থং দদৌ গৃহম্ ॥৪
সা তস্মিন্ ভবনে নিত্যং চন্দ্রহাসেন সঙ্গতা।
বসন্তী পতিশোকার্ত্তা সস্মার হরিমীশ্বরম্ ॥৫
একদা ক্রীড়য়া যুক্তশ্চন্দ্রহাসঃ শিশুর্মুদা।
মন্ত্রিপুত্রেণ সাকন্তু গতবান্ রাজসন্নিধৌ ॥৬
তত্র যেঽবস্থিতা বিপ্রাঃ সামুদ্রিকবিচক্ষণাঃ।
নিমন্ত্রিতাঃ সমায়াতা ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ বৈ তদা।
অব্রুবন্ ভূপতিং সর্ব্বে চন্দ্রহাসং নিরীক্ষ্য তে ॥৭

পূর্ব্বকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে কোন এক বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যসমীপে কোন গ্রামাধীশ বাস করিত। ঐ গ্রামাধীশের চন্দ্রহাস নামে একটী পুত্র ছিল। ঐ পুত্রের পঞ্চম বর্ষ বয়সে, তাহার পিতা শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হয়, এবং তাহাদের অধিকারস্থিত গ্রাম সমূহও অপহৃত হয়। পতিব্রতা চন্দ্রহাসের মাতা, পুত্র চন্দ্রহাসকে লইয়া প্রাণ পরিত্রাণের নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের রাজ্যে গমন করিয়া মন্ত্রীর গৃহে আশ্রয় লইলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে আদরের সহিত বাসের নিমিত্ত একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পতি-শোকার্ত্তা চন্দ্রহাসজননী, পুত্রের সহিত সেই গৃহে বাস করত নিত্য জগদীশ্বর হরির স্মরণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।১।২।৩।৪।৫

একদা বালক চন্দ্রহাস মন্ত্রিপুত্রের সহিত আনন্দে ক্রীড়া করিতে করিতে রাজসভায় গমন করিল। সেই সময় রাজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া কতকগুলি

অহোঽয়ং বালকো রাজন্ ভবিষ্যতি পরাক্রমী।
জামাতা তু তবৈবায়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮
ভাগ্যবান্ ধনসম্পন্নো রাজা ভবিতুমর্হতি।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং বিপ্রাণাং স তু ভূপতিঃ ॥৯
তূষ্ণীংস্থিতো ভোজয়িত্বা ব্রাহ্মণান্ বিসসর্জ্জ হ।
ততশ্চিন্তাপরো রাজা বিপ্রবাক্যমনুস্মরন্ ॥১০
মনসা তস্য হননে নিশ্চয়ং কৃতবান্ নৃপঃ।
চণ্ডালন্তু সমাহূয় প্রাহৈকান্তগতো নৃপঃ ॥১১
চন্দ্রহাসন্তু তং বালং নীত্বা বৈ কাননান্তরে।
জহি শীঘ্রং প্রত্যয়ার্থং তস্য কিঞ্চিৎ প্রদর্শয় ॥১২
ইত্যুক্তো ধৃষ্টদ্যুম্নেন চণ্ডালস্তমথ দ্রুতম্।
প্রতার্য্য বনমধ্যে তু নিন্যে মারয়িতুং শিশুম্ ॥১৩
শালগ্রামশিলাভক্তের্মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ হরিঃ।
চণ্ডালায় দদৌ বুদ্ধিং সাত্ত্বিকীং শিশুরক্ষণে ॥১৪
অহোঽয়ং বালকোঽনাথো মাতাস্য শরণাগতা।

সামুদ্রিকবিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণ আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা চন্দ্রহাসকে দেখিয়া নরপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন।৬।৭

হে রাজন্, এই বালক অতিশয় পরাক্রমশালী হইবে এবং আপনার জামাতাও হইবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই বালক ভাগ্যবান্, ধনসম্পন্ন, অধিক কি রাজা হইবারও উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে চিন্তান্বিত হইয়া রাজা মনে মনে চন্দ্রহাসকে মারিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। নির্জ্জনে চণ্ডালকে ডাকিয়া বলিলেন, এই চন্দ্রহাস বালককে বনের মধ্যে লইয়া গিয়া শীঘ্র বধ কর এবং আমার বিশ্বাসের নিমিত্ত উহার কিছু চিহ্ন আনয়ন কর।৮।৯।১০।১১।১২

ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, চণ্ডাল সেই বালককে বঞ্চিত করিয়া মারিবার নিমিত্ত বনমধ্যে লইয়া যাইল। শালগ্রামশিলার প্রতি ভক্তির মাহাত্ম্যপ্রভাবে ভগবান্ নারায়ণ ঐ চণ্ডালকে শিশুর রক্ষার্থ সাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রদান করিলেন। চণ্ডাল মনে মনে চিন্তা করিল, এই বালক অনাথ,

মৃতে পত্যৌ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স কথং হন্তুমিচ্ছতি ॥১৫
অহন্তু ন হনিষ্যামি বালকং শুভদর্শনম্।
পরন্ত্বস্যাঙ্গুলীমেকাং প্রত্যয়ায় নৃপস্য চ।
ছিত্ত্বা নেষ্যামি নগরে দর্শয়িষ্যামি তং নৃপম্ ॥১৬
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পাণৌ ষষ্ঠীং স্থিতাঙ্গুলীং।
ছিত্ত্বা তামাগতো রাজ্ঞে চণ্ডালস্তামদর্শয়ৎ।
দৃষ্ট্বা রাজাঙ্গুলীং চিত্তে মৃতোঽয়মিত্যমন্যত ॥১৭
অথ তং বালকং দীনং রুদন্তং গহনে বনে।
হরিণাঃ পক্ষিণশ্চৈব ররক্ষুঃ সমুপেত্য তে ॥১৮
অত্রান্তরে নৃপঃ কশ্চিত্তত্রৈব মৃগয়াং চরন্।
আগত্য দৃষ্টবান্ বালং রুদন্তং গহনে বনে।
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ কোঽসি ত্বং কথমত্রাগতঃ শিশো।
শ্রুত্বা তদ্রাজবচনং বালঃ প্রোবাচ ভূপতিম্ ॥২০
ন জানে কস্য পুত্রোঽহং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য মন্ত্রিণঃ।
গৃহে বসন্নিহানীতঃ কেনাপি রিপুণা বনে ॥২১

ইহার মাতা পতির মৃত্যুর পর আমাদের রাজারই শরণাগত হইয়াছে, এক্ষণে এই ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা কেন ইহাকে মারিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? আমি কিন্তু এই শুভদর্শন বালককে মারিব না, কেবল নৃপতির বিশ্বাসের নিমিত্ত ইহার একটী অঙ্গুলী ছেদ করিয়া নগরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেখাইব।১৩।১৪।১৫।১৬

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া চণ্ডাল, ঐ চন্দ্রহাসের যে হস্তে ছয়টী অঙ্গুলী ছিল, তাহার মধ্য হইতে অতিরিক্তটি কর্ত্তন করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজাকে উহা দেখাইল। রাজা সেই অঙ্গুলী দেখিয়া ঐ বালক মৃত হইয়াছে, ইহা মনে মনে স্থির করিলেন। অনন্তর সেই বনমধ্যে দীনভাবে রোদনকারী বালককে হরিণ এবং পক্ষীগণ আসিয়া রক্ষা করিল। এই অবকাশে অপর কোন রাজা সেই বনে মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করত গহন বন মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে রোদনকারী ঐ বালককে দেখিতে পাইলেন। উহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিশো, তুমি কে ? কি নিমিত্তই বা এই বনে আগমন করিয়াছ, বালক রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিল।১৭ ১৮।১৯।২০

আমি কাহার পুত্র জানি না, ধৃষ্টদ্যুম্ন নামক রাজার মন্ত্রীর গৃহে বাস করিতাম, কোন শত্রু এই বনে আমাকে আনিয়াছে। হে রাজন্, আমার

ষষ্ঠীং করাঙ্গুলিং ছিত্ত্বা স গতঃ কুত্রচিন্নৃপ।
জানাম্যেতদহং রাজন্ নান্যজ্ জানামি কিঞ্চন ॥২২
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বালস্য স মহীপতিঃ।
মনসা প্রাহ বালোঽয়ং সম্যগ্ বদতি নির্ভয়ঃ ॥২৩
অতোঽয়ং কস্যচিদ্রাজ্ঞঃ পুত্রো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
অহমদ্য নয়াম্যেনং পুত্রবৎ পালয়ামি চ।
ন মমাস্তি চ পুত্রোঽয়ং পুত্রো ভবিতুমর্হতি ॥২৪
নিশ্চিত্যৈবন্তু মনসা তং বালং লালয়ন্ মুদা।
আরোপ্য শিবিকায়ান্তু নিনায় স্বগৃহং নৃপঃ ॥২৫
তত্র পত্ন্যৈ দদৌ বালং পুত্রোঽয়ং প্রতিপাল্যতাম্।
ইতি শ্রুত্বা বচো রাজ্ঞো দৃষ্ট্বা বালং মুমোদ সা ॥২৬
পালয়ামাস সততং ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ।
অথ কালেন তত্রৈব চন্দ্রহাসোযুবাঽভবৎ ॥২৭
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ শূরঃ সাক্ষাৎ কাম ইবাপরঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু শ্রুত্বা তং তস্য রাজ্ঞোনিবেশনে ॥২৮

ষষ্ঠ অঙ্গুলী ছেদ করিয়া সে, জানি না, কোথায় গমন করিয়াছে। আমি এই মাত্র জানি, আর কিছুই জানি না। সেই মহীপতি ঐ বালকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই বালক যখন নির্ভয়ে বলিতেছে, তখন ইহা সত্যই বলিতেছে। অতএব এই বালক যে, কোন রাজার পুত্র হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। আমি অদ্য ইহাকে লইয়া যাই এবং পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করি, আমার পুত্র নাই অতএব এই বালকই আমার পুত্র হইবে।২১।২২।২৩ ২৪

মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজা আনন্দের সহিত সেই বালককে সান্ত্বনা করত শিবিকাতে স্থাপন করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া যাইলেন। সেই স্থানে গমন করিয়া নিজ পত্নীকে বালক অর্পণ করিয়া বলিলেন, ইহাকে প্রতিপালন কর। রাজার এই বাক্য শ্রবণে রাজপত্নী বালককে দেখিয়া আনন্দিতা হইলেন এবং ভোজন আচ্ছাদনাদি দান করত সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, চন্দ্রহাস সেই স্থানেই যৌবন প্রাপ্ত হইল। যৌবন কালে চন্দ্রহাস শূর এবং দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, চন্দ্রহাস সেই রাজার

সচিবং প্রেষ্য তেনাথ কৃত্বা সন্ধিঞ্চ তৎসুতম্।
চন্দ্রহাসং সমানীয় দৃষ্ট্বা রাজাতিচিন্তিতঃ ॥২৯
অথৈনং ছলতো হন্মীত্যেবং কৃত্বা তু নিশ্চয়ম্।
চন্দ্রহাসায় পত্রন্তু লিখিত্বা প্রদদৌ স্বয়ম্ ॥৩০
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স্থিতোঽন্যত্র স্বগৃহাদ্রাজকার্য্যতঃ।
মদনায় স্বপুত্রায় পত্রে স্বয়মলীলিখৎ।
স্বস্তি শ্রীত্যাদি সংলিখ্য বৃত্তান্তং তদনন্তরম্।
বিষমস্মৈ প্রদাতব্যং দর্শনাদেব তৎক্ষণাৎ ॥৩২
ইত্যেবমলিখদ্রাজা মুদ্রয়িত্বা চ তৎপুনঃ।
দদৌ স চন্দ্রহাসায় ত্বং গচ্ছ মম বেশ্মনি ॥৩৩
মদনায় সুতায়ৈতৎ পত্রং দেহি রহস্যহো।
পত্রং দৃষ্ট্বা স তেঽভীষ্টং করিষ্যত্যবিচারয়ন্ ॥৩৪
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সোঽদ্ভুতম্।
জগাম রাজনগরে মধ্যাহ্নাৎ পরতোদিনে ॥৩৫

গৃহে অবস্থান করিতেছে, শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ মন্ত্রিদ্বারা তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার পুত্র চন্দ্রহাসকে স্বসমীপে আনাইলেন, এবং উহাকে দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন ।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯

অনন্তর, ইহাকে ছলপূর্ব্বক বিনাশ করিব, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া স্বয়ং চন্দ্রহাসের হস্তে অর্পণ করিলেন। ঐ সময় রাজা ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজকার্য্যের অনুরোধে রাজধানী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করিতে- ছিলেন। ঐ স্থান হইতেই স্বীয় পুত্র মদনকে স্বহস্তে এইরূপ লিখিয়াছিলেন। প্রথমে যথারীতি স্বস্তি শ্রী ইত্যাদি লিখিলেন, অনন্তর অন্যান্য বৃত্তান্ত লিখিয়া শেষকালে এই কথা লিখিয়াদিলেন যে, "ইহাকে দেখিবামাত্র বিষ প্রদান করিবে।" এইরূপে পত্র শেষ করিয়া ঐ পত্র মুদ্রাঙ্কিত করিলেন এবং উহা চন্দ্রহাসের হস্তে দান করিয়া বলিলেন, তুমি আমার গৃহে গমন কর এবং এই পত্র আমার পুত্র মদনের হস্তে নির্জ্জনে অর্পণ করিও। এই পত্র দেখিয়া, সে কোন প্রকার দ্বৈধ না করিয়া তোমার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিবে ।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪

ধৃষ্টদ্যুম্নের এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রহাস দিবাভাগে মধ্যাহ্নের

তাবত্তু মদনোভুক্ত্বা তুথায়ান্তঃপুরে গতঃ।
চন্দ্রহাসোনৃপদ্বারি জ্ঞাত্বা স সুপ্তবানিতি।
তাবৎ তৎপুষ্পবাট্যান্তু বিশশ্রাম শ্রমাতুরঃ ॥৩৬
তত্র বিশ্রাম্যতস্তস্য নিদ্রাসীদথ বাটিকাম্।
দ্রষ্টুং সমাগতা রাজ্ঞঃ কন্যা সা বিষয়াহ্ভিধা ॥৩৭
সখীভিঃ সহিতা চেষৎসমাভাসিতযৌবনা।
সা দদর্শ শয়ানং তং চন্দ্রহাসং তরোস্তলে ॥৩৮
সশঙ্কা সা সখীমধ্যে কোহয়ং পুরুষভূষণঃ।
স্বপিত্যত্র সমাগত্য জ্ঞাতব্য ইতি মে মতিঃ ॥৩৯
পরন্ত্বস্য তু পত্রৈকং দৃশ্যতে শিরসি স্থিতম্।
তদেব প্রথমং সখ্যঃ সমানয়ত যত্নতঃ ॥৪০
যথায়ং জাগৃয়ান্নৈব তথা গচ্ছত যত্নতঃ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাস্তাস্বেকা প্রযযৌ শনৈঃ ॥৪১
গত্বা তন্মস্তকাৎ পত্রং কৌশলাজ্জগৃহে দ্রুতম্।
আনীয় বিষয়ায়ৈ সা দদৌ পত্রং ততস্তু সা ॥৪২

পর রাজধানীতে গমন করিল। এই সময় মদন ভোজনান্তে সভা হইতে উঠিয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়াছিলেন, চন্দ্রহাস রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া মদনকে নিদ্রাগত জানিয়া পথশ্রমে কাতর হওয়ায় পুষ্পবাটীতে বিশ্রাম করিতে যাইল। সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে তাহার নিদ্রা আসিল। এই সময় বিষয়ানাম্নী রাজার কন্যা পুষ্পবাটী সন্দর্শনার্থ সখীগণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে বিষয়ার শরীরে যৌবনের ঈষৎ রেখামাত্র প্রভাসিত হইয়াছিল। তিনি চন্দ্রহাসকে তরুমূলে শয়ান দেখিয়া সশঙ্কচিত্তে সখীদিগকে বলিলেন, দেখ, কে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ এই স্থানে আসিয়া নিদ্রা যাইতেছে? আমি বিবেচনা করি, ইহার পরিচয় জানা উচিত।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮৩৯

তিনি আরও বলিলেন "দেখ, ইহার মস্তকে একখানি পত্রও দৃষ্ট হইতেছে, অতএব হে সখীগণ, যত্নপূর্ব্বক অগ্রে উহাই লইয়া আইস। যাহাতে তোমাদের পদশব্দে উহার নিদ্রাভঙ্গ না হয়, সেইরূপ সাবধানে গমন করিও।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজন সুখী ধীরে ধীরে গমন করিল। গমন করিয়া তাহার মস্তক হইতে কৌশলে শীঘ্র শীঘ্র পত্রখানি

উদ্ধৃত্য পত্রং সাহপাঠীৎ পিতুরাজ্ঞাং বিষার্পণে ॥৪৩
সাধ্বসাচ্চিন্তিতা বালা গর্হয়ন্তী পিতুর্মনঃ।
কথং কন্দর্পসঙ্কাশং ইমং পুরুষভূষণম্।
হন্তুমিচ্ছতি তাতো মে তস্মাদ্ দুষ্টং হি তন্মনঃ।
অহন্তু পতিমেনং বৈ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৪৪।৪৫
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গত্বৈকান্তে মনস্বিনী।
বিষমস্মৈ প্রদাতব্যমিত্যত্র কুশলালিখৎ ॥৪৬
বিষয়াস্মৈ প্রদাতব্যেত্যেতৎপূর্ব্বাক্ষরোপমম্।
ততঃ সংমুদ্র্য তৎপত্রং সখীনাং নিকটে গতা ॥৪৭
কিমত্রাস্তীতি তাভিঃ সা বিষয়া সস্মিতাবদৎ।
গৃহকৃত্যং কিমপ্যাস্তি পিতা মে মদনায় ভোঃ ॥৪৮
অলিখদ্দেহি তস্যৈব মস্তকে পত্রমুত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা তদ্দদৌ পত্রং বিষয়া তৎ সখীকরে ॥৪৯

গ্রহণ করিল। সখী পত্র আনিয়া বিষয়ার হস্তে প্রদান করিলে, বিষয়া পত্র খুলিয়া পিতার বিষপ্রদান বিষয়ে আজ্ঞা পাঠ করিলেন।৪০।৪১।৪২।৪৩

সেই বালা রাজনন্দিনী স্বীয় পিতার নিষ্ঠুর হৃদয়কে নিন্দা করত সভয়ান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি নিমিত্ত আমার পিতা এই কন্দর্পতুল্য পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব তাঁহার মন অতিশয় দুষ্ট। যাহা হউক, আমি কিন্তু ইহাকেই স্বকীয় পতিত্বে বরণ করিব, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মনস্বিনী রাজকন্যা একটু নির্জ্জনে গমন করিয়া পত্রের যে স্থলে "ইহাকে বিষ প্রদান করিবে" এইরূপ লেখা ছিল, সেই স্থানে কৌশলক্রমে পূর্ব্ব অক্ষরের সহিত মিলাইয়া "ইহাকে বিষয়া প্রদান করিবে" এইরূপ লিখিয়া দিলেন। অনন্তর সেই পত্র পূর্ব্বের মত মুদ্রিত করিয়া সখীদিগের নিকট গমন করিলেন।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

"ইহাতে কি লেখা আছে" এইরূপ সখীগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষয়া ঈষৎ হাস্য করত বলিলেন, "ইহাতে পিতা মদনকে কোন গৃহকার্য্যের কথা লিখিয়াছেন। অতএব এই পত্র উহার মস্তকে উত্তমরূপে রক্ষা করু" এই বলিয়া বিষয়া ঐ পত্র সখীর হস্তে অর্পণ করিলেন।৪৮।৪৯

সাপি গত্বা শনৈস্তত্র পত্রং তন্মস্তকে ন্যধাৎ।
অথ সা বিষয়া শীঘ্রং নিজবেশ্ম সমাগতা ॥৫০
চন্দ্রহাসোঽপি চোত্থায় যযৌ নৃপতিমন্দিরম্।
মদনায় দদৌ পত্রং দৃষ্ট্বা তন্মদনো মুদা ॥৫১
চন্দ্রহাসায় বেশ্মাদান্নিবাসায়াতিশোভনম্।
ভৃত্যানাজ্ঞাপয়ামাস চন্দ্রহাসস্য সেবনে ॥৫২
অঙ্গরাগং তথা বস্ত্রং যানং পাত্রাদিকং দদৌ।
ততঃ পুরোহিতং বিপ্রমানায্য মদনস্তদা।
উদ্‌যোগং কারয়ামাস স্বসুর্বৈবাহিকস্য সঃ।
অলঞ্চক্রুশ্চ নগরং রাজবেশ্ম দ্রুতং নরাঃ ॥৫৩।৫৪
আগত্য স পুরোধাস্তু সর্ব্বং সম্পাদ্য চাব্রবীৎ।
সম্পন্না সর্ব্বসামগ্রী বিবাহে যা হ্যপেক্ষিতা ॥৫৬
শ্রুত্বা তন্মদনস্তূর্ণং মহোৎসববিধানতঃ।
বিষয়াং প্রদদৌ তস্মৈ চন্দ্রহাসায় হর্ষিতঃ ॥৫৭
অথ রাত্রির্গতোৎসাহৈর্মদনঃ প্রাতরেব হি।
সমুত্থায় লিলেখাথ পত্রং পিত্রেতিভক্তিতঃ।
মহোৎসববিধানেন বিবাহঃ সম্ভূতয়োঃ ॥৫৮

সেই সখীও শনৈঃ শনৈঃ গমন পূর্ব্বক তাহার মস্তকে সেই পত্র রাখিয়া আসিল, তৎপরে বিষয়া শীঘ্র নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে চন্দ্রহাসও জাগরিত হইয়া রাজগৃহে গমন পূর্ব্বক মদনের হস্তে পত্র অর্পণ করিল, ঐ পত্র দেখিয়া মদন সানন্দচিত্তে চন্দ্রহাসকে অবস্থানের জন্য অতি-সুন্দর একটী গৃহ প্রদান করিলেন এবং ভৃত্যদিগকে তাহার সেবার্থ আজ্ঞা করিলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারের নিমিত্ত অঙ্গরাগ, বস্ত্র, যান এবং পাত্রাদি প্রদান করিলেন। তাহার পর মদন পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আনাইয়া ভগিনীর বিবাহের উদ্‌যোগ করিলেন। রাজপুরুষগণ অবিলম্বে নগর এবং রাজপুরী অলঙ্কৃত করিল।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪

পুরোহিত আগমন পূর্ব্বক বিবাহের প্রয়োজনীয় সমগ্র বস্তু সম্পাদন করিয়া বলিলেন, বিবাহে অপেক্ষিত যাবদ্বস্তু সম্পন্ন হইয়াছে। তাহা শুনিয়া মদন মহোৎসবের সহিত হৃষ্টচিত্তে বিলম্ব না করিয়া চন্দ্রহাসকে বিষয়া প্রদান করিলেন। সেই রাত্রি উৎসবে অতিবাহিত হইল। মদন প্রাতঃকালেই

ইতি শ্রুত্বা ততো রাজা মহাচিন্তাকুলোঽভবৎ।
কিং চিন্তিতমভূৎ কিং নু কথং তল্লিখিতং ময়া।
ইতি সন্দিগ্ধহৃদয়ঃ প্রতস্থে তৎক্ষণান্নৃপঃ ॥৫৯
অথাগত্য নিজং বেশ্ম মদনং প্রাহ ভূপতিঃ।
বিষয়ায়া বিবাহার্থং যৎপত্রং প্রেষিতং ময়া ॥৬০
তদানয়াহং পশ্যামীত্যুক্তঃ স মদনো মুদা।
দর্শয়ামাস তৎ পত্রং রাজা দৃষ্ট্বাতি বিস্মিতঃ ॥৬১
অহো মমাক্ষরাণ্যেব পত্রেঽস্মিন্নাত্র সংশয়ঃ।
কথমেতন্ময়ালেখি বিষয়াস্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥৬২
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পুনশ্চ প্রাপ চিন্তনম্।
জাতো বিবাহঃ কিন্ত্বেনং ছলেন বিনিহন্ম্যহম্ ॥৬৩
অন্যথা রাজ্যমেবেহ হরিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
বিষয়া বিধবা ভূত্বা নিবৎস্যতি মমালয়ে ॥৬৪

শয্যা হইতে উত্থান করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক পিতাকে পত্র লিখিলেন যে, চন্দ্রহাস ও বিষয়ার বিবাহ মহোৎসবের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এই সংবাদে রাজা অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমি কি চিন্তা করিয়াছিলাম ? আর কিইবা সঙ্ঘটিত হইল ? আমিই কি বাস্তবিক ঐ কথাই লিখিয়াছিলাম ? মহীপতি এইরূপ সন্দেহাকুলহৃদয়ে তৎক্ষণাৎ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯

অনন্তর রাজা নিজালয়ে আগমন করিয়া মদনকে বলিলেন, আমি বিষয়ার বিবাহার্থ যে পত্র পাঠাইয়াছি, তাহা তুমি লইয়া আইস দেখি। মদন এইরূপে আদিষ্ট হইয়া আহ্লাদের সহিত সেই পত্র দেখাইলেন। দেখিয়া রাজা বিস্মিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ পত্রে যে সকলই আমার অক্ষর তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে আমিই কি লিখিয়াছি "ইহাকে বিষয়া প্রদান কর ?" এই চিন্তা করিয়া রাজা পুনর্ব্বার মনে মনে ভাবিলেন "বিবাহ হইয়াছে তাহাতে কি ? আমি ছল পূর্ব্বক ইহাকে বিনাশ করিবই করিব। তাহা না হইলে এই ব্যক্তি যে আমার রাজ্য হরণ করিবে, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। না হয় বিষয়া বিধবা হইয়া আমার আলয়ে চিরকাল থাকিবে" ।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পুত্রাদীন্ স নৃপোঽব্রবীৎ।
অহোঽত্র গ্রামে যা দেবী সা তু নঃ কুলদেবতা ॥৬৫
তাং সম্পূজ্য সমায়াতু চন্দ্রহাসোঽত্র বৈ নিশি।
ইত্যুক্ত্বা তানথৈকান্তে চাণ্ডালায়াব্রবীন্নৃপঃ ॥৬৬
দেবীং পূজয়িতুং গচ্ছেচ্চন্দ্রহাসো যদা নিশি।
তদা ত্বং মঠমধ্যস্থঃ খড়্গেন জহি তং দ্রুতম্ ॥৬৭
তাবন্মঠে ন কোঽপ্যন্যো গমিষ্যতি মমাজ্ঞয়া।
ইত্যুক্ত্বা তং তথান্যেভ্য উবাচ নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥৬৮
সায়মারভ্য যাবত্তাং চন্দ্রহাসঃ প্রপূজয়েৎ।
তাবন্মঠে ন গন্তব্যং কেনাপীতি মমাজ্ঞয়া ॥৬৯
ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ রাজান্যে নাগরা জনাঃ।
চন্দ্রহাসং পুরস্কৃত্য নিশি পূজার্থমাগতাঃ ॥৭০
অথান্তরে তু মদনশ্চন্দ্রহাসেন সংযুতঃ।
ততো বিস্মৃত্য রাজাজ্ঞাং প্রথমং গিরিজামঠে।
জগাম দেবীপূজার্থং স্নেহেন তদ্বশং গতঃ ॥৭১

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা আপনার পুত্র প্রভৃতিকে বলিলেন। এই গ্রামে যে দেবী আছেন, তিনি আমাদের কুলদেবতা, অতএব চন্দ্রহাস অদ্য রাত্রেই তাঁহাকে পূজা করিয়া আসুক। তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া নৃপতি চণ্ডালকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, চন্দ্রহাস যে সময় রাত্রে দেবীর পূজা করিতে যাইবে, সেই সময় তুমি মঠের মধ্যে অবস্থান করত খড়্গ দ্বারা তাহাকে অবিলম্বে বিনাশ করিবে, সে পর্য্যন্ত আমার আজ্ঞায় মঠের দিকে আর কেহই যাইবে না। তাহাকে এইরূপ আদেশ করিয়া রাজা অন্যান্য পরিজনবর্গকে স্বয়ং ডাকাইয়া আজ্ঞা করিলেন সায়ংকাল হইতে যে অবধি চন্দ্রহাস দেবীর পূজা সমাপ্ত না করিবে, সেই অবধি কেহই যেন মঠের দিকে না যায়, ইহাই আমার আজ্ঞা।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯

এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া রাজা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। তখন অপরাপর নগরবাসী মনুষ্যেরা চন্দ্রহাসকে অগ্রে লইয়া পূজার নিমিত্ত রাত্রে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে মদন চন্দ্রহাসের প্রতি অসাধারণ স্নেহনিবন্ধন রাজার তাদৃশ আজ্ঞাও বিস্মৃত হইয়া চন্দ্রহাসের সহিত একত্রে সেই ভগবতীর

অত্রাসীৎ স তু চাণ্ডালো মদনস্য শিরোঽসিনা।
চিচ্ছেদ চন্দ্রহাসোঽয়মিতি মত্বা নিরীক্ষ্য তৎ।
চন্দ্রহাসো নিববৃতে গন্তুং তত্র স্বয়ং সুধীঃ ॥৭২
ববন্ধ তং তু চণ্ডালং বদ্ধা কস্মৈচিদর্পয়ৎ।
অথ কোলাহলো জাতস্তমুলো লোমহর্ষণঃ ॥৭৩
স্বয়ং তত্র গতো রাজা যত্রাসীন্মদনো মৃতঃ।
বিললাপাতিশোকেন দৃষ্ট্বা তং বিনিপাতিতম্ ॥৭৪
অতিশোকেন রাজা সঃ পাষাণেন শিরঃ স্বয়ম্।
প্রস্ফোট্য বিজহৌ প্রাণান্ চন্দ্রহাসস্ততঃ পরম্ ॥৭৫
স্থাপয়িত্বা মঠদ্বারি শালগ্রামশিলাং নিজাম্।
নিমীলিতাক্ষো মনসা তুষ্টাব জগদীশ্বরম্।
দেবীঞ্চৈবৈকচিত্তেন মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৭৬
ততো রাত্রির্গতা সর্ব্বা প্রভাতে সমুপস্থিতে।
জিজীব মদনো দেবী মন্দিরাদাজহাব চ ॥৭৭

মন্দিরে পুজার্থ গমন করিলেন। সেই স্থানে পূর্ব্ব হইতেই সেই চণ্ডাল দণ্ডায়মান ছিল, সে চন্দ্রহাস ভ্রমে খড়্গ দ্বারা মদনের মস্তকচ্ছেদ করিল। সুধী চন্দ্রহাস ঐ ঘটনা দেখিয়া স্বয়ং মন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না।৭০।৭১।৭২

তিনি ঐ চণ্ডালকে বদ্ধ করিয়া অপর একজনের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সময় একটি তুমুল লোমহর্ষণ কোলাহল উত্থিত হইল। অনন্তর যে স্থানে মদন মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন সেই স্থানে রাজা স্বয়ং আগমন করিলেন এবং মদনকে নিহত দেখিয়া অতিশয় শোকাবেগে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া পাষাণ দ্বারা আপনার মস্তক প্রস্ফুটিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অতঃপর চন্দ্রহাস নিজের শালগ্রাম শিলাকে সেই মন্দিরের দ্বারে স্থাপিত করিয়া এবং স্বয়ং প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একাগ্রচিত্তে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া মনে মনে নারায়ণ ও দেবীর স্তব করিতে লাগিল।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬

এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতীত হইল, প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মদন জীবিত হইল ও দেবী মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে ডাকিতে লাগিল।৭৭

কোঽপ্যস্মি দ্বারি বাহ্যে তু কপটোদ্ভবশৃঙ্খলঃ।
উদ্ঘাট্যতাময়ং শীঘ্রমাগমিষ্যাম্যহং বহিঃ ॥৭৮
ইতি শ্রুত্বা চন্দ্রহাসঃ সমুদ্‌ঘাট্য কপাটকম্।
দৃষ্ট্বা তু মদনং হৃষ্টঃ প্রণনাম হরিং শিবাম্।
অথাগতং বহিস্তং তু মদনং নাগরা জনাঃ।
দৃষ্ট্বাতি পরমাশ্চর্য্যমাপুস্তজ্জীবনাদহো ॥৭৯।৮০
অথ তং মদনো দৃষ্ট্বা পিতরং গতজীবিতম্।
কিং জাতমিদমিত্যুক্তশ্চন্দ্রহাসোঽব্রবীচ্চ তম্ ॥৮১
অয়ং ত্বাং নিহতং শ্রুত্বা সমাগত্যাত্র বৈ শিরঃ।
মমার স্বয়মাস্ফোট্য পাষাণেন মহাশুচা ॥৮২
শ্রুত্বৈতন্মদনঃ প্রাহ কেনাহং নিহতঃ কথম্।
শ্রুত্বৈতচ্চন্দ্রহাসস্তু বদ্ধং চণ্ডালমাহ্বয়ৎ ॥৮৩
আগত্য স তু চণ্ডালঃ সচিবস্যাগ্রতোঽব্রবীৎ ॥৮৪

বহির্দ্বারে কে আছে, সত্বর কপাটের অর্গল উন্মোচন করিয়া দাও আমি বাহিরে যাইব।৭৮

ইহা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রহাস দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিল মদন জীবিত হইয়াছে, তখন হৃষ্টচিত্তে চন্দ্রহাস হরি ও দেবীকে প্রণাম করিল। মদনও গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, নগরবাসীগণ মদনকে পুনর্জীবিত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল।৭৯।৮০

অনন্তর মদন পিতাকে গতাসু দেখিয়া চন্দ্রহাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি হইয়াছে? চন্দ্রহাস বলিল।৮১

ইনি তোমার মৃত্যু শ্রবণে অতিশয় শোকান্বিত হইয়া এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক পাষাণদ্বারা আপনার মস্তক প্রস্ফুটিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।৮২

মদন ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন আমাকে কে কি নিমিত্ত নিহত করিয়াছিল। চন্দ্রহাস মদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বদ্ধ চণ্ডালকে সেই স্থানে আনয়ন করিল।৮৩

চণ্ডাল আসিয়া সচিবের সম্মুখে বলিতে লাগিল।৮৪

রাজা মাং প্রাহ রহসি চন্দ্রহাসো মঠে যদা।
দেবীং পূজয়িতুং গচ্ছেৎ খড়্গেন জহি তং দ্রুতম্ ॥৮৫
তাবদন্যো মঠে নৈব কোঽপি গচ্ছেন্মমাজ্ঞয়া।
ত্বমেব মঠমধ্যে চ গত্বা তাবৎ স্থিতোভব ॥৮৬
ইত্যুক্তোঽহং সমায়াতো গৃহীত্বা খড়্গমুত্তমম্।
দেবী পূজার্থমেতস্মিন্ নাগতে প্রথমং তদা।
মদনঃ প্রবিশন্নেব চন্দ্রহাসধিয়া হতঃ ॥৮৭
অহমেতত্তু জানামি যথেচ্ছসি তথা কুরু।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং তস্য মদনং সচিবোঽব্রবীৎ।
সত্যমেতন্ন সন্দেহোরাজ্ঞো বুদ্ধিস্তু তাদৃশী ॥৮৮
মৃতে ত্বয়ি সমাগত্য রাজ্ঞি চাপি মৃতে সতি।
প্রতিজজ্ঞে চন্দ্রহাসো ন জীবামি বিনামুনা ॥৮৯
ততো দেবীং হরিং ভক্ত্যা স্তুত্বা ত্বাং স ত্বজীবয়ৎ।
এতাবত্তেন কথিতমজ্ঞাতং তে নৃপাত্মজ ॥৯০

রাজা নির্জনে ডাকিয়া আমাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, চন্দ্রহাস যখন দেবীপূজার নিমিত্ত মঠমধ্যে প্রবেশ করিবে, তুমি তখন সত্বর খড়্গদ্বারা তাহার প্রাণবধ করিবে।৮৫

আমার আদেশে তখন ঐ মঠে আর কেহই যাইবে না, তুমি একাকীই পূর্ব্বে তথায় গিয়া থাকিবে।৮৬

এইরূপ রাজাদেশে আমি তীক্ষ্ণধার অসি লইয়া এই স্থানে আসিয়াছিলাম। দিকে দেবীপূজার্থ চন্দ্রহাসের পরিবর্ত্তে মদনই প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি চন্দ্রহাস ভাবিয়া মদনকেই নিহত করিয়াছি।৮৭

আমি এইমাত্র জানি, অতঃপর আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া সচিব মদনকে বলিলেন। ইহা যে সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, রাজার বুদ্ধি এই প্রকারই ছিল।৮৮

আপনাকে গতাসু দেখিয়া রাজাও যখন স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন এই চন্দ্রহাস প্রতিজ্ঞা করিলেন, মদনকে বাঁচাইতে না পারিলে আমি জীবন রাখিব না।৮৯

তাহার পর ইনি ভক্তিপূর্ব্বক দেবী ও হরির স্তব করিয়া আপনাকে জীবিত করিয়াছেন। হে নৃপনন্দন, এ সকল আপনি জানেন না, এই

অদ্যাপি জননী হ্যস্য চন্দ্রহাসস্য দুর্ব্বলা।
রুদন্তী পুত্রশোকার্ত্তা বসতীহ মমালয়ে ॥৯১
অতঃ পরং রাজপুত্র যথেচ্ছসি তথা কুরু।
ইতি শ্রুত্বা তু মদনঃ প্রাহ তং সচিবং বচঃ ॥৯২
যদভূত্তদভূন্মন্ত্রিন্নতচ্ছক্যং নিবর্ত্তিতুম্।
অতঃপরন্তু কোঽপ্যন্যশ্চন্দ্রহাসসমোনহি ॥৯৩
রাজ্যার্দ্ধমস্য মেত্বর্দ্ধং সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্ ॥৯৪
অতঃপরন্তু কর্ত্তব্যং নৃপতেরৌর্দ্ধদেহিকম্।
ইত্যুক্ত্বা সচিবৈঃ সার্দ্ধং সঞ্চস্কার পিতুঃ শবম্ ॥৯৫

চন্দ্রহাস আমার নিকট সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন। এই চন্দ্রহাসের জননী আমার আলয়ে পুত্রশোকে, অতিশয় কৃশ ও কাতরা হইয়া এখনও রোদন করত বাস করিতেছেন।৯০।৯১

হে রাজনন্দন, অতঃপর আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া মদন সচিবকে বলিলেন।৯২

হে মন্ত্রিবর, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইবার উপায় নাই, এক্ষণে ইহলোকে চন্দ্রহাস সদৃশ মদীয় (বন্ধু) আর কেহই নাই।৯৩

অতএব এই রাজ্যের অর্দ্ধভাগ ইঁহার, এবং অর্দ্ধভাগ আমার হৌক, আমি ইহা সত্যই বলিতেছি।৯৪

এক্ষণে নৃপতির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া পিতার শবদাহাদি করিলেন।৯৫

বামন পুরাণম্।

বামণ পুরাণও একখানি মহাপুরাণ। ইহা ৫৫ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ভাগবতপুরাণ অনুসারে ইহার শ্লোক সংখ্যা ১০০০০। এই পুরাণ নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট মহর্ষি পুলস্ত্য দ্বারা কথিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে হরপার্ব্বতীর মধ্যে আপনাদিগের দরিদ্র অবস্থা বিষয়ে কথোপকথন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গে, মহাদেবের হস্তে কিরূপে নরকপাল সংযুক্ত হইয়াছিল, সেই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কিরূপে, এবং কোন স্থানে তাঁহার হস্ত হইতে সেই কপাল মোচিত হইয়াছিল, সেই সকল কথা বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের ধ্বংস। পঞ্চম অধ্যায়ে মহাদেব কর্ত্তৃক সূর্য্যের নিগ্রহ এবং মহাদেবের কালরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে দ্বাদশরাশি ও নক্ষত্রাদির স্বরূপ বর্ণন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সতী-বিরহিত হইয়া মহাদেবের উন্মত্তবেশে নানাদেশ ভ্রমণ, মহাদেব কর্ত্তৃক মদনদাহ ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে নারায়ণ ঋষির ঊরু হইতে উর্ব্বসীর উৎপত্তি, ইন্দ্রকে উর্ব্বসী প্রদান, প্রহ্লাদের রাজ্যে চ্যবন ঋষির গমন, চ্যবনের মুখে নৈমিষারণ্যের প্রশংসা ও সসৈন্যে প্রহ্লাদের তথায় আগমন। অষ্টমে নরনারায়ণের সহিত প্রহ্লাদের যুদ্ধ, প্রহ্লাদের পরাজয় এবং শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় তাঁহাদিগের নিকট নতি স্বীকার এবং নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন, এই সকল কথা সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে। একাদশ হইতে পঞ্চদশ

অধ্যায় পর্য্যন্ত, সুকেশী নামক রাক্ষসের কথা বিবৃত হইয়াছে ষোড়শ অধ্যায়ে কতকগুলি শৈবব্রত উল্লিখিত হইয়াছে সপ্তদশ অধ্যায় হইতে বিংশ অধ্যায় অবধি কাত্যায়নী মাহাত্ম্য, ও মহিষাসুরাদির বধ বর্ণিত হইয়াছে। একবিংশ অধ্যায়ে শুম্ভ নিশুম্ভ কথা প্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্রের কথা উত্থাপিত হইয়া এবং দ্বাবিংশ অধ্যায়ে নিঃশেষিত হইয়াছে। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে পার্ব্বতীর জন্ম, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ, পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে গণেশের জন্ম, ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শুম্ভনিশুম্ভ বধ, অষ্টাবিংশ ও ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চভেদন, ত্রিংশ হইতে একচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অন্ধকাসুরের কথা আশ্রয় করিয়া নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে বায়ুদিগের উৎপত্তি এবং চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে অসুরদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় হইতে বলির প্রাদুর্ভাব এবং বামনাবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

বামন পুরাণ পাঠ করিলে ইহাকে স্বতন্ত্র একখানি পুরাণ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ইহাতে কতকগুলি পৌরাণিক উপন্যাস কিছু কিছু বিকৃত করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। পুরাণখানি এখন যে অবস্থায় দেখা যায় তাহাতে ইহা যে একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। ইহার ভাষাও প্রাচীন সংস্কৃতের মত সুললিত নয়।

বামন পুরাণ।

ব্রহ্মসনৎকুমার সংবাদ।

পুলস্ত্য উবাচ।

ধর্ম্মস্য ভার্য্যা হিংসাখ্যা তস্যাঃ পুত্রচতুষ্টয়ম্।
সাম্প্রতং মুনিশার্দ্দূল! সর্ব্বশাস্ত্রবিচারকম্ ॥১
জ্যেষ্ঠঃ সনৎকুমারেতি দ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ।
তৃতীয়ঃ সনকোনাম চতুর্থশ্চ সনন্দকঃ ॥২
সাংখ্যবেত্তারমপরং কপিলং বোঢ়ুমাসুরিম্।
দৃষ্ট্বা পঞ্চশিখং শ্রেষ্ঠো যোগযুক্তং তপোনিধিম্ ॥৩
জ্ঞানযোগং ন তে দদ্যুর্জ্জ্যায়সোঽপি কনীয়সে।
মানযুক্তো মহাযোগী কপিলাদীনুপাগতঃ ॥৪
সনৎকুমারশ্চাভ্যেত্য ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্।
অপৃচ্ছজ্জ্ঞানং বিজ্ঞানং তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥৫

ব্রহ্মোবাচ।

কথয়িষ্যামি তে সাধ্যং যদি পুত্রেতি মে বচঃ ।৬

পুলস্ত্য বলিলেন, হে মুনিশার্দ্দূল, ধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা, তাঁহার প্রথমে সর্ব্বশাস্ত্রের বিচারক চারিটী মাত্র পুত্র উৎপন্ন হয়। উহাঁদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনৎকুমার, দ্বিতীয় সনাতন, তৃতীয় সনক এবং চতুর্থ সনন্দ। পরে উহাঁর আবার সাংখ্যবিৎ কপিল, বোঢ়ু, আসুরি এবং পঞ্চশিখ, এই চারিটী পুত্র ও হইয়াছিল। প্রথম উল্লিখিত সনৎকুমারপ্রভৃতি কনীয়ান্ পঞ্চশিখকে যোগযুক্ত ও তপশ্চরণে নিরত দেখিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও সেই জিজ্ঞাসু সর্ব্বকনিষ্ঠকে জ্ঞানযোগ দান করেন নাই। পঞ্চশিখ সেই অভিমানে কপিলাদির অনুগমন করিয়াছিলেন। উহাঁদিগের মধ্যে সনৎকুমার পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।১।২।৩।৪।৫

যদি তোমাকে আমি "পুত্র" এই শব্দদ্বারা সম্বোধন করিতে পারি, তাহা

সনৎকুমার উবাচ।

পুত্র এবাস্মি দেবেশ যতঃ শিষ্যোঽস্ম্যহং বিভো!।
ন বিশেষোঽস্তি পুত্রস্য শিষ্যস্য চ পিতামহ! ॥৭

ব্রহ্মোবাচ।

বিশেষঃ সুতশিষ্যাভ্যাং বিদ্যতে ধর্ম্মনন্দন!।
ধর্ম্মকর্ম্মপ্রজাযোগে তচ্চাপি বদতঃ শৃণু ॥৮
পুন্নাম্নোনরকাত্রাতা পুত্রস্তেনেহ গীয়তে।
শেষপাপহরঃ শিষ্যঃ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥৯

সনৎকুমার উবাচ।

কোঽয়ং পুন্নামেকাদ্দেব নরকাত্রাতি পুত্রকঃ।
তস্মাচ্ছেষং তথা পাপং হরেৎ শিষ্যস্তু তদ্বদ ॥১০

ব্রহ্মোবাচ।

এতৎপুরাণং পরমং মহর্ষে যোগাঙ্গযুক্তঞ্চ সদৈব যচ্চ।
তথৈব চোগ্রং ভয়কারি মানবে বদামি তে সাধ্য নিশাময়েহ ॥১১

হইলেই আমি তোমাকে জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিব। সনৎকুমার বলিলেন, হে বিভবসম্পন্ন পিতামহ! আমি আপনার শিষ্য, সুতরাং পুত্রও আমি, যে হেতু, হে দেবেশ, পুত্র ও শিষ্য ইহাদের মধ্যে কিছুই বিশেষ নাই। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! পুত্র ও শিষ্যের মধ্যে অন্য বিষয়ে পার্থক্য না থাকিলেও ধর্ম্মকর্ম্ম ও প্রজাযোগবিষয়ে পুত্র ও শিষ্যের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। উহাও আমি তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্র, এই নাম হইয়াছে। এবং যে শেষ পাপ হরণ করে, তাহার নাম শিষ্য; ইহাই বেদের মত।৬.৭।৮।৯

সনৎকুমার বলিলেন, কিরূপে পুত্র, পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করে এবং শিষ্যই বা কিরূপে তাহা হইতে অবশিষ্ট পাপের হরণ করে, তাহা আপনি আমাকে বলুন।১০

ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহর্ষে! তুমি আমার শিষ্য বলিয়াই তোমার নিকট সর্ব্বদা যোগাঙ্গযুক্ত, মনুষ্যদিগের উগ্রভয়হেতু, এই পরম পুরাতন রহস্যের বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর।১১

পুলস্ত্য উবাচ।

পরদারাভিগমনং পানীয়মুপসেবনম্।
পারুষ্যং সর্ব্বভূতানাং প্রথমং নরকং স্মৃতম্ ॥১২
চৌর্য্যাদানং তথাধৃষ্ট্যমবধ্যবধবন্ধনম্।
বিবাদমর্থহেতুত্থং তৃতীয়ং নরকং স্মৃতম্ ॥১৩
ভয়দং সর্ব্বসত্ত্বানাং ভবভূতি বিনাশনম্।
ভ্রংশনং সর্ব্বভূতাচ্চ চতুর্থং নরকং স্মৃতম্ ॥১৪
মারণং মিত্রকৌটিল্যং মিত্রাভিশপনঞ্চ যৎ।
মিষ্টৈকাশনমেবোক্তং পঞ্চমন্তু নৃপার্চ্চনম্ ॥১৫
প্ররোহণং পুত্রকরং যমনং যোগনাশনম্।
যানযুগ্যস্য হরণং ষষ্ঠমুক্তং নৃপার্চ্চনম্ ॥১৬
রাজভার্য্যাহরং গূঢ়ং রাজভার্য্যানিষেবনম্।
রাজ্ঞস্বহিতকারিত্বং সপ্তমং নিরয়ং স্মৃতম্ ॥১৭
লুব্ধত্বং লোলুপত্বঞ্চ লব্ধধর্ম্মার্থনাশনম্।
নানাসঙ্কীর্ণমেবোক্তমষ্টমঃ নরকং স্মৃতম্ ॥১৮

পুলস্ত্য বলিলেন, পরদারগমন, মদ্যপান, সকল প্রাণিদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার, ইহা প্রথম নরক।১২

চৌর্য্য, পরদ্রব্যহরণ, ধৃষ্টতা, অবধ্যের বধ ও বন্ধন ইহা দ্বিতীয় নরক, অর্থের নিমিত্ত বিবাদ তৃতীয় নরক।১৩

যাহাতে সমুদয় প্রাণীর ভীতি উৎপন্ন হয়, এইরূপে মঙ্গল ও ঐশ্বর্য্যের বিনাশ সাধন, বা সর্ব্বভূত হইতে উহাদের ভ্রংশন, ইহা চতুর্থ নরক।১৪

মারণ, মিত্রের প্রতি কুটিল ব্যবহার বা অভিসম্পাত করা, দশজনের মধ্যে থাকিয়া একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ, এবং রাজসেবা, ইহারা পঞ্চম নরক।১৫

প্ররোহণ, অপরক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন, বন্ধন, যোগভঙ্গ, শকট প্রভৃতি যানের বাহনাপহরণ, এবং রাজসম্মান এই সকল ষষ্ঠ নরক।১৬

রাজভার্য্যাপহরণ, নির্জ্জনে রাজভার্য্যার সহিত অবস্থান, এবং রাজার অহিতসাধন, ইহারা সপ্তম নরক।১৭

লুব্ধতা, লোলুপতা, লব্ধধর্ম্ম ও অর্থের বিনাশ, এবং নানা বিষয়ে সাঙ্কর্য্য উৎপাদন, ইহা অষ্টম নরক।১৮

বৃত্তিব্রহ্মস্বহরণং ব্রাহ্মণানাং বিনিন্দনম্।
বিরোধং ব্রহ্মভিশ্চোক্তং নবমং নরপাচনম্॥১৯
শিষ্টাচারবিনাশঞ্চ শিষ্টদ্বেষং শিশোর্ব্বধম্॥
শাস্ত্রস্তেয়ং ধর্ম্মনিন্দা দশমং পরিকীর্ত্তিতম্॥২০
ষড়ঙ্গনিধনং ঘোরং ষাড্‌গুণ্য-প্রতিষেধনম্।
হানির্ধর্ম্মার্থকামানাং পাপস্যাপ্রতিষেধনম্।
একাদশমমেবোক্তং নরকং সদ্ভিরুত্তমম্॥২১
সৎসু নিত্যং সদা বৈরমনাচারেষু সৎক্রিয়াম্।
সংস্কারপ্রতিহানং তদিদং দ্বাদশমং স্মৃতম্॥২২
হানির্ধর্ম্মার্থকামানামপবর্গস্য হারণম্।
হর্ত্তুর্হন্তুরাশ্রয়মিদং ত্রয়োদশমমুচ্যতে॥২৩
কৃপণং ধর্ম্মহীনঞ্চ দুর্জয়ং যচ্চ বহ্নিদম্॥
চতুর্দ্দশমমেবোক্তং নরকং সদ্‌বিগর্হিতম্॥২৪
অজ্ঞানঞ্চাপ্যসূয়ত্বমশৌচমশুভা চ বাক্।
স্মৃতন্তৎপঞ্চদশমমসত্যবচনানি চ॥২৫

ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তি ও ব্রহ্মস্বের অপহরণ, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিরোধ, ইহা নবম নরক।১৯

শিষ্টাচারবিনাশ, শিষ্টদ্বেষ, শিশুদিগের বধসাধন, শাস্ত্রাপহরণ, এবং ধর্ম্মনিন্দা ইহা দশম নরক।২০

ষড়ঙ্গের নিধন, ষড়্‌গুণের প্রতিষেধ, ধর্ম্মার্থকামের হানি, পাপের অপ্রতিষেধ, পণ্ডিতগণ এই সকলকে একাদশ নরক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।২১

সৎব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা শত্রুতাচরণ, অসদাচার ব্যক্তিদিগের প্রতি সৎকার দর্শন, এবং সংস্কারের বিনাশ, এই সকল দ্বাদশ নরক।২২

ধর্ম্মার্থকামের হানি, অপবর্গের বিনাশন, অপহর্ত্তা ও হন্তা, এই উভয়কে আশ্রয়দান, ইহারা ত্রয়োদশ নরক।২৩

কার্পণ্য, ধর্ম্মহীনতা, দুর্নিবার্য্যরূপে গৃহাদিতে বহ্নিপ্রদান, এই সকল চতুর্দ্দশ নরক।২৪

অজ্ঞান, অসূয়া, অশৌচ, অশুভবাক্য, এবং মিথ্যাকথা এই সকল পঞ্চদশ নরক।২৫

আলস্যঞ্চ ষোড়শক মাক্রোশঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বস্য চাততায়িত্বমাবাসেষগ্নিদায়িনম্।
ইচ্ছা চ পরদারেষু নরকোঽয়ং নিগদ্যতে।
ঈর্ষ্যাভাবশ্চ সাধ্যেন্দ্র তত্তত্ত্বং বিগর্হিতম্।২৬।২৭
এতৈস্তু পাপৈঃ পুরুষঃ পুন্নামভির্ন সংশয়ঃ॥
সংযুক্তঃ প্রীণয়েদ্দেবং সুতৈঃ সততমচ্যুতম্॥২৮
পুন্নাম নরকং ঘোরং বিনাশয়তি পুত্রকঃ।
এতস্মাৎকারণাৎ সাধ্য ততঃপুত্রেতি গদ্যতে॥২৯
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শেষপাপস্য লক্ষণম্॥৩০
গণদেবর্ষিভূতানাং অন্তর্বর্ণেষু চৈকতা।
ঋণং দেবর্ষিভূতানাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ॥৩১
পিতৃণাঞ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববর্ণেষু চৈকতা।
ওঁকারাদপি নির্বৃত্তিঃ পাপকার্য্যকৃতিশ্চ যা॥৩২
খ্যাতিহরং মহাপাপং কুগম্যাগমনং তথা।
ঘৃতাদিবিক্রয়ং ঘোরং চণ্ডালাদি পরিগ্রহম্॥৩৩

আলস্য, আক্রোশ, আততায়িত্ব, গৃহে অগ্নিদান, পরদারে ইচ্ছা এবং ঈর্ষ্যা এই ষোড়শ প্রকার গর্হিত কার্য্যও নরক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, হে শিষ্যশ্রেষ্ঠ, ইহাদের অনুষ্ঠানও অতি নিন্দনীয়।২৬।২৭

এই সমুদয়ই পুন্নাম নরক নামে প্রসিদ্ধ, মনুষ্যমাত্রই এই সকল নরক দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং পুত্রের সম্পর্কে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবান্ নারায়ণের প্রীতি উৎপাদন করে।২৮

পুত্র, এই ঘোর পুন্নাম নরক সকলের ধ্বংস করে, এই নিমিত্ত হে শিষ্য! ইহার নাম পুত্র হইয়াছে।২৯

অনন্তর শেষ পাপের লক্ষণ বলিতেছি।৩০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, গণ, দেব, ঋষি, ভূত ও সঙ্করবর্ণের মধ্যে ভেদজ্ঞানরাহিত্য, দেব, ঋষি ভূত, মনুষ্য, বিশেষতঃ পিতৃদিগের ঋণ অপরিশোধ করা, সকল বর্ণে একবুদ্ধি, ওঁকার অবধি উচ্চারণ না করা, সর্ব্ববিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান। যশা লোকের যশঃ অপহরণ, অগম্যাগমন, ব্রাহ্মণ হইয়া ঘৃতাদির বিক্রয় করা, চণ্ডালাদির দান গ্রহণ, এই সকল ঘোর মহাপাপ। নিজের দোষ আচ্ছাদন,

স্বদোষাচ্ছাদনং পাপং পরদোষপ্রকাশনম্।
অর্থবিদ্ধবাক্কটুত্বং নিষ্ঠুরত্বং বদেৎ সদা॥৩৪
কিং ত্বং বৈতালবাদিত্বং নামবাধঞ্চ ধর্ম্মজ!।
দারুণত্বমধার্ম্মিষ্ঠ্যং নরকং ঘোরমুচ্যতে॥৩৫
এতৈশ্চ পাপৈঃ সংযুক্তঃ প্রীণয়েদ্‌যদি শঙ্করম্।
জ্ঞানাধিকমশেষেণ শেষান্ পাপান্ ক্ষিপেত্ততঃ॥৩৬
শারীরং বাচিকং যচ্চ মানসং কায়িকঞ্চ যৎ।
পিতৃমাতৃকৃতং যচ্চ কৃতং যচ্চাশ্রিতৈর্নরৈঃ॥৩৭
ভ্রাতৃভির্বান্ধবৈশ্চাপি তস্মিন্ জন্মনি ধর্ম্মজ!।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি স ধর্ম্মঃ সুতশিষ্যয়োঃ॥৩৮
বিপরীতে ভবেৎসাধ্যো বিপরীতঃ পরাক্রমঃ।
তস্মাৎসুপুত্রশিষ্যৌহি বিনেতব্যৌ বিপশ্চিতা॥৩৯
এতদর্থন্তুবিজ্ঞায় শিষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরঃ সুতঃ।
শেষান্তারয়তে শিষ্যঃ সর্ব্বতোঽপি হি পুত্রকঃ॥৪০

পরের দোষ প্রকাশ, যাহাতে পরের মর্ম্মব্যথা হয়, এইরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ সর্ব্বদা নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ, এই সকল পাপকার্য্য। হে ধর্ম্মজ, লোককে তুই, তা করিয়া বা ভূত প্রেত ইত্যাদি বাক্যে আহ্বান করা, লোকের নাম লোপ কর অপরের প্রতি দারুণ ব্যবহার করা, এবং অধর্ম্ম আচরণ করা এই সকল ঘো নরকের কারণ। এই সকল পাপসংযুক্ত মনুষ্য যদি শঙ্করের প্রীতিসাধ কার্য্য করে, তাহা হইলে জ্ঞানের আধিক্য হয় এবং সেই জ্ঞানের প্রভা উক্তশেষ পাপ সকল নিঃশেষে ক্ষয় করিতে সমর্থ হয়।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬

হে ধর্ম্মপুত্র, ইহজন্মে শারীরিক, বাচিক, মানসিক, পিতৃমাতৃকৃত, আ মনুষ্য দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং ভ্রাতৃ ও বান্ধবগণ দ্বারা আচরিত পাপ সকল পুত্র ও শিষ্যের ধর্ম্ম প্রভাবে বিলয় প্রাপ্ত হয়।৩৭।৩৮

পুত্র ও শিষ্য বিপরীত অর্থাৎ ধর্ম্মপথের বিরুদ্ধাচারী হইলে, তা দিগের কার্য্য এবং সামর্থ্যও বিপরীত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত পণ্ডিত ব্যা শিষ্য ও পুত্রকে সুশিক্ষিত করা উচিত। এই সমুদয় বৃত্তান্ত বিশেষ জ্ঞ হইলে শিষ্য হইতে পুত্রই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ শিষ্য অর্বা কতকগুলি পাপ হইতে উদ্ধার করে মাত্র, কিন্তু পুত্র সর্ব্ববিধ পাপ হই উদ্ধার করে।৩৯।৪০

ব্রহ্ম পুরাণ।

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি যে সকল পুরাণে অষ্টাদশ মহা-পুরাণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদায়েই ব্রহ্মপুরাণের প্রথম গণনা করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই ব্রহ্মপুরাণ আদি পুরাণ নামেও অভিহিত হয়। এবং ইহার অধিক ভাগে সূর্য্যের পূজাদি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সৌরপুরাণও বলা হয়। এস্থলে একথা বলাও অসঙ্গত নয় যে, আদিপুরাণ ও সৌরপুরাণ নামক দুইখানি স্বতন্ত্র পুস্তকও উপপুরাণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।

মৎস্যপুরাণের মতে ব্রহ্মপুরাণ প্রথমে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মরীচির নিকট কীর্ত্তিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ব্রহ্মা দক্ষের নিকট প্রকাশ করেন। ইহার শ্লোকসংখ্যা দশ হাজার। কিন্তু আজকাল যে ব্রহ্মপুরাণ আমাদের হস্তগত হয়, উহার শ্লোকসংখ্যা সাত আট হাজারের অধিক নহে। ব্রহ্মোত্তর পুরাণ নামে ইহার একটী শেষ বা পরিশিষ্ট ভাগও আছে, উহা স্কন্দপুরাণান্তর্গত ব্রহ্মোত্তর খণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, উহার শ্লোকসংখ্যা তিনহাজার হইতে পারে। সুতরাং উভয়ের মিলিত শ্লোকসংখ্যা দশ হাজার কি বরং তাহা অপেক্ষা কিছু অধিকও হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মোত্তর পুরাণকে একখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়।

ব্রহ্মপুরাণের বক্তা লোমহর্ষণ, শ্রোতা নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ।

অনেকে বলিয়া থাকেন ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মারই মহিমার আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পুরাণখানি এখন যে অবস্থায় দেখা যায়, তাহাতে ইহা একখানি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলিয়া বোধ হয়। ইহার অনেক স্থলেই কৃষ্ণকে জগন্নাথ বলিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণচরিতের সহিত বিষ্ণুপুরাণীয় কৃষ্ণচরিতের প্রত্যক্ষর ঐক্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে যে যোগ ও ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, বিষ্ণুকেই তাহাদের প্রধান অবলম্ব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিস্তৃত বর্ণন এবং ঐ স্থানে যে সকল দেবমন্দির আছে তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ মন্দিরগুলি অধিক পুরাতন নহে, সুতরাং ব্রহ্মপুরাণের অন্তর্গত মন্দির বর্ণনাও যে আধুনিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম পুরাণ।

আদিত্যোৎপত্তি,—মনুদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যম ও যমী।

লোমহর্ষণ উবাচ।

বিবস্বান্ কাশ্যপাজ্জজ্ঞে দাক্ষায়ণ্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।
তস্য ভার্য্যাঽভবৎ সংজ্ঞা ত্বাষ্ট্রী দেবী বিবস্বতঃ ॥১
সুরেণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভাবিনী।
সা বৈ ভার্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ ॥২
ভর্ত্তৃরূপেণ নাতুষ্যদ্রূপযৌবনশালিনী।
সংজ্ঞা নাম স্বতপসা সুদীপ্তেন সমন্বিতা ॥৩
আদিত্যস্য হি তদ্রূপং মণ্ডলস্য সুতেজসঃ ॥
গাত্রেষু পরিদগ্ধং বৈ নাতিকান্তমিবাভবৎ ॥৪
তেজস্ত্বভ্যধিকং তস্য নিত্যমেব বিবস্বতঃ।
যেনাতিতাপয়ামাস কন্যাং দ্বৌ চ প্রজাপতী ॥৫

লোমহর্ষণ বলিলেন,—কাশ্যপ হইতে দাক্ষায়ণীর গর্ভে বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞাদেবী বিবস্বানের ভার্য্যা হইলেন।১

মহাত্মা ভগবান্ মার্ত্তণ্ডের সেই সুন্দরী ভার্য্যা ত্রিভুবনে সুরেণু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।২

সুদীপ্ত তপঃসম্পন্না, রূপযৌবনশালিনী সংজ্ঞা ভর্ত্তার রূপে সন্তোষ লাভ করেন নাই।৩

তেজঃসম্পন্ন আদিত্যমণ্ডলের সেই রূপ তাঁহার শরীরে উত্তপ্ত বোধ হওয়ায় উহা তাঁহার মনে ভাল লাগে নাই।৪

বিবস্বানের তেজ নিত্য নিত্য আধিক্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত উত্তাপের হেতু হইয়াছিল। তথাপি তিনি একটী কন্যা ও দুইটী লোকপাল পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন।৫

মনুর্বৈবস্বতঃ পূর্ব্বং শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ॥
যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ সম্বভূবতুঃ ॥৬
শ্যামবর্ণন্তু তদ্রূপং সংজ্ঞা দৃষ্ট্বা বিবস্বতঃ।
অসহন্তী তু স্বাং ছায়াং সবর্ণাং নির্ম্মমে ততঃ ॥৭
মায়াময়ী তু সা সংজ্ঞা তস্যাং ছায়া সমুত্থিতা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা ভূত্বা ছায়া সংজ্ঞাং ততো দ্বিজাঃ ॥৮
উবাচ কিং ময়া কার্য্যং কথয়াশু শুচিস্মিতে।
স্থিতাস্মি তব নির্দ্দেশে শাধি মাং বরবর্ণিনি ॥৯

সংজ্ঞা উবাচ।

অহং যাস্যামি ভদ্রন্তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ।
ত্বয়েহ ভবনে মৎকে বস্তব্যং নির্ব্বিশঙ্কয়া ॥১০
ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চেয়ং সুমধ্যমা।
সংভাব্যাস্তে ন চাখ্যেয়মিদং ভগবতে শুভে ॥১১

তাঁহার গর্ভে প্রথমে "শ্রাদ্ধদেব-প্রজাপতি" নামে বিখ্যাত বৈবস্বত মনু, তদনন্তর যমুনা ও যম এই দুইটী যমজ কন্যা ও পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।৬

কোন সময় সংজ্ঞা বিবস্বানের শ্যামবর্ণ অবলোকনে নিস্তেজ বিবেচনায় সমীপে গমনপূর্ব্বক উহার তেজ সহন করিতে অক্ষম হইয়া আপনার সবর্ণ একটী ছায়া নির্ম্মাণ করিলেন।৭

হে দ্বিজগণ, সেই মায়াময়ী সংজ্ঞা ছায়া প্রকৃত সংজ্ঞা হইতে নির্গত হইয়া বিনীতভাবে করযোড়ে তাঁহাকে বলিল,—হে শুচিস্মিতে, আমি আপনার কি কার্য্য করিব, তাহা শীঘ্র আজ্ঞা করুন।৮

হে বরবর্ণিনি! আমি আপনার শাসন প্রতিপালনে প্রস্তুত রহিয়াছি, আমাকে আদেশ করুন।৯

সংজ্ঞা বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, আমি স্বীয় পিতৃগৃহে গমন করিতেছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার গৃহে বাস কর। আমার এই দুইটী বালক এবং এই সুমধ্যমা কন্যাকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিও। হে শুভে, ভগবান্ সূর্য্যের নিকট এ সকল কথা প্রাকশ করিও না।১০।১১

সবর্ণা উবাচ।

আ কচগ্রহণাদ্দেবি আ শাপান্নৈব কর্হিচিৎ।
আখ্যাস্যামি নমস্তভ্যং গচ্ছ দেবি, যথাসুখম্ ॥১২

লোমহর্ষণ উবাচ।

সমাদিশ্য সবর্ণাস্তু তথেত্যুক্ত্বা তপোবশাৎ।
ত্বষ্টুঃ সমীপমগমৎ ব্রীড়িতেব তপস্বিনী ॥১৩
পিতুঃ সমীপে গত্বা তু পিত্রা নির্ভৎসিতা পুরা।
ভর্ত্তুঃ সমীপং গচ্ছেতি নিযুক্তা চ পুনঃ পুনঃ ॥১৪
অগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বাচ্ছাদ্য রূপমনিন্দিতা।
কুরূন্ তথোত্তরান্ গত্বা তৃণান্যথ চচার হ ॥১৫
দ্বিতীয়ায়াস্তু সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞেয়মিতি চিন্তয়ন্।
আদিত্যো জনয়ামাস পুত্রমাত্মসমং তদা ॥১৬
পূর্ব্বজস্য মনোর্ব্বিপ্রাঃ সদৃশোঽয়মিতি প্রভুঃ।
মনুরেবাভবন্নাম্না সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে ॥১৭

সবর্ণা বলিল, হে দেবি, যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব আমার কেশাকর্ষণ করিয়া তাড়না না করিবেন, অথবা যে পর্য্যন্ত আমাকে শাপ প্রদান না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি কাহারও নিকট একথা প্রকাশ করিব না, আপনি মনের সুখে গমন করুন, আপনাকে প্রণাম করি।১২

লোমহর্ষণ বলিলেন,—"তাহাই করিও" বলিয়া এবং সবর্ণাকে কতকগুলি কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দান করিয়া, সেই তপস্বিনী সংজ্ঞা যেন কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে তপঃপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মার সমীপে গমন করিলেন।১৩

পিতার নিকট গমন করিলে, পিতা প্রথমে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন। পরে পিতা কর্ত্তৃক "ভর্ত্তার সমীপে গমন কর" এইরূপে বারম্বার আদিষ্ট হইয়া, সেই অনিন্দিতা সংজ্ঞা নিজের স্বরূপ গোপন করিয়া, বড়বা রূপে উত্তর কুরুপ্রদেশে গমন পূর্ব্বক তৃণ ভোজন করিতে লাগিলেন।১৪।১৫

এদিকে সূর্য্য সেই সংজ্ঞার প্রতিকৃতি ছায়াকে সংজ্ঞা বলিয়াই স্থির করিয়া তাহার গর্ভে আত্মতুল্য একটী পুত্র উৎপাদন করিলেন।১৬

হে বিপ্রগণ, সেই পুত্র পূর্ব্বজাত মনুর তুল্যাকার হওয়ায় সাবর্ণ মনু নামে অভিহিত হইলেন।১৭

দ্বিতীয়োযঃ সুতস্তস্যাং স বিজ্ঞেয়ঃ শনৈশ্চরঃ।
সংজ্ঞাতু পার্থিবী বিপ্রাঃ স্বস্য পুত্রস্য বৈ তদা॥১৮
চকারাভ্যধিকং স্নেহং ন তথা পূর্ব্বজেষু বৈ।
মনুস্তস্যাঃ ক্ষমত্তৎতু যমস্তস্যা ন চক্ষমে॥১৯
স বৈ রোষাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোর্থস্য বানঘ।
পদা সন্তর্জ্জয়ামাস সংজ্ঞাং বৈবস্বতোপমঃ॥২০
শশাপ চ ততঃ ক্রোধাৎ সাবর্ণজননী তদা।
চরণঃ পততামেষস্তবেতি ভৃশদুঃখিতা॥২১
যমস্ত তৎপিতুঃ সর্ব্বং প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ।
ভৃশং শাপভয়োদ্বিগ্নঃ সংজ্ঞাশাপৈর্ব্বিবেজিতঃ॥২২
শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্তেত প্রোবাচ পিতরং তদা।
মাত্রা স্নেহেন সর্ব্বেষু বর্ত্তিতব্যং সুতেষু বৈ॥২৩
সেয়মস্মানপাহায় যবীয়াংসং বুভূষতি।
তস্যা ময়োদ্যতঃ পাদো নতু দেহে নিপাতিতঃ॥২৪

ঐ ছায়ার গর্ভে যে দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহার নাম শনৈশ্চর। হে দ্বিজগণ, সংজ্ঞা-প্রতিকৃতি ছায়া নিজ পুত্রদিগের উপর যেরূপ অধিক স্নেহ করিতে লাগিল, সূর্য্যের প্রথম সন্তানদিগের উপর সেরূপ স্নেহ করিত না।১৮।১৯

মনু ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু যম তাহা ক্ষমা করিলেন না। সেই বৈবস্বততুল্যপরাক্রম যম, ক্রোধ হেতুই হোক, বালকতানিবন্ধনই হোক অথবা ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিতা প্রযুক্তই হোক, সংজ্ঞাকে চরণ উঠাইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন।২০

ইহাতে সাবর্ণজননী অতিশয় ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার এই চরণ খসিয়া পড়ুক।২১

যম কৃতাঞ্জলি হইয়া, পিতার নিকট সেই সকল কথা বলিলেন। কারণ তিনি সংজ্ঞার শাপে উদ্বেজিত হইয়া পুনর্ব্বার যদি পিতা আরও অধিক কঠোর শাপ প্রদান করেন এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।২২

তিনি পিতাকে বলিলেন,—এই অন্যায় শাপ নিবৃত্ত হোক। মাতার সকল পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ করা উচিত কিন্তু আমাদের এই জননী আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকেই অধিক স্নেহ সহকারে প্রতিপালন করিতেছেন। এই নিমিত্ত আমি তাঁহার প্রতি চরণ উঠাইয়াছিলাম

বাল্যাদ্ বা যদিবা মোহাত্তদ্‌ভবান্‌ক্ষন্তুমর্হতি ।২৫
শপ্তোঽহমস্মি লোকেশ জনন্যা তপতাংবর।
ভবৎপ্রসাদাচ্চরণো ন পতেন্মম গোপতে ॥২৬

বিবস্বানুবাচ।

অসংশয়ং পুত্র, মহদ্‌ভবিষ্যত্যত্র কারণম্।
যেন ত্বামশপৎ ক্রোধাদ্বর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনং ॥২৭
ন শক্যমেতন্মিথ্যা তু কর্ত্তুং মাতৃবচস্তব।
কৃময়ো মাংসমাদায় পৎস্যন্ত্যত্র মহীতলে ॥২৮
কৃতমেব বচস্তথ্যং মাতুস্তব ভবিষ্যতি।
মাংসস্য পরিহারেণ ত্বঞ্চ ত্রাতো ভবিষ্যসি ॥২৯
আদিত্যশ্চাব্রবীৎ সংজ্ঞাং কিমর্থং তনয়েষু বৈ।
তুল্যেষ্বভ্যধিকঃ স্নেহঃ একস্মিন্ ক্রিয়তে ত্বয়া ॥৩০
সা তৎ পরিহরন্তী তু নাচচক্ষে বিবস্বতে।
স চাত্মানং সমাধায় যোগাত্তথ্যমপশ্যত ॥৩১

মাত্র, আঘাত করি নাই, যাহাহৌক, আমি এই কার্য্য বালকতানিবন্ধন অথবা মোহবশতঃই করিয়াছি, আপনি ইহা ক্ষমা করুন। হে তপতাম্বর, লোকনাথ, জননী আমাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে হে কিরণ-মালিন্ আপনার প্রসাদে যেন আমার চরণ নিপতিত না হয়।২৩।২৪।২৫।২৬

সূর্য্য বলিলেন, হে পুত্র এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন মহৎ কারণ আছে, যাহার জন্য তোমার ন্যায় সত্যবাদী ও ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রকেও ক্রোধভরে শাপ প্রদান করিয়াছেন। তোমার মাতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা করিবার ক্ষমতা আমার নাই, কৃমিগণ তোমার এই চরণ হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে পাতত হইবে। তাহা হইলে তোমার মাতার বাক্যও সত্য হইবে, এবং ঐ মাংস ক্ষয়ে তোমারও রক্ষা হইবে।২৭।২৮।২৯

পরে সূর্য্য সংজ্ঞাকে বলিলেন, সকল পুত্রকে সমানভাবে স্নেহ প্রদর্শন উচিত হইলেও তুমি একের উপর অধিক স্নেহ করিতেছ কেন ? ৩০

এক্ষণে সেই ছায়া, প্রকৃত কথা গোপন করিবার নিমিত্ত, মৌনভাবে রহি-লেন, সূর্য্যদেবকে কিছুই বলিলেন না, তখন সূর্য্যদেব সমাধিস্থ হইয়া যোগবলে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলেন।৩১

তাং শপ্তু কামো ভগবান্ নাশায় মুনিসত্তমাঃ।
ততঃ সর্ব্বং যথা বৃত্তং সাচচক্ষে বিবস্বতে।
বিবস্বানথ সংশ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্ত্বষ্টারমভ্যগাৎ ॥৩২
ত্বষ্টা তত্র যথান্যায়মর্চ্চয়িত্বা বিভাবসুম্।
নির্দ্দগ্ধু কামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস বৈ তদা ॥৩৩

ত্বষ্টোবাচ।

তবাতিতেজসাবিষ্টমিদং রূপং ন শোভতে।
অনুকূলং তু তে দেব যদি স্যান্মম সম্মতম্ ॥৩৪
রূপং নির্ব্বর্ত্তয়াম্যদ্য তব কান্তমরিন্দম ॥৩৫
ততোঽভ্যুপগমাত্তস্য মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ।
ভ্রমিমারোপ্য তত্তেজঃ শাতয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ॥৩৬
ততো নির্ভাসিতং রূপং তেজসা সংহৃতেন বৈ।
কান্তাৎ কান্ততরং দ্রষ্টু মধিকং শুশুভে তদা ॥৩৭
দদর্শ যোগমাস্থায় স্বাং ভার্য্যাং বড়বাং ততঃ।
অধৃষ্যাং সর্ব্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ।

হে মুনিশ্রেষ্ঠসকল, ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে, সেই ছায়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।৩২

সূর্য্যদেব এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলে বিশ্বকর্ম্মা, ক্রোধে দহন করিতে উদ্যত সেই বিভাবসুকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া সান্ত্বনা করিলেন।৩৩

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, তোমার এই অতি তেজযুক্ত শরীরের কিছুই শোভা নাই। অতএব হে দেব, যদি আমার প্রস্তাব তোমার অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে হে অরিন্দম, আমি তোমার কমনীয় রূপ সম্পাদন করিতে পারি।৩৪.৩৫

হে দ্বিজগণ, সূর্য্যদেব স্বীকৃত হইলে, বিশ্বকর্ম্মা ভ্রমি চক্রে আরোপিত করিয়া তাঁহার তেজের শান্তি করিলেন।৩৬

তেজের সংহার হইলে, সূর্য্যদেবের শরীরকান্তি লাবণ্যে উদ্ভাসিত এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কমনীয় সুতরাং দৃষ্টির অধিক প্রীতিকর হইল।৩৭

অনন্তর মার্ত্তণ্ড যোগের অনুষ্ঠান করিয়া তেজ ও নিয়ম প্রভাবে সকল

বড়বাবপুষং বিপ্রাশ্চরন্তীমকুতোভয়ম্।
সোঽশ্বরূপেণ ভগবাংস্তাং মুখে সমভাবয়ৎ ॥৩৮
দেবৌ তস্যামজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাম্বরৌ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি ॥৩৯
তাং তু রূপেণ কান্তেন দর্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥৪০
সা তু দৃষ্টৈব ভর্তারং তুতোষ মুনিসত্তমাঃ ॥৪১
যমস্তু কর্ম্মণা তেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ।
ধর্ম্মেণ রঞ্জয়ামাস ধর্ম্মরাজ ইমাঃ প্রজাঃ ॥৪২
স লেভে কর্ম্মণা তেন শুভেন পরমদ্যুতিঃ।
পিতৃণামধিপত্বঞ্চ লোকপালত্বমেব চ ॥৪৩
মনুঃ প্রজাপতিস্ত্বাসীৎ সাবর্ণিঃ স তপোধনঃ।
ভাব্যঃ সোঽনাগতে তস্মিন্ মনুঃ সাবর্ণিকেঽন্তরে ॥৪৪
মেরুপৃষ্ঠে তপো নিত্যমদ্যাপিচ চরত্যুত।
ভ্রাতা শনৈশ্চরশ্চাস্য গ্রহত্বং স তু লব্ধবান্ ॥৪৫

প্রাণীর অশ্বষ্য বড়বারূপিণী স্বীয় ভার্য্যাকে দেখিতে পাইলেন। হে বিপ্রগণ, বড়বারূপে অকুতোভয়ে ভ্রমণকারিণী সংজ্ঞাকে সূর্য্যদেব অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহার মুখে মুখ সংলগ্ন করিয়া সম্ভাবিত করিলেন।৩৮

সূর্য্যদেব অশ্বরূপেই সেই বড়বার গর্ভে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ যমজ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উৎপাদন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম নাসত্য, অপরের নাম দস্র।৩৯

অনন্তর সূর্য্যদেব সংজ্ঞাকে আপনার অভিনব কমনীয় রূপে দর্শন প্রদান করিলেন। হে মুনিগণ, সংজ্ঞাও আপনার স্বামীর দর্শন লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।৪০।৪১

যম নিজের গর্হিত কার্য্যে অতিশয় মনোব্যথা পাইয়া ধর্ম্মাচরণদ্বারা লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম ধর্ম্মরাজ হইল।৪২

তিনি সেই শুভকর্ম্ম নিবন্ধন উজ্জ্বল কান্তি লাভ করিয়া পিতৃদিগের আধিপত্য এবং লোকপালত্ব প্রাপ্ত হইলেন।৪৩

মনু প্রজাপতি হইয়াছিলেন, সাবর্ণি তপঃপরায়ণ হইলেন, তিনিই ভাবি সাবর্ণিকমন্বন্তরের অধিপতি মনু হইবেন, তিনি অদ্যাপি সুমেরুর পৃষ্ঠদেশে তপশ্চরণ করিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতা শনৈশ্চর একটী গ্রহ হইলেন।৪৪।৪৫

ত্বষ্টা তু তেজসানেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ।
তদপ্রতিহতং যুদ্ধে দানবান্তচিকীর্ষয়া ॥৪৬
যবীয়সী তু যাচাসীৎ যমী কন্যা যশস্বিনী।
অভবচ্চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যমুনা লোকভাবিনী ॥৪৭

বিশ্বকর্ম্মা অপহৃত সূর্য্য তেজের দ্বারা যুদ্ধে দানবদিগকে নিঃশেষ করিবা অভিলাষে অপ্রতিহত বৈষ্ণব চক্র নির্ম্মাণ করিলেন। সূর্য্যের সংজ্ঞাগর্ভজা যমী নাম্নী যবীয়সী কন্যা লোকপবিত্রতাসম্পাদনী যমুনা নামে প্রসিদ্ধ শ্রে নদীরূপে পরিণত হইলেন।৪৬,৪৭

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

চন্দ্রবংশ বর্ণন ।—পরশুরাম ও বিশ্বামিত্র ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বুধস্য তু মতিশ্রেষ্ঠো বিদ্বান্ পুত্রঃ পুরুরবাঃ ।
তেজস্বী দানশীলোভূদ্যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ ॥১
ব্রহ্মবাদী স নাক্রান্তঃ শত্রুভির্যুধি দুর্দ্দমঃ ।
আহর্ত্তা চাগ্নিহোত্রস্য যজ্ঞানাং চ মহীপতিঃ ॥২
সত্যবাদী পুণ্যমতিঃ সম্যক্ সংবৃতমৈথুনঃ ।
অতীব ত্রিষু লোকেষু যশসাঽপ্রতিমঃ সদা ॥৩
বিশ্বং হি ব্রহ্মতপসা তদৈতস্মিন্ সমর্পিতং ॥৪
উর্ব্বশী বরয়ামাস হিত্বা মানং যশস্বিনী ॥৫
তয়া সহাবসদ্রাজা দশ বর্ষাণি পঞ্চচ ।
পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ বাষ্টৌ চ ভোদ্বিজঃ ॥৬
বনে চৈত্ররথে রম্যে তদা মংদাকিনীতটে ।
অলকায়াং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোত্তমে ॥৭

লোমহর্ষণ বলিলেন, মতিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্, তেজস্বী, দানশীল, যজ্বা, বিপুলদক্ষিণাপ্রদ, পুরুরবা নামে বুধের একমাত্র পুত্র হইয়াছিলেন ।১

সেই মহীপতি, ব্রহ্মাবাদী, শত্রুগণের অজেয়, যুদ্ধে দুর্দ্দম, অগ্নিহোত্র ও অন্যান্যযজ্ঞের আহর্ত্তা, সত্যবাদী, এবং পুণ্য কার্য্য প্রিয় ছিলেন ।২

তিনি মিথুনসম্পাদ্য কার্য্যে সংযত এবং ত্রিভুবনে অতুল্য কীর্ত্তিশালী ছিলেন, ব্রহ্মার তপস্যা প্রভাবে সমুদয় বিশ্বের আধিপত্য তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল ।৩।৪

যশস্বিনী উর্ব্বশী অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিল ।৫

হে দ্বিজগণ রাজা সেই উর্ব্বশীর সহিত রম্য চৈত্ররথ বনে পঞ্চদশ বৎসর, মন্দাকিনীর তটে একাদশ বৎসর, বিশালা ও অলকা.পুরীতে পঞ্চদশ বৎসর এবং বনশ্রেষ্ঠ নন্দনে অষ্টাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ।৬।৭

উত্তরান্ স কুরূন্ প্রাপ্য মনোরথফলদ্রুমান্।
গংধমাদনপাদেষু মেরুপৃষ্ঠে তথোত্তরে ॥৮
এতেষু বনমুখ্যেষু সুরৈরাবরিতেষু চ।
উর্ব্বশীসহিতো রাজা রেমে পরময়া মুদা ॥৯
দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে।
রাজ্যং স কারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ ॥১০
এবং প্রভাবো রাজাসীদৈলস্তু নরসত্তমঃ।
ঐলপুত্রো বভূবুস্তে তস্যাং দেবসুতোপমাঃ ॥১১
দিবি জাতা মহাত্মান আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ।
বিশ্বায়ুশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা শতায়ুশ্চ তথা পরঃ ॥১২
দৃঢ়ায়ুশ্চ বলায়ুশ্চ সুতায়ুশ্চোর্ব্বশীসুতাঃ।
অমাবসোশ্চ দায়াদো ভীমোরাজা প্রয়াগরাট্ ॥১৩
শ্রীমান্ ভীমস্য দায়াদো রাজাসীৎ কাঞ্চন প্রভুঃ।
বিদ্বাংস্তু কাঞ্চনস্যাপি সুহোত্রোঽভূন্মহাবলঃ ॥১৪

রাজা উর্ব্বশীর সহিত মিলিত হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদ কল্প বৃক্ষে শোভি উত্তর কুরুমণ্ডলে গমন পূর্ব্বক গন্ধমাদনের পাদ প্রদেশে, সুমেরুর উত্ত পার্শ্বে এবং দেবগণে পরিবেষ্টিত রমণীয় বন সমূহে পরম আনন্দের সহি ক্রীড়া করিয়াছিলেন।৮।৯

সেই পৃথিবীপতি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত, অতিপবিত্র প্রয়াগ প্রদে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইলার পু নরশ্রেষ্ঠ পুরুরবা এইরূপই প্রভাব সম্পন্ন রাজা হইয়াছিলেন। উর্ব্বশী গর্ভে পুরুরবার দেবপুত্র সদৃশ অধোলিখিত পুত্র সকল উৎপন্ন হইয় ছিলেন।১০।১১

তাহারা সকলেই মহাত্মা ছিলেন এবং স্বর্গভূমিতে প্রসূত হইয়াছিলেন আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু এবং সুতায়ু উর্ব্বশীর এ কয়টী পুত্র হইয়াছিল, ইঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান্ এবং ধর্ম্মাত্মা ছিলেন।১২।১৩

অমাবসুর পুত্র ভীম নামক রাজা প্রয়াগের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ভীমের উত্তরাধিকারী কাঞ্চনপ্রভু। কাঞ্চনের বিদ্বান্ ও মহাবল সম্প সুহোত্র নামে পুত্র হইয়াছিল। সুহোত্রের কেশিনীর গর্ভে জহ্নু নাম

সুহোত্রস্যাভবজ্জহ্নুঃ কেশিন্যা গর্ভসংভবঃ।
আজহ্রে যো মহৎ সত্রং সর্ব্বমেধং মহামখম্॥১৫
পতিলোভেন যং গঙ্গা পতিত্বেন সসার হ।
নেচ্ছতঃ প্লাবয়ামাস তস্য গঙ্গা মহৎ সদঃ॥১৬
স তয়া প্লাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমন্ততঃ।
সৌহোত্রিরব্রবীদ্গঙ্গাং ক্রুদ্ধো রাজা দ্বিজোত্তমাঃ॥১৭
এষ তে বিফলং যত্নং পিবন্নম্ভঃ করোম্যহম্।
অস্য গংগেঽবলেপস্য সদ্যঃ ফলমবাপ্নুহি॥১৮
রাজর্ষিণা ততঃ পীতাং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ।
উপনিন্যুর্মহাভাগা দুহিতৃত্বেন জাহ্নবীম্॥১৮
যুবনাশ্বস্য পুত্রীং তু কাবেরীং জহ্নুরাবহৎ।
যুবনাশ্বস্য শাপেন গঙ্গার্দ্ধেন বিনির্ম্মিতাম্॥১৯
জহ্নুস্তু দয়িতং পুত্রং সৌহোত্রং নাম ধার্ম্মিকঃ।
কাবের্য্যাং জনয়ামাস অজকস্তস্য চাত্মজঃ॥২০

পুত্র উৎপন্ন হয়। এই জহ্নু সর্ব্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের আহরণ করিয়াছিলেন।১৪।১৫

পতিলাভাভিলাষিণী গঙ্গা পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট অভিসার করিয়াছিলেন। জহ্নু প্রত্যাখ্যান করিলে গঙ্গা সলিল দ্বারা তাঁহার সেই বিস্তৃত যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়াছিলেন।১৬

হে দ্বিজগণ, সুহোত্রের পুত্র জহ্নু গঙ্গাদ্বারা যজ্ঞভূমি সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে বলিয়াছিলেন।১৭

এই আমি সমস্ত জল পান করিয়া তোমার যত্ন বিফল করিতেছি। হে গঙ্গে, তুমি এই অহঙ্কারের ফল সদ্যই প্রাপ্ত হও।১৮

মহর্ষিগণ জহ্নু কর্ত্তৃক গঙ্গাকে পীত দেখিয়া, তাঁহার কন্যারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার নাম জাহ্নবী রাখিলেন। যুবনাশ্বের দুহিতা কাবেরীকে জহ্নু বিবাহ করিয়াছিলেন, যুবনাশ্বের শাপ প্রভাবে গঙ্গার অর্দ্ধভাগ দ্বারা ঐ কাবেরীর শরীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। হে ধার্ম্মিকগণ, জহ্নু কাবেরীর গর্ভে সৌহোত্র নামক অতি প্রিয়দর্শন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।১৯।২০

অজকস্তু তু দায়াদো বলাকাশ্বো মহীপতিঃ।
বভূব মায়াশীলোপ কুশস্তস্যাত্মজোঽভবৎ ॥২১
কুশপুত্রা বভূবুর্হি চত্বারো দেববর্চ্চসঃ।
কুশিকঃ কুশনাভশ্চ কুশাশ্বো মূর্ত্তিমাংস্তথা ॥২২
পহ্লবৈঃ স নিরাক্রামদ্রাজা বনচরস্তদা।
কুশিকস্তু তপস্তেপে পুত্রমিন্দ্রসমং প্রভুং।
লভেয়মিতি তং শক্রস্ত্রাসাদভ্যেত্য জগ্মিবান্ ॥২৩
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ততঃ শক্রোহ্যদৃশ্যত।
অত্যুগ্রং তাপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥২৪
সমর্থং পুত্রজননে স্বয়মেবাম্বপদ্যত ॥২৫
পুত্রার্থং কল্পয়ামাস দেবেন্দ্রঃ স সুরোত্তমঃ ॥২৬
গাধেঃ কন্যাং মহাভাগাং নাম্না সত্যবতীং শুভাং।
স গাধিঃ কাব্যপুত্রায় ঋচীকায় দদৌ প্রভুঃ ॥২৭
তস্যাঃ প্রীতঃ স বৈ ভর্ত্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ।
পুত্রার্থং সাধয়ামাস চরুং গাধেস্তথৈব চ ॥২৮

তাহার পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ্ব নামক নৃপতি অতিশয় মায়াশীল ছিলেন। বলাকাশ্বের কুশ নামে একটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ।২১

কুশের কুশিক, কুশনাভ, কুশাশ্ব এবং মূর্ত্তিমান্ এই চারিটী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কুশিক রাজা পহ্লবগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অরণ্য আশ্রয় করত ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভের সঙ্কল্প করিয়া তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ভয়ে তাঁহার নিকট একবার (অদৃশ্যভাবে) আসিয়া চলিয়া গেলেন ।২২।২৩

বর্ষসহস্র পূর্ণ হইলে, ইন্দ্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। তখন সহস্রাক্ষ পুরন্দর সেই উগ্র তপস্যায় নিরত রাজাকে স্বসদৃশ পুত্রোৎপাদনে সমর্থ দেখিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া আপনাকেই তাঁহার পুত্ররূপে কল্পিত করিলেন ।২৪।২৫।২৬

কুশিকের পুত্র গাধির সত্যবতী নাম্নী একটী শুভ লক্ষণা কন্যা ছিল। রাজা গাধি শুক্রাচার্য্যের পুত্র ঋচীককে সেই কন্যা প্রদান করিলেন। ভৃগুবংশের আনন্দ বর্দ্ধন ঋচীক সেই ভার্য্যার উপর প্রীত হইয়া তাহার এবং গাধির পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত দুইটী পৃথক পৃথক চরু প্রস্তুত করিলেন ।২৭।২৮

উবাচাহূয় তাং ভর্ত্তা ঋচীকো ভার্গবস্তদা।
উপযোজ্যশ্চরুরয়ং ত্বয়া মাত্রা ত্বয়ং তব ॥২৯
তস্যাং জনিষ্যতে পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
অজেয়ঃ ক্ষত্রিয়ো লোকে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনঃ ॥৩০
তবাপি পুত্রং কন্যাণি ধৃতিমন্তং তপোধনং।
শমাত্মকং দ্বিজশ্রেষ্ঠং চরুরেষ বিধাস্যতি ॥৩১
এবমুক্ত্বা তু তাং ভার্য্যামৃচীকো ভৃগুনন্দনঃ।
তপস্যভিরতোনিত্যমরণ্যং প্রবিবেশ হ ॥৩২
গাধিঃ সদারস্তু তদা ঋচীকাশ্রমমভ্যগাৎ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সুতাং দ্রষ্টুং নরেশ্বরঃ ॥৩৩
চরুদ্বয়ং গৃহীত্বা তু ঋষেঃ সত্যবতী তদা।
চরুমাদায় যত্নেন সাতু মাত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥৩৪
মাতা তু তদভেদেন দুহিত্রে স্বচরুং দদৌ।
তস্যাশ্চরুমথাজ্ঞানাদাত্মসংস্থং চকার হ ॥৩৫

অনন্তর, ভৃগুনন্দন ঋচীক আপনার পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এই চরু তুমি ভোজন করিবে, আর ঐ দ্বিতীয় চরু তোমার মাতা ভোজন করিবেন। উহা ভোজন করিলে, তাঁহার দীপ্তিমান্, অজেয়, প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গের সংহর্ত্তা, এবং ক্ষত্রিয় কুলের গৌরবস্বরূপ একটী পুত্র উৎপন্ন হইবে।২৯।৩০

হে কল্যাণি তোমার এই চরু তোমার পুত্রকে ধৃতিমান্, তপোনিধি, প্রশান্ত এবং ব্রাহ্মণকুলের শ্রেষ্ঠ করিবে।৩১

ভার্য্যাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া নিত্য তপোনিরত ভৃগুনন্দন ঋচীক পুনর্ব্বার তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।৩২

সেই সময় গাধি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভার্য্যার সহিত স্বীয় কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত ঋচীকের আশ্রমে আগমন করিলেন। তখন সত্যবতী ঋষি প্রস্তুত চরু আনয়ন করিয়া নিজ মাতাকে অর্পণ করিলেন।৩৩।৩৪

মাতা ঐ চরুদ্বয়ের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া নিজের নিমিত্ত কল্পিত চরু কন্যাকে প্রদান করিলেন এবং কন্যার চরু স্বয়ং ভোজন করিলেন।৩৫

অথ সত্যবতী গর্ভং ক্ষত্রিয়ান্তকরং তদা।
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনাম্ ॥৩৬
তামৃচীকস্ততো দৃষ্ট্বা যোগেনাভ্যনুস্মৃত্য চ।
ততোঽব্রবীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তাং ভার্য্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥৩৭
মাত্রাসি বঞ্চিতা ভদ্রে বস্তুব্যত্যাসহেতুনা।
জনিষ্যতি হি পুত্রস্তে ক্রূরকর্ম্মাঽতিদারুণঃ ॥৩৮
ভ্রাতা জনিষ্যতে চাপি ব্রহ্মভূতস্তপোধনঃ।
বিশ্বং হি তপসা ব্রহ্ম ময়া তস্মিন্ সমর্পিতম্ ॥৩৯
এবমুক্তা মহাভাগ ভর্ত্রা সত্যবতী তদা।
প্রসাদয়ামাস পতিং পুত্রো মে নেদৃশো ভবেৎ ॥৪০
ব্রাহ্মণাপসদস্তত্ত ইত্যুক্তো মুনিরব্রবীৎ।
নৈষ সংকল্পিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথাস্ত্বিতি ॥৪১
পুনঃ সত্যবতী বাক্যমেবমুক্তাঽব্রবীদিদম্।
শমাত্মকমৃজুং ত্বং মে পুত্রং দাতুমিহার্হসি ॥৪২

অনন্তর সত্যবতী ক্ষত্রিয়কুলের অন্তকর গর্ভ ধারণ করিলেন, ঋচীক তাঁহাকে শরীরের তেজাধিক্যহেতু উগ্রস্বরূপা দেখিয়া সমাধিদ্বারা সকলই বুঝিতে পারিলেন। পশ্চাৎ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বরবর্ণিনী ভার্য্যাকে বলিলেন, হে ভদ্রে, বস্তুর বৈপরীত্য ঘটাইয়া তোমার মাতা তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। তোমার গর্ভে অতিদারুণস্বভাব ক্রূরকর্ম্মা পুত্র উৎপন্ন হইবে, অন্যদিকে তোমার ভ্রাতা তপোধন এবং ব্রাহ্মণতুল্য শান্তস্বভাব হইবে।৩৬।৩৭।৩৮

আমি তপস্যাপ্রভাবে সমুদয় বেদ উহাতে সমর্পণ করিয়াছি। ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাভাগা সত্যবতী আপনার ঔরসে আমার যেন এরূপ ব্রাহ্মণাপসদ পুত্র না হয়, এই বলিয়া স্বামীর নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিলেন।৩৯।৪০

এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মুনি বলিলেন, হে ভদ্রে, আমি এরূপ সঙ্কল্প করি নাই, কিন্তু আমি যেরূপ কল্পনা করিয়াছি তাহাই হইবে।৪১

এইরূপে উক্ত হইয়া সত্যবতী পুনর্ব্বার এই বাক্য বলিলেন, আপনি আমাকে ঋজু ও শান্তস্বভাব পুত্র প্রদান করুন, হে দ্বিজোত্তম, যদি আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যথা করিতে না পারেন, তবে আপনি যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন আমার পৌত্র না হয়, সেইরূপই হোক। অনন্তর

কামমেবং বিধঃ পৌত্রো মম স্যাত্তু বচস্তয়া।
যদ্যন্যথা ন শক্যং বৈ কর্ত্তুমেতদ্দ্বিজোত্তম ॥৪৩
ততঃ প্রসাদমকরোৎ স তস্যাং সুতপোধনঃ।
ভদ্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রার্থং বরবর্ণিনি ॥৪৪
ত্বয়া যথোক্তং বচনং তথা ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥৪৫
ততঃ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্।
তপস্যভিরতং নিত্যং জমদগ্নিং শমাত্মকম্ ॥৪৬
ভৃগোর্জগত্যাং বংশেঽস্মিন্ জমদগ্নিরজায়ত।
সা হি সত্যবতী পুণ্যা সত্যধর্ম্মপরায়ণা।
কৌশিকীতি সমাখ্যাতা প্রবৃত্তেয়ং মহানদী ॥৪৭
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রেণুর্নাম নরাধিপঃ।
তস্য কন্যা মহাভাগা কামলী নাম রেণুকা ॥৪৮
রেণুকাযাং তু কামল্যাং তপোবিদ্যাসমন্বিতঃ।
আর্চীকো জনয়ামাস জামদগ্ন্যং সুদারুণম্ ॥৪৯
সর্ব্ববিদ্যানুগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্ব্বেদস্য পারগম্।
রামং ক্ষত্রিয়হন্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥৪৯
বিশ্বামিত্রং তু দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ।
জনয়ামাস পুত্রং তু তপোবিদ্যাসমন্বিতম্ ॥৫০

তপোধন ঋচীক ভার্য্যার উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, হে বরবর্ণিনি, আমার পুত্রে ও পৌত্রে কিছু বিশেষ নাই, অতএব হে ভদ্রে, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে। অনন্তর সত্যবতী নিত্যতপোনিরত শান্তস্বভাব জমদগ্নি নামে পুত্র প্রসব করিলেন। এই পৃথিবী তলে ভৃগুর বংশে জমদগ্নি উৎপন্ন হইবামাত্র, সেই সত্যধর্ম্মপরায়ণা, পুণ্যশীলা, সত্যবতী কৌশিকী নামে বিশ্রুত মহানদীরূপে পরিণত হইলেন।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

ইক্ষ্বাকুবংশে রেণু নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম কামলী, তাঁহাকে লোকে রেণুকাও বলিত। তাঁহার সহিত জমদগ্নির বিবাহ হয়। তপোবিদ্যাসম্পন্ন ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি ঐ কামলীর গর্ভে সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন, ধনুর্বিদ্যায় পারগ, ক্ষত্রকুলের উচ্ছেদক, অতি দারুণস্বভাব প্রদীপ্তপাবকসদৃশ জামদগ্ন্য রামকে উৎপাদন করিলেন। এদিকে কুশিকের পুত্র গাধি তপোবিদ্যাসমন্বিত বিশ্বামিত্র নামক পুত্র উৎপাদন

প্রাপ্য ব্রহ্মর্ষিসমতাং যোয়ং ব্রহ্মর্ষিতাং গতঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা নাম্না বিশ্বরথঃ স্মৃতঃ ॥৫১
জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাদ্বংশবর্দ্ধনঃ ॥৫২
বিশ্বামিত্রস্য চ সুতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
প্রখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু তেষাং নামান্যতঃ পরম্ ॥৫৩
দেবরাতঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ।
শালাবত্যাং হিরণ্যাক্ষো রেণো জজ্ঞেঽথ রেণুকঃ ॥৫৪
সাংকৃতির্গালবশ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ।
কচ্ছপো হারীতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য তে সুতাঃ ॥৫৫
তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্।
প্রাণিনো বভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈবচ।
পার্থিবা দেবরাতাশ্চ শালঙ্কায়নবাস্কলাঃ।
লোহিতা যমদূতাশ্চ তথা কারূষকাঃ স্মৃতাঃ ॥৫৬
পৌরবস্য মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্য চ।
সম্বন্ধোঽপ্যস্য বংশেঽস্মিন্ ব্রহ্মক্ষত্রস্য বিশ্রুতঃ ॥৫৭

করিলেন। এই ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রের প্রথম নাম বিশ্বরথ ইনি তপঃ প্রভা[illegible] ব্রহ্মর্ষিদিগের তুল্য ক্ষমতা লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ভৃগুনন্দন ঋচীকের প্রসাদেই কুশিকনন্দন গাধির ঔরসে তাদৃশ বংশবর্দ্ধ[illegible] পুত্রের জন্ম হইয়াছিল।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২

বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত প্রভৃতি ত্রিভুবনে বিখ্যাত। অতঃপ[illegible] তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। দেবরাত, কতি, (যাঁহার সন্তানগ[illegible] কাত্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ), হিরণ্যাক্ষ, রেণ, রেণুক, সাংকৃতি, গালব, দেব[illegible] অষ্টক, কচ্ছপ এবং হারীত।৫৩।৫৪।৫৫

ইঁহারা বিশ্বামিত্রের ঔরসে শালাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এ[illegible] সকল মহাত্মা কুশিক বংশসম্ভূত, দেবরাত প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এক এক বিখ্যাত গোত্র আছে যথা প্রাণী, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরা[illegible] শালঙ্কায়ন, বাস্কল, লোহিত, যমদূত এবং কারূষক।৫৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, পৌরব ও কৌশিক বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ম[illegible] বৈবাহিকসম্বন্ধ বহুদিন হইতে প্রচলিত। বিশ্বামিত্রের পুত্রের ম[illegible]

বিশ্বামিত্রাত্মজানাস্তু শুনঃশেফোঽগ্রজঃ স্মৃতঃ।
হরিদশ্বস্য যজ্ঞে তু প শুত্বে বিনিযোজিতঃ ॥৫৮

দেবৈর্দত্তঃ শুনঃশেফো বিশ্বামিত্রায় বৈ পুনঃ।
দেবৈর্দত্তঃ স বৈ যস্মাৎ দেবরাত ইতি স্মৃতঃ।
দেবরাতাদয়ঃ সপ্ত বিশ্বামিত্রস্য বৈ সুতাঃ ॥৫৯

শুনঃশেফ জ্যেষ্ঠ। হরিদশ্ব নামক রাজার যজ্ঞে এই শুনঃশেফকে পশুরূপে কল্পনা করা হয়।৫৭।৫৮

পরে দেবগণ শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করেন বলিয়া ইহার নাম দেবরাত হয়, দেবরাত প্রভৃতি সাতটী পুত্র বিশ্বামিত্রের প্রথমে উৎপন্ন হয়।৫৯

বিষ্ণুপুরাণ।

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় বিষ্ণুপুরাণও একখানি বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রধান পুরাণ, ইহাও অষ্টাদশমহাপুরাণের অন্তর্গত। ইহার রচনার প্রাঞ্জলতা এবং বিশুদ্ধতা দেখিয়া সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিত-গণই অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা ইহার প্রাচীনত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার পদ্যভাগ যেমন প্রাঞ্জল, গদ্য ভাগও সেইরূপ প্রসাদগুণসম্পন্ন। অধিকন্তু ইহাতে পুরাণের সমুদয় লক্ষণই সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত দৃষ্ট হয়।

এই বিষ্ণুপুরাণ ছুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে দ্বাবিংশ, দ্বিতীয় অংশে ষোড়শ, তৃতীয় অংশে অষ্টাদশ, চতুর্থ অংশে চতুর্ব্বিংশতি, পঞ্চম অংশে অষ্টাত্রিংশৎ এবং ষষ্ঠ অংশে আটটী অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে চতুর্থ অংশটি সম্পূর্ণই গদ্যময়, অবশিষ্ট অংশগুলি পদ্যময়। ভাগবত পুরাণ অনুসারে ইহার শ্লোক সংখ্যা তেইশ হাজার মৎস্যপুরাণেও ইহার শ্লোক সংখ্যা এইরূপই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রলয়, পৃথিবীর বিস্তার, দ্বীপ, বর্ষ ও দেশবিভাগ, সমুদ্র, পর্ব্বত ও নদ, নদীর সংস্থান, সূর্য্যাদি গ্রহের সংস্থান ও প্রমাণ, দেব ও রাজর্ষিদিগের বংশ-বর্ণন, মনু ও মন্বন্তর কথন, কল্প ও বিকল্প, যুগবিভাগ, যুগধর্ম্ম, কল্পান্ত স্বরূপ, দেব, ঋষি ও রাজাদিগের চরিত, বেদ ও তাহার শাখা বিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ইত্যাদি সমুদয় পৌরাণিক বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভাগবতের দশমস্কন্দের ন্যায় ইহার পঞ্চম অংশটী কেবল কৃষ্ণচরিত বর্ণনায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রহ্লাদ চরিত।

১ম অংশ—সপ্তদশ অধ্যায়।

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! শ্রূয়তাং সম্যক্ চরিতং তস্য ধীমতঃ।
প্রহ্লাদস্য সদোদারচরিতস্য মহাত্মনঃ ॥১
দিতেঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
ত্রৈলোক্যং বশমানিন্যে ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ ॥২
ইন্দ্রত্বমকরোৎ দৈত্যঃ স চাসীৎ সবিতা স্বয়ম্।
বায়ুরগ্নিরপাংনাথঃ সোমশ্চাভূন্মহাসুরঃ ॥৩
ধনানামাধিপঃ সোঽভূৎ স এবাসীৎ স্বয়ং যমঃ।
যজ্ঞভাগানশেষাংস্তু স স্বয়ং বুভুজেঽসুরঃ ॥৪
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য তত্ত্রাসান্মুনিসত্তম।
বিচেরুরবনৌ সর্ব্বে বিভ্রাণা মানবীং তনুম্ ॥৫
জিত্বা ত্রিভুবনং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদর্পিতঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্বুভুজে বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥৬

পরাশর বলিলেন, সেই উদারচরিত ধীমান্ মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত্র সম্যক্রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।১

পূর্ব্বকালে দিতির পুত্র মহাবীর্য্য হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া সমুদয় ত্রৈলোক্য বশীভূত করিয়াছিল। সেই অসুরশ্রেষ্ঠ স্বয়ং ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, এবং সোমের অধিকার গ্রহণ করিয়াছিল। সে নিজেই কুবের ও যমের কার্য্য করিত এবং ঐ সকল দেবগণের প্রাপ্য সমুদয় যজ্ঞভাগ সে নিজেই ভোগ করিত। হে মুনিসত্তম! তৎকালে দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন।২।৩।৪।৫

সেই অসুর, সমুদয় ত্রিভুবন জয় করিয়া সেই ত্রৈলোক্য বিজয়লব্ধ ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত হইয়াছিল। এবং সর্ব্বদা গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া

তস্য পুত্রো মহাভাগঃ প্রহ্লাদো নাম নামতঃ।
পপাঠ বালপাঠ্যানি গুরুগেহে গতোঽর্ভকঃ ॥৭
একদা তু স ধর্ম্মাত্মা জগাম গুরুণা সহ।
পানাসক্তস্য পুরতঃ পিতুর্দৈত্যপতেস্তদা ॥৮
পাদপ্রণামাবনতং তমুত্থাপ্য পিতা সুতম্।
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ প্রহ্লাদ মমিতৌজসম্ ॥৯
পঠ্যতাং ভবতা বৎস! সারভূতং সুভাষিতম্।
কালেনৈতাবতা যত্তে সদোদ্যুক্তেন শিক্ষিতম্ ॥১০

প্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রূয়তাং তাত বক্ষ্যামি সারভূতং তবাজ্ঞয়া।
সমাহিতমনা ভূত্বা যন্মে চেতস্যবস্থিতম্ ॥১১
অনাদিমধ্যান্তমজম্ অবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১২

অভিলষিত বিষয় সকল ভোগ করিত। প্রহ্লাদ নামে তাহার পুত্র অতিশয় মহাভাগ হইয়াছিলেন। ঐ প্রহ্লাদ শৈশবে গুরুগৃহে অবস্থিত হইয়া বালপাঠ্য পুস্তক সকল পাঠ করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন সময়ের মধ্যে কোন দিন সেই ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ গুরুর সহিত পানাসক্ত নিজ পিতা দৈত্যাধিপতির সমীপে গমন করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া অবনতভাবে অবস্থিত থাকিলে, হিরণ্যকশিপু সেই অমিতৌজা পুত্র প্রহ্লাদকে উঠাইয়া বলিয়াছিলেন।৬।৭।৮।৯

হে পুত্র! তুমি এইকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদা মনোযোগসহকারে যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছ, তাহার মধ্যে যাহা সার এবং সুভাষিত, তাহা পাঠ কর।১০

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিত! আমি আপনার আজ্ঞায়, আমার হৃদয়ে যাহা সাররূপে অবস্থিত, তাহা বলিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সেই আদি, মধ্য, অন্ত এবং ক্ষয় ও বৃদ্ধি রহিত অজ, অচ্যুত এবং সকল কারণেরও কারণ স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করিতেছি।১১।১২

পরাশর উবাচ।

এবং নিশম্য দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
বিলোক্য তদ্গুরুং প্রাহ স্ফুরিতাধরপল্লবঃ॥১৩
ব্রহ্মবন্ধো! কিমেতত্তে বিপক্ষস্তুতিসংহিতম্।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামবজ্ঞায় দুর্ম্মতে।

গুরুরুবাচ।

দৈত্যেশ্বর ন কোপস্য বশমাগন্তুমর্হসি।
মমোপদেশজনিতং নায়ং বদতি তে সুতঃ॥১৫

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

অনুশাস্তোঽসি কেনেদৃক্? বৎস! প্রহ্লাদ! কথ্যতাম্।
মমোপদিষ্টং নেত্যেষ প্রব্রবীতি গুরুস্তব॥১৬

প্রহ্লাদ উবাচ।

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত! কঃ কেন শাস্যতে॥১৭

পরাশর বলিলেন, এই বাক্য শ্রবণমাত্র দৈত্যপতির লোচনদ্বয় ক্রোধে আরক্ত হইল, অধর কম্পিত হইল, সেই দৈত্যেন্দ্র তাঁহার গুরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, ওরে ব্রাহ্মণাধম! তোমার এ কি কার্য্য? হে দুর্ম্মতে! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া এই বালককে আমার বিপক্ষের অসার স্তুতি শিখাইয়াছ?১৩।১৪

গুরু বলিলেন, হে দৈত্যেশ্বর, আপনি ক্রোধের বশীভূত হইবেন না, আপনার পুত্র যাহা বলিতেছে, উহা আমার উপদেশের অনুরূপ নয়।১৫

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে বৎস, প্রহ্লাদ, তোমার গুরু বলিতেছেন, তুমি যাহা বলিলে উহা তাঁহার উপদেশানুরূপ নহে, তবে কাহার নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ?১৬

প্রহ্লাদ বলিলেন, সমুদয় জগতের হৃদয়ে যিনি অবস্থিত, সেই বিষ্ণুই আমার উপদেশক, হে পিতঃ, সেই পরমাত্মা ভিন্ন কে কাহাকে শিক্ষা প্রদান করে?১৭

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

কোঽয়ং বিষ্ণুঃ? সুদুর্বুদ্ধে! যং ব্রবীষি পুনঃ পুনঃ।
জগতামীশ্বরস্যেহ পুরতঃ প্রসভং মম॥১৮

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ॥১৯

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

পরমেশ্বরসংজ্ঞোঽজ্ঞ! কিমন্যো? ময্যবস্থিতে।
তবাস্তি মর্ত্তুকামস্ত্বং প্রব্রবীষি পুনঃ পুনঃ॥২০

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং তাত? মম প্রজানাং স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ।
ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্॥২১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

প্রবিষ্টঃ কোঽস্য হৃদয়ে দুর্বুদ্ধেরতিপাপকৃৎ।
যেনেদৃশান্যসাধূনি বদত্যাবিষ্টমানসঃ॥২২

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে দুর্ব্বুদ্ধে, আমিই সমুদয় জগতের ঈশ্ব আমার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত যাহার নাম কীর্ত্তন করিতেছি সেই বিষ্ণু কে?।১৮

প্রহ্লাদ বলিল, যাহার পরম পদ শব্দ দ্বারা অপ্রকাশ্য কেবল যো গণের ধ্যান মাত্রে অবগম্য, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এ যিনি স্বয়ং বিশ্বস্বরূপ সেই পরমেশ্বরই বিষ্ণু।১৯

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে অজ্ঞ, আমি বিদ্যমান থাকিতে তোর নি কে আবার পরমেশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল? তুই আপনার মৃত্যু কাম করিয়াই বারম্বার এইরূপ বলিতেছিস্?২০

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ, সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণু কেবল আমার অন্য প্রজাগণের নহে। প্রত্যুত আপনারও ধাতা, বিধাতা, ও পরমে আপনি প্রসন্ন হউন, কি নিমিত্ত ক্রোধ করিতেছেন।২১

হিরণ্যকশিপু বলিল, এই দুর্ব্বুদ্ধির হৃদয়ে অতি পাপকারী কোন প্রবেশ করিয়া থাকিবে, যাহা দ্বারা আবিষ্টচিত্ত হইয়া এইরূপ অসাধু বা বলিতেছে।২২

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলম্মদ্‌হৃদয়ং স বিষ্ণুরাক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ! সমস্তান্ সমস্তচেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ॥২৩

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

নিষ্ক্রাম্যতাময়ং দুষ্টঃ শাস্যতাঞ্চ গুরোর্গৃহে।
যোজিতো দুর্ম্মতিঃ কেন? বিপক্ষবিতথস্তবে॥২৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে স তদা দৈত্যৈর্নীতো গুরুগৃহং পুনঃ।
জগ্রাহ বিদ্যামনিশং গুরুশুশ্রূষণোদ্যতঃ॥২৫
কালেঽতীতে চ মহতি প্রহ্লাদমসুরেশ্বরঃ।
সমাহূয়াব্রবীৎ পুত্র! গাথা কাচিৎ প্রগীয়তাম্॥২৬

প্রহ্লাদ উবাচ।

যতঃ প্রধান-পুরুষৌ যতশ্চৈতৎ চরাচরম্।
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥২৭

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ! সেই বিষ্ণু কেবল আমার হৃদয়ে নয়, কিন্তু সমুদয় লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত, তিনি আমাকে, আপনাকে এবং অপর সকলকে সমুদয় কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, কারণ তিনি সর্ব্বগত।২৩

হিরণ্যকশিপু বলিল, এই দুষ্টকে এই স্থান হইতে নিষ্কাশিত কর এবং গুরু গৃহে রাখিয়া শাসিত কর, এই দুর্ম্মতি অবশ্য কোন দুষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিপক্ষের মিথ্যাস্তুতি করিতে শিক্ষিত হইয়াছে।২৪

পরাশর বলিলেন, হিরণ্যকশিপু এই কথা বলিলে, দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে পুনর্ব্বার গুরুর গৃহে লইয়া যাইল, প্রহ্লাদও সেই স্থানে অনবরত গুরু সেবায় নিরত হইয়া বিদ্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল গত হইলে, অসুরেশ্বর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডাকিয়া বলিল, হে পুত্র! একটী উত্তম শ্লোক পাঠ কর।২৫।২৬

প্রহ্লাদ বলিলেন, যাহা হইতে প্রধান, পুরুষ এবং এই চরাচর বিশ্ব আবির্ভূত হইয়াছে সেই সমস্ত জগতের কারণ বিষ্ণু আমাদিগের উপর প্রসন্ন হউন।২৭

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দুরাত্মা বধ্যতামেষ নানেনার্থোঽস্তি জীবতা।
স্বপক্ষহানিকর্তৃত্বাৎ মৎকুলাঙ্গারতাং গতঃ ॥২৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তাস্ততস্তেন প্রগৃহীতমহাযুধাঃ।
উদ্যতাস্তস্য নাশায় দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ ॥২৯

প্রহ্লাদ উবাচ।

বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুষ্মাকং ময়ি চাসৌ যথাস্থিতঃ।
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মাক্রামন্ত্বায়ুধানি মে ॥৩০

পরাশর উবাচ।

ততস্তৈঃ শতশো দৈত্যৈঃ শস্ত্রৌঘৈরাহতোঽপি সন্।
নাবাপ বেদনামল্পামভূচ্চৈব পুনর্নবঃ ॥৩১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দুর্ব্বুদ্ধে! বিনিবর্ত্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ।
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতিমূঢ়মতির্ভব ॥৩২

হিরণ্যকশিপু বলিল, এই দুরাত্মাকে বধ কর, ইহার বাঁচিয়া থাক[illegible] কোন প্রয়োজন নাই, যে হেতু এই বালক স্বপক্ষের হানিকারক ও ম[illegible] কুলের অঙ্গার স্বরূপ হইয়াছে।২৮

পরাশর বলিলেন, অনন্তর সেই দৈত্যপতিকর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া শত[illegible] দৈত্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রহ্লাদের বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইল।

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে দৈত্যগণ, বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রে যেমন বিদ্য[illegible] আমার শরীরেও সেই রূপ বিদ্যমান আছেন, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হ[illegible] তোমাদিগের অস্ত্র কথনই আমার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিবে না[illegible]

পরাশর বলিলেন, অনন্তর সেই দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অস্ত্রসমূহ দ্বারা বা[illegible] আহত হইয়াও প্রহ্লাদ অল্পমাত্রও বেদনা প্রাপ্ত হন নাই বরং তিনি [illegible] অস্ত্র আঘাতের পরও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত অবস্থান ক[illegible]ছিলেন।৩১

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে দুর্ব্বুদ্ধে? এই শত্রুপক্ষ স্তব হইতে নিবৃত্ত [illegible] তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি, অতিশয় নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য [illegible] না।৩২

প্রহ্লাদ উবাচ।

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদিভয়ানি সর্ব্বাণ্যপয়ান্তি তাত ॥৩৩

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

আল্যতামসুরা বহ্নিরপসর্পত দিগ্‌গজাঃ।
বায়ো সমেধয়াগ্নিং ত্বং দহ্যতামেষ পাপকৃৎ ॥৩৪

পরাশর উবাচ।

মহাকাষ্ঠচয়-চ্ছন্নমসুরেন্দ্র-সুতং ততঃ।
প্রজ্বাল্য দানবা বহ্নিং দদহুঃ স্বামিনোদিতাঃ ॥৩৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

তাতৈষ বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহং।
পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি ॥৩৬

পরাশর উবাচ।

অথ দৈত্যেশ্বরং প্রোচুর্ভার্গবস্যাত্মজা দ্বিজাঃ।
পুরোহিতা মহাত্মানঃ সাম্না সংস্তূয় বাগ্মিনঃ ॥৩৭

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ যাঁহার স্মরণ করিলে জন্ম, জরা ও যম প্রভৃতির সর্ব্ববিধ ভয় অপগত হয়, ভয়ের অপহারক সেই অনন্ত যখন আমার চিত্তে অবস্থান করিতেছেন, তখন আমার ভয় কোথায়?৩৩

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে অসুরগণ, দিগ্‌গজ সকলকে সরাইয়া বহ্নি প্রজ্বলিত কর, হে বায়ো! তুমি ঐ অগ্নিকে বর্দ্ধিত করিয়া এই পাপকারীকে দগ্ধ কর।৩৪

পরাশর বলিলেন, অনন্তর দানবগণ প্রভু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই অসুরেন্দ্র পুত্রকে মহৎ কাষ্ঠরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।৩৫

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ! এই বহ্নি বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াও আমাকে দহন করিতেছে না, আমি ইহার চারিদিকে পদ্মের আস্তরণ বিস্তৃত দেখিতেছি এবং সমুদয় দিঙ্মুখ শীতল অনুভব করিতেছি।৩৬

পরাশর বলিলেন, অনন্তর ভার্গবের পুত্র সুবক্তা, মহাত্মা পুরোহিতগণ মিষ্টবাক্যে স্তব করিয়া দৈত্যপতিকে বলিল, হে রাজন্, এই নিজ বালক পুত্রের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন, কারণ আপনি দেবসমূহ বা অন্য যাহার

পুরোহিতা উচুঃ।

রাজন্ নিয়ম্যতাং কোপো বালেঽত্র তনয়ে নিজে।
কোপো দেবনিকায়েষু যত্র তে সফলো যতঃ ॥৩৮
তথা তথৈনং বালং তে শাসিতারো বয়ং নৃপ।
যথা বিপক্ষনাশায় বিনীতস্তে ভবিষ্যতি ॥৩৯
বালত্বং সর্ব্বদোষাণাং দৈত্যরাজাস্পদং যতঃ।
ততোঽত্র কোপমত্যর্থং যোক্তুমর্হসি নার্ভকে ॥৪০
নতক্ষ্যতি হরেঃ পক্ষমস্মাকং বচনাদ্যদি।
ততঃ কৃত্যাং বধায়াস্য করিষ্যামো নিবর্ত্তিনীম্ ॥৪১

পরাশর উবাচ।

এবমভ্যর্থিতস্তৈস্তু দৈত্যরাজঃ পুরোহিতৈঃ।
দৈত্যৈর্নিস্কাশয়ামাস পুত্রং পাবকসঞ্চয়াৎ ॥৪২
ততো গুরুগৃহে বালঃ স বসন্ বালদানবান্।
অধ্যাপয়ামাস মুহু-রুপদেশান্তরে গুরোঃ ॥৪৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রূয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজাত্মজাঃ।
ন চান্যথৈতন্মন্তব্যং নাত্র লোভাদিকারণম্ ॥৪৪

প্রতি কোপ করিয়াছেন, সেই সকল স্থলেই আপনার কোপ সফল হইয়াছে। হে নৃপ! আমরা এই বালককে সেইরূপে শাসন করিব, যাহাতে বিনী হইয়া আপনার বিপক্ষ নাশের নিমিত্ত উদ্যুক্ত হয়, হে দৈত্যরাজ, বালকত নিখিল দোষের আস্পদ, অতএব আপনি এই বালকের প্রতি অতি কোপ করিবেন না, যদি এই বালক আমাদের কথায় হরির পক্ষ ত্যাগ করে, তাহা হইলে আমরা ইহার বধের নিমিত্ত অভিচার করিব।৩৭—৪১

পরাশর বলিলেন, পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া দৈ পতি দৈত্যগণ দ্বারা পুত্রকে অগ্নিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিলেন, অন সেই বালক প্রহ্লাদ গুরুগৃহে বাস করতঃ গুরু যখন অধ্যাপনায় বি থাকিতেন, সেই অবকাশে দানব বালকদিগকে বারম্বার এইরূপে শি প্রদান করিতেন।৪২।৪৩

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে দৈত্যবালকগণ, প্রকৃততত্ত্ব কথা শ্রবণ কর, কখনই মিথ্যা বিবেচনা করিও না, কারণ ইহাতে কোন প্রলোভনাদি ন

জন্ম বাল্যং ততঃ সর্ব্বো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্।
অব্যাহতৈব ভবতি ততোঽনুদিবসং জরা ॥৪৫
ততশ্চ মৃত্যুমভ্যেতি জন্তুর্দৈত্যেশ্বরাত্মজাঃ।
প্রত্যক্ষন্দৃশ্যতে চৈতদস্মাকন্তবতাস্তথা ॥৪৬
মৃতস্য চ পুনর্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা।
আগমোঽয়ং তথা তত্র নোপাদানং বিনোদ্ভবঃ ॥৪৭
গর্ভবাসাদি যাবত্তু পুনর্জন্মোপপাদনম্।
সমস্তাবস্থকং তাবৎ দুঃখমেবাবগম্যতাম্ ॥৪৮
ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমং তদ্বৎ শীতাদ্যুপশমং সুখম্।
মন্যতে বালবুদ্ধিত্বাৎ দুঃখমেব হি তৎপুনঃ ॥৪৯
অত্যন্তস্তিমিতাঙ্গানাম্ ব্যায়ামেন সুখৈষিণাম্।
ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষাণাং প্রহারোঽপি সুখায়তে ॥৫০
ক্ব শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক্ব কান্তিশোভাসৌরভ্যকমনীয়াদয়োগুণাঃ ॥৫১

সমুদয় জীব যথাক্রমে জন্ম, বাল্য এবং যৌবন প্রাপ্ত হয়, অনন্তর প্রতিদিবস বার্দ্ধক্য দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে। হে দৈত্যেশ্বর পুত্রগণ, বার্দ্ধক্যের পরই জন্তুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন তোমাদের, আমার এবং সকল জীবেরই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে।৪৪।৪৫।৪৬

মৃতব্যক্তির যে পুনরায় জন্ম হয় তাহাতেও কোন সংশয় নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, কিন্তু উপাদান ব্যতীতও দেহের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব পুনর্জন্মের উপাদান স্বরূপ গর্ভবাস প্রভৃতি সমুদয় অবস্থাই দুঃখপ্রদ বলিয়া অবগত হও। অপরিণামদর্শী বালকেরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীতোষ্ণাদির উপশমকেই সুখ বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই না। তোমরা কি দেখিতে পাও না অত্যন্ত বাতরোগে নিশ্চলাঙ্গ, ব্যায়াম দ্বারা সুখলিপ্সু ভ্রান্তব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ দুঃখপ্রদ প্রহারকেও সুখ বোধ করে।৪৭।৪৮।৪৯।৫০

অশেষবিধ শ্লেষ্মাদির রাশি স্বরূপ এই ভৌতিক শরীর কোথায়? আর কান্তি, শোভা, সৌরভ্য এবং সৌন্দর্য্যাদি গুণই বা কোথায়? অর্থাৎ উহাদের কখনই একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। যে মূঢ়বুদ্ধি মাংস, রক্ত, পূঁয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থির সংঘাতস্বরূপ, এই দেহে প্রীতি লাভ

মাংসাসৃক্ পূয় বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ॥৫২
অগ্নেঃ শাতেন তোয়স্য তৃষা ভক্তস্য চ ক্ষুধা।
ক্রিয়তে সুখ কর্তৃত্বং তদ্বিলোমস্য চেতরৈঃ॥৫৩
করোতি হে দৈত্যসুতা যাবন্মাত্রং পরিগ্রহং।
তাবন্মাত্রং সএবাস্য দুঃখং চেতসি যচ্ছতি॥৫৪
যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥৫৫
যদ্ যদ্ গৃহে তন্মনসি যত্র তত্রাবতিষ্ঠতঃ।
নাশদাহাপহরণং তত্র তত্রৈব তিষ্ঠতি॥৫৬
জন্মন্যত্র মহদ্দুঃখং ম্রিয়মাণস্য চাপি তৎ।
যাতনাসু যমস্যোগ্রং গর্ভসংক্রমণেষু চ॥৫৭
গর্ভেচ সুখলেশোঽপি ভবদ্ভিরনুমীয়তে।
যদি তৎ কথ্যতামেবং সর্ব্বং দুঃখময়ং জগৎ॥৫৮

করিতে পারে, সে নরকেও যে প্রীতিমান্ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যেমন প্রথমে শীত লাগিলে উত্তাপ সুখকর হয়, প্রথমজাত তৃষ্ণা জল সুখকর হয়, ও ক্ষুধায় অন্ন সুখকর হয়, সেইরূপ প্রথম উত্তাপ লাগি শীতও সুখকর হয় এবং সময় বিশেষে তৃষ্ণা ও ক্ষুধারও সুখকরত্ব দৃষ্ট হই থাকে। অতএব হে দৈত্যগণ, ইহা দ্বারা এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে আমরা যে পরিমাণে সুখকর বলিয়া যাহাদের গ্রহণ করি, তাহাই আমা সেই পরিমাণে দুঃখপ্রদ হয়।৫১।৫২।৫৩

মনুষ্যগণ যত পরিমাণে মনের ভালবাসা সম্বন্ধের বিস্তার করে, পরিমাণেই তাহাদের হৃদয়ে শোকশঙ্কু নিখাত হয়, সংসারাসক্ত ব্যক্তির গৃহে যে সকল বস্তু থাকে, সে অন্যত্র অবস্থান করিলেও তাহার হৃদয়ে সকল বস্তু জাগরূক থাকে, সুতরাং কি গৃহে, কি প্রবাসে, সর্ব্বত্রই তা সহিত ঐ সকল বস্তুর বিনাশ, দাহ এবং অপহরণের ভয় বিদ্য থাকে।৫৪।৫৫।৫৬

এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিবার সময় অতিশয় দুঃখ হয়, মরি সময়ও সেইরূপ দুঃখ হয়, মরিবার পর যমালয়ে নরক ভোগে অতি দুঃখ এবং পুনর্ব্বার গর্ভে সংক্রমিত হইবার সময়ও বিষম দুঃখ অনুভূত হয়।

তদেবমতিদুঃখানামাস্পদেঽত্র ভবার্ণবে।
ভবতাং কথ্যতে সত্যং বিষ্ণুরেকঃ পরায়ণম্ ॥৫৯
মা জানীত বয়ং বালা দেহী দেহেষু শাশ্বতঃ।
জরাযৌবনজন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ ॥৬০
বালোঽহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা।
যুবাহং বার্দ্ধকে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যাত্মনো হিতম্ ॥৬১
বৃদ্ধোঽহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎ কৃতম্ ॥৬২
এবং দুরাশয়াক্ষিপ্তমানসঃ পুরুষঃ সদা।
শ্রেয়সোঽভিমুখং যাতি ন কদাচৎ পিপাসিতম্ ॥৬৩
বাল্যে ক্রীড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ।
অজ্ঞা নয়ন্ত্যশক্ত্যা চ বার্দ্ধকং সমুপস্থিতম্ ॥৬৪

যদি গর্ভবাসসময়ে তোমরা কিছুমাত্র সুখ অনুভব করিয়া থাক, তাহলে তাহা ব্যক্ত কর, ফলতঃ নিখিল জগৎকে কেবল দুঃখময় বলিয়া জানিও। অতএব অতিদুঃখসমূহের আস্পদ এই সংসারসমুদ্রে একমাত্র বিষ্ণুই পরম আশ্রয়; ইহা আমি তোমাদিগের নিকট সত্য বলিতেছি।৫৭।৫৮।৫৯

হে বালকগণ, তোমরা বিবেচনা করিও না যে আমরা বালক, কারণ আমাদের দেহবর্ত্তী পরমাত্মা সনাতন; জরা, যৌবন, এবং জন্মাদি এই সকল দেহেরই ধর্ম্ম, আত্মার নয়। মনুষ্যেরা সর্ব্বদা এইরূপ বিবেচনা করে যে, এক্ষণে আমি বালক, যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইচ্ছানুসারে হিতসাধনের চেষ্টা করিব, পরে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বিবেচনা করে বার্দ্ধক্য আসিলে আপনার হিত করিব, অনন্তর বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিবেচনা করে, এক্ষণে ঐ সমুদয় কর্ম্ম করিতে আমার সামর্থ্য নাই, আর সমর্থাবস্থায় যাহা না করিয়াছি, এক্ষণে তাহা কিরূপেই বা করিব? দুরাশাগ্রস্ত মনুষ্যগণ সর্ব্বদা এইরূপে ভোগ-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া কখনও আকাঙ্ক্ষিত হিতের দিকে গমন করে না।৬০।৬১।৬২।৬৩

মূঢ় মনুষ্যগণ বাল্যকালে নানাবিধ ক্রীড়ায় আসক্ত থাকে, যৌবনে বিষয়ভোগে নিরত হয়, সুতরাং দৌর্ব্বল্যেঅভিভূত হইয়াই সমাগত বার্দ্ধক্যকে অতিবাহিত করে। অতএব বিবেকী পুরুষ বাল্যকালেই আপনার হিতের

তস্মাদ্বাল্যে বিবেকাত্মা যতেত শ্রেয়সে সদা।
বাল্যযৌবনবৃদ্ধাদ্যৈর্দেহী ভাবৈরসংযুতঃ ॥৬৫
তাপত্রয়েণাভিহতং যদেতদখিলং জগৎ।
তদা শোচ্যেষু ভূতেষু দ্বেষং প্রাজ্ঞঃ করোতি কঃ ॥৬৬
অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ ॥৬৭
বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেত্ততঃ।
শোচ্যান্যহোতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥৬৮
এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্যা বিকল্পাঃ কথিতা ময়া।
কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম ॥৬৯
বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥৭০
সমুৎসৃজ্যাসুরং ভাবং তস্মাদ্ যূয়ং তথা বয়ম্।
তথা যত্নং করিষ্যাম যথা প্রাপ্স্যাম নির্বৃতিম্ ॥৭১
যা নাগ্নিনা ন বার্কেণ নেন্দুনা নৈব বায়ুনা।
পর্জ্জন্যবরুণাভ্যাং বা ন সিদ্ধৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥৭২

নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করিবে। কারণ আত্মার বাল্য যৌবন বা বার্দ্ধক্য ইত্যা কোন অবস্থাই নাই।৬৪।৬৫

যখন এই সমস্ত জগতই তাপত্রয়ে অভিভূত, তখন সমস্ত বস্তুর নিমি শোক করা উচিত, কারও প্রতি দ্বেষ করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে, সমস্ত বস্তুই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় এবং কেবল আমিই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তথাপিও আনন্দ করা উচিত। কারণ দ্বেষ করিলে আপনার হা হইয়া থাকে। যদি অপর ভূতগণ অকারণ বদ্ধবৈর হইয়া দ্বেষ ক তথাপি পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মোহান্ধ জানিয়া তাহাদিগের প্রতি দ করিয়া থাকেন।৬৬।৬৭।৬৮

হে দৈত্যপুত্রগণ, আমি এ পর্য্যন্ত দ্বৈতবাদীদিগের মত সকল বলি মাত্র, ঐ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া এক্ষণে সার কথা শ্রবণ কর।৬৯

এই জগৎ সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র, অতএব পণ্ডিতগণের স বস্তুকেই আপনার সহিত অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। নিমিত্ত, আইস তোমরা, এবং আমি আসুরিক ভাব পরিত্যাগ ক

প্রহ্লাদ সুপ্রভাবোঽসি কিমেতত্তে বিচেষ্টিতম্।
এতন্মন্ত্রাদিজনিতমুতাহো সহজং তব ॥৭৯
এবং পৃষ্টস্তদা পিত্রা প্রহ্লাদোঽসুরবালকঃ।
প্রণিপত্য পিতুঃ পাদাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥৮০
ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত নবা নৈসর্গিকং মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতোহৃদি ॥৮১
অন্যেষাং যোন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে ॥৮২
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্বীজজন্ম ফলতি প্রভূতং তস্য বাশুভম্ ॥৮৩
সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্ব্বভূতস্থমাত্মন্যপি চ কেশবম্ ॥৮৪
পরাশর উবাচ।
গৃহীতনীতিশাস্ত্রং তং বিনীতঞ্চ যদা গুরুঃ।
মেনে তদৈনং তৎপিত্রে কথয়ামাস শিক্ষিতম্ ॥৮৫

ইহা কি তোমার কোন মন্ত্রাদি সাধনে উৎপন্ন হইয়াছে? অথবা স্বাভাবিক? ।৭৮।৭৯

পিতা কর্তৃক ঐরূপে পৃষ্ট হইয়া, সেই অসুরনন্দন প্রহ্লাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে পিতঃ! ইহা আমার কোন মন্ত্রাদি সাধনে সিদ্ধ হয় নাই, অথবা স্বাভাবিকও নহে, ভগবান্ নারায়ণ যে যে ব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের সকলেরই এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনার অনিষ্ট চিন্তায় যেরূপ পরাঙ্মুখ, অন্যের অনিষ্টচিন্তাতেও সেইরূপ পরাঙ্মুখ, হে পিতঃ, তাহার অনিষ্টের হেতু না থাকায়, কখনই অনিষ্ট হয় না ।৮০।৮১ ৮২

যে মনুষ্য কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা অপরের পীড়া উৎপাদন করে, ঐ পরপীড়ারূপবীজ হইতেই তাহার প্রচুর অনিষ্ট সংঘটিত হয়, আমি ভগবান্ নারায়ণকে সর্ব্বভূত এবং আপনাতে অবস্থিত জানিয়া কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি না, কার্য্যতঃও করি না এবং মুখেও বলি না ।৮৩।৮৪

পরাশর বলিলেন, এইরূপে কিছুকাল গত হইলে গুরু যখন প্রহ্লাদকে নীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ও বিনীত বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তখন তাঁহার

গৃহীতনীতিশাস্ত্রস্তে পুত্রো দৈত্যপতে কৃতঃ।
প্রহ্লাদস্তত্ত্বতোবেত্তি ভার্গবেণ যদীরিতম্ ॥৮৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

মিত্রেষু বর্ত্ততে কথং অরিবর্গেষু ভূপতিঃ।
প্রহ্লাদ ত্রিষু কালেষু মধ্যস্থেষু কথঞ্চরেৎ ॥৭৮
কথং মন্ত্রিষমাত্যেষু বাহ্যেষ্বভ্যন্তরেষু চ।
চরেষু পৌরবর্গেষু শঙ্কিতেষ্বিতরেষু চ ॥৮৮
কৃত্যাকৃত্যবিধানেষু দুর্গাটবিকসাধনে।
প্রহ্লাদ কথ্যতাং সম্যক্ তথা কণ্টকশোধনে ॥৮৯
এতচ্চান্যচ্চ সকলমধীতং ভবতা যথা।
তথা মে কথ্যতাং জ্ঞাতুং তবেচ্ছামি মনোগতম্ ॥৯৬

পরাশর উবাচ।

প্রণিপত্য পিতুঃ পাদৌ তদা প্রশ্রয়ভূষণঃ।
প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রং কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥৯১

পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সুশিক্ষিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন, হে দৈত্যপতে! আপনার পুত্র প্রহ্লাদকে নীতি শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন করিয়াছি, শুক্রাচার্য্য যাহা যাহা বলিয়াছেন, প্রহ্লাদ সেই সমুদয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইয়াছে।৮৫ ৮৬

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে প্রহ্লাদ, রাজা কালত্রয়ে মিত্র, শত্রুবর্গ, এবং মধ্যস্থের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? এবং মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সহিত, বাহ্য ও মূল প্রকৃতির সহিত, দূতগণের সহিত, পুরবাসীগণের সহিত, এবং শঙ্কিত ও অশঙ্কিতের সহিতই বা কিরূপ ব্যবহার করিবে? অপিচ কৃত্য ও অকৃত্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে, দুর্গ ও আটবিকের পরিপালন বিষয়ে এবং শত্রুবর্গের সমুচ্ছেদ বিষয়েই বা কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে? হে প্রহ্লাদ, ইত্যাদি সকল বিষয়ে তুমি গুরুর নিকট যেরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছ, তাহা আমার নিকট সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত কর, যাহাতে আমি তোমার মনোগত ভাব উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম হই।৮৭।৮৮।৮৯।৯০

পরাশর বলিলেন, সেই বিনয়ালঙ্কৃত প্রহ্লাদ তৎকালে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে দৈত্যপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, গুরু আমাকে এই সকল বিষয়েরই যে, উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কিছু

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতম্মম ॥৯২
সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথা পরৌ।
উপাযাঃ কথিতাঃ সর্ব্বে মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে ॥৯৩
তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত, মা ক্রুধঃ।
সাধ্যাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিম্প্রয়োজনম্ ॥৯৪
সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ।
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোহয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্‌কুতঃ ॥৯৫
তদেভিরলমত্যর্থং দুষ্টারম্ভোক্তিবিস্তরৈঃ।
অবিদ্যান্তর্গতৈর্যত্নঃ কর্ত্তব্যস্তাত, শোভনে ॥৯৬
বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়ামজ্ঞানাত্তাত জায়তে।
বালোহগ্নিং ন চ খদ্যোতং অসুরেশ্বর মন্যতে ॥৯৭
তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পিনৈপুণম্।

মাত্র সংশয় নাই, আমিও তাঁহার উপদেশ যথাযথ গ্রহণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু উহা আমার নিকট সাধু বলিয়া প্রতীত হইতেছে না ।৯১।৯২

মিত্রাদির সাধন বিষয়ে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়ই কথিত হইয়াছে, কিন্তু হে পিতঃ, আপনি ক্রোধ করিবেন না, আমি সেই মিত্রদিগকেই দেখিতে পাইতেছি না। হে মহাবাহো, যখন সাধ্যই নাই, তখন সাধনের প্রয়োজন কি? হে পিতঃ, যখন সেই জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ নিখিল ভূতেরই আত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিত্র বা অমিত্রের কথাই বা কি? সেই ভগবান্ বিষ্ণু যখন আপনাতে, আমাতে এবং অন্যেতেও বর্ত্তমান, তখন এই ব্যক্তি মিত্র এবং এই ব্যক্তি শত্রু, এইরূপ প্রভেদইবা কিরূপে হইতে পারে? অতএব কেবল পাপ কার্য্যে প্রশ্রয় বৃদ্ধিকর নীতিশাস্ত্রের এই সকল বাক্যাড়ম্বরে কি প্রয়োজন? এই সকলই অবিদ্যা প্রকল্পিত, সুতরাং উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হে পিতঃ, সাধু কার্য্যেই যত্ন করা উচিত, হে পিতঃ, অজ্ঞান বশতঃই অবিদ্যাকে বিদ্যা বলিয়া

তদেতদবগম্যাহমসারং সারমুত্তমম্।
নিশাময় মহাভাগ! প্রণিপত্য ব্রবীমি তে।
ন চিন্তয়তি কোরাজ্যং কোধনং নাভিবাঞ্ছতি।
তথাপি ভাব্যমেবৈতদুভয়ং প্রাপ্যতে নরৈঃ।
সর্ব্ব এব মহাভাগ মহত্ত্বং প্রতি সোদ্যমঃ।
তথাপি পুংসাং ভাগ্যানি নোদ্যমা ভূতিহেতবঃ ॥৯৭
জড়ানামবিবেকানামশূরাণামপি প্রভো।
ভাগ্যভোজ্যানি রাজ্যানি সন্ত্যনীতিমতামপি।
তস্মাদ্‌যতেত পুণ্যেষু য ইচ্ছেন্মহতীং শ্রিয়ং।
যতিতব্যং সমত্বে চ নির্ব্বাণমপি চেচ্ছতা ॥৯৮
দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিবস্থিতম্ ॥৯৯
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্ ॥১০০

জ্ঞান হয়, হে অসুরেশ্বর বালক কি অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে খদ্যোত বলিয় বিবেচনা করে না? ৯৩।৯৪ ৯৫।৯৬।৯৭

যাহার অনুষ্ঠান করিলে, পুনর্ব্বার সংসারবন্ধন হয় না, তাহার নামই কর্ম্ম এবং যে জ্ঞান লাভ করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নামই বিদ্যা এতদ্ভিন্ন কর্ম্ম, কেবল আয়াসের নিমিত্ত এবং বিদ্যা, শিল্পিদিগের নিপুণতা মাত্র। হে মহাভাগ, এই সকলকে অসার জানিয়া যাহা উত্তম সার বলিয় বিবেচনা করিয়াছি, তাহা প্রণাম পূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রব করুন। কোন্ ব্যক্তি রাজা হইব বলিয়া ইচ্ছা না করে? আর কে ব ধনের অভিলাষ না করে? কিন্তু মনুষ্য, আপনার প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারেই রাজ্য বা ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে মহাভাগ, সকল ব্যক্তিই উন্নতি লাভের নিমিত্ত যত্ন করিতে থাকিলেও ভাগ্যই উন্নতি লাভের কারণ দেখুন জড়, অবিবেকী, বাহুবলশূন্য, এবং নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তি দিগেরও ভাগ্যাধীন রাজ্যভোগ হইয়া থাকে। অতএব যে মহতী শ্রী লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পুণ্য কার্য্যেই যত্ন করা উচিত, এবং নির্ব্বাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সমতা বিষয়ে যত্ন করা উচিত দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, এবং সরীসৃপ এই সকলই সেই অনন্ত বিষ্ণুর

এবং জ্ঞাতে স ভগবান্ অনাদিঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥১০১

দেহ, ভিন্নাকারে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র, এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎকে আত্মবৎ দর্শন করাই উচিত, কারণ সেই বিষ্ণুই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এই গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইলে, সেই ভগবান্ অনাদি পরমেশ্বর প্রসন্ন হয়েন এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সমুদয় ক্লেশ দূরীভূত হয় ৯৮।৯৯।১০০।১০১

ভরতোপাখ্যান।

২য় অংশ—ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মৈত্রেয় উবাচ।

যদেতদ্ভগবানাহ ভরতস্য মহীপতেঃ।
কথয়িষ্যামি চরিতং তন্মমাখ্যাতুমর্হসি॥ ১

পরাশর উবাচ।

শালগ্রামে মহাভাগোভগবন্ন্যস্তমানসঃ।
স উবাস চিরং কালং মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ॥২
অহিংসাদিষ্বশেষেষু গুণেষু গুণিনাং বরঃ।
অবাপ পরমাং কাষ্ঠাং মনসশ্চাপি সংযমে॥৩
যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
বিষ্ণো কৃষ্ণ হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্॥৪
নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেঽপি চ।
এতৎপরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদচিন্তয়ৎ॥৫
সমিৎপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াকৃতে।
নান্যানি চক্রে কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গোযোগতপসঃ॥৬

মৈত্রেয় বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি যে ভরত রাজার চরিত কীর্ত্তন করিবেন বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করুন।১

পরাশর বলিলেন, হে মৈত্রেয়, সেই মহাভাগ মহীপতি ভরত ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া শালগ্রাম নামক স্থানে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেই গুণিশ্রেষ্ঠ নৃপতি অহিংসাদি সমুদয় গুণের এবং মনঃসংযমের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই রাজা সর্ব্বদা কেবল যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, ইত্যাদি কৃষ্ণনাম মুখে উচ্চারণ করিতেন, এতদ্ভিন্ন আর কোন কথাই বলিতেন না এবং স্বপ্নাবস্থায়ও ঐ সকল নামেরই উচ্চারণ করিতেন, তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতেন না। সেই যোগরত তাপস নৃপতি নিঃসঙ্গ হইয়া দেবার্চ্চনাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত সমিৎ, পুষ্প ও কুশের আহরণ ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম করিতেন না।২।৩।৪।৫।৬

জগাম সোঽভিষেকার্থমেকদাতু মহানদীম্।
সস্নৌ তত্র তদা চক্রে স্নানস্যানন্তরক্রিয়াঃ ॥৭
অথাজগাম তত্তীর্থং জলং পাতুং পিপাসিতা।
আসন্নপ্রসবা ব্রহ্মন্ একৈব হরিণী বনাৎ ॥৮
ততঃ সমভবত্তত্র পীতপ্রায়ে জলে তয়া।
সিংহস্য নাদঃ সুমহান্ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥৯
ততঃ সা সহসা ত্রাসাদাপ্লুতা নিম্নগাতটম্।
অত্যুচ্চারোহণেনাস্যা নদ্যাং গর্ভঃ পপাত সঃ ॥১০
তমুহ্যমানং বেগেন বীচিমালাপরিপ্লুতম্।
জগ্রাহ স নৃপোগর্ভাৎ পতিতং মৃগপোতকম্ ॥১১
গর্ভপ্রচ্যুতিদোষেণ প্রোত্তুঙ্গাক্রমণেন চ।
মৈত্রেয় সাপি হরিণী পপাত চ মমার চ ॥১২
হরিণীং তাং বিলোক্যাথ বিপন্নাং নৃপতাপসঃ।
মৃগপোতং সমাদায় নিজমাশ্রমমাগতঃ ॥১৩

সেই রাজা কোন দিন স্নানার্থ মহানদীতে গমন করিয়া স্নান ও স্নানের অনন্তর কর্ত্তব্য ক্রিয়াসকল করিতেছেন, এমন সময় হে ব্রহ্মন্, কোন একটী আসন্নপ্রসবা হরিণী পিপাসিতা হইয়া জলপান করিবার নিমিত্ত বন হইতে সেই তীর্থে আগমন করিয়াছিল। অনন্তর হরিণীর জল পান প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময়, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর অতিমহান্ সিংহনাদ সেই স্থানে শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।৭।৮।৯

সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ঐ হরিণী ভয়ে সহসা নদীর তটে লম্ফ দিয়া উঠিয়াছিল এবং অতি উচ্চস্থানে আরোহণনিবন্ধন নদীতে তাহার গর্ভ পতিত হইয়াছিল। তখন সেই রাজা তরঙ্গমালায় আপ্লুত নদীর বেগে প্রবাহিত গর্ভ হইতে পতিত ঐ মৃগপোতককে গ্রহণ করিলেন। হে মৈত্রেয়, গর্ভপ্রচ্যুতিদোষ এবং অতি উচ্চস্থান আক্রমণ এই দুই কারণে সেই হরিণী পড়িবা মাত্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।১০।১১।১২

সেই তাপস নৃপ হরিণীকে বিপন্না দেখিয়া, ঐ মৃগ শাবককে গ্রহণ করত আপনার আশ্রমে গমন করিলেন। সেই নৃপ প্রত্যহ ঐ মৃগশাবকের পোষণ করিতে লাগিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া সেই মৃগপোতও বৃদ্ধিলাভ করিতে লাগিল। সেই মৃগ আশ্রমের পর্য্যন্তভাগস্থিত

চকারানুদিনঞ্চাসৌ মৃগপোতস্য বৈ নৃপঃ।
পোষণং পুষ্যমাণশ্চ স তেন ববৃধে মুনে ॥১৪
চচারাশ্রমপর্য্যন্তং তৃণানি গহনেষু সঃ।
দূরং গত্বা চ শার্দ্দূলত্রাসাদভ্যাযযৌ পুনঃ ॥১৫
প্রাতর্গত্বাতিদূরঞ্চ সায়মায়াত্যথাশ্রমম্।
পুনশ্চ ভরতস্যাভূদাশ্রমস্যোটজাজিরে ॥১৬
তস্য তস্মিন্ মৃগে দূরসমীপপরিবর্ত্তিনি।
আসীচ্চেতঃ সমাযুক্তং ন যযাবন্যতোদ্বিজ ॥১৭
বিমুক্তরাজ্যতনয়ঃ প্রোজ্ঝিতাশেষবান্ধবঃ।
মমত্বং স চকারোচ্চৈস্তস্মিন্ হরিণবালকে ॥১৮
কিং বৃকৈর্ভক্ষিতোব্যাঘ্রৈঃ কিং সিংহেন নিপাতিতঃ।
চিরায়মাণে নিষ্ক্রান্তে তস্যাসীদিতি মানসম্॥১৯
কালেন গচ্ছতা সোঽথ কালঞ্চক্রে মহীপতিঃ।
পিতেব সাস্রং পুত্রেণ মৃগপোতেন বীক্ষিতঃ ॥২০

বনে ভ্রমণ করতঃ তৃণাদি ভোজন করিত এবং অতিদূরে যাইয়া ব্যাঘ্রাদির ভয়ে পুনর্ব্বার আশ্রমে আগমন করিত। প্রাতঃকালে অতিদূর গমন করিয়া সায়ংকালে আশ্রমে ফিরিয়া আসিত এবং পুনর্ব্বার ভরতের পর্ণশালার অজিরে রাত্রিযাপন করিত।১৩।১৪।১৫।১৬

হে দ্বিজ, সেই রাজার চিত্ত এই দূর ও সমীপে বিচরণশীল মৃগের উপর অতিশয় আসক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তপস্যাদি অন্য কোন বিষয়েই আর গমন করিত না। সেই রাজা, রাজ্য, পুত্র এবং সমুদয় বন্ধুবান্ধবের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও সেই হরিণীশিশুর উপর অত্যন্ত মমতাযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই মৃগশিশু আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিলে, রাজার মনে২ এইরূপ আশঙ্কা হইত, সেই মৃগপোতক, হয়ত, বৃক বা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে, অথবা সিংহ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, সেই রাজা, পিতা যেমন অন্তিম সময় সাশ্রুনেত্র পুত্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া কালকবলে পতিত হয়, সেইরূপ সাশ্রুনেত্র মৃগশাবক কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, হে মৈত্রেয় সেই রাজা প্রাণত্যাগ করিবার সময় মৃগকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয় তন্ময় হওয়াতে তিনি আর কিছুরই চিন্তা করেন নাই।১৭।১৮।১৯।২০

মৃগমেব তদাদ্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।
তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ ॥২১
ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতোজাতিস্মরোমৃগঃ ॥২২
তত্র চোৎসৃষ্টদেহোঽসৌ জজ্ঞে জাতিস্মরোদ্বিজঃ।
সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥২৩

এই নিমিত্ত অর্থাৎ সেই মৃত্যুকালে তাদৃশ ভাবনা হওয়াতে রাজা জম্বু প্রদেশে কোন মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শাল-গ্রামক্ষেত্রে সেই মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া সদাচারশালী যোগরত ব্রাহ্মণদিগের বংশে জাতিস্মর ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নারদীয় পুরাণ।

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে প্রদর্শিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকায় "নারদীয়" পুরাণের নাম দৃষ্ট হয়। উহার শ্লোক সংখ্যা ২৫০০। কেহ কেহ বলেন, এই নারদীয় পুরাণ এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণ একই, অপরে নারদীয়কে মহাপুরাণ এবং বৃহন্নারদীয়কে উপপুরাণ বলিয়া অনুমান করেন। আর কতকগুলি পণ্ডিত বৃহন্নারদীয়কে নারদীয় পুরাণের অংশ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন।

শব্দকল্পদ্রুমে এই শেষ মতই সমর্থিত হইয়াছে, যথাঃ—

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং নারদীয়কং।
পঞ্চবিংশতি সাহস্রং বৃহচ্চিত্রকথাশ্রয়ং॥
* * * *
সনাতনেন মুনিনা নারদায় চতুর্থকে।
পূর্ব্বভাগোঽয়মুদিতো বৃহদাখ্যানসংজ্ঞিতঃ॥

আমরাও বৃহন্নারদীয়কে নারদীয় পুরাণের অংশ বিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

এই বৃহন্নারদীয় পুরাণ পাঠ করিলে, ইহা যে ভারতবর্ষে পাঁচপ্রকার উপাসক সম্প্রদায় প্রবৃত্ত হইবার পরে রচিত হইয়াছে, অন্তত এ সময় ইহাতে যে, অনেক নূতন অংশ সংযোজিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। এমন কি, ইহার কোন কোন অংশ পাঠ করিলে এইরূপও বুঝা যায়

যে, ভারতবর্ষে যবনদিগের আগমনের পর ঐ সকল অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার ভাষার জড়তা দেখিয়াও ইহার আধুনিকত্ব প্রতীয়মান হয়। ফল, ইহা একখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ানুগত পুরাণ, সুতরাং ইহাতে বিষ্ণুই অপরাপর দেব দেবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা এস্থলে এই বৃহন্নারদীয়পুরাণ হইতেই সগর রাজার জন্মবিষয়ে সুন্দর ও সারগর্ভ উপাখ্যানটী উদ্ধৃত করিতেছি।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

(সগররাজার জন্মকথা।)

ঋষয় উচুঃ।

কোঽসৌ রাক্ষসভাবেন মোচিতঃ সগরান্বয়ে।
সগরঃ কতমোরাজা কুত্র জাতোমুনীশ্বর ॥১
ভগীরথস্তৎকুলজো গঙ্গামাহূতবান্ কিল।
সূত তৎসর্ব্বমস্মাকং বিস্তরাদ্‌বক্তুমর্হসি ॥২

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয় সর্ব্বে নারদেন প্রভাষিতম্।
সম্যক্ সনৎকুমারায় গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥৩
সর্ব্বে যূয়ং মহাভাগাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ।
যতঃ প্রভাবং গঙ্গায়া ভক্তিতঃ শ্রোতুমুদ্যতাঃ ॥৪
মাহাত্ম্যশ্রবণং যস্তা গঙ্গায়াঃ সুকৃতাত্মনাম্।
দুর্লভং প্রাহুরত্যন্তং মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৫

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত, সগরবংশে কোন বক্তি রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইয়া মোচিত হইয়াছিলেন? সগর সেই বংশের কতম রাজা? কোথায়ইবা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল? আমরা শুনিতেপাই, তদ্বংশীয় ভগীরথ এই পৃথিবীতে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। হে মুনীশ্বর, এই সকল কথা আমাদের নিকট বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।১।২

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ, পূর্ব্বে নারদ সনৎকুমারের নিকট যে গঙ্গা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনারা সকলে তাহা শ্রবণ করুন। যে হেতু আপনারা সকলে ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব আপনারা মহাভাগ এবং কৃতার্থ, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ অতিশয় পুণ্যবান্‌দিগেরও গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।৩।৪।৫

শৃণুধ্বমৃষয়শ্চিত্রং সগরান্বয়মুত্তমম্ ।
গঙ্গাজলাভিষেকেণ গতং বিষ্ণুপদং যথা ॥৬
আসীদ্রবিকুলে প্রাজ্ঞো বাহুর্নাম বৃকাত্মজঃ ।
বুভুজে পৃথিবীং সর্ব্বাং ধর্মতোধর্মতৎপরঃ ॥৭
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে চ জন্তবঃ ।
পালিতাঃ স্বস্ববৃত্ত্যৈব তস্মাদ্ বাহুর্বিশাম্পতিঃ ॥৮
ইয়াজ সোঽশ্বমেধান্ বৈ সপ্তদ্বীপেষু সপ্ততিম্ ।
অতর্পয়ৎ সুরান্ সর্ব্বান্ গেহে মাল্যাদিভির্দ্বিজাঃ ॥৯
অরংস্ত নীতিশাস্ত্রেষু ব্যজেষ্ট পরিপন্থিনঃ ।
মেনে কৃতার্থমাত্মানমনন্যমুপকারিণম্ ॥১০
চন্দনানি মনোজ্ঞানি অনুলিম্পন্নরঃ সদা ।
বিভূষণান্যুপস্কুর্ব্বংস্তদ্রাষ্ট্রে সুখিনো জনাঃ ॥১১
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী ফলপুষ্পসমন্বিতা ।
ববর্ষ বৃষ্টিং দেবেন্দ্র কালে কালে মুনীশ্বরাঃ ॥১২

হে ঋষিগণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সগরবংশ গঙ্গাজলাভিষেক প্রভাবে যেরূপে বিষ্ণুপদ-প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করুন।৬

সূর্য্যবংশে বৃকের পুত্র বাহুনামে একজন প্রজ্ঞাশক্তিসম্পন্ন রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধর্ম্মতঃ সমুদয় পৃথিবীর পালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্য এবং অপর জীব সকল তৎকর্ত্তৃক নিজ নিজ বৃত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত বাহু প্রকৃত বিশাম্পতি শব্দের বাচ্য হইয়াছিলেন।৭

হে দ্বিজগণ, সেই বাহু সপ্তদ্বীপে সপ্ততি অর্থাৎ ৭০টী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং আপনার গৃহে সমুদয় দেবতাকে মাল্যাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তিনি নীতিশাস্ত্রে সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। এবং শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি পরের উপকার করিয়া আপনাকে অদ্বিতীয় কৃতার্থ বিবেচনা করিতেন।৯।১০

তাঁহার রাজ্যে প্রজাসকল মনোহর চন্দন দ্বারা শরীরের অনুলেপন করিত সুন্দর ভূষণ ধারণ করিত এবং সম্পূর্ণ সুখী হইয়াছিল। হে মুনীশ্বরগণ বাহুর শাসন সময় পৃথিবী বিনা কর্ষণে নানাবিধ ফলপুষ্পে যুক্ত হইয়াছিল এবং ইন্দ্রও যথা সময় বর্ষণ করিতেন ॥১১।১২

মনোদধুর্নাপরাধে প্রজা ধর্ম্মেণ পালিতাঃ।
ঋষয়শ্চাতপন্ সাধু নিষ্প্রত্যুহেন সর্ব্বদা ॥১৩
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ কৃতজ্ঞঃ শুভলক্ষণঃ।
অরক্ষদ্ গাং মহাভাগাং সমানানুরতিং গুণাম্ ॥১৪
একদা তস্য রাজ্ঞো বৈ সর্ব্বসম্পদ্বিনাশকৃৎ।
অহঙ্কারোমহান্ জজ্ঞে সাদৃশো লোভহেতুকঃ ॥১৫
অহং রাজা সমস্তানাং লোকানাং শাসকো বলী।
ময়াহকারি ক্রতুচয়ো মত্তঃ পূজ্যোঽস্তি কঃ পরঃ ॥১৬
অহং বিচক্ষণঃ শ্রীমান্ জিতাঃ সর্ব্বে হ্যরাতয়ঃ।
পাতা সমস্তদ্বীপানাং বিশ্বজিচ্ছিক্ষকো গুণী ॥১৭
অহঙ্কারহিতোঽস্ত রক্ষিতা শিক্ষকোগুণী।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥১৮
অজেয়োব্যাহতৈশ্বর্য্যো মত্তঃ কোঽন্যোঽধিকোবিভুঃ।
এবং তস্য মহীপস্য হ্যহঙ্কারোবিমোহজঃ।
নাশহেতুঃ সমস্তানাং সম্পদামভবন্মুনে ॥১৯

প্রজাগণ তৎকর্ত্তৃক ন্যায়তঃ প্রতিপালিত হইয়া কোন পাপ কার্য্যের প্রতি মন করিত না এবং ঋষিগণ সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে তপস্যার আচরণ করিতেন। সেই রাজা সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং শুভ লক্ষণ সম্পন্ন ছিলেন। তিনি অক্ষুণ্ণ রাজভক্তিশালিনী, সর্ব্বগুণসম্পন্না পৃথিবীকে যথাবিধি রক্ষা করিয়াছিলেন।১৩.১৪

কালক্রমে সেই রাজার সকল সম্পদের বিনাশক, লোভের উদ্দীপক, প্রবল অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অহঙ্কার প্রভাবে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, আমি প্রবলবলসম্পন্ন এবং সমস্ত লোকের একমাত্র দণ্ডমুণ্ড বিধাতা রাজা, আমি সমস্ত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অতএব আমি ছাড়া আর কে লোকের পূজনীয় আছে? ।১৫।১৬

আমি সর্ব্ব কার্য্যে বিচক্ষণ এবং সুশ্রীসম্পন্ন। আমি নিখিল অরাতিবর্গের জয় করিয়াছি, সমস্ত দ্বীপের আমিই রক্ষক। আমি বিশ্ববিজয়ী, আমি লোকদিগের সমুচিত শিক্ষাদাতা এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন। আমিই অভিমানের যোগ্যপাত্র, লোকের রক্ষক, বেদবেদাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, অজেয়, অব্যাহতৈশ্বর্য্য, অতএব আমা অপেক্ষা অধিক বিভবশালী আর কে আছে?।

অহঙ্কারঃ স্থিতো যত্র তত্র কামাদয়ো ধ্রুবম্।
যেষু স্থিতেষু স নরো বিনশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২০
যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্ ॥২১
অসূয়া মহতী জাতা সর্ব্বলোকবিরোধিনী।
স্বদেহনাশিনী পাপা সর্ব্বসম্পদ্বিনাশিনী ॥২২
বিবেকহীনে পুরুষে যদি সম্পৎ প্রবর্ত্ততে।
অতীব চঞ্চলা জ্ঞেয়া তটিনী শারদীব সা ॥২৩
অসূয়াবিষ্টমনসাং যদি সম্পৎ প্রবর্ত্ততে।
তুষাগ্নিবায়ুসংযোগমিব জানীধ্বমুত্তমাঃ ॥২৪
অসূয়োপেতমনসাং দম্ভাচারবতাং তথা।
পরুষোক্তিরতানাঞ্চ সুখং নেহ পরত্র চ ॥২৬
অসূয়াবিষ্টমনসাং সদা নিষ্ঠুরভাষিণাম্।
প্রিয়া বা তনয়া বাপি বান্ধবা বাপ্যরাতয়ঃ ॥২৭

হে মুনিসত্তম সেই রাজার বিমোহজনিত এবম্বিধ অহঙ্কার নিখিল সম্পদ্-বিনাশের কারণ হইয়া উঠিল।১৭।১৮।১৯

যে স্থানে প্রবল অহঙ্কার বিদ্যমান, সেই স্থানে নিশ্চয়ই কাম প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয়, এবং কাম প্রভৃতি রিপুগণ যে মনুষ্যের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই বিনাশ লাভ করে। যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব এবং অবিবেকিতা, ইহাদের এক একটীই অনর্থের হেতু, যাহাতে এই চারিটীই বিদ্যমান, তাহার কথা আর কি বলিব? সেই রাজার সর্ব্বলোক-বিরোধিনী, সর্ব্বসম্পদ্-বিনাশিনী, এমন কি স্বদেহেরও ক্ষয়কারিণী, এইরূপ মহতী অসূয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। অবিবেকী পুরুষের সম্পৎ শরৎকালীন নদীর ন্যায় সর্ব্বদাই শেষোন্মুখী। হে সাধুগণ, অসূয়াবিষ্টচিত্তদিগের সম্পদ তুষ, অগ্নি এবং বায়ু, এই ত্রিতয়ের সংযোগের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যেই অদৃশ্য হয়, জানিবে।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫

...হয়চিত্ত, দম্ভাচারত ও অপ্রিয়ভাষীদিগের ইহ বা পরলোকে কখনই সুখ হয় না। অসূয়াবিষ্টচিত্ত এবং সর্ব্বদা নিষ্ঠুরভাষীদিগের প্রিয় মিত্র, পুত্র বা বন্ধুবর্গ, সকলেই শত্রু রূপে পরিণত হয়। যে মনুষ্য, পরের সম্পদ দেখিয়া নিত্য অসূয়া প্রকাশ করে, সে নিশ্চয়ই ... আপনার নিখিল স্বপক্ষ-ছেদ করি-

যোঽসূয়াং কুরুতে নিত্যং সমীক্ষ্য চ পরশ্রিয়ম্।
সর্ব্বস্বপক্ষচ্ছেদায় কুঠারো নাত্র সংশয়ঃ ॥২৮
যঃ স্বশ্রেয়োবিনাশায় কুর্য্যাদ্ যত্নং নরো যদি।
সর্ব্বেষাং শ্রেয়সাং দম্ভাৎ স কুর্য্যাৎ মৎসরং সদা ॥২৯
মিত্রাপত্যগৃহক্ষেত্রধনধান্যযশঃসু চ।
হানিমিচ্ছন্ নরঃ কুর্য্যাদসূয়াং সততং দ্বিজাঃ ॥৩০
অথ তস্য স্থিরাপৎস্যাদসূয়াবিষ্টচেতসঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ বলিনোঽরাতয়োঽভবন্ ॥৩১
যস্যানুকূলঃ পদ্মেশঃ সৌভাগ্যং তস্য বর্দ্ধতে।
স এব যস্য বিমুখঃ সৌভাগ্যং তস্য হীয়তে ॥৩২
তাবৎ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ধনধান্যগৃহাদয়ঃ।
যাবদীক্ষেত লক্ষ্মীশঃ কৃপাপাঙ্গেন সত্তমাঃ ॥৩৩
অপি মূর্খান্ধবধিরজড়াঃ শূরা বিবেকিনঃ।
শ্লাঘ্যা ভবন্তি বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রেক্ষিতা মাধবেন যে ॥৩৪

।র নিমিত্ত নিজেই কুঠার ধারণ করে। যদি কোন মনুষ্যের নিজের ল্যাণের উচ্ছেদ করিতে যত্ন থাকে, তাহা হইলে সে দম্ভবশতঃ সর্ব্বদা পরের মঙ্গলের প্রতি মৎসর প্রকাশ করুক। যে মনুষ্য আপনার মিত্র, পত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য এবং যশের হানি ইচ্ছা করে, হে ব্রাহ্মণগণ, স সর্ব্বদা পরের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করুক।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০

যাহার চিত্ত সর্ব্বদা অসূয়া দ্বারা আবিষ্ট, তাহার উপর আপৎ সকল স্থির-াবে আপতিত হয়, সুতরাং সেই রাজার হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি লবান্ রাজাসকল শত্রু হইয়া উঠিল। ভগবান্ নারায়ণ যাহার প্রতি নুকূল থাকেন, তাহার সৌভাগ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, আর তিনি যাহার প্রতি বিমুখ, তাহার সৌভাগ্য দিন দিন বিনষ্ট হইতে থাকে। হে সাধুগণ, য পর্য্যন্ত ভগবান্ কমলাপতি কৃপাকটাক্ষদ্বারা অবলোকন করেন, সেই র্য্যন্ত লোকের পুত্র, পৌত্র, ধন, ধান্য, এবং গৃহাদি অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজমান াকে, হে বিপ্রেন্দ্রগণ, যে সকল ব্যক্তির উপর ভগবান্ নারায়ণের কটাক্ষ তিত হয়, তাহারা মূর্খ, অন্ধ, বধির, জড়, শূর, (গোঁয়ার) এবং অবিবেকী হইলেও অনায়াসে শ্লাঘ্যতা লাভ করে। যাহার সৌভাগ্য ক্ষীণ হয়, তাহারই

সৌভাগ্যং যস্য হীয়তে তস্যাসূয়াদিদুর্গুণাঃ।
ভবন্তি নাত্র সন্দেহোজন্তুদ্বেষোঽবিশেষতঃ ॥৩৫
যস্য কস্যাপি যো দ্বেষং কুরুতে মূঢ়ধীর্নরঃ।
তস্য সর্ব্বাণি নশ্যন্তি শ্রেয়াংসি মুনিসত্তমাঃ ॥৩৬
অসূয়া বর্ত্ততে যস্মিন্ তস্য বিষ্ণুঃ পরাঙ্মুখঃ।
তস্য শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি বিনশ্যন্তি ততো ধ্রুবম্ ॥৩৭
বিবেকং হন্ত্যহঙ্কারোঽবিবেকানুজীবিনঃ।
আপদং সম্ভবন্ত্যেব অহঙ্কারং ত্যজেত্ততঃ ॥৩৮
অহঙ্কারো ভবেদ্যস্য তস্য নাশোঽতিবেগতঃ।
অসূয়াদ্যা অহঙ্কারমনুগচ্ছন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥৩৯
অসূয়াবিষ্টমনসস্তস্য রাজ্ঞঃ পরৈঃ সহ।
আয়োধনং ঘোরমাসীন্মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥৪০
হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ রিপুভিঃ স পরাজিতঃ।
সজায়ো বিপিনং ভেজে সহসা ভ্রষ্টপিষ্টপঃ ॥৪১
তৈরেব রিপুভিস্তস্য ভার্য্যায়াং বিবুধোত্তমাঃ।
দত্তোগরো মহাঘোরো গর্ভস্তস্যায় ভীরুভিঃ ॥৪২

যে অসূয়া প্রভৃতি দুর্গুণের উদয় ও অবিশেষে প্রাণীদিগের উপর দ্বেষ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, যে মূঢ়বুদ্ধি, মনুষ্য সকলের উপর দ্বেষ করে, তাহার নিখিল মঙ্গল বিনষ্ট হয়। যাহার হৃদয়ে অসূয়া স্থিতি করে, তাহার প্রতি ভগবান্ বিমুখ হন, এবং সেই ভগবানের বিমুখতানিবন্ধনই তাহার নিখিল মঙ্গল বিনষ্ট হয়। অহঙ্কার বিবেককে নষ্ট করে, এবং অবিবেকী ব্যক্তির সর্ব্ববিধ আপৎ সম্ভূত হয়, সুতরাং অহঙ্কারকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। যাহার হৃদয়ে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহার শীঘ্রই বিনাশ ঘটে, কারণ হে দ্বিজগণ, অসূয়াদি দোষ সকল অহঙ্কারেরই অনুগমন করে। অনন্তর সেই অসূয়াবিষ্টচিত্ত নৃপতির শত্রুদিগের সহিত একমাস ধরিয়া নিয়ত ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০

সেই রাজা হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও তৎক্ষণাৎ রাজ্যচ্যুত হইয়া ভার্য্যার সহিত বনে গমন করিলেন। হে বিবুধশ্রেষ্ঠ মুনিগণ, সেই ভীরু শত্রুগণ গর্ভস্থ বালকের বিনাশ সাধনার্থ ঐ রাজার

স বাহুঃ সহিতো দুঃখী অন্তর্বত্ন্যা চ ভার্য্যয়া।
বনাদ্বনান্তরং গচ্ছন্নৌর্ব্বাশ্রমপদং যযৌ ॥৪৩
নিদাঘতাপিতো বাহুঃ পাদচার্য্যতিদুঃখিতঃ।
স্বকর্ম্ম বিলপংস্তত্র ক্ষুৎক্ষামস্তৃষিতোঽভবৎ ॥৪৪
ক্ষুৎক্ষাময়া তয়া যুক্তো গর্ভিণ্যা ভার্য্যয়া সহ।
অবাপ পরমাং তুষ্টিং তত্র দৃষ্ট্বা মহৎ সরঃ ॥৪৫
অসূয়াপেতমনসস্তস্য ভাবং নিরীক্ষ্য চ।
সরোগতা বিহঙ্গাস্তে লীনাশ্চিত্রমিদং জগুঃ ॥৪৬
অহো কষ্টমসৌ নূনং পাপকর্ম্মা সমাগতঃ।
বিশধ্বমণ্ডজা বাসমিত্যূচুস্তে বিহঙ্গমাঃ ॥৪৭
অসূয়োপেতমনসং তং দৃষ্ট্বা চুক্রুশুঃ খগাঃ।
অহোঽসূয়াং কষ্টতরাং ধিগ্ জগৎকষ্টহেতুকীম্ ॥৪৮
সোঽবগাহ্য সরো ভূপঃ স্নাত্বা পীত্বা জলং বহু।
বৃক্ষমূলং সমাশ্রিত্য সভার্য্যঃ প্রজহৌ শ্রমম্ ॥৪৯

গর্ভিণী ভার্য্যার শরীরে অতি তীব্র বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই দুঃখী রাজা বাহু, গর্ভিণী ভার্য্যার সহিত বন হইতে বনান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ঔর্ব্ব ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গ্রীষ্ম সন্তাপিত পাদচারী অতিদুঃখিত বাহু, স্বকৃত কর্ম্মের অনুশোচন করত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছিলেন। ক্ষুধায় কাতরীভূত গর্ভবতী ভার্য্যার সহিত ভ্রমণকারী রাজা সেই আশ্রমে একটী বৃহৎ সরোবর দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। সেই অসূয়াবিষ্টচিত্ত রাজার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সরোবরস্থিত পক্ষী সকল বৃক্ষের অন্তরালে লীন হইয়া পরস্পর এইরূপ বিচিত্র আলাপ করিয়াছিল।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬

তাহারা বলিয়াছিল, হায় কি কষ্ট! একজন পাপাচারী এই সরোবরে সমাগত হইয়াছে, অতএব হে বিহঙ্গগণ, স্ব স্ব আবাসে প্রবেশ কর। সেই অসূয়াবিষ্টচিত্ত রাজাকে দেখিয়া পক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিল, অহো জগতের ক্লেশকারিণী ক্রূররূপা অসূয়াকে ধিক্।

সেই নৃপতি ভার্য্যার সহিত ঐ সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান ও বহু জলপান করিয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করতঃ শ্রম দূর করিলেন।৪৭।৪৮।৪৯

তস্মিন্ বাহৌ বনং যাতে তেনৈব পরিরক্ষিতাঃ।
দুর্গুণান্ সংগণয্যাস্য ধিগ্ধিগিত্যবদন্ জনাঃ ॥৫০
যো বা কো বা গুণী মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বশ্লাঘ্যতরো দ্বিজাঃ।
সর্ব্বসম্পৎসমাযুক্তো হপ্যগুণী নিন্দিতোজনৈঃ ॥৫১
অহোঽকীর্ত্তিসমো মৃত্যুস্ত্রিষু লোকেষু নো নৃণাম্।
তথা কীর্ত্তিসমা মাতা ত্রিষু লোকেষু নো নৃণাম্ ॥৫২
যদা বাহুর্ব্বনং যাতস্তদা তদ্রাষ্ট্রগা জনাঃ।
সন্তোষং পরমং যাতাঃ স্বরিপৌ নিহতে যথা ॥৫৩
নিন্দিতো বাহুজোবাহুর্মৃতবৎ কাননে স্থিতঃ।
ন হন্তি কমপযশোলোকে বিবুধসত্তমাঃ ॥৫৪
নাস্ত্যকীর্ত্তিসমো মৃত্যু র্নাস্তি ক্রোধসমো রিপুঃ।
নাস্তি নিন্দাসমং পাপং নাস্তি মোহসমং ভয়ম্ ॥৫৫
নাস্ত্যসূয়াসমাঽকীর্ত্তির্নাস্তি কামসমোঽনলঃ।
নাস্তি রাগসমঃ পাশো নাস্তি সঙ্গসমং বিষম্ ॥৫৬

বাহু বনে গমন করিলে তৎকর্ত্তৃক পরিপালিত প্রজাগণ তাঁহার দোষ সকল স্মরণ করত তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ধিক্কার দিয়াছিল।৫০

হে ব্রাহ্মণগণ, গুণবান্ মনুষ্য যে কোন অবস্থা লাভ করুক না কেন, সকলের শ্লাঘার পাত্র হয়, আর গুণহীন ব্যক্তি সর্ব্ববিধ সম্পৎশালী হইলেও লোকের নিকট নিন্দার পাত্র রূপে পরিগণিত হয়।৫১

ত্রিভুবনে মনুষ্যদিগের অকীর্ত্তিসদৃশ মৃত্যু অর্থাৎ অনিষ্টকারী আর কিছুই নাই; এবং কীর্ত্তিতুল্য মাতা অর্থাৎ হিতকারিণী আর কেহ নাই। বাহু বনে গমন করিলে, তাঁহার রাজ্যবাসী প্রজাগণ, শত্রু নিহত হইলে যাদৃশ আনন্দ হয়, তদ্রূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কুলজাত বাহু, নিখিল প্রজার নিন্দার পাত্র হইয়া বনে যাইয়া লজ্জা ও ঘৃণায় মৃতবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে বিবুধসত্তম ঋষিগণ, ইহলোকে অপযশ কাহাকে না নিহত করে? অকীর্ত্তিতুল্য মৃত্যুর কারণ আর কিছুই নাই, ক্রোধতুল্য আর রিপুও নাই, নিন্দাতুল্য পাপও নাই, মোহতুল্য ভয়ও নাই, এবং অসূয়ার সমান আর অকীর্ত্তিও নাই। কামের সমান অগ্নিও আর নাই, বিষয়তৃষ্ণার সমান পাশও আর নাই, এবং বিষয়াসক্তির সমান বিষও আর নাই।৫২ ৫৩।৫৪।৫৫।৫৬

এবং বিলপ্য বহুধা বাহুরত্যন্তদুঃখিতঃ।
জীর্ণাঙ্গো মনসন্তাপাৎ বৃদ্ধভাবমুপাগতঃ ॥৫৭
গতে বহুতিথে কালে ঔর্ব্বাশ্রমসমীপগঃ।
স বাহুর্ব্যাধিসংযুক্তো মমার মুনিসত্তমাঃ ॥৫৮
তস্য ভার্য্যাতিদুঃখার্ত্তা গর্ব্ভিণী বিজনে বনে।
বিলপ্য বহুধা তত্র সহগন্তুং মনো দধে ॥৫৯
আনীয় সা ততস্তিন্ধান্ চিতাং কৃত্বাহতিদুঃখিতা।
আরোপ্য পতিমারোঢুং স্বয়ং সমুপচক্রমে ॥৬০
এতস্মিন্নন্তরে ধীমান্ ঔর্ব্বস্তেজোনিধির্মুনিঃ।
এতদ্বিজ্ঞাতবান্ সর্ব্বং পরমেণ সমাধিনা ॥৬১
ভূতঞ্চ বর্ত্তমানঞ্চ ভাবি চাপি মুনীশ্বরাঃ।
গতাসূয়া মহাত্মানঃ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষা ॥৬২
তপোধিস্তেজসাং রাশিরৌর্ব্বঃ পুণ্যতমো মুনিঃ।
প্রাপ্তবাংস্তরসা সাধ্বী যত্র বাহুপ্রিয়া স্থিতা ॥৬৩
চিতামারোঢুমুদ্যুক্তাং তাং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমঃ।
প্রোবাচ ধর্ম্মমূলানি বাক্যানি বিবুধর্ষভাঃ ॥৬৪

অত্যন্ত দুঃখিত বাহু এইরূপ অনেক প্রকার বিলাপ করতঃ মনের দুঃখে জীর্ণাঙ্গ হইয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠসকল, এই অবস্থায় বহুকাল গত হইলে বাহু ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার গর্ভিণী ভার্য্যা দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া সেই নির্জ্জন বনে অনেক বিলাপ করিয়া সহগমন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। সেই দুঃখসন্তপ্তা রাজ্ঞী কাষ্ঠসঞ্চয় করিয়া চিতা নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহাতে নিজ পতিকে আরোপিত করিয়া স্বয়ং চিতাধিরোহণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়, ধীমান্ তেজোনিধি মহামুনি ঔর্ব্ব পরম সমাধিপ্রভাবে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।৫৭।৫৮।৫৯।৬০।৬১

অসূয়াশূন্য মহাত্মা মুনীশ্বরেরা জ্ঞানচক্ষুপ্রভাবে ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া থাকেন। সেই তপোনিধি, তেজোরাশি, অতি পবিত্রচরিত মহামুনি ঔর্ব্ব, যে স্থানে সেই সাধ্বী বাহুপত্নী অবস্থান করিতেছিলেন, অতি ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। হে মুনিগণ, সেই মুনিপ্রধান ঔর্ব্ব, তাঁহাকে চিতাধিরোহণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ধর্ম্মমূলক বচন পরম্পরায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।৬২।৬৩।৬৪

ঋষিরুবাচ।

রাজবর্য্যপ্রিয়ে সাধ্বি মাকুরুষাতিসাহসম্।
তবোদরে চক্রবর্ত্তী শত্রুহন্তা হি তিষ্ঠতি॥৬৫
বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥৬৬
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং প্রোক্তা নিষ্কৃতিরুত্তমৈঃ।
দম্ভস্য নিন্দকস্যাপি ভ্রূণঘ্নস্য ন নিষ্কৃতিঃ॥৬৭
নাস্তিকস্য কৃতঘ্নস্য ধর্ম্মোপেক্ষারতস্য চ।
বিশ্বাসঘাতকস্যাপি নিষ্কৃতি র্নাস্তি সুব্রতে॥৬৮
তস্মাদেতন্মহাপাপং কর্ত্তুং নার্হসি ভাবিনি।
যদেতদ্দুঃখমুৎপন্নং তৎ সর্ব্বং শান্তি মেষ্যতি॥৬৯
ইত্যুক্তা মুনিনা সাধ্বী নিশম্য তদনুগ্রহম্।
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তা নিগৃহ্য চরণৌ মুনেঃ॥৭০
ঔর্ব্বোহপি তাং পুনঃ প্রাহ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
মারোদীরাজতনয়ে শ্রিয়মগ্র্যাং গমিষ্যসি॥৭১

ঋষি বলিলেন, অয়ি সাধ্বি, রাজাধিরাজমহিষি, এইরূপ অতি সাহসের অনুষ্ঠান করিবেন না। আপনার উদরে শত্রুনিহন্তা চক্রবর্ত্তী পুত্র অবস্থান করিতেছে। হে শুভে রাজপুত্রি, বালাপত্যা, গর্ভবতী, অজাতরজস্কা কন্যা, এবং রজস্বলা, ইহারা সকলেই চিতাধিরোহণে অর্থাৎ সহগমনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পণ্ডিতগণ ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতেও নিষ্কৃতির উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু দাম্ভিক, নিন্দক এবং ভ্রূণঘাতীর নিষ্কৃতির উপায় বলেন নাই। হে সুব্রতে, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ধর্ম্মাবজ্ঞাকারী, এবং বিশ্বাসঘাতক, ইহাদিগের আর নিষ্কৃতি নাই। অতএব হে ভাবিনি, এরূপ পাপ কার্য্য করিও না। তুমি যে সকল দুঃখভোগ করিতেছ, অচিরেই উহাদের নিবৃত্তি হইবে। মুনি এইরূপ বলিলে, তাঁহার অনুগ্রহের কথা শুনিয়া সেই অতি দুঃখার্ত্তা সাধ্বী রাজপত্নী মুনির চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০

সেই সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ ঔর্ব্ব তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে রাজপুত্রি, রোদন করিও না অগ্র্যবিধ সম্পদ্ লাভ করিবে। হে বুদ্ধিমতি, অশ্রুমোচন

অা মুঞ্চাশ্রু মহাবুদ্ধে প্রেতং দহতি তত্ত্বতঃ।
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য কুরু কালোচিতাং ক্রিয়াম্ ॥৭২
পণ্ডিতে বাঽতিমূর্খে বা দরিদ্রে বা শ্রিয়ান্বিতে।
দুর্বৃত্তে বা যতৌ বাপি মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতা ॥৭৩
নগরে বা বনে বাপি সমুদ্রে পর্ব্বতেঽপি চ।
যৎ কৃতং জন্তুনা যেন তদ্ভোক্তব্যং ন সংশয়ঃ ॥৭৪
অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে ॥৭৫
যৎ যৎ পুরাতনং কর্ম্ম তত্তদেবেহ ভুজ্যতে।
কারণং দৈবমেবাত্র নান্যোঽস্ত্যোপাধিকো জনঃ ॥৭৬
গর্ভে বা বাল্যভাবে বা যৌবনে বার্দ্ধকেঽপি বা।
মৃত্যোর্ব্বশং প্রয়াতব্যং জন্তুভিঃ কমলাননে ॥৭৭

করিও না, অশ্রুজল বস্তুতই প্রেতকে দগ্ধ করে। অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। পণ্ডিতই হউক, অতিমূর্খই হউক, দরিদ্রই হউক, ধনীই হউক, দুর্ব্বৃত্তই হউক বা যতিই হউক, ইহাদের সকলের উপরেই মৃত্যুর সমান প্রভুত্ব। নগর মধ্যেই হউক, ঘোর অরণ্যাভ্যন্তরেই হউক, সমুদ্রমধ্যেই হউক বা পর্ব্বতশিখরেই হউক, এই সকল স্থানেই যে যে কার্য্য করিয়াছে, সে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিবে। মনুষ্যদিগের উপর যেরূপ অচিন্তিত দুঃখ আসিয়া পতিত হয়, সেইরূপ অতর্কিত সুখও উপস্থিত হয়, সুতরাং এ বিষয়ে দৈবেরই প্রাধান্য।৭১-৭৫।

মনুষ্য সকল পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলই ইহজন্মে ভোগ করে, সুতরাং এই জগতের যাবতীয় কার্য্যের প্রতি দৈবই হেতু, লোক সকল দৈব ভিন্ন অপর কোন উপাধি দ্বারা পরিচালিত হয় না। হে কমলাননে! জীবগণ, গর্ভেই হউক, বাল্যেই হউক, যৌবনেই হউক, অথবা বৃদ্ধাবস্থাতেই হউক, এক সময় অবশ্যই মৃত্যুর বশ্যতা প্রাপ্ত হইবে। পরমেশ্বরই কর্ম্মফলের বশীভূত জীবদিগের বিনাশ বা রক্ষা বিধান করেন, কিন্তু তাহা না জানিয়া অজ্ঞেরা বাহ্য-কারণ স্বরূপ অপর ব্যক্তি বিশেষে রক্ষা বা বিনাশের কর্তৃত্ব আরোপ করে। অতএব এই মহদ্দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সুখিনী হও। স্বামীর পারলৌকিক

হন্তি পাতি চ গোবিন্দো জন্তূন্ কর্ম্মবশস্থিতান্।
প্রবাদং রোপয়ন্ত্যজ্ঞা হেতুমাত্রেষু জন্তুষু ॥৭৮
তস্মাদেতন্মহদ্দুঃখং পরিত্যজ্য সুখী ভব।
কুরু পত্যুশ্চ কর্ম্মাণি বিবেকেষু স্থিরা ভব ॥৭৯
এতচ্ছরীরং দুঃখানাং ব্যাধীনাময়ুতৈর্যুতম্।
দুঃখভোগমহৎক্লেশকর্ম্মপাশেন যন্ত্রিতম্ ॥৮০
ইত্যাশ্বাস্য মহাবুদ্ধিস্তথা কর্ম্মাণ্যকারয়ৎ।
ত্যক্তশোকা চ সা তন্বী ববন্দে চাব্রবীন্মুনিম্ ॥৮১
কিমত্র চিত্রং যৎ সন্তঃ পরার্থফলকাঙ্ক্ষিণঃ।
ন হি দ্রুমাঃ স্বভোগার্থং ফলন্তি পৃথিবীতলে ॥৮২
যোঽন্যদুঃখানি বিজ্ঞায় সাধুবাক্যৈঃ প্রবোধয়েৎ।
স এব বিষ্ণুসত্ত্বস্থো যতঃ সর্ব্বহিতে রতঃ ॥৮৩
অন্যদুঃখেন যো দুঃখী সোঽন্যহর্ষেণ হর্ষিতঃ।
স এব জগতামীশো নররূপধরো হরিঃ ॥৮৪
সদ্ভিঃ শ্রুতানি শাস্ত্রাণি সুখদুঃখবিমুক্তয়ে।
সর্ব্বেষাং দুঃখনাশায় যদি সন্তো বদন্তি হি ॥৮৫

কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর। বিবেককে স্থির কর। এই শরীর অসংখ্য দুঃখ ও ব্যাধিতে পরিবৃত, এবং দুঃখভোগের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশকর কর্ম্মস্বরূপ পাশ দ্বারা আবদ্ধ।৭৬-৮০।

মহাবুদ্ধি ঔর্ব্ব এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া তৎকালোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইলেন। অনন্তর সেই কৃশাঙ্গী রাজমহিষীও শোক পরিত্যাগ করিয়া ঋষিকে বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন। সাধুগণ স্বভাবতঃ যে পরার্থ ফলের আকাঙ্ক্ষী হন, ইহা বিচিত্র নয়। এই পৃথিবীতে বৃক্ষেরা কিছু নিজের ভোগার্থ ফল প্রসব করে না। যে অন্যের দুঃখ জানিয়া মিষ্ট বাক্য দ্বারা প্রবোধ দান করে, সেই ব্যক্তিই নারায়ণের অবতার। কারণ সে সকলের হিতসম্পাদন করে। যে মনুষ্য অন্যের দুঃখে দুঃখী এবং অন্যের হর্ষে হৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তিই জগতের ঈশ্বর নররূপধারী সাক্ষাৎ নারায়ণ। পণ্ডিতেরা সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্তির নিমিত্তই শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশে সকলের দুঃখ শান্তি হয়।৮১-৮৫

যত্র সন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে তত্র দুঃখং ন বাধতে।
বর্ত্ততে যত্র মার্ত্তণ্ডঃ কথং তত্র তমো ভবেৎ ॥৮৬
ইত্যেবং বাদিনী সা তু স্বপত্যুশ্চোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রচকার সরিত্তীরে মুনিচোদিতমার্গতঃ ॥৮৭
তস্মিন্ মুনৌ শবে দৃষ্টে স রাজা দেবরাড়িব।
জ্বলদ্বিমানকোটীশঃ প্রপেদে পরমং পদম্ ॥৮৮
কলেবরং বা তদ্ভস্ম তদ্ধূমঞ্চাপি সত্তমাঃ।
যদি পশ্যতি পুণ্যাত্মা স যাতি পরমং পদম্ ॥৮৯
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
পরং পদং প্রয়াত্যেব মহদ্ভিরবলোকিতঃ ॥৯০
পত্যুঃ কৃতক্রিয়া সা তু গত্বাশ্রমপদং মুনেঃ।
চকারানুদিনং তত্র শুশ্রূষামাদরাৎ পরাম্ ॥৯১

সূত উবাচ।

সা তস্যানুদিনং চক্রে শুশ্রূষাং ভক্তিসংযুতাম্।
ভূলেপনাদিভিঃ সম্যক্ সাধ্বী সদ্ভাবসংযুতা ॥৯২

সুতরাং যেথানে সাধুগণ বাস করেন, সেখানে কোন লোকই দুঃখে ভিভূত হয় না, কারণ যেথানে সূর্য্য বিরাজমান, সেখানে অন্ধকার কিরূপে কিতে পারে? সেই রাজপত্নী মুনিকে এইরূপ স্তব করিয়া তাঁহারই পদেশানুসারে সেই নদীতীরে নিজ পতির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিলেন। সেই পূতচরিত মহর্ষির পবিত্র দৃষ্টিপাতে রাজার মৃতদেহ পবিত্র হওয়ায় রাজা দেবরাজের ন্যায় দীপ্যমান বিমান কোটীর অধীশ্বর ইয়া পরম পদ লাভ করিলেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ, যদি কোন পুণ্যাত্মা ান মৃত শরীর বা তাহার ভস্ম বা তাহার ধূম অবলোকন করে, তাহা ইলে ঐ মৃত ব্যক্তি পরম পদ লাভ করে। মহাপাতক অথবা অশেষবিধ তিকযুক্ত মনুষ্য সাধুগণ কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া নিশ্চয়ই পরম পদ াভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়।৮৬-৯০।

সেই রাজপত্নী পতির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া আশ্রমে ইয়া প্রতিদিন অতি যত্নের সহিত মুনির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।৯১।

সূত বলিলেন, সেই সদ্ভাবসম্পন্না সাধ্বী স্থণ্ডিললেপনাদি পরিচর্য্যা ারা প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি মুনির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

গতে বহুতিথে কালে গরেণ সহিতং সুতম্।
লেভে পুণ্যতমে কালে শুশ্রূষাগতকল্মষা ॥৯৩
অহো সৎসঙ্গতির্লোকে কিং বিষং ন নিবারয়েৎ।
ন দদাতি শুভং কিংবা নরাণাং মুনিসত্তমাঃ ॥৯৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং যচ্চাপি কারিতং পরৈঃ।
তৎ সর্ব্বং নাশয়ত্যাশু পরিচর্য্যা মহাত্মনাম্ ॥৯৫
জড়োঽপি যাতি পূজ্যত্বং সৎসঙ্গাজ্জগতীতলে।
কলামাত্রোঽপি যশ্চন্দ্রঃ শম্ভুনা স্বীকৃতো যথা ॥৯৬
সৎসঙ্গতিঃ পরামৃদ্ধিং দদাতি হি নৃণাং সদা।
ইহামুত্র চ বিপ্রেন্দ্রাঃ সন্তঃ পূজ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥৯৭
অহো মহদ্‌গুণান্ বক্তুং কঃ সমর্থো মুনীশ্বরাঃ।
গর্ভস্থিতো গরো নষ্টঃ সত্ত্বেষপি সমাশ্রয়ঃ ॥৯৮
গরেণ সহিতং পুত্রং দৃষ্ট্বা তেজোনিধির্মুনিঃ।
জাতকর্ম্ম চকারাসৌ নাম্না চ সগরং তথা ॥৯৯

এইরূপে বহুকাল অতীত হইবার পর মুনির শুশ্রূষায় নিখিল পাপ অপনীত হইলে, সেই রাজ্ঞী শুভ ক্ষণে বিষসংলিপ্ত একটি পুত্র প্রসব করিলেন। অহো! এই সংসারে এমন কি বিষ আছে, যাহা সৎ সঙ্গতি দ্বারা নিবারিত না হয়! আর এমন কি শুভ আছে, যাহা মনুষ্য সৎ সঙ্গতি হইতে না লাভ করিতে পারে? জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত অথবা অন্যের প্ররোচনায় আচরিত সর্ব্বপ্রকার পাপই মহাত্মাদিগের পরিচর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।৯২-৯৫।

সৎসঙ্গ-প্রভাবে জড়ও পূজ্যতা লাভ করে, দেখ, জড়স্বরূপ চন্দ্রের কলা-মাত্র মহাদেব আপনার মস্তকে স্থাপিত করিয়াছেন বলিয়াই চন্দ্র লোকের পূজ্য হইয়াছেন। সৎসঙ্গতি সর্ব্বদা মনুষ্যদিগকে পরম ঋদ্ধি প্রদান করে বলিয়াই সাধুগণ ইহ ও পরলোকে পূজ্যতম বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হে মুনীশ্বরগণ, মহৎদিগের গুণ গণনা করিতে কে সমর্থ হয়? দেখ, মহর্ষির সংসর্গে গর্ভস্থ সত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াও বিষ বিনষ্ট হইল। সেই তেজো-নিধি মুনি যথাবিধি সেই সদ্যোজাত বালকের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন, এবং বিষের সহিত প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম সগর

পুপোষ সগরং বালং মধুক্ষীরাদিভির্মুনিঃ।
তপঃপ্রভাবসম্পন্নৈরৌর্ব্বস্তেজোনিধিস্তথা ॥১০০

কৃত্বা চৌড়াদিকর্ম্মাণি সগরস্য মুনীশ্বরঃ।
শাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়ামাস রাজযোগ্যানি মন্ত্রবিৎ ॥১০১
সমর্থং সগরং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদুদ্ভিন্নযৌবনম্।
মন্ত্রবৎসর্ব্বশস্ত্রাণি দত্তবান্ মুনিসত্তমঃ ॥১০২
সগরঃ শিক্ষিতস্তেন সম্যগৌর্ব্বেণ সত্তমাঃ।
বভূব বলবান্ ধন্বী কৃতজ্ঞো গুণবান্ শুচিঃ ॥১০৩

রাখিলেন। সেই তেজোনিধি মুনি ঔর্ব্ব আপনার তপঃপ্রভাবে সমুদ্ভাবিত মধু ও দুগ্ধাদি দ্বারা বালক সগরকে পোষণ করিতে লাগিলেন।৯৫-১০০।

মন্ত্রবিৎ মুনীশ্বর সগরের চূড়াদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাহাকে রাজযোগ্য শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করাইলেন। এবং শৈশব অতীত হওয়ার কিছুকাল পরে সগরকে সমর্থ দেখিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তাহাকে সমুদায় অস্ত্রবিদ্যাও প্রদান করিলেন। হে সচ্চরিত ঋষি সকল, সগর ঔর্ব্ব কর্ত্তৃক সম্যক্ শিক্ষিত হইয়া বলবান্, ধন্বী, গুণবান্, কৃতজ্ঞ, এবং বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন।১০১-১০৩।

শ্রীমদ্ভাগবত-সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের যে একটি অনর্ঘ রত্ন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে যিনি অধিকারী হইয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ অন্য ভাষায় দুর্লভ—সংস্কৃতেও অতি বিরল।

ধর্ম্মের পবিত্রতা, জ্ঞানের বিকাশ, যোগের গাম্ভীর্য্য, প্রেমের উচ্ছ্বাস, নীতির দূরদর্শিতা এবং ভক্তির প্রবাহ, এ সকল শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতি স্কন্ধে, প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি উপন্যাসে জ্বলন্ত রূপে বিরাজ করিতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিলে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে, উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডে, স্মৃতির সদাচারে, দর্শনের তত্ত্ববিচারে, পুরাণের পুরাবৃত্তে, নীতির লোকতত্ত্বে যে প্রগাঢ় বুৎপত্তি হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাগবত বেদ, ভাগবত দর্শন, ভাগবত স্মৃতি, ভাগবত পুরাণ, আবার ভাগবত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহাতে কবিনৈপুণ্য পদলালিত্য, রসমাধুর্য্য, অর্থগাম্ভীর্য্য কিছুরই অভাব নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, একমাত্র শ্রীমদ্‌ভাগবত ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে পাণ্ডিত্যের কোন অংশে ত্রুটি থাকেনা।

এই শ্রীমদ্‌ভাগবত একখানি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধে ১৯, দ্বিতীয় স্কন্ধে

১০, তৃতীয়ে ৩৩, চতুর্থে ৩১, পঞ্চমে ২৬, ষষ্ঠে ১৯, সপ্তমে ১৫, অষ্টমে ২৪, নবমে ২৪, দশমে ৯০, একাদশে ৩১, এবং দ্বাদশে ১৩টি অধ্যায় আছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে।

প্রথম স্কন্ধে সর্ব্ববিধ শাস্ত্র হইতে ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব কথন, ঈশ্বরের অবতারবর্ণন, ভাগবতের অবতরণিকা, অশ্বত্থামার নিগ্রহ, ভীষ্মের দেহত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি, যদুবংশধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বনে গমন, পরীক্ষিতের রাজ্যপ্রাপ্তি, কলির নিগ্রহ, পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শুকের নিকট হইতে ভাগবত শ্রবণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় স্কন্ধে শুক কর্তৃক বিষ্ণুমাহাত্ম্যাদি কথন, পরীক্ষিতের সৃষ্ট্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মনারদসংবাদ, ভগবৎলীলা-কথন, পরীক্ষিতের পরমাত্মাদিবিষয়ক প্রশ্ন এবং শুকপ্রদত্ত সেই সকল প্রশ্নের উত্তর ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় স্কন্ধে সৃষ্টিপ্রকরণ, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের ইতিবৃত্ত, কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির কথা প্রসঙ্গে কপিলের জন্ম, সাংখ্যসিদ্ধান্ত-কথন, যোগনিরূপণ, সংসার-বিবৃতি ও জীবের নানাবিধ গতি ইত্যাদি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। চতুর্থস্কন্ধে যজ্ঞসমূহের বর্ণন, মনুকন্যাদিগের বংশবিবরণ, শিব ও দক্ষের মধ্যে মনান্তর, দক্ষযজ্ঞপ্রকরণ, ধ্রুবচরিত-বর্ণন, বেণ রাজার বৃত্তান্ত, পৃথুবংশকথন, পুরঞ্জনের কথাচ্ছলে রূপক দ্বারা জীবাত্মার সাংসারিক দশার বিবৃতি, প্রচেতস্-দিগের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রতের বংশবর্ণন, ভরতবংশবর্ণন এবং ভূগোল ও খগোলের সবিস্তর বর্ণন করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলকথা, দক্ষপুত্রদিগের বৃত্তান্ত, দক্ষ-কন্যাদিগের বংশকীর্ত্তন, বৃত্রাসুরকথা, বৃত্রাসুরবধ, চিত্র-কেতুর ইতিহাস, দিতির গর্ব্ভে বায়ুদিগের উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ের সবিস্তর বর্ণন করা হইয়াছে।

সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে প্রহ্লাদচরিত্র ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকথন এই দুইটিই উল্লেখের যোগ্য।

অষ্টম স্কন্ধে মন্বন্তর সমূহের সবিস্তর বর্ণন, সমুদ্রমন্থন, দেব-কর্ত্তৃক দৈত্যদিগের বিনাশ, বলি রাজার বৃত্তান্ত এবং মৎস্যাবতারের লীলা ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

নবম স্কন্ধে শর্য্যাতি, নভস, অম্বরীষ, মান্ধাতা, রোহি-তাশ্ব, অংশুমান্, খট্টাঙ্গ এবং নহুষ প্রভৃতি রাজগণের বংশ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এবং কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরাম ও পরশুরামাদির কথাও কথিত হইয়াছে।

দশমস্কন্ধ, অপর সমুদায় স্কন্ধ অপেক্ষা অতিবৃহৎ এবং ইহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণচরিতই বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ স্কন্ধে যদুবংশবর্ণন, কৃষ্ণোদ্ধবসংবাদ এবং নানা-বিধ ধর্ম্ম ও যোগের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাদশ স্কন্ধে—মগধবংশীয় ভাবিরাজাদিগের বর্ণনপ্রসঙ্গে নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, অশোকবর্দ্ধন প্রভৃতি কতকগুলি ঐতিহাসিক পুরুষও কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগবতের সকল গুলিই জ্ঞানগর্ব্ভ এবং সমান মধুর। ইহার কোনটি ছাড়িয়া কোনটির উদ্ধার করিব, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই।

কর্ম্মবিপাক।

শ্রীভগবানুবাচ।

তস্যৈতস্য জনো নূনং নায়ং বেদোরুবিক্রমম্।
কাল্যমানোঽপি বলিনো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥১
যং যমর্থমুপাদত্তে দুঃখেন সুখহেতবে।
তং তং ধুনোতি ভগবান্ পুমান্ শোচতি যৎকৃতে ॥২
যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্ম্মতিঃ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাৎ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ ॥৩
জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্ব্বৃতিং, ন বিরজ্যতে ॥৪
নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি।
নারক্যাং নির্ব্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥৫

ভগবান্ বলিলেন, মেঘরাশি যেমন প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়াও তাহার বিক্রম জানিতে অক্ষম, সেইরূপ জীবসকল বলবান্ কাল দ্বারা পরিচালিত হইয়াও নিশ্চয় উহার প্রবল বিক্রম জানিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য সুখপ্রাপ্তির আশায় বহুক্লেশ করিয়া যে যে উপায় অবলম্বন করে, ভগবান্ কাল তাহাদের সেই সেই উপায়কেই বিনাশ করেন, এবং মনুষ্যগণ উহার নিমিত্ত পরিশেষে কেবল শোক করিতেই থাকে। এই কালের বশে মোহিত হইয়া দুর্ম্মতি মনুষ্যগণ পুত্র কলত্রাদি দ্বারা সম্বদ্ধ, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনকে একেবারে অবিনাশী বলিয়া বিবেচনা করে। জন্তুগণ এই সংসারে যে যে যোনিতে জন্মলাভ করে, তাহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং নির্বৃতিই প্রাপ্ত হয়। অধিক কি বলিব, ঈশ্বরের মায়ায় বিমোহিত মনুষ্য নরকস্থ হইয়াও সেই স্থানে কেমন একটি অনির্ব্বচনীয় নির্বৃতি প্রাপ্ত হয় যে, সেই নারকী দেহও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।১-৫।

সৎসঙ্গরহিতোমর্ত্ত্যো বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ।
মামনারাধ্য দুঃখার্ত্তঃ কুটুম্বাসক্তমানসঃ ॥৬
আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু।
নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহুমন্যতে ॥৭
স দহ্যমানসর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়োদুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥৮
আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়স্ত্রীণামসতীনাঞ্চ মায়য়া।
রহোরচিতয়ালাপৈঃ শিশূনাং কলভাষিণাম্।৯
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী ॥১০
অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্ব্যা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্ যাত্যধঃ স্বয়ম্ ॥১১
বার্ত্তায়াং লুপ্যমানায়ামাবদ্ধায়াং পুনঃ পুনঃ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্ ॥১২

সৎসঙ্গরহিত, বৃদ্ধসেবাপরাঙ্মুখ মনুষ্য আমার আরাধনা না করিয়া, কেবল কুটুম্বভরণে আসক্ত হইয়া নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করে; তথাপি নিজের কলত্র, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন ও বন্ধুতে নিতান্ত আসক্ত চিত্ত হইয়া কেবল আত্মশ্লাঘাই করিতে থাকে। ঐ সকল স্বজনের ভারবহন জন্য মনঃপীড়ায় তাহার স্বকীয় সমুদয় অঙ্গ দহ্যমান হইলেও সেই দুরাশয় মূঢ়মতি কেবল পাপকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে। অসতী স্ত্রীদিগের রহঃপ্রদর্শিত কাপট্যপরম্পরায়, ও কলভাষী বালকদিগের সুমধুর আলাপে সম্যক্ প্রকারে বিমোহিত গৃহিগণ এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ, দুঃখবহুল সংসারে অস্বাধীনভাবে দুঃখের প্রতীকার করাকেও সুখ বলিয়া বিবেচনা করে।৬-১০।

ইতস্ততঃ প্রবল হিংসা কার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ দিয়া সেই সকল ব্যক্তিরই পোষণ করে, যাহাদিগের পোষণ করিতে করিতে সেই অবশিষ্টভোজী ক্রমে স্বয়ং অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল ব্যক্তি প্রথমে নিজে বারম্বার ব্যবসা বাণিজ্যাদি নানাবিধ জীবনোপায় আরম্ভ করে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধির বিরহে ঐ সকল ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিঃস্ব এবং লোভাভিভূত হইয়া পরের ধনের প্রতি স্পৃহা করে। পরিশেষে সেই নিষ্ফল উদ্যমকারী, শ্রীহীন, মূঢ়বুদ্ধি অভাগা কুটুম্বপোষণে অসমর্থ হইয়া

কুটুম্বভরণেঽকল্পো মন্দভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ।
শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধ্যায়ন্ শ্বসিতি মূঢ়ধীঃ॥১৩
এবং স্বভরণাকল্পং তৎকলত্রাদয়স্তদা।
নাদ্রিয়ন্তে যথাপূর্ব্বং কীনাশা ইব গোজরম্॥১৪
তত্রাপ্যজাতনির্ব্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ।
জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে॥১৫
আস্তেঽবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্।
আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ॥১৬
বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িনা।
কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে॥১৭
শয়ানঃ পরিশোচদ্ভিঃ পরিবীতঃ স্ববন্ধুভিঃ।
যাচ্যমানোঽপি ন ব্রূতে কালপাশবশং গতঃ॥১৮
এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ॥১৯

দীনভাবে চিন্তা করত জীবন অতিবাহিত করে। নির্দ্দয় কৃষীবলেরা যেমন বৃদ্ধ বলীবর্দ্দের পূর্ব্বের মত আদর করে না, সেইরূপ পুত্র কলত্রাদিও আপনাদের পোষণে অসমর্থ সেই গৃহস্বামীকে আর পূর্ব্বের মত মান্য করে না। তাহাতেও সে আপনার উপর অনাদর প্রাপ্ত না হইয়া পূর্ব্বপোষিত পুত্রাদি দ্বারা পুষ্যমাণ এবং বার্দ্ধক্য হেতু বৈরূপ্য প্রাপ্ত হইয়া গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় অবজ্ঞাপূর্ব্বক সম্মুখে প্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতে থাকে এবং ক্রমশঃ মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হওত সেই গৃহেই বাস করে। সেই সময় সর্ব্বদা ব্যাধি প্রভাবে জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ হওয়ায় আর পূর্ব্বের মত অধিক-পরিমাণে আহার বা কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না।১১-১৬।

সেই সময় ঊর্দ্ধগত বায়ুর নির্গম পথ কফ দ্বারা সংরুদ্ধ হওয়ায় কাস এবং শ্বাস নিক্ষেপ করিতে অত্যন্ত পরিশ্রম হয়, চক্ষু বাহিরে নির্গত হয় এবং কণ্ঠ ঘুর ঘুর করে। এইরূপে অন্তিম দশা প্রাপ্ত হইয়া যখন শয়ন করিয়া থাকে, তখন বন্ধুগণ রোদন করিতে করিতে তাহার চারি দিকে ঘিরে বসিয়া তাহাকে অভীষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে অনুরোধ করিলেও সে কিন্তু আর কিছুই বলিতে পারে না। এইরূপে কুটুম্ব পোষণে ব্যাপৃত অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্য রোরুদ্যমান স্বজনের প্রবল দুঃখে হতবুদ্ধি হইয়া মৃত্যু-

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি ॥২০
যাতনাদেহমাবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা ॥২১
তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জনৈর্জাতবেপথুঃ।
পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণঃ আর্ত্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্ ॥২২
ক্ষুত্তৃট্পরীতোঽর্কদবানলানিলৈঃ
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে।
কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কশয়া চ তাড়িতশ্-
চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রয়োদকে ॥২৩
যাস্তমিস্রান্ধতামিস্ররৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ।
ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃসঙ্গেন নির্ম্মিতাঃ ॥২৪

মুখে পতিত হয়। সেই সময় ক্রোধে আরক্তনেত্র ভয়ঙ্করাকৃতি দুইটি যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে দেখিয়া উহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে এবং মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলে।১৭-২০

রাজার অনুচরেরা যেরূপ দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া দূর পথে লইয়া যায়, সেইরূপ এই যমদূতেরা যাতনাময় শরীর নিরোধ করিয়া এবং বলপূর্ব্বক তাহার গলে পাশ বদ্ধ করিয়া তাহাকে যমালয়ে লইয়া যায়। পথে তাহাদের তর্জ্জনে উহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শরীর কম্পিত হয় এবং কুকুর-গণ কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া সে আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করত অত্যন্ত কাতরতা প্রাপ্ত হয়। ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় অভিভূত, সূর্য্য, দাবানল ও বায়ু দ্বারা উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ পথে সংস্থাপিত এবং পৃষ্ঠে কশা দ্বারা তাড়িত হইয়া সেই অশক্ত ব্যক্তি বিশ্রাম স্থান এবং উদক শূন্য প্রদেশে অতি কষ্টে গমন করে।২১-২৩

নর ও নারীগণ, পরস্পরের অবৈধ সঙ্গহেতু তামিস্র, অন্ধতামিস্র ও রৌরবপ্রভৃতি নরক ভোগ করে। হে মাতঃ, ইহলোকেই স্বর্গ এবং নরক উভয়ই বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। যে সকল যাতনা নরকে অনুভূত হয়, ইহ-লোকেও সেই সকলই লক্ষিত হইয়া থাকে। কুটুম্বভরণাসক্ত ও উদরম্ভরি মনুষ্যগণ ইহলোকে কুটুম্ব এবং দেহ এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে যাইয়া আপনার কর্ম্মানুরূপ বক্ষ্যমাণ ফল সকল প্রাপ্ত হয়। এই সংসারে যে মনুষ্য পরের অপকার দ্বারা যে দেহ পোষিত করিয়াছিল, সে তাহা পরিত্যাগ

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ! প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ ॥২৫
এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরম্ভর এব বা।
বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে তৎফলমীদৃশম্ ॥২৬
একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তম্ হিত্বেহ স্বং কলেবরং।
কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদ্‌ভৃতম্ ॥২৭
দৈবেনাসাদিতং তস্য শমলং নিরয়ে পুমান্।
ভুঙ্‌ক্তে কুটুম্বপোষস্য হৃতবিত্ত ইবাতুরঃ ॥২৮
কেবলেন হ্যধর্ম্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ।
যাতি জীবোঽন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্ ॥২৯
অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ ॥৩০
শ্রীভগবানুবাচ।
অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মানেবাবসন্ গৃহে।
কামমর্থঞ্চ ধর্ম্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপূর্ত্তি তান্ ॥৩১
স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥৩২

করিয়া সেই পরদ্রোহজনিত পাপকে পাথেয়রূপে সঙ্গে লইয়া একাকীই ঘোর অন্ধকারপূর্ণ তামিস্র নামক নরকে গমন করে। এবং সেই নরকে আতুরের ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে দৈব কর্ত্তৃক উপস্থাপিত কুটুম্বপোষণার্থ অনুষ্ঠিত স্বকীয় পাপও ভোগ করে। যাহারা কেবল অধর্ম্মাচরণ করিয়া কুটুম্ব পোষণে উদ্যত হয়, তাহারা অন্ধকারের চরম আশ্রয় অন্ধতামিস্র নামক নরকে গমন করে। এবং ক্রমশঃ নরলোকের অধস্তলে বর্ত্তমান সমুদায় নরক ভোগ করিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার এই নরলোকে আসিয়া উৎপন্ন হয়।২৪-৩০

ভগবান্ বলিলেন, যে সকল গৃহস্থ গৃহে বাস করত নিজ গৃহমেধীয় ধর্ম্মের নিকট হইতে কাম ও অর্থের দোহন করে এবং সেই সকল পূর্ব্ব দুগ্ধ ধর্ম্মকে আবার পূরিতও করে, তাদৃশ ব্যক্তিরাও কামে বিমোহিত হইয়া সাক্ষাৎ পরমাত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হওত শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ দ্বারা কেবল দেব এবং পিতৃগণের অর্চ্চনা করে। তাদৃশ শ্রদ্ধাসম্পন্ন,

তৎশ্রদ্ধয়া ক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥৩৩
যদা চাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেঽনন্তাসনো হরিঃ।
তদা লোকা লয়ং যান্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥৩৪
যে স্বধর্ম্মং ন দুহ্যন্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে।
নিঃসঙ্গা ন্যস্তকর্ম্মাণঃ প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ ॥৩৫
নিবৃত্তিধর্ম্মনিরতা নির্ম্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ।
স্বধর্ম্মাপ্তেন সত্ত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা ॥৩৬
সূর্য্যদ্বারেণ তে যান্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্।
পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যোৎপত্ত্যন্তভাবনম্ ॥৩৭
দ্বিপরার্দ্ধাবসানে যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্তু তে।
তাবদধ্যাসতে লোকং পরস্য পরিচিন্তকাঃ ॥৩৮
ক্ষ্মাম্ভোনলানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থ-
ভূতাদিভিঃ পরিবৃতং প্রতিসংজিহীর্ষুঃ।
অব্যাকৃতং বিশতি যর্হি গুণত্রয়াত্মা
কালং পরাখ্যমনুভূয় পরং স্বয়ম্ভুঃ ॥৩৯
এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা
যে যোগিনো জিতমরুন্মনসো বিরাগাঃ।

পিতৃদেবব্রত মনুষ্যগণ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া কিছুকাল অবস্থানের পর পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে সোমপায়ী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।৩১।৩২।৩৩

যখন অনন্তাসন নারায়ণ সর্পরাজরূপশয্যায় শয়ন করেন, সেই সময় গৃহমেধীদিগের গন্তব্য লোক সকল লয় প্রাপ্ত হয়। যে সকল ধীর ব্যক্তি কাম অর্থের নিমিত্ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না, এবং যাহারা নিঃসঙ্গ, কর্ম্মফলে অনাসক্ত, প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্ত, নিবৃত্তি ধর্ম্মে নিরত, নির্ম্মম, এবং নিরহঙ্কার হয়, তাহারা সেই স্বধর্ম্ম প্রতিপালন হেতু সত্ত্ববহুল বিশুদ্ধ চিত্ত লাভ করিয়া সূর্য্য দ্বারা এই জগতের প্রকৃতি এবং উৎপত্তি ও লয়ের কারণ পরিপূর্ণ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা হিরণ্যগর্ভকে পরমেশ্বর বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার লয় না হয়, তাবৎ কাল ব্রহ্মলোকে বাস করে।৩৪-৩৮

গুণত্রয়াত্মা হিরণগর্ভরূপী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধকাল জীবিত থাকিয়া পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু এবং ভূতাদি পরিবৃত

তেনৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং
ব্রহ্ম প্রধানমুপাযান্ত্যগতাভিমানাঃ ॥৪০

এই ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিতে অভিলাষী হইয়া সেই অব্যাকৃত পরম পুরুষে প্রবেশ করেন। যে সকল নিরভিমান, বিরাগ ও জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ দেহান্তে ব্রহ্মাতে প্রবিষ্ট হন, তাঁহারাও তৎকালে ঐ ব্রহ্মার সহিতই পরমানন্দস্বরূপ পুরাণ পুরুষ পরব্রহ্মকে লাভ করেন।৩৯-৪০

শ্রুতি অধ্যায়।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥১

শ্রীশুক উবাচ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চ ॥২
সৈষা হ্যুপনিষদ্ব্রাহ্মী পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈর্ধৃতা।
শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্‌যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥৩
অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্।
নারদস্য চ সংবাদমৃষের্নারায়ণস্য চ ॥৪

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বরূপতঃ নির্দ্দেশ করিবার অযোগ্য নির্গুণ এবং কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথগ্‌ভূত পরব্রহ্মে সগুণ শ্রুতি সকল কিরূপে প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ শ্রুতিরা সগুণ হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশে কিরূপে সমর্থ হইল? ১

শুকদেব বলিলেন, প্রভু অর্থাৎ মায়ার অনধীন, পরমেশ্বর জীবদিগের বিষয়ভোগ, সদসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আত্মার লোকান্তরীয় ভোগ এবং মুক্তির নিমিত্ত, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সকলের সৃষ্টি করেন। শ্রুতি সকল এই রূপ গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রতিপাদন করেন বলিয়া ব্রাহ্মী উপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্রহ্মের প্রতিপাদিকা উপনিষৎ সমূহ অতি প্রাচীন কালসম্ভূত ঋষিগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ইহা হৃদয়ে ধারণ করে, সে অকিঞ্চন অর্থাৎ দেহাদি উপাধি শূন্য হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে আমি আপনার নিকট নারায়ণ ঋষি ও নারদের সংবাদপ্রসঙ্গে নারায়ণ ঋষি কর্ত্তৃক কথিত আপনার প্রশ্নের অনুকূল একটি ইতিহাসের কীর্ত্তন করিতেছি।২।৩ ৪

একদা নারদোলোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥৫
যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্।
ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ ॥৬
তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ ॥৭
তস্মৈ হ্যবোচদ্ভগবান্ ঋষীণাং শৃণ্বতামিমম্।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥৮
স্বায়ম্ভুবব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা।
তত্রস্থানাং মানবানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥৯
শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্।
ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়ো যত্র শেরতে ॥১০

কোন সময় ভগবানের প্রিয়ভক্ত নারদ ঋষি, নিখিল লোক পর্য্যটন করিয়া সেই সনাতন ঋষি নারায়ণকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। সেই নারায়ণ ঋষি এই ভারতবর্ষে মনুষ্যদিগের হিত এবং কল্যাণের নিমিত্ত কল্পের আদি হইতে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও শান্তি দ্বারা পরিপূর্ণ তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত আছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিত, মহর্ষি নারদ, স্বীয় আশ্রমে উপবিষ্ট এবং কলাপগ্রামনিবাসী ঋষিগণকর্ত্তৃক পরিবৃত নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিয়া আপনাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নেরই অবতারণা করিলেন। ভগবান্ নারায়ণও সেই ঋষিনিচয়ের সমক্ষে নারদের ঐ প্রশ্নের উত্তরে অতি পূর্ব্বকালে জনলোকনিবাসী ঋষিগণের মধ্যে যে ব্রহ্মবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহারই উল্লেখ করিলেন।৫।৬।৭।৮

ভগবান কহিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র নারদ, পূর্ব্বকালে জনলোকে অত্রত্য মানসসম্ভূত ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের স্বয়ম্ভু ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসার্থ 'ব্রহ্মসত্র' নামে একটী সভা হইয়াছিল। হে নারদ, তৎকালে তুমি শ্বেতদ্বীপের অধীশ্বরকে দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিয়াছিলে ; সেই সভায়, এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। ঐ ঋষিদিগের পরস্পরের শাস্ত্রজ্ঞান, তপশ্চর্য্যা, প্রভাব ও শীল তুল্য রূপই ছিল, তাঁহারা আত্মীয়, শত্রু এবং উদাসীন, এই সকলকেই সমানচক্ষে

তত্রহায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি।
তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে॥১১

শ্রীসনন্দ উবাচ।

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্॥১২
যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ।
প্রত্যূষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্ব্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ॥১৩

শ্রুতয় উচুঃ।

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাম্
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
কচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥১৪

দর্শন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন বক্তা এবং অপরে শ্রোতা হইয়াছিলেন।৯।১০।১১

তাঁহাদিগের মধ্যে সনন্দ বলিলেন, প্রলয় সময়ে নিজ নির্ম্মিত নিখিল জগৎ সংহার করিয়া স্বীয় শক্তি সমূহের সহিত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত পরমেশ্বরকে, প্রলয়ের অবসানে শ্রুতিগণ সম্মিলিত হইয়া, প্রত্যূষসময়ে অনুজীবী বন্দিগণ সমস্বরে যেরূপ শয়ান সম্রাট্‌কে তাঁহার পরাক্রমব্যঞ্জক সুললিত পদ্যময় স্তুতিবাক্য দ্বারা প্রবোধিত করে, সেইরূপ তাঁহার ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদক স্তুতিবাক্যদ্বারা প্রবোধিত করিয়াছিল।১২।১৩

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে অজিত, (মায়ার অনধীন) আপনার জয় হউক, হে প্রভো, আপনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন (সুতরাং মায়ার বিনাশে সক্ষম) এবং আপনিই জীবদিগের সমুদায় শক্তির উদ্বোধক (অর্থাৎ আপনার সাহায্য ব্যতীত জীব স্বয়ং জ্ঞান বৈরাগ্যাদি দ্বারা মায়া বিনাশে অক্ষম), অতএব আপনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীবনিচয়ের মায়া বিনাশ করুন, কারণ এই মায়া জীবদিগের আনন্দাদির আবরণ করিবার নিমিত্তই গুণ সকল গ্রহণ করিয়াছে। আপনার এতাদৃশ প্রকৃতিসম্পন্ন রূপে প্রতীত হওয়ার প্রতি বেদই প্রমাণ, যেহেতু এই বেদ আপনি যে সময় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদিবাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতম্
কতমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্॥১৫
ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমল-
ক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণঃ
পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্॥১৬

হইয়া মায়ার সহিত বিচরণ করেন, এবং যে সময় মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় স্বাভাবিক সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করেন, এই উভয় সময়ই আপনার অনুগমন করে। অর্থাৎ আপনার সগুণ ও নির্গুণ, এই উভয়বিধ স্বরূপই শ্রুতিতে ব্যক্ত হইয়াছে।১৪

যদি বলেন, বেদেত ইন্দ্রাদি অনেক দেবতার কথাই আছে, তবে বেদ সকল কেবল আমার স্বরূপেরই প্রতিপাদক, ইহা কিরূপে বলা যায়। এইরূপ আশঙ্কার কল্পনা করিয়া শ্রুতিগণ উত্তর করিতেছেন।—বেদে য, ইন্দ্রাদির বা অন্য কোন ব্যক্তির উল্লেখ হইয়াছে, তৎসমুদয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াই সূচিত হইয়াছে, কারণ ব্রহ্মই সকলের শেষ। আরও দেখুন, যেরূপ বিকৃত ঘটাদির অবিকৃত মৃত্তিকা হইতে উৎপত্তি এবং তাহাতেই বিলয় হয়, সেইরূপ এই বিশ্বের ব্রহ্ম হইতে উদয় এবং ব্রহ্মেতেই অস্ত হইতেছে। এই নিমিত্ত ঋষিগণ মন দ্বারা বিজ্ঞাত এবং শব্দ দ্বারা সঙ্কেতিত যাবৎ পদার্থকেই আপনা (ব্রহ্ম) হইতে অভিন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কেন না, মনুষ্যের পদ, পর্ব্বতাগ্র, সৌধশিখর, অথবা বৃক্ষশাখা ইত্যাদি যেকোন স্থানে নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, পৃথিবীকে ছাড়াইবে কিরূপে? অর্থাৎ পৃথিবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অপরিহার্য্য।১৫

হে ত্র্যধিপতে (বশীকৃতমায়), এই নিমিত্ত বিবেকী সূরিগণ অখিল লোকের পাপ প্রক্ষালনে সমর্থ ভবদীয় কথারূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়াই যখন সর্ব্ববিধ আধিজনিত তাপ বিস্মৃত হন, তখন যাঁহারা স্বকীয় তেজোময় স্বরূপের চিত্তে বিকাশহেতু অন্তঃকরণের বৃত্তি রাগাদিকে অভিভূত করিয়া অজস্র সুখানুভবের হেতু ভবদীয় পদই কেবল আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?১৬

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা
মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্ ॥১৭
উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥১৮
স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া
তরতমতশ্চকাস্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ।
অথ বিতথাস্বমূষ্ববিতথং তব ধাম সমম্
বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্ ॥১৯

যে সকল জীব আপনার অনুগামী ভক্ত, তাহাদিগের জীবনই সার্থক। তদ্ভিন্ন আর সকল জীবই ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা শ্বাস প্রশ্বাস বহন করে মাত্র। যাঁহার অনুপ্রবেশ রূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া মহৎ ও অহঙ্কার আদি মিলিত হইয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ দেহের সৃষ্টি করিয়াছে, যিনি অন্নময়াদি কোষে অনুপ্রবেশ করত তত্তদধিষ্ঠিত পুরুষের আকারে পরিণত হইয়াছেন এবং যিনি তাহাদের মধ্যে চরম অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপুচ্ছ নামে উক্ত হন, আপনিই সেই ব্রহ্মপুচ্ছ, সৎ ও অসৎ হইতে অতিরিক্ত, নির্ব্বাধ এবং সত্য-স্বরূপ।১৭

ঋষিদিগের মধ্যে যাহারা ধূলিপিহিতদৃষ্টি অর্থাৎ অদূরদর্শী তাহারা উদরকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, অপর কতকগুলি আরুণি নামক অতত্ত্বদর্শীরা আবার নাড়ীসমূহের প্রসরণস্থান হৃদয়স্থিত দহর অর্থাৎ সূক্ষ্ম মার্গকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে। হে অনন্ত, তত্ত্বদর্শীরা কিন্তু হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধ আপনার জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠধাম সেই মস্তকের দিকেই উদ্গত হন, যাহা লাভ করিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার এই সংসারে পতিত হন না।১৮

অনল যেমন দাহ্য বস্তুর আকৃতি অনুসারে ন্যূনাধিকভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আপনিও নিজকৃত বস্তুসমূহে উপাদান কারণ রূপে প্রবিষ্ট হইয়াই যেন তৎতদ্বস্তুর অনুকরণ করতঃ ন্যূনাধিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, কিন্তু নির্ম্মলবুদ্ধি যোগিগণ সাংসারিক ব্যাপার হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিরত হইয়া

স্বকৃতপুরেষমীষবহিরন্তরসংবরণং তব
পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোহংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনম্
ভবত উপাসতেহঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥২০
দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥২১
ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়ব-
চ্চরতি তথোন্মুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ।
ন বত রমন্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো-
যদনুশয়া ভ্রমন্ত্যরুভয়ে কুশরীরভৃতঃ ॥২২

এই মিথ্যা বস্তুসমূহেও আপনার অধিকৃত, একরস, সত্যস্বরূপেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন।১৯

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এই স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত নানাবিধ দেহে বর্ত্তমান বস্তুতঃ কার্য্যকারণাদি আবরণ শূন্য জীবকে সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণস্বরূপ আপনার অংশ-রূপে নির্দ্দেশ করেন। জীবের এই গূঢ়রহস্য সম্যক্‌রূপে বিজ্ঞাত হইয়া বিশ্বাসাপন্ন কবিগণ সংসারের নিবর্ত্তক এবং বেদোক্ত কর্ম্মের ফলপ্রদ ভবদীয় শ্রীচরণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।২০

হে ঈশ্বর, এইরূপ দুর্ব্বোধ নিজ তত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত সাকাররূপে অবতীর্ণ ভবদীয় চরিতরূপ অমৃতময় মহাসমুদ্রে নিরন্তর অবগাহনে বিগতশ্রম, আপনার চরণপদ্মাশ্রিত হংসকুল সদৃশ ভক্তগণের সংসর্গে গার্হস্থ্যসুখে বিমুখ কোন কোন ভক্ত মুক্তি পর্য্যন্তও ইচ্ছা করেন না।২১

এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আপনার সেবার উপযোগী হইয়া আত্মা, সুহৃৎ ও প্রিয়জনের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন (উপাসকের নিজের অধীন) হইয়া রহিয়াছে, এবং হিতকারী প্রিয়বন্ধু পরমাত্মস্বরূপ আপনিও সর্ব্বদা অনুকূল হইয়া সন্নিহিত রহিয়াছেন, হায়! তথাপি অসৎ উপাসনায় ব্যাপৃত অতএব আত্মঘাতী মনুষ্যগণ আপনার সেবায় অনুরক্ত হয় না, তাহারা কেবল এই কুৎসিত শরীরের লালন পালনে নিরত থাকে এবং তাহার ফলস্বরূপ নিরন্তর এই ভয়সঙ্কুল সংসারেই পরিভ্রমণ করে।২২

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥২৩
ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালভাবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা।২৪
জনিমসতঃ সতো মৃতি মুতাত্মনি যে চ ভিদাম্
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যুপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র সভবেদববোধরসে ॥২৫

মুনিগণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের নিরোধ পূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত হইয়া হৃদয় মধ্যে আপনার যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, শত্রুগণ বৈরভাবে আপনার নাম স্মরণ করিয়াও সেই তত্ত্বের লাভ করে, আবার ভুজগেন্দ্রদেহ সদৃশ ভবদীয় কোমল অথচ আয়ত বাহুদণ্ডের আশ্লেষ লিপ্সায় বিমোহিত বুদ্ধিসম্পন্ন কামার্ত্ত স্ত্রীগণ এবং আমরাও (শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা সকলও) সমভাবে সর্ব্বত্র সমদর্শী আপনার চরণ পদ্ম সুখে ধারণ করিয়া থাকি।২৩

হে ভগবন্, আপনি সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী আর এই সংসারে সকলেরই আপনার পরে জন্ম এবং সম্মুখে বিনাশ হয়, সুতরাং এই সংসারের কোন্ পুরুষ আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে? আপনা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মা হইতে আবার আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক এই উভয়বিধ দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং আপনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অপিচ যৎকালে আপনি সমুদয় জগৎ উপসংহার করিয়া শয়ন করেন, তখন জ্ঞানসাধন স্থূল আকাশাদি, সূক্ষ্ম মহদাদি, তদুভয়ারব্ধ শরীর, কালবৈষম্য এবং শাস্ত্র, এ সকলের কিছুই বিদ্যমান থাকে না।২৪

যে বৈশেষিকগণ অসৎ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, যে পাতঞ্জলাদি সতেরই আবির্ভাব বর্ণন করেন, যে নৈয়ায়িকগণ একবিংশতি প্রকার দুঃখের বিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া অবধারিত করেন, যে সাংখ্যগণ আত্মার নানাবিধ ভেদ স্বীকার করেন এবং যে মীমাংসকেরা কর্ম্মফল ব্যবহারকেই সত্য বলিয়া

সদিবমনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।
নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্ ॥২৬
তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরোনির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥২৭
ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়াঽনিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥২৮

স্মরণ করেন তাঁহাদের সকলের উপদেশই ভ্রমসঙ্কুল, কল্পনাপ্রসূত মাত্র। আর নির্ব্বোধ পুরুষেরা আপনাতে যে 'ত্রিগুণ পুরুষ' বলিয়া ভেদ কল্পনা করে, তাহাদের সে অজ্ঞান দূরীভূত হইলে আপনাকে 'জ্ঞানঘন' স্বরূপে জানিতে পারে, সুতরাং সে ভেদ আর থাকে না।২৫

মনুষ্য দেহ হইতে মন অবধি এই ত্রিগুণাত্মক সমস্ত জগৎ অসৎ হইয়াও আপনার অধিষ্ঠান মাত্রে সৎরূপে প্রতীত হয়, আত্মজ্ঞানীরা এই সমুদয় জগৎকে আত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া সৎ বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন, কারণ লোকে সুবর্ণের বিকৃতি কুণ্ডলাদিকে সুবর্ণের সহিত অভিন্নজ্ঞানে পরিত্যাগ করে না। অতএব নিজ নির্ম্মিত বিশ্বমধ্যে আপনি যে আত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধ হইল।২৬

যাঁহারা আপনাকে নিখিল জগদাধার বিবেচনা করিয়া পরিচর্য্যা করেন, তাঁহারা অবলীলাক্রমে মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন। আর যাহারা আপনার উপাসনায় বিমুখ, তাহারা পণ্ডিত হইলেও পশুর ন্যায় বাক্যরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হয়, অন্যদিকে যাহারা আপনাতে প্রেম করে, তাহারা আপনার অভক্তভিন্ন সমুদয় জগৎকেই পবিত্র করে।২৭

আপনি ইন্দ্রিয়শূন্য হইয়াও স্বপ্রকাশ, অখিল বিশ্বের কর্ত্তা এবং সমুদয় শক্তির আধার। সমুদয় দেবগণ মায়ার সহযোগে আপনার পূজা সম্পাদন করেন এবং আপনারাও মনুষ্যপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করেন। যেরূপ প্রাদেশিক

চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বমিতি বেদান্তবিদনুভবঃ। এবমধ্যারোপঃ॥৫৬॥

অপবাদো নাম রজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্ববৎ বস্তুবিবর্ত্তস্যাবস্তুনোঽজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বম্। তদুক্তং—সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার-ইত্যুদীরিতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃত”ইতি ॥৫৭॥

প্রণালীর বিপরীত ক্রমে জন্য পদার্থের মিথ্যাত্ব দেখান। কার্য্য সকল মিথ্যা, কারণই সত্য, ইহা প্রদর্শন করা। মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে, ও সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল জন্মে, এস্থলে ঘট মিথ্যা—মৃত্তিকাই সত্য এবং কুণ্ডল মিথ্যা—সুবর্ণই সত্য। রজ্জু-বিবর্ত্তিত সর্প মিথ্যা, রজ্জুই সত্য। তদ্দৃষ্টান্তে, বস্তুবিবর্ত্ত অবস্তু সকল মিথ্যা, বস্তুই সত্য। বস্তু চিদাত্মা। চিদাত্মায় অজ্ঞানকল্পিত জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, চিদাত্মাই সত্য। জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, কার্য্য দুই প্রকার। এক বিকার্য্য, অপর বিবর্ত্ত্য। যে কারণ স্বরূপ প্রচ্যুত হইয়া কার্য্য জন্মায়, সেই কার্য্য বিকার্য্য। ৫৬

বিকার ও পরিণাম সমান কথা। যাহা বিকৃত হয় তাহা বিকারী ও পরিণামী। যেমন দুগ্ধ ও দধি। যে, কারণ স্বরূপ প্রচ্যুত না হইয়া কার্য্য উৎপাদন করে, সেই কারণ বিবর্ত্তী। বিবর্ত্ত্য কার্য্য বিবর্ত্তীর আশ্রয়ে উৎপন্ন হয়। যেমন রজ্জু ও সর্প। ফল কথা এই যে, ভ্রমকল্পিত পদার্থমাত্রই বিবর্ত্ত্য। চিদাত্মরূপ অধিষ্ঠানে জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে। চিদাশ্রিত অজ্ঞানই বিকারী, পরিণামী বা দৃশ্য বস্তুর উপাদান। চিদাত্মা কেবল সন্নিধিরূপে নিমিত্ত। জগৎপ্রপঞ্চ স্ব-কারণে লীন হইলে ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাহার প্রণালী বলিতেছি। স্থূল ভোগের আয়তন চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর, ভোগ্য অন্নপানাদি, সে সমুদায়ের আধার পৃথিব্যাদি, চতুর্দ্দশ ভুবন, সমুদায়ের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মাণ্ড, সমস্তই স্বীয় স্বীয় উপাদানে লীন হইয়া পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত মাত্রে অবশেষিত হয়।

পরে শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত সেই সকল পঞ্চীকৃত ভূত ও সূক্ষ্মশরীর সকল স্বকারণ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে পরিণত হয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূতে পর্য্যবসিত হয়।

অনন্তর, সত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত উৎপত্তির বিপরীত ক্রমে লীন হইলে অর্থাৎ পৃথিবীভূত জলে, জলভূত তেজে, তেজোভূত, বায়ুতে, বায়ু ভূত আকাশে এবং আকাশ-ভূত অজ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হইলে, তখন কেবল অজ্ঞানোপহিত চিদাত্মামাত্রঅবশিষ্ট থাকেন। ৫৭

তথাহি খলুচ্যতে। যথা—এতদ্ভোগায়তনং চতুর্ব্বিধস্থূল-শরীরজাতং এতদ্ভোগ্যরূপান্নপানাদিকং এতদাশ্রয়ভূতভূরাদি-চতুর্দ্দশভুবনানি এতদাশ্রয়ভূতং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চৈতৎ সর্ব্বং এতেষাং কারণরূপপঞ্চীকৃতভূতমাত্রং ভবতি। এতানি শব্দাদিবিষয়-সহিতানি পঞ্চীকৃতভূতজাতানি সূক্ষ্মশরীরজাতঞ্চৈতৎ সর্ব্ব-মেতেষাং কারণরূপমপঞ্চীকৃতভূতমাত্রং ভবতি। এতানি সত্ত্বাদিগুণসহিতানি অপঞ্চীকৃতপঞ্চভূতান্যুৎপত্তিব্যুৎক্রমেণৈ-তৎকারণ ভূতাজ্ঞানোপহিতচৈতন্যমাত্রং ভবতি। এতদজ্ঞানং অজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যং চেশ্বরাদিকং এতদাধারভূতানুপহিত-চৈতন্যরূপং তুরীয়ব্রহ্মমাত্রং ভবতি। আভ্যামধ্যারোপাপবা-দাভ্যাং তত্ত্বম্পদার্থশোধনমপি সিদ্ধং ভবতি। তথা হি—অজ্ঞানাদিসমষ্টিঃ এতদুপহিতং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং চৈতন্যং এতদনুপহিতং চৈতন্যঞ্চৈতত্ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকত্বেনাবভাস-মানং তৎপদবাচ্যার্থো ভবতি। এতদুপাধ্যুপহিতাধারভূত-মনুপহিতং চৈতন্যং তৎপদলক্ষ্যার্থো ভবতি ॥৫৮॥

অজ্ঞানাদি-ব্যষ্টিঃ এতদুপহিতাল্পজ্ঞত্বাদিশিষ্টচৈতন্যং এত-

সেই অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্য এবং তাহার ঈশ্বরত্বাদি সমস্ত ধর্ম্ম অধিকরণস্বরূপ অনুপহিত চৈতন্যে অবশেষিত হয়। সেই অনুপহিত চৈতন্যের অন্য নাম তুরীয় ও ব্রহ্ম।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অধ্যারোপ ও সম্প্রতি-উক্ত অপবাদ, বর্ণনা করাতে তৎ-পদার্থের ও ত্বংপদার্থের শোধন হইল। কিরূপে? তাহা বলিতেছি। অজ্ঞান, সূক্ষ্মশরীর, স্থূলশরীর, তদুপহিত চৈতন্য,অর্থাৎ ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটচৈতন্য এবং অনুপহিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য, প্রতপ্তলৌহগুলিকার ন্যায় এক জ্ঞানের বা অভেদ জ্ঞানের গোচর হইলে তাহা তৎ-শব্দের বাচ্যার্থ হয় অর্থাৎ ঐ সকলের ভিন্নতা বিবেচনা না করিয়াই শাস্ত্রে তৎশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অপিচ, ঐ সকলকে পৃথক্ করিয়া চৈতন্য মাত্র গ্রহণ করিলে তাহ লক্ষ্যার্থ হইবে। ৫৮

এইরূপ অজ্ঞানাদির ব্যষ্টি অর্থাৎ ব্যষ্টি অজ্ঞান, ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর, ব্যা

দনুপহিতং চৈতন্যঞ্চৈতত্ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকত্বেনাবভাসমানং ত্বংপদবাচ্যার্থো ভবতি। এতদুপাধ্যুপহিতাধারভূতমনুপহিতং প্রত্যগানন্দং তুরীয়ং চৈতন্যং ত্বংপদলক্ষ্যার্থো ভবতি ॥৫৭॥

স্থূলশরীর, তদুপহিত প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব ও তৎসমুদায়ের আশ্রয়ীভূত অনুপহিত তুরীয় চৈতন্য, দগ্ধলৌহ পিণ্ডের ন্যায় অপৃথক্‌রূপে অর্থাৎ অবিবিক্ত রূপে ত্বং শব্দের বাচ্যার্থ হয়। এবং পৃথক্ পৃথক্ রূপে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ চৈতন্য তাহার লক্ষ্যার্থ হয়। ৫৭

গুরু যে তৎ ও ত্বং শব্দের দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্যের বোধ করাইবেন, সেই তৎ ও ত্বং শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বলা হইল। এক্ষণে উক্ত মহাবাক্যের অর্থাৎ তত্ত্বমসি-বাক্যের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বর্ণন করা যাইতেছে।

পৃথক্ পৃথক্ শব্দের নাম পদ। বহু পদ একত্র হইয়া যে একটী বস্তু বুঝাইয়া দেয় তাহার নাম বাক্য। মহৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম পদার্থের বোধক বলিয়া মহাবাক্য। শ্বেত, সূক্ষ্ম, বস্ত্র, এই তিনটী পদ বা শব্দ এক সঙ্গে উচ্চারিত হইয়া কোন এক বিশেষ বস্তুর বোধ জন্মাইলে তাহা বাক্য হইবে, নচেৎ শব্দ মাত্র থাকিবে। শব্দের উচ্চারণ করিলেই যে অর্থবোধ হয়, তাহা হয় না। তাহা যোগ্যতা, আসত্তি ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে উচ্চারিত হইলে অর্থবোধক হয়, নচেৎ হয় না। সম্বন্ধজ্ঞানের ব্যাঘাত না থাকার নাম যোগ্যতা। পর পর উচ্চারণ করার নাম আসত্তি এবং জিজ্ঞাসার উদ্রেক থাকার নাম আকাঙ্ক্ষা। চন্দ্র প্রস্তর, এই বাক্যে যোগ্যতা নাই। কেন না, চন্দ্রে প্রস্তর বুদ্ধি জন্মিবার ব্যাঘাত আছে। এখন বলিলে শ্বেত, আর চারদণ্ড পরে বলিবে বস্ত্র, তাহা হইলে অর্থবোধক হইবে না। কেন না আসত্তি নাই। যাহাতে শব্দ সকলের পরস্পর সঙ্গতি থাকে, এরূপ ভাবে উচ্চারিত হইলেই তাহা অর্থবোধক হয়। অসঙ্গত বাক্য অর্থবোধক হয় না। যদি কোন স্থলে অসঙ্গত বাক্য শুনিতে পাও তবে সঙ্গতির জন্য তাহার কতক ছাড়িয়া দিয়া কতক বা কিছু বাড়াইয়া লইয়া অর্থগ্রহ করিতে হয়। ছাড়িয়া দেওয়া বা বাড়াইয়া লওয়াকে লক্ষণা বলে। লক্ষণার দ্বারা যে অর্থের উদ্বোধ হয় তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। একটা কালো যাইতেছে বলিলে কালো অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ জীব, এইরূপ বাড়াইয়া অর্থবোধ করিতে হইবে। সেই

অথ মহাবাক্যার্থো বর্ণ্যতে। ইদং তত্ত্বমসিবাক্যং সম্বন্ধত্রয়েণ অখণ্ডার্থবোধকং ভবতি। সম্বন্ধত্রয়ং নাম, পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যং পদার্থয়োর্ব্বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ প্রত্যগাত্মপদার্থয়োর্লক্ষ্যলক্ষণভাবশ্চেতি। তদুক্তং "সামানাধিকরণ্যঞ্চ বিশেষণবিশেষ্যতা। লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধঃ পদার্থপ্রত্যগাত্মনাম্" ॥ ইতি ॥৬০॥

সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধস্তাবৎ, যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি বাক্যে তৎকালবিশিষ্টদেবদত্তবাচক স শব্দস্য এতৎকালবিশিষ্ট-

এই রাম বলিলে দর্শনের কাল ও দেশ প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া কেবল পূর্ব্বদৃষ্ট মনুষ্যকেই বুঝিতে হইবে। এ সকল নিয়ম সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লৌকিক বাক্যের ন্যায় শাস্ত্রবাক্যও ঐ নিয়মের অধীন। শাস্ত্রে যে অদ্বয় ব্রহ্মাত্মবোধক বাক্য আছে, তাহাও ঐ নিয়মের অধীন। কিরূপ প্রণালীতে তাদৃশ মহাবাক্য সকলের অর্থবোধ করিতে হয় এবং মহাবাক্যস্থ পদ সকলের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ রাখিলে অখণ্ড অর্থাৎ কেবল চিৎস্বরূপ অর্থ বুদ্ধ্যারূঢ় হয়, তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক ঋষি শ্বেতকেতুকে জগৎকর্ত্তার উপদেশ করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, তৎ ত্বং অসি অর্থাৎ পূর্ব্বোপদিষ্ট জগৎকারন তুমিই। শ্বেতকেতু ঐ তত্ত্বমসি বাক্যের দ্বারা কিরূপে জগৎকারণোপলক্ষিত চৈতন্য ও জীবচৈতন্য এক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে।

তত্ত্বমসি বাক্যটী তিন প্রকার সম্বন্ধের দ্বারা অখণ্ড অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম চৈতন্যের অববোধক হয়।

তিন প্রকার সম্বন্ধ কি কি? বলিতেছি। পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ এক অর্থ বুঝাইবার যোগ্যতা, পদার্থের দ্বারা বিশেষ্য বিশেষণ ভাব ও লক্ষ্যলক্ষণরূপ সম্বন্ধ। এই তিন। তন্মধ্যে প্রত্যক্ চৈতন্য লক্ষণার দ্বারা বোধ্য এবং ঐ দুই পদ তাহার লক্ষণ। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে "প্রত্যগাত্মার, পদের ও পদার্থের একার্থবৃত্তি, ও তদ্দ্বয়ের বিশেষণবিশেষ্য-ভাব ও লক্ষ্য-লক্ষণ-ভাব।" ৬০

সামান্যাধিকরণ্য সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত "সেই দেবদত্ত এই"। এই বাক্যে যেমন পূর্ব্বকালদৃষ্ট দেবদত্তের বোধক 'সেই' শব্দ, আর এতৎকালদৃষ্ট দেব-

দেবদত্তবাচকায়ংশব্দস্য চ একস্মিন্ দেবদত্তপিণ্ডে তাৎপর্য্য-সম্বন্ধঃ। তথা তত্ত্বমসি বাক্যেঽপি পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্য-বাচকতৎপদস্য তথা অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্য-বাচক-ত্বং পদস্য চৈকস্মিন্ চৈতন্যে তাৎপর্য্যসম্বন্ধঃ ॥৬১॥

বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধস্তু যথা তত্রৈব বাক্যে সশব্দার্থ-তৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্য অয়ংশব্দার্থৈতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্য চান্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ। তথাত্রাপি বাক্যে তৎপদার্থ-পরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট-চৈতন্যস্য ত্বংপদার্থাপ

দত্তের বোধক 'এই' শব্দ, এই দুই শব্দের এক দেবদত্ত ব্যক্তিতেই তাৎপর্য্য আছে, সেইরূপ, "তৎ ত্বং অসি" এ বাক্যেও অননুভূত ঈশ্বরাদিচৈতন্য-বোধক তৎ শব্দ, আর স্বয়ং অনুভূত স্বচৈতন্যের বোধক ত্বং শব্দ, উভয় শব্দের একমাত্র চৈতন্য পদার্থে তাৎপর্য্য আছে। তৎ-শব্দের তাৎপর্য্য ঈশ্বর চৈতন্যে, আর ত্বং-শব্দের তাৎপর্য্য জীবচৈতন্যে অবধারিত আছে। উভয় চৈতন্যই চৈতন্য, তদংশে প্রভেদ নাই। ৬১

বিশেষণবিশেষ্য ভাব সম্বন্ধের উদাহরণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত "সেই দেবদত্ত এই" এই লৌকিক বাক্যস্থ 'সেই' শব্দের অর্থ পূর্ব্বদৃষ্ট দেবদত্ত, আর 'এই' শব্দের অর্থ বর্ত্তমানদৃষ্ট দেবদত্ত, যেমন পরস্পর পরস্পরের বিশেষণ ও বিশেষ্য হইয়াছে, অর্থাৎ উভয়ের ভিন্নতা নিবারণ করিয়া এক দেবদত্তকেই বুঝাই-তেছে, সেইরূপ, 'তত্ত্বমসি' বাক্যস্থ অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরাদিচৈতন্যরূপ তৎপদার্থ, আর প্রত্যক্ষ জীবচৈতন্যরূপ ত্বং পদার্থ, পরস্পর পরস্পরের বিভিন্নতা দূর করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিশেষণ ও বিশেষ্য হইয়াছে। যাহা বস্তুর নানাত্ববোধ নিবারণ করিয়া একমাত্র বস্তু বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম বিশেষণ। যেমন পদ্ম বলিলে শ্বেত রক্ত নীল পীত নানাপ্রকার পদ্মের জ্ঞান জন্মিতে পারে; কিন্তু নীল কি রক্ত শব্দের যোগে উচ্চারণ করিলে নীল পদ্মের অথবা রক্ত পদ্মের জ্ঞান জন্মে, সুতরাং নীল শব্দটী ভিন্ন ভিন্ন পদ্মের জ্ঞান হওয়া নিবারণ করে বলিয়া বিশেষণ ও পদ্মশব্দটী তাহার বিশেষ্য হয়, তেমনি, সেই শব্দ ও এই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বোধ হওয়া নিবারণ করিয়া একমাত্র দেবদত্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেয় বলিয়া ঐ দুই শব্দ

রোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যস্য চান্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ ॥৬২॥

লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধস্তু যথা তত্রৈব সশব্দায়ংশব্দয়োস্তদর্থয়োর্ব্বা বিরুদ্ধতৎকালৈতৎকালবিশিষ্টত্বপরিত্যাগেন অবিরুদ্ধদেবদত্তেন সহ লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ। তথাত্রাপি বাক্যে তত্ত্বম্পদয়োস্তদর্থয়োর্ব্বা বিরুদ্ধপরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টত্বপরিত্যাগেনাবিরুদ্ধচৈতন্যেন সহ লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ। ইয়মেব ভাগলক্ষণেত্যুচ্যতে ॥৬৩॥

অস্মিন্ বাক্যে নীলমুৎপলমিতি বাক্যবদ্বাক্যার্থো ন সঙ্গচ্ছতে। তত্র নীলপদার্থনীলগুণস্য উৎপলপদার্থোৎপলদ্রব্যস্য চ শুক্লপটাদিব্যাবর্ত্তকতয়াঽন্যোন্যবিশেষণবিশেষ্যরূপ-

পরস্পর বিশেষণবিশেষ্য ভাবান্বিত হয়। অপিচ, উহার ন্যায় 'তৎ' ও 'ত্বং' এই দুই শব্দও চৈতন্যের ভিন্নতা বোধ নিবারণ করিয়া অভেদ বোধ করায় বলিয়া পরস্পর পরস্পরের বিশেষণ ও বিশেষ্য। ৬২

লক্ষ্যলক্ষণ সম্বন্ধের সঙ্গতি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যেমন পূর্ব্বোক্ত 'সেই দেবদত্ত এই' এতদ্বাক্যের 'সেই' আর 'এই' উভয় শব্দের যথাক্রমে পূর্ব্বকালদৃষ্টত্ব ও বর্ত্তমানকালদৃষ্টত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাজ্য অর্থাৎ ঐ দুই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবিরুদ্ধ দেবদত্ত অর্থই লক্ষ্য বা গ্রাহ্য, তেমনি, তৎ ও ত্বং এই দুই পদেরও বিরুদ্ধার্থ পরিত্যাগ করিয়া (অপ্রত্যক্ষতা ও প্রত্যক্ষতা এক নহে বলিয়া ঐ দুই অর্থ বিরুদ্ধ সুতরাং ঐ দুই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া) অবিরুদ্ধ কেবল চৈতন্য উহার লক্ষ্য বা গ্রাহ্য অর্থ। 'সেই দেবদত্ত এই' এই শব্দটী লক্ষণ আর দেবদত্ত ব্যক্তি লক্ষ্য। প্রকৃত স্থলে, তত্ত্বমসি বাক্য লক্ষণ আর চৈতন্য বস্তু তাহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য-লক্ষণভাব-সম্বন্ধের নাম 'ভাগলক্ষণা'। ৬৩

'নীল পদ্ম' এই বাক্যের অর্থ সঙ্গতি যে প্রকারে হয়, তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ সঙ্গতি ঠিক সে প্রকারে হয় না। 'নীলপদ্ম' এতদ্বাক্যস্থ নীল শব্দের অর্থ নীল গুণ, আর পদ্ম শব্দের অর্থ তন্নামক দ্রব্য। এই দুইটী পরস্পর পরস্পরের বহুপ্রকারতা নিবারণ করে বলিয়া (কেবল নীল বলিলে ঘট, পট, মঠ,

সংসর্গস্য অন্যতরবিশিষ্টস্যান্যতরস্য বা তদৈক্যস্য বাক্যার্থত্বা-ঙ্গীকরণে প্রমাণান্তরবিরোধাভাবাৎ বাক্যার্থঃ সঙ্গচ্ছতে। অত্র তু তৎপদার্থপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যস্য ত্বংপদার্থাপরো-ক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যস্য চান্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণ-বিশেষ্যভাবসংসর্গস্য অন্যতরবিশিষ্টস্যান্যাতরস্য বা তদৈক্যস্য বাক্যার্থত্বাঙ্গীকারে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাৎ বাক্যার্থো ন সঙ্গচ্ছতে ॥৬৪॥

প্রভৃতি নানাপ্রকার উপস্থিত হয় এবং কেবল পদ্ম বলিলেও শ্বেত, লোহিত, নীল, নানা প্রকার পদ্ম মনে হয়। কিন্তু নীল পদ্ম বলায় তাদৃশ নানা বুদ্ধির আগমন নিবৃত্ত হইয়া পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্য ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। কেন না, উক্ত উভয় এক আধারে থাকার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক নাই। পরন্তু তত্ত্বমসি বাক্যের তৎ শব্দার্থ অপ্রত্যক্ষচৈতন্য, আর ত্বং-শব্দার্থ প্রত্যক্ষচৈতন্য, পরস্পর পরস্পরের ভিন্নতা বোধ নিবারণ করিলেও (বিশেষণবিশেষ্য-ভাব স্বীকার করিলেও) বস্তুতঃ উক্ত উভয়ের ঐক্য অর্থাৎ ঐ দুই চৈতন্য এক বস্তু, এরূপ জ্ঞান হওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক আছে। সেইজন্য উক্ত উভ-য়ের বিশেষণবিশেষ্য ভাবের ব্যাঘাত আছে। ব্যাঘাত কি? প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ। মনে কর, যিনি অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আর যাঁহাকে প্রত্যক্ষ চৈতন্য বলিয়াছি, তিনি কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ অর্থাৎ অত্যল্প জ্ঞানশালী। সুতরাং যুক্তিতে উক্ত উভয় এক হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ অনুভবও করান যায় না। সেই কারণেই নীলগুণবিশিষ্ট পদ্মের ন্যায় অপ্রত্যক্ষচৈতন্যবিশিষ্ট প্রত্যক্ষচতন্য, এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। ৬৪

"গোপ গঙ্গায় বাস করিতেছে" এই বাক্যে জহল্লক্ষণা। জহৎ অর্থাৎ ত্যাগ। শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তৎসংক্রান্ত কোন এক বস্তুতে অর্থ স্বীকার করার নাম জহল্লক্ষণা ও জহৎস্বার্থলক্ষণা। তাহা অন্যত্র সঙ্গত হইতে পারে বটে; কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে জহল্লক্ষণা সঙ্গত হইতে পারেনা। বিবে-চনা কর, গঙ্গা শব্দের লোক প্রসিদ্ধ অর্থ জলপ্রবাহ। তাহাতে বাস সম্ভবে না। জলরাশি গোপ নামক মনুষ্য জাতির আধার, আর জলের আধেয় গোপ, এ অর্থ প্রমাণবিরুদ্ধ। সুতরাং শ্রোতার বুদ্ধি, গঙ্গার জলপ্রবাহরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তৎসংক্রান্ত তীরে কি নৌকায় গিয়া পর্য্যবসিত হয়।

অত্র তু গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতীতিবজ্জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে। তত্র গঙ্গাঘোষয়োরাধারাধেয়ভাবলক্ষণস্য বাক্যার্থস্যাশেষতো বিরুদ্ধত্বাৎ বাচ্যার্থমশেষতঃ পরিত্যজ্য তৎসম্বন্ধি-তীরলক্ষণায়া যুক্তত্বাজ্জহল্লক্ষণা সঙ্গচ্ছতে। অত্র তু পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যরূপত্বস্য বাক্যার্থস্য ভাগমাত্রে বিরোধাদ্ভাগান্তরং অপরিত্যজ্যাঽন্যলক্ষণায়া অযুক্তত্বাৎ জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে ॥৬৫॥

ন চ গঙ্গাপদং স্বার্থপরিত্যাগেন তীরপদার্থং যথা লক্ষয়তি তথা তৎ পদং ত্বংপদং বা বাচ্যার্থপরিত্যাগেন ত্বংপদার্থং বোধয়তু তৎ কুতো জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে ইতি বাচ্যম্। তত্র তীর-পদাশ্রবণেন তদর্থাপ্রতীতৌ লক্ষণয়া তৎপ্রতীত্যপেক্ষায়ামপি

কাজেই গঙ্গাশব্দের তীর বা নৌকা অর্থ যুক্তিযুক্ত ও জহল্লক্ষণা সুসঙ্গত। কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে সেরূপ অর্থ করিবার কোন উপায় নাই।

বিবেচনা কর, প্রত্যক্ষচৈতন্য আর অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য উভয় চৈতন্যের চৈতন্যগত একতাপক্ষে কোন বিরোধ নাই সত্য, পরন্তু প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই দুই বিশেষণাংশে বিরোধ আছে। যাহা বিরুদ্ধ তাহাই বাক্যার্থ সঙ্গতির জন্য পরিত্যক্ত হইতে পারে। নচেৎ গঙ্গাশব্দের ন্যায় তৎ ও ত্বং শব্দের সমস্ত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ এক নূতন বস্তুতে লক্ষণা করা যাইতে পারে না। ৬৫

গঙ্গা শব্দ যেমন আপন অর্থ (জল) পরিত্যাগ করিয়া তীর বা তৎসংস্পৃষ্ট নৌকারূপ অর্থকে লক্ষ্য করে, সেইরূপ, তৎশব্দও আপন অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ত্বং শব্দের অর্থ লক্ষ্য করুক, এবং ত্বং শব্দও স্বীয় অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তৎ শব্দের অর্থ লক্ষ্য করুক, তাহা হইলে জহল্লক্ষণা অসঙ্গত হইবে না, এরূপ বলাও যুক্তিযুক্ত নহে।

মনে কর, পূর্ব্বোক্ত বাক্যে তীর শব্দের উল্লেখ নাই, অথচ তাহার জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সেখানে জহল্লক্ষণা যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে তৎ ও ত্বং উভয় শব্দেরই স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ঐ দুই শব্দেরই

তত্ত্বং পদয়োঃ শ্রূয়মাণত্বেন তদর্থপ্রতীতৌ লক্ষণয়া পুনঃ অন্য-তরপদেনান্যতরপদার্থপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাৎ ॥৬৬॥

অত্র শোণো ধাবতীতি বাক্যবদজহল্লক্ষণাপি ন সঙ্গচ্ছতে। তত্র শোণগুণগমনলক্ষণস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাত্তদপরিত্যাগেন তদাশ্রয়াশ্বাদিলক্ষণায়াং তদ্বিরোধপরিহারসম্ভবাদজল্লক্ষণা সম্ভবতি। অত্র তু পরোক্ষত্বাঽপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্যৈ-কত্বস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাত্তদপরিত্যাগেন তৎসম্বন্ধিনো যস্য কস্যচিদর্থস্য লক্ষিতত্বেপি তদ্বিরোধাপরিহারাদজহল্লক্ষণাপি ন সম্ভবত্যেব ॥৬৭॥

ন চ তৎপদং ত্বং পদং বা স্বার্থবিরুদ্ধাংশপরিত্যাগেনাং-শান্তরসহিতং তৎপদার্থং ত্বং পদার্থং বা লক্ষয়তু অতঃ কথং প্রকারান্তরেণ ভাগলক্ষণাঙ্গীকরণমিতি বাচ্যম্। একেন

দ্বারা চৈতন্যরূপ অর্থের প্রতীতি হয় সুতরাং অন্যরূপ লক্ষণার প্রয়োজন হয় না। ৬৬

'একটা রক্তবর্ণ যাইতেছে' এই বাক্যের ন্যায় অজহৎ স্বার্থলক্ষণা গ্রহণ করাও সঙ্গত নহে। রক্ত বর্ণের গমন নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া রক্তবর্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থ বজায় রাখিয়া বিরোধ পরিহারের নিমিত্ত রক্ত বর্ণের আধার কোন জীবকে লক্ষণা করা যাইতে পারে; কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বোধক বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণার দ্বারা তৎসম্বন্ধীয় অন্য যে কোন অর্থ লক্ষ্য করিলেও বিরোধ নিবারণ হয় না। সেই জন্য অজহৎলক্ষণা অসম্ভব হয়। স্বার্থ বজায় রাখিয়া তৎসংক্রান্ত পদার্থান্তর বোধ করা নয় বলিয়া নাম অজহৎস্বার্থ। ৬৭

আর এক প্রকার লক্ষণা আছে, তাহার নাম ভাগলক্ষণা। উক্ত বাক্যে সে লক্ষণাও স্বীকার্য্য নহে। একই শব্দে স্বীয় অবিরুদ্ধ অর্থাংশ আর অন্য এক অশ্রুত পদার্থ, দ্বিবিধ অর্থের জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তথাপি, তৎশব্দে, কিংবা ত্বংশব্দে, কোনও শব্দে উক্তরূপ লক্ষণা স্বীকার করিতে পার না। কারণ, অবশিষ্ট শব্দের দ্বারা বিনা লক্ষণায় তাদৃশ অর্থের প্রতীতি হইয়া যায়। যে অর্থ বিনা লক্ষণায় উপস্থিত হয়, সে অর্থের জন্য লক্ষণা করা

পদেন স্বার্থাংশপদার্থান্তরোভয়লক্ষাণায়া অসম্ভবাৎ পদান্তরেণ তদর্থপ্রতীতৌ লক্ষণয়া পুনরন্যতরপদার্থপ্রতীত্যপেক্ষাভাবাচ্চ ॥৬৮॥

তস্মাদ্ যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি বাক্যং তদর্থো বা তৎকালৈতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তলক্ষণস্য বাচ্যার্থস্যাঽংশে বিরোধাৎ বিরুদ্ধতৎকালৈতৎকালবিশিষ্টত্বাংশং পরিত্যজ্যাঽবিরুদ্ধং দেবদত্তাংশমাত্রং লক্ষয়তি তথা তত্ত্বমসীতি বাক্যং তদর্থো বা পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যৈকত্বলক্ষণস্য বাচ্যার্থস্যাংশে বিরোধাদ্বিরুদ্ধপরোক্ষত্বাপরোক্ষত্ববিশিষ্টত্বাংশং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধনখণ্ডচৈতন্যমাত্রং লক্ষয়তি ॥৬৯॥

অথ অহং ব্রহ্মাস্মীত্যনুভববাক্যার্থো বর্ণ্যতে। এবমাচার্য্যেণাধ্যারোপাপবাদপুরঃসরং তত্ত্বম্পদার্থৌ শোধয়িত্বা বাক্যেনাখণ্ডার্থেঽববোধিতেঽধিকারিণোঽহং নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-

নিষ্প্রয়োজন। অতএব "সেই দেবদত্ত এই" এই বাক্য যেমন তৎকাল-বিশিষ্ট দেবদত্ত আর এতৎকাল বিশিষ্ট দেবদত্ত এতদ্রূপ অর্থের তৎকাল ও এতৎকাল উভয়ের ঐক্য জ্ঞান বিরুদ্ধ বলিয়া, মাত্র ঐ দুই ভাগ পরিত্যাগ করাইয়া অবিরুদ্ধ দেবদত্তরূপ অর্থাংশ বোধ করায়; সেইরূপ, তত্ত্বমসি বাক্যও অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট ও পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্যরূপ অর্থের ঐক্য জ্ঞান বিরুদ্ধ বলিয়া উক্ত বিরুদ্ধ অংশ অর্থাৎ পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব অংশ পরিত্যাগ করাইয়া কেবল মাত্র একাদ্বয় চৈতন্য অববোধ করায়।৬৮

উক্তরূপ ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে পর, জীবের আমি মনুষ্য, আমি জীব, আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাদি প্রকার অনুভব নিবৃত্ত হইয়া যায়। জীব তখন "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অনুভব করে। "আমি ব্রহ্ম" এই অনুভব বাক্যের তাদৃশ অর্থ যেরূপে নিষ্পন্ন হয় তাহা বর্ণনা করিতেছি।৬৯

আচার্য্য কর্তৃক বর্ণিত প্রকারের অধ্যারোপ ও অপবাদ উভয় প্রণালী অবলম্বনে তৎ ত্বং শব্দের অর্থ সংশোধিত হইলে শিষ্য সেই গুরূপদিষ্ট "তৎ ত্বং অসি" মহাবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত আপনার একতা অনুভব করে।

সত্য-স্বভাব-পরমানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্মাস্মীত্যখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি। সা তু চিৎপ্রতিবিম্বসহিতা সতী প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞানমেব বাধতে। তদা পটকারণতন্তুদাহে পটদাহবৎ অখিলকার্য্যকারণেঽজ্ঞানে বাধিতে সতি তৎকার্য্যস্যাখিলস্য বাধিতত্বাৎ তদন্তর্ভূতাখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরপি বাধিতা ভবতি॥৭০॥

তত্র বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যমপি যথা প্রদীপপ্রভা আদিত্যপ্রভাঽবভাসনাসমর্থা সতী তয়াঽভিভূতা ভবতি তথা স্বয়ং প্রকাশমানপ্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মাঽবভাসনানর্হতয়া তেনাভিভূতং সৎ স্বোপাধিভূতাখণ্ডবৃত্তের্ব্বাধিতত্বাৎ দর্পণাভাবে মুখপ্রতিবিম্বস্য মুখমাত্রত্ববৎ প্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মমাত্রং ভবতি॥৭১॥

এবঞ্চ সতি মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং যন্মনসা ন মনুতে ইত্যনয়োঃ শ্রুত্যোরবিরোধঃ। বৃত্তিব্যাপ্যত্বাঙ্গীকারেণ ফলব্যা-

যে পূর্ব্বে আপনাকে জীব ভাবিত, এক্ষণে সে "আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, ও সৎ অনন্ত পরমানন্দরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" এইরূপ অখণ্ড চিত্তবৃত্তি উদিত হওয়ায় ব্রহ্মসম্পন্ন হইল। ঐরূপ চিত্তবৃত্তি তখন চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত হইয়া চৈতন্য হইতে অভিন্ন অজ্ঞাত ব্রহ্ম অবগাহন করিয়া তদ্গত অজ্ঞান বিনষ্ট করে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যায় সুতরাং জীবভাবও বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মভাবে পর্য্যবসিত হয়। যেমন বস্ত্রের কারণীভূত সূত্র দগ্ধ হইলে তৎকার্য্যভূত বস্ত্রও দগ্ধ হয়, তেমনি, অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে তৎকার্য্যভূত সেই অখণ্ডাকারা মনোবৃত্তিটীও নষ্ট হইয়া যায়।৭০

দীপপ্রভা যেমন সূর্য্য প্রভা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া অভিভূত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সমুদিত চিত্তবৃত্তি ও তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য উভয় স্বপ্রকাশ উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্য প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া অভিভূত বা অভাবগ্রস্ত হইয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মমাত্র অবশেষ থাকে।৭১

লৌকিক দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন দর্পণের অভাবে মুখপ্রতিবিম্ব মুখমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির অভাবে ব্রহ্মও স্বস্বরূপে

প্যত্বপ্রতিষেধপ্রতিপাদনাৎ। উক্তঞ্চ "ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতম্। ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।" স্বয়ংপ্রকাশমানত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে" ইতি চ ॥৭২॥

জড়পদার্থাকারাকারিতচিত্তবৃত্তের্ব্বিশেষোঽস্তি। তথাহি অয়ং ঘট ইতি ঘটাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিরজ্ঞাতং ঘটং বিষয়ীকৃত্য তদ্গতাজ্ঞাননিরসনপুরঃসরং স্বগতচিদাভাসেন জড়মপি ঘটং অবভাসয়তি। তদুক্তং—"বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্। তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ"

অবস্থিতি করেন। সেই কারণে তত্ত্বজ্ঞ দিগের "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার অনুভব হইয়া থাকে। অতএব, তাঁহাকে মনের দ্বারা অনুভব করিবে এবং মন তাহাকে মনন (প্রকাশ) করিতে পারে না, এই দুই শ্রুতির বিরোধ ভঞ্জন হইল। মনোবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান বিদূরিত হয় ও তদ্‌বৃত্তিপ্রতিফলিত চৈতন্য (আভাসচৈতন্য) তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া অভিভূত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায় বুঝা গেল, মনের দ্বারা দর্শন হয়, ও মন তাঁহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ, এই দুই পক্ষই যথার্থ। বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে, "শাস্ত্রকর্ত্তারা বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা পরব্রহ্মের প্রকাশ হওয়া পক্ষ নিবারণ করিয়াছেন। কেন না, আভাস-চৈতন্য স্বপ্রকাশ বৃহৎ চৈতন্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা কেবল ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান বিনাশের নিমিত্ত কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি উদিত হইয়া তদ্গত অজ্ঞানকেই নাশ করে, ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বভাব সে জন্য তিনি স্বতঃই প্রকাশিত হন।৭২

লৌকিক ঘটপটাদি জড়পদার্থের জ্ঞান, আর পরিপূর্ণস্বভাব ব্রহ্মের জ্ঞান; দুয়ের বৈলক্ষণ্য এই যে, ঘটপটাদি পদার্থকারা মনোবৃত্তি উদিত হইলে তাহা তদাশ্রিত অজ্ঞান দূর করে ও তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য তাহাদিগকে প্রকাশ করে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "অন্তঃকরণবৃত্তি ও চিদাভাস (প্রতিবিম্ব চৈতন্য) উভয়ই ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ঘটপটাদি পদার্থে ব্যাপ্ত হয়। পরে অন্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা ঘটের অজ্ঞানতা নষ্ট হয়, এবং তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা

ইতি। যথা প্রদীপপ্রভামণ্ডলমন্ধকারগতং ঘটাদিকং বিষয়ী-কৃত্য তদ্গতান্ধকারনিরসনপুরঃসরং স্বপ্রভয়া তং অবভাসয়তীতি ॥ ৭৩ ॥

এবং স্বস্বরূপচৈতন্যসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তং শ্রবণমননিদিধ্যাসনসমাখ্যানুষ্ঠানস্যাপেক্ষিতত্বাৎ তেঽপি প্রদর্শ্যন্তে। শ্রবণং নাম ষড়্বিধলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয়াত্মবস্তুনি তাৎ-পর্য্যাবধারণম্। লিঙ্গানি তু, উপক্রমোপসংহারাভ্যাসো-ঽপূর্ব্বতা ফলার্থবাদোপপত্ত্যাখানি। তদুক্তং "উপক্রমোপ-সংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে" ॥৭৪॥

তাহার স্ফুর্ত্তি বা প্রকাশ হয়। যেমন দীপপ্রভা অন্ধকারস্থ ঘটপটাদি প্রাপ্ত হইয়া অন্ধকার নষ্ট করতঃ প্রভার দ্বারা তাহাদিগকে প্রকাশ করে, সেইরূপ, অন্তঃকরণবৃত্তিও ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞানকে নষ্ট করতঃ স্বপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা তাহাদিগকে প্রকাশ করে। এ নিয়ম ঘটপটাদি জ্ঞানে অনুস্যূত কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে নহে। ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না, মাত্র ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকেই নষ্ট করে। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।৭৩

যাবৎ না উল্লিখিত প্রকারে স্বরূপচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়, তাবৎ, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। পরাত্মচৈতন্য সাক্ষাৎকার স্বতঃ বা সহজে হয় না, শ্রবণাদি চতুষ্টয়ের অভ্যাস দ্বারাই হয়, সে জন্য সেগুলিও প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রবণ।—গুরুসকাশে বেদান্ত অধ্যয়ন ও তাৎপর্য্যনিশ্চায়ক ছয় প্রকার বোধক নিয়মের দ্বারা অদ্বিতীয়ব্রহ্মবস্তুতে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ করার নাম শ্রবণ।

ছয় প্রকার লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক নিয়ম কি কি ?

উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অপবাদ এবং উপপত্তি। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, এই ছয় প্রকারের দ্বারাই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য জানা যায়।৭৪

অত্র প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্যার্থস্য তদাদ্যন্তয়োরুপাদানং উপক্রমোপসংহারৌ। যথা ছান্দোগ্যে ষষ্ঠপ্রপাঠকে প্রকরণপ্রতিপাদস্যাদ্বিতীয়বস্তুনঃ একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদৌ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যন্তে চ প্রতিপাদনম্। প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রতিপাদনং অভ্যাসঃ। যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মধ্যে তত্ত্বমসীতি নবকৃত্বঃ প্রতিপাদনম্। প্রকরণপ্রতিপাদস্য বস্তুনঃ প্রমাণান্তরেণাবিষয়ীকরণং অপূর্ব্বত্বম্। যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মানান্তরাবিষয়ীকরণম্। ফলন্তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যাত্মজ্ঞানস্য বা তত্র তত্র শ্রূয়মাণং প্রয়োজনম্। যথা তত্রৈব "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"

উপক্রম ও উপহার।—যে শাস্ত্র যে বস্তুর উপদেশ করেন, তৎশাস্ত্রের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে সেই বস্তুর উল্লেখ। শাস্ত্রের বা প্রকরণের আরম্ভ ও সমাপ্তি পর্য্যালোচনা করিলেই তাহার প্রতিপাদ্য জানা যায়। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম' এবং সমাপ্তিতেও 'এ সমস্ত আত্মা' এইরূপ উক্তি আছে। প্রদর্শিত আরম্ভ ব্যাক্যের ও সমাপ্তি বাক্যের একরূপতা দৃষ্টে বুঝা যায়, অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

অভ্যাস।—বার বার বলার নাম অভ্যাস। যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদিত হইবে, সেই প্রকরণে বার বার সেই প্রতিপাদ্য বস্তু প্রতিপন্ন করা। উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যের দ্বারা নয় বার অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

অপূর্ব্বতা।—যাহা অন্য কোন প্রমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, তাহার উপদেশ। অর্থাৎ যাহা যে প্রকরণের প্রতিপাদ্য, তাহা প্রমাণান্তরের অবিষয় হওয়া আবশ্যক। যথাঃ—উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে ব্রহ্মের উপনিষন্মাত্র গম্যতা। উপনিষদ্ ভিন্ন অন্য প্রমাণের অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ফল।—প্রকরণ প্রতিপাদ্যের কিংবা তৎসাধক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন

"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে। অথ সম্পৎস্যে"ইত্যা-হৃদ্বিতীয়বস্তুজ্ঞানস্য তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনং শ্রূয়তে। প্রকরণ-প্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রশংসনং অর্থবাদঃ। যথা তত্রৈব "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যোযেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত"মিত্যদ্বিতীয়বস্তুপ্রশংসনম্। প্রকরণপ্রতিপাদ্যার্থ-সাধনে তত্র তত্র শ্রূয়মাণা যুক্তিঃ উপপত্তিঃ। যথা তত্রৈব"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচার-ম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং"ইত্যাদাবদ্বিতীয়-বস্তুসাধনে বিকারস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বে যুক্তিঃ শ্রূয়তে ॥৭৫॥

মননন্তু শ্রুতস্যাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তার্থানুগুণযুক্তিভিরনব-রতমনুচিন্তনম্ ॥ বিজাতীয়দেহাদিপ্রত্যয়রহিতাদ্বিতীয়বস্তু-

বর্ণনা। উক্ত উপনিষদের উক্তাধ্যায়ে "আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই জানিতে পারেন, অন্যে পারেন না, ব্রহ্মজ্ঞানীর মুক্তি হইতে সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব, যে পর্যান্ত না তাহার দেহপাত হয়, দেহ পাত হইলেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্মভাবরূপ ফল বা প্রয়োজন অভিহিত হইয়াছে।

অর্থবাদ।—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসা। উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে গুরু নিম্নলিখিত প্রকারে প্রশংসা করিয়াছেন যথা "যাহা শুনিলে অশ্রুত বস্তুরও শ্রবণ সিদ্ধ হয়, যাহা কথনও মনে করা যায় নাই তাহারও মনন সুসম্পন্ন হয়, অজ্ঞাত পদার্থেরও জ্ঞান হয়।" ইত্যাদি।

উপপত্তি।—অনুকূল যুক্তি। প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তু প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রানুযায়ী যুক্তি প্রদর্শন। তাহা উক্ত উপনিষদে "হে মনোজ্ঞ শ্বেত-কেতু! যেমন মৃত্তিকাপিণ্ডের জ্ঞান হইলে তদ্বিকার সমুদয় মৃৎপাত্র জানা হয় এবং ঘট, কলস, শরাব, এ সকল কেবল নামমাত্র অর্থাৎ মিথ্যা, মৃত্তিকাই ঐ সকলের সত্য।" ইত্যাদি প্রকারে অদ্বৈত বস্তু বুঝাইবার উপযোগী বিকারের অনিত্যতা প্রভৃতি যুক্তি সকল প্রদর্শিত হইয়াছে।৭৫

মনন কি?

সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ নিদিধ্যাসনম্। সমাধিস্তু দ্বিবিধঃ। সবিকল্পকো নির্ব্বিকল্পকশ্চেতি। তত্র সবিকল্পকো নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়াঽদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্। তদা মৃণ্ময়গজাদিভানেঽপি মৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেঽপ্যদ্বৈতং বস্তু ভাসতে। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ—"দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমব্যয়ম্। অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্তম্। দৃশিস্তু শুদ্ধোঽহমবিক্রিয়াত্মকো ন মেঽস্তি বন্ধো ন চ মে বিমোক্ষঃ।" ইত্যাদি ॥৭৬॥

নির্ব্বিকল্পকস্তু, জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়াঽদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতয়া বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থা-

অদ্বৈত জ্ঞানের অবিরোধী যুক্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ বস্তুর চিন্তা করার নাম মনন।

নিদিধ্যাসন কি ?

মধ্যে দেহাদি জড় পদার্থ বিষয়ক বিজাতীয় জ্ঞান উপস্থিত না হয়, এরূপ সুনিয়মে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান উত্থাপনের নাম নিদিধ্যাসন অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ধ্যান।

সমাধি।—সমাধি অর্থাৎ তীব্র একাগ্রতা। ইহা দুই প্রকার। প্রথম সবিকল্প, দ্বিতীয় নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ক জ্ঞানের লয় হওয়ার অপেক্ষা নাই। ঐ তিন জ্ঞান সত্বেও ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি বিরাজ করিতে পারে। যেমন মৃণ্ময় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্বেও মৃত্তিকা জ্ঞান থাকে, সেইরূপ, দ্বৈতজ্ঞান সত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, সাধক সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, সর্ব্ব বস্তুর দ্রষ্টা, সাক্ষী, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, প্রকাশস্বভাব, উৎপত্তিরহিত, বিনাশবর্জ্জিত, অলিপ্ত অথচ সর্ব্বত্র বিরাজিত, সর্ব্বকালেই বিমুক্তস্বভাব যে উৎকৃষ্ট চৈতন্য, তাহাই আমি।"৭৬

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই বিকল্প ত্রয়ের লয় হওয়ার অপেক্ষা থাকে। অর্থাৎ উক্ত বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে লীন

নম্। তদা তু জলাকারাকারিতলবণানবভাসেন জলমাত্রাবভাসবদদ্বিতীয়বস্ত্বাকারাকারিতচিত্তবৃত্ত্যনবভাসেনা অদ্বিতীয়বস্তুমাত্রমেবাঽবভাসতে। ততশ্চাস্য সুষুপ্তেশ্চাভেদশঙ্কা ন ভবতি। উভয়ত্র বৃত্ত্যভানে সমানেঽপি তৎসদ্ভাবাসদ্ভাবমাত্রেণানয়োর্ভেদোপপত্তেঃ ॥ ৭৭ ॥

অস্যাঙ্গানি যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ঃ। তত্রাঽহিংসা-সত্যাঽস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাঽপরিগ্রহাঃ যমাঃ। শৌচসন্তোষতপস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মস্বস্তিকাদীনি আসনানি। রেচকপূরককুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ। ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ। অদ্বিতীয়াত্ম

হইয়া যায়; সুতরাং একটী মাত্র অখণ্ডাকারা মনোবৃত্তি অবশিষ্ট থাকে। জলবিলীন লবণ, জলাকার প্রাপ্ত হইলে লবণ-জ্ঞানের লয় হেতু যেমন কেবল জল-জ্ঞানই বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ, ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির বিলয় হেতু ব্রহ্মমাত্রই বর্ত্তমান থাকে। সমাধির এতদ্রূপ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হওয়াতে সুষুপ্তির সহিত সমাধির অভেদের আশঙ্কা থাকিল না। সুষুপ্তি ও সমাধি উভয় অবস্থাতেই বৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান থাকে না সত্য, কিন্তু সুষুপ্তিতে বৃত্তি থাকে, সমাধিতে তাহা থাকে না, সুতরাং সুষুপ্তি ও সমাধি সমান নহে।৭৭

এবম্প্রকার নির্ব্বিকল্প সমাধির আটটী অঙ্গ অর্থাৎ সাধন আছে। যথাঃ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্পসমাধি। এই আট অঙ্গ আয়ত্ত হইলে নির্ব্বিকল্প সমাধি সিদ্ধ করা যায়।

যম।—অহিংসা, সত্য, অদত্ত-পরদ্রব্য গ্রহণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ কার্য্যতঃ ও অভিলাষতঃ মৈথুন পরিত্যাগ করা, এবং অসৎ পরিগ্রহ বর্জ্জন করা, এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম "যম"।

নিয়ম।—শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, জ্ঞান শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং ঈশ্বরভক্তি, এই পাঁচ প্রকারকে 'নিয়ম' বলে।

আসন।—শরীর ও মনের স্থিরতা কারক উপবেশন বিশেষ আসন নামে প্রসিদ্ধ। এই আসন স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ প্রকারে বিভক্ত।

বস্তুনি চিত্তস্থাপনং ধারণা। তত্রাঽদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তিপ্রবাহঃ ধ্যানম্। সমাধিস্তু উক্তঃ সবিকল্পক এব ॥ ৭৮ ॥

এবমস্যাঙ্গিনো নির্ব্বিকল্পকস্য লয়বিক্ষেপকষায়রসাস্বাদলক্ষণাশ্চত্বারো বিঘ্নাঃ সম্ভবন্তি। লয়স্তাবৎ। অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তের্নিদ্রা। অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তের্ন্যাবলম্বনং বিক্ষেপঃ। লয়বিক্ষেপাভাবেঽপি চিত্তবৃত্তেরাগাদিবাসনয়া স্তব্ধীভাবাৎ অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনং কষায়ঃ। অখণ্ড-

প্রাণায়াম।—প্রাণ বায়ু স্বায়ত্তকরণ। ইহা রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামক প্রক্রিয়া অভ্যাসে সাধিত হইয়া থাকে।

প্রত্যাহার।—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় গণকে শব্দস্পর্শাদি বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করা।

ধারণা।—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণ স্থাপিত করা।

ধ্যান।—সেই অদ্বিতীয় বস্তুতে মনোবৃত্তিপ্রবাহ উৎপাদন করা।

সবিকল্পসমাধি।—সবিকল্প-সমাধি কি তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।৭৮

এই অষ্টাঙ্গক নির্ব্বিকল্প সমাধির চারি প্রকার বিঘ্ন আছে।

কি কি? লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ।

লয়।—তুমি সমাধি-চিকীর্ষায় উপবিষ্ট হইলে; কিন্তু তোমার মন অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তু অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া ক্রমে নিদ্রিত হইল। এইরূপ বিঘ্ন হইলে তাহাকে 'লয়' বলে।

বিক্ষেপ।—ব্রহ্মসমাধি করিতে বসিলে, কিন্তু তোমার চিত্ত সেই অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তু অবলম্বন করিতে না পারিয়া অন্য এক বস্তু অবলম্বন করিয়া বসিল। সেরূপ হইলে তাহার নাম 'বিক্ষেপ।'

কষায়।—সমাধি-চিকীর্ষায় বসিলে; লয় বা বিক্ষেপও হইল না, কিন্তু রাগাদি বাসনায় অভিভূত হইয়া মন স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইল, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু অবলম্বন করিতে পারিল না; না এদিক্ না ওদিক্ কিছুই হইল না। এরূপ হইলে তাহাকে 'কষায়' বলা যায়।

রসাস্বাদন।—নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তু অবলম্বন না করিতে

যস্তুনবলম্বনেনাপি চিত্তবৃত্তেঃ সবিকল্পানন্দাস্বাদনং রসাস্বাদঃ। সমাধ্যারম্ভসময়ে সবিকল্পানন্দাস্বাদনং বা॥ ৭৯॥

অনেন বিঘ্নচতুষ্টয়েন রহিতং চিত্তং নির্ব্বাতদীপবদচলং সদখণ্ডচৈতন্যমাত্রমবতিষ্ঠতে যদা তদা নির্ব্বিকল্পকঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে। তদুক্তং "লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ শমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ। নাস্বাদয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ" ইত্যাদি। "যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে" ইত্যাদি চ॥ ৮০॥

অথ জীবন্মুক্ত-লক্ষণ-মুচ্যতে। জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাখণ্ড-শুদ্ধব্রহ্ম-জ্ঞানেন তদজ্ঞান-বাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে সতি অজ্ঞানতৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম্মসংশয়বিপর্য্যয়াদী-

করিতে সবিকল্পক আনন্দ অনুভব হওয়া। এরূপ হইলেও নির্ব্বিকল্পের বিঘ্ন হয় এবং তাহার নাম "রসাস্বাদ বিঘ্ন।"৭৯

যদি উল্লিখিত চারি প্রকার বিঘ্নের কোন এক প্রকার উপস্থিত না হয় এবং চিত্ত যদি নির্ব্বাতস্থ দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল নিষ্কম্প হইয়া একমাত্র অখণ্ডচৈতন্য চিন্তায় রত থাকে, তাহা হইলে, সেই অবস্থা নির্ব্বিকল্প সমাধি নামের যোগ্য। এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য আছে, "লয়রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণকে উদ্বুদ্ধ করিবে। বিক্ষেপ উপস্থিত হইলে তাহাকে শান্ত করিবে। কষায় বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া কিয়ৎকাল নিবৃত্ত থাকিবে। অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুতে একাগ্রতা জন্মিলে আর তাহা হইতে চিত্ত পরিচালন করিবে না। সে সময়ে কোন সবিকল্পক আনন্দ অনুভবও করিবেক না। প্রজ্ঞার দ্বারা নিঃসঙ্গ হইবেক।" স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে "নির্ব্বাতস্থ দীপ যেমন নিশ্চল হয়, সেইরূপ হইবেক।"৮০

এক্ষণে জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলা যাউক। অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বাধ (বিলয়) হইলে স্বস্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রভাবে, অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত পুণ্য, পাপ, সংশয় ও বিপর্য্যয় প্রভৃতির নিবৃত্তি হয়। সে অবস্থাকে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ বলা যায়।

নামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ। "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ ৮১॥

অয়ন্তু ব্যুত্থানসময়ে মাংসশোণিতমূত্রপুরীষাদিভাজনেন শরীরেণ আন্ধ্যমান্দ্যাপটুত্বাদিভাজনেনেন্দ্রিয়গ্রামেণ অশনায়া-পিপাসাশোকমোহাদিভাজনেনান্তঃকরণেন চ তত্তৎপূর্ব্ব-পূর্ব্ববাসনয়া ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি ভুজ্যমানানি জ্ঞানাবিরুদ্ধা-ন্যারব্ধফলানি চ পশ্যন্নপি বাধিতত্বাৎ পরমার্থতো ন পশ্যতি। যথা ইদমিন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান্ তদিন্দ্রজালং পশ্যন্নপি পরমার্থমিদমিতি ন পশ্যতি। "সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। উক্তঞ্চ "সুষুপ্তবজ্জাগ্রতি যো ন পশ্যতি দ্বয়ঞ্চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ।

এবং জীবদ্দশায় সংসার মুক্ত হয় বলিয়া জীবন্মুক্তও বলা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সেই সর্ব্বাত্মক পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ অন্তঃকরণনিষ্ঠ সমুদয় ভ্রম নষ্ট হয়, সংশয় সকল ছিন্ন হয়, এবং সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কর্ম্মফল দগ্ধ হইয়া যায়।"৮১

এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জাগ্রৎ কালে বা অসমাহিত অবস্থায়, রক্ত মাংস বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি বীভৎসতর মলের আধাররূপ শরীর, ও অন্ধতা অক্ষমতা অপটুতা প্রভৃতির আশ্রয় ইন্দ্রিয়, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক ও মোহাদির আকরস্বরূপ অন্তঃকরণ দ্বারা জ্ঞানের অবিরোধে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল (যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে) ভোগ করতঃ দৃশ্যমান জগৎ দেখিয়াও দেখেন না। অর্থাৎ অস্মদাদির ন্যায় সত্য জ্ঞান করেন না। যেমন ঐন্দ্রজালিক পদার্থের তত্বজ্ঞ ব্যক্তি দৃশ্যমান ইন্দ্রজালকে দেখেন মাত্র, তাহার সত্যতা মনে করেন না, সেইরূপ। শ্রুতিতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—"জীবন্মুক্ত ব্যক্তি চক্ষু থাকিতেও অচক্ষু অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু স্বসংযুক্ত দৃশ্যকে বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে না, এবং কর্ণ থাকিতেও কর্ণহীন, মন থাকিতেও

তথাপি কুর্ব্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিন্নান্য ইতীহ নিশ্চয়ঃ।” ইতি॥ ৮২॥

অস্য জ্ঞানাৎ পূর্ব্বং বিদ্যমানানামেবাহারবিহারাদীনাং অনুবৃত্তিবচ্ছুভবাসনানামেবানুবৃত্তির্ভবতি শুভাশুভয়োরৌদসীন্যং বা। তদুক্তং “বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে। ব্রহ্মবিত্ত্বং তথা মুক্ত্বা স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ” ইতি॥ ৮৩॥

তদানীমমানিত্বাদীনি জ্ঞানসাধনান্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ঃ সদ্গুণাশ্চালঙ্কারবদনুবর্ত্তন্তে। তদুক্তং—“উৎপন্নাত্মাববোধস্য

অমনস্ক, প্রাণ সত্ত্বেও নিষ্প্রাণ” ইত্যাদি। আচার্য্যেরা বলিয়াছেন যে, “যিনি জাগ্রদবস্থাতেও সুষুপ্তের ন্যায় থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যকেও যিনি অদ্বিতীয় দর্শন করেন, বাহে কর্ম্ম করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে নিষ্কর্ম্ম, যিনি কেবল পূর্ব্বসংস্কারের বলে অভ্যস্তের ন্যায় কার্য্য করেন, অহং অভিমান পূর্ব্বক করেন না, তিনিই আত্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত, তদ্ভিন্ন ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহে, ইহা নিশ্চয়।”৮২

এতাদৃশ ব্যক্তি পূর্ব্বে যে আহার বিহারাদি করিত, এক্ষণে কেবল তাহারই অনুবৃত্তি হইবে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছুই করিবেন না। সুতরাং তাঁহার যথেচ্ছাচরণ হইবার সম্ভাবনাও নাই। কেন না, পূর্ব্বে তিনি শুভকর্ম্মের অভ্যাস ও অশুভ কর্ম্মের পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিংবা শুভ ও অশুভ উভয় কর্ম্মেই উদাসীন হন। ইহার প্রসিদ্ধ প্রমাণ এই যে, “অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞাত হইলে যদি যথেষ্টাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তবে অশুচি ভক্ষণাদি বিষয়ে কুক্কুরাদির সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রভেদ কি? অর্থাৎ যথেষ্টাচার ঘটনা হয় না)। তত্ত্বজ্ঞান হইলে যাঁহার যথেষ্টাচরণ নিবৃত্ত হয়—তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই আত্মজ্ঞ, অন্যে নহে।”৮৩

এ অবস্থাতেও অনভিমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানসাধন সদ্গুণ সকল ও অহিংসাদি সদ্গুণ সকল অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে। (পূর্ব্বের অভ্যাসের বলে স্বতঃই উপস্থিত হয়, যত্নপূর্ব্বক করিতে হয় না।) এ কথা শাস্ত্রে উক্ত

হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ। অযত্নতো ভবন্ত্যস্য ন তু সাধনরূপিণঃ।” ইতিঃ ॥ ৮৪ ॥

কিং বহুনা, অয়ং দেহযাত্রামাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছা-প্রাপিতানি সুখদুঃখলক্ষণান্যারব্ধফলান্যনুভবন্নন্তঃকরণাভাসাদী-নামবভাসকঃ সন্ তদবসানে প্রত্যগানন্দপরব্রহ্মণি প্রাণে লীনে সতি অজ্ঞানতৎকার্য্যসংস্কারাণামপি বিনাশাৎ পরম-কৈবল্যমানন্দৈকরসমখিলভেদপ্রতিভাসরহিতমখণ্ডং ব্রহ্মাবতি-ষ্ঠতে। “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে” “বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে” ইত্যেবমাদিশ্রুতেঃ ইতি ॥ ৮৫ ॥

বেদান্তসারঃ সমাপ্তঃ।

হইয়াছে। যথাঃ—“অদ্বেষ্টৃত্বাদি সদ্গুণ সকল অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানীর বিনা যত্নেই অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে।”৮৪

অধিক বলা বাহুল্য, সিদ্ধান্ত কথা এই যে, জীবন্মুক্ত পুরুষ মাত্র দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা, এই তিন প্রকারে প্রাপ্ত সুখ দুঃখ রূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল আভাসরূপে অনুভব করতঃ অন্তঃকরণাদির প্রকাশক চিন্মাত্র হইয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসানে অর্থাৎ ভোগ দ্বারা কর্ম্মফল সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাঁহার প্রাণ প্রত্যক্ চৈতন্যে লীন হয়, সুতরাং অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসংস্কার সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি পরম কৈবল্যরূপ (কেবল+যৎ=সর্ব্ব প্রকার ইতর বিশেষ পরিশূন্য অর্থাৎ এক) পরম আনন্দ, পরিপূর্ণ, অদ্বৈত অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ভেদ শূন্য, অখণ্ডব্রহ্মরূপে অর্থাৎ সৈন্ধবপিণ্ডবৎ একরস ব্রহ্মতত্ত্বে অবস্থান করেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, “দেহাবসানে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রাণ সকল লোকান্তর গমন করে না, ব্রহ্মেই লীন হয়। সুতরাং তিনি সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্মকৈবল্য প্রাপ্ত হন।৮৫

বেদান্তসারের অনুবাদ সমাপ্ত।